من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহাকে ফকীহ্ বানাইয়া দেন।

বঙ্গানুবাদ

বেহেশ্‌তী জেওর

৮ম, ৯ম, ও ১০ম খণ্ড

[তৃতীয় ভলিউম]

লেখক

কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক

হযরত মাওলানা শামছুল হক (রঃ) ফরিদপুরী

প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

আরয

হাম্‌দ ও ছালাতের পর বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট অধীনের বিনীত আরয এই যে, মুজাদ্দেদে যমান, কুত্‌বে দাওরান, পাক-ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রহ্‌মতুল্লাহি আলাইহি) স্বীয় সম্পূর্ণ জীবনটি ইসলাম এবং মুসলিম সমাজের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোন কোন কিতাব ১০/১২ জিল্‌দেরও আছে। কিন্তু এইসব কিতাবের কপি রাইট তিনি রাখেন নাই বা কোন একখানি কিতাব হইতে বিনিময় স্বরূপ একটি পয়সাও তিনি উপার্জন করেন নাই। শুধু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দ্বীন ইসলামের খেদমতে ও মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য লিখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার লিখিত কিতাবের মধ্যে ১১ জিল্‌দে সমাপ্ত বেহেশ্‌তী জেওর একখানা বিশেষ যরূরী কিতাব। সমগ্র পাক-ভারতের কোন ঘর বোধ হয় বেহেশ্‌তী জেওর হইতে খালি নাই এবং এমন মুসলমান হয়ত খুব বিরল, যে বেহেশ্‌তী জেওরের নাম শুনে নাই। বেহেশ্‌তী জেওর আসলে লেখা হইয়াছিল শুধু স্ত্রীলোকদের জন্য; কিন্তু কিতাবখানা এত সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও এত ব্যাপক হইয়াছে যে, পুরুষেরা এমন কি আলেমগণও এই কিতাবখানা হইতে অনেক কিছু শিক্ষা পাইতেছেন।

বহুদিন যাবৎ এই আহ্‌কারের ইচ্ছা ছিল যে, কিতাবখানার মর্ম বাংলা ভাষায় লিখিয়া বঙ্গীয় মুসলিম ভাই-ভগ্নীদিগের ইহ-পরকালের উপকারের পথ করিয়া দেই এবং নিজের জন্যও আখেরাতের নাজাতের কিছু উছীলা করি; কিন্তু কিতাব অনেক বড়, নিজের স্বাস্থ্য ও শরীর অতি খারাপ, শক্তিহীন; তাই এত বড় বিরাট কাজ অতি শীঘ্র ভাগ্যে জুটিয়া উঠে নাই। এখন আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানীতে মুসলিম সমাজের খেদমতে ইহা পেশ করিতে প্রয়াস পাইতেছি। মক্কা শরীফের হাতীমে বসিয়া এবং মদীনা শরীফের রওযায়ে-আক্কদাসে বসিয়াও কিছু লিখিয়াছি। 'আল্লাহ্ পাক এই কিতাবখানা কবূল করুন এই আমার দো'আ এবং আশা করি, প্রিয় পাঠক- পাঠিকাগণও দো'আ করিতে ভুলিবেন না। এই পুস্তকে আমার বা আমার ওয়ারিশানের কোন স্বত্ব নাই ও থাকিবে না।

মূল কিতাবে প্রত্যেক মাসআলার সঙ্গেই উহার দলীল এবং হাওয়ালা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উর্দু বেহেশ্‌তী জেওর কিতাব সব জায়গায়ই পাওয়া যায় এবং উর্দু ভাষাও প্রায় লোকেই বুঝে, এই কারণে আমি দলীল বা হাওয়ালার উল্লেখ করি নাই। যদি আবশ্যক বোধ হয়, পরবর্তী সংস্করণে দলীল ও হাওয়ালা দেওয়া হইবে। আমি একেবারে শব্দে শব্দে অনুবাদ করি নাই, খোলাছা মতলব লইয়া মূল কথাটি বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছি। দুই একটি মাসআলা আমাদের দেশে গায়ের যরূরী মনে করিয়া ক্ষেত্র বিশেষে তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি এবং কিছু মাসআলা যরূরত মনে করিয়া অন্য কিতাব হইতে সংযোজিত করিয়াছি। তা'ছাড়া বেহেশ্‌তী গওহরের সমস্ত মাসআলা বেহেশ্‌তী জেওরের মধ্যেই বিভিন্ন খণ্ডে ঢুকাইয়া দিয়াছি। কাহারও সন্দেহ হইতে পারে বিধায় বিষয়টি জানাইয়া দিলাম।

আরযগুযার

শামসুল হক

৩১/৭/৮৬ হিজরী

■ সূচী-পত্র ■

বিষয় | পৃষ্ঠা

অষ্টম খণ্ড

আম্বিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

—■—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

বেহেশ্‌তী জেওর

অষ্টম খণ্ড

□

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু

রাসূলে করীমের মোবারক নাম মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ্। তাঁহার পিতার পিতার নাম আবদুল মুত্তালিব, তাঁহার পিতার নাম হাশেম, হাশেমের পিতা আব্‌দে মনাফ।

রাসূলে করীমের মাতা আমেনা। আমেনা ছিলেন অহবের কন্যা। অহবের পিতা আব্‌দে মনাফ। তাহার পিতা যোহরা। উল্লেখযোগ্য যে, নবী করীমের পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের আব্‌দে মনাফ একই জন নহেন—ভিন্ন ব্যক্তি।

কাফের বাদশাহ আবরাহা যে বৎসর হস্তী সহকারে খানায়ে কা'বা ধ্বংস করিতে আসে—সেই সালের বারই রবিউল আউয়াল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূমিষ্ঠ হন। সেদিনটি ছিল সোমবার। জন্মের কয়েক মাস পর হইতে শিশু নবী ধাত্রী গৃহে লালিত-পালিত হন। পাঁচ বৎসর বয়সে ধাই-মা হালিমা তাঁহাকে মাতা আমেনার গৃহে ফিরাইয়া দেন। ছয় বৎসর বয়সে মাতা আমেনা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আপন মাতুলালয় মদীনার বনী-নাজ্জারে গমন করেন। ফিরিবার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে এন্তেকাল করেন। সঙ্গীয়া দাসী উম্মে আয়মন বালক নবীকে সঙ্গে করিয়া মক্কায় পৌঁছেন।

পিতা আবদুল্লাহ্ নবী করীমকে মাতৃগর্ভে রাখিয়াই এন্তেকাল করেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দাদার লালন-পালনে তিনি বড় হইতেছিলেন। আল্লাহ্র মহিমা অপার—মানুষের বুঝা ভার। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই দাদা আবদুল মুত্তালিবও ইহধাম ছাড়িয়া গেলেন। এইবার তাঁহার ভরণ-পোষণের ভার চাচা আবু তালিব আপন কাঁধে তুলিয়া নিলেন।

একবারের এক ঘটনা। নবীকে সঙ্গে করিয়া চাচা আবু তালিব সিরিয়া তেজারতে চলিলেন। পথিমধ্যে নাছারা ধর্ম যাজক 'বুহাইরার' সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। বুহাইরা আবু তালিবকে বলিল—খবরদার! এই বালককে হেফাযত কর। এই বালকই ভাবী নবী, আখেরী পয়গম্বর। এতদ্‌শ্রবণে আবু তালিব বিস্মিত ও চমকিত হইলেন—আনন্দে অবিভূত হইলেন। বুহাইরার পরামর্শে তিনি বালক নবীকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।

বালক নবী যুবক হইয়াছেন। বিবি খাদিজার মাল লইয়া তেজারতে চলিয়াছেন। পথে বিজ্ঞ-সাধু ব্যক্তি 'নস্তূরা' তাঁহাকে নবী হওয়ার সুসংবাদ দিল। তেজারত শেষে তিনি মক্কায় ফিরিলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধা তাহেরা সচ্চরিত্রা বিবি খাদিজার সহিত তাঁহার শাদী-মোবারক সুসম্পন্ন হইল। এই সময় নবী করীমের বয়স পঁচিশ বৎসর, বিবি খাদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর।

রাসূলুল্লাহ্ চল্লিশ বৎসর বয়সে নুবুওত প্রাপ্ত হন। তিপ্পান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি মে'রাজ শরীফ গমন করেন। তিনি নুবুওত লাভের সুদীর্ঘ তের বৎসর কাল মাতৃভূমি মক্কাতেই ইসলাম প্রচার কার্যে রত থাকেন। অতঃপর কাফেরদের অত্যাচার উৎপীড়নের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে মদীনা মনাওয়ারায় হিজরত করেন। তাঁহার মদীনা আগমনের দ্বিতীয় বৎসরে ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রথম জেহাদ জংগে বদর অনুষ্ঠিত হয়। এরপর কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে ছোট বড় বহু যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশটি উল্লেখযোগ্য।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জীবনে মোট এগারটি শাদী করেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায়ই দুইজন স্ত্রী এন্তেকাল করেন। একজন হযরত খাদিজা (রাঃ), দ্বিতীয়জন যয়নব বিন্‌তে খোযায়মা (রাঃ) বাকী নয়জনকে রাখিয়া রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) জান্নাতী হন।

১। হযরত সওদা রাযিআল্লাহু আনহা

২। হযরত আয়শা রাযিআল্লাহু আনহা

৩। হযরত হাফছা রাযিআল্লাহু আনহা

৪। হযরত উম্মে হাবিবা রাযিআল্লাহু আনহা

৫। হযরত উম্মে সালমা রাযিআল্লাহু আনহা

৬। হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ রাযিআল্লাহু আনহা

৭। হযরত জোয়ায়রিয়া রাযিআল্লাহু আনহা

৮। হযরত মায়মুনা রাযিআল্লাহু আনহা

৯। হযরত সাফিয়া রাযিআল্লাহু আনহা

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর চারি কন্যা ঃ

১। হযরত যয়নব রাযিআল্লাহু আনহা

২। হযরত রোকেয়া রাযিআল্লাহু আনহা

৩। হযরত উম্মে কুলসুম রাযিআল্লাহু আনহা

৪। হযরত ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা

পাঁচ পুত্র ঃ

তাঁহাদের সকলেই বাল্যকালে এন্তেকাল করেন। একমাত্র হযরত বিবি খাদিজা (রাঃ)-এর গর্ভেই জন্ম নিয়াছিলেন চারিজন। তাঁহার হইতেছেন—

১। হযরত কাসেম রাযিআল্লাহু আনহু

২। হযরত আবদুল্লাহ্ রাযিআল্লাহু আনহু

৩। হযরত তৈয়্যেব রাযিআল্লাহু আনহু

৪। হযরত তাহের রাযিআল্লাহু আনহু

পঞ্চম পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) জন্ম নিয়াছিলেন হযরত মারিয়ার গর্ভে। মক্কা শরীফে তিনি জন্ম নিয়া শৈশবাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ নুবুওতের পর মক্কা শরীফে পয়দা হইয়া বাল্যেই এন্তেকাল করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ নুবুওতের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং নুবুওতের পূর্বেই এন্তেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর তেষট্টি বৎসরের জেন্দেগীর দশ বৎসরকাল মদীনা মনাওয়ারায় ইসলাম প্রচার কার্যে অতিবাহিত করেন। ছফর মাসের দুইদিন বাকী থাকিতে (বুধবার) তিনি রোগ শয্যায় শায়িত হন। ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার চাশ্তের ওয়াক্তে তিনি ওফাত পান।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণের মধ্যে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর গর্ভে এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্ম হয়। তাঁহাদের নাম মোবারক আলী ও উমামা। হযরত রোকেয়া (রাঃ)-এর গর্ভে আবদুল্লাহ্র জন্ম হয়। কিন্তু ছয় বৎসর বয়সে তিনি মারা যান। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) নিঃসন্তান। হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর গর্ভে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের জন্ম। তাঁহাদের বংশধরগণ দ্বারাই দুনিয়াতে নবী বংশ জারি আছে। কিন্তু দৈহিক বংশের চেয়ে রূহানী বংশের সংখ্যাই অধিক।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর আদত-আখ্লাক

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ছিলেন দয়ার দরিয়া। প্রার্থীকে কখনো তিনি বিমুখ করিতেন না। কিছু না কিছু তিনি প্রার্থীকে দান করিতেনই। তৎক্ষণাৎ দান করিতে না পারিলে অন্য সময়ে দান করিবার ওয়াদা করিতেন। সদা সত্য কথা বলিতেন। মিথ্যাকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না—সর্বদা ঘৃণা করিতেন। নম্রতা ও কোমলতায় ছিল তাঁহার দেল ভরপুর। ধীর, স্থির, শান্তভাবে কথা বলা ছিল তাঁহার আদত। কটু কথা তিনি কখনও বলিতেন না। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্র চরিত্রে অসাধারণ সামঞ্জস্য দেখা যায়। তিনি চিরদিন ছিলেন সরল, মুক্ত উদার, সুন্দর, কল্যাণময়। স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট-তকলিফ না হয়, সেদিকে তিনি সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখিতেন। রাত্রিতে ঘরের বাহির হইতে নিঃশব্দে জুতা পায়ে দিয়া নীরবে দরওয়াজা খুলিয়া বাহির হইতেন। বাহিরের যরূরত পুরা করিয়া আস্তে আস্তে নীরবে ঘরে প্রবেশ করিতেন। কাহারো ঘুম নষ্ট করিয়া কষ্ট দিতেন না। হাঁটিবার সময় দৃষ্টি নীচের দিকে রাখিতেন। সঙ্গীদের সহিত চলিবার সময় পিছনে চলিতেন। কাহারো সাক্ষাতে তিনি আগে সালাম করিতেন। বসিবারকালে খুব আজেযীর সহিত বসিতেন। আহার করিবার সময় নেহায়েত তা'যীমের সহিত আহার করিতেন। কখনও পেট পুরিয়া খাইতেন না। সুস্বাদ বিলাস দ্রব্য আহার করা পছন্দ করিতেন না। হামেশা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত থাকিতেন। এই জন্যই অধিকাংশ সময় নীরব থাকিতেন। বেলা-যরূরত কথা কহিতেন না। যাহা বলিতেন তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতেন—যাহাতে কথা বুঝিতে কাহারও কষ্ট না হয়। কথাকে খুব লম্বা ও খুব খাট করিয়া বলিতেন না। ব্যবহার ও কথাবার্তায় খুব নম্রতা প্রকাশ পাইত। তাঁহার খেদমতে কেহ হাজের হইলে তাহার যথার্থ সম্মান করিতেন এবং তাহার বক্তব্য খুব আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। শরীঅত বিরোধী কথা বলিতে শুনিলে উহাতে বাধা দিতেন, অথবা নিজে দূরে সরিয়া পড়িতেন। অতি নগণ্য বস্তুকেও তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম নেয়মাত বলিয়া গণ্য করিতেন। কোন নেয়ামতকেই তিনি মন্দ বলিতেন না। এমন উক্তিও করিতেন না যে, উহার স্বাদ বা গন্ধ ভাল নয়। অগত্যা কোন চীজ নিজের মোয়াফেক না হইলে উহা খাইতেন না বা তারীফ করিতেন না। কোন জিনিসের কোন দোষ খুঁজিয়া বাহির করিতেন না। কোন বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কোন লোকসান কাহারও দ্বারা হইলে বা কোন কাজকে কেহ বিগড়াইয়া ফেলিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল হুযূর (দঃ)-এর খেদমতে রহিয়াছি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যাহাকিছু করিয়াছি সেই সম্পর্কে তিনি

কোনদিন এমন বলেন নাই যে, ইহা কেন করিয়াছ বা ইহা কেন কর নাই? কিন্তু শরীঅতের সীমা লঙ্ঘন করিলে তখন রাসূলুল্লাহ্‌র রাগকে কিছুই দমাইয়া রাখিতে পারিত না। নিজস্ব স্বার্থের জন্য তিনি কখনও রাগ করিতেন না। তিনি যাহার প্রতি রাগ হইতেন, তাহার হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতেন মাত্র—ভালমন্দ কিছুই বলিতেন না। কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার লজ্জা অবিবাহিতা মেয়ের চাইতেও বেশী ছিল।

প্রয়োজন বোধে মৃদু হাস্য করিতেন। উচ্চৈঃস্বরের হাসিকে তিনি পছন্দ করিতেন না। সকলের সহিত মিল-মহব্বত বজায় রাখিয়া চলিতেন। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কখনও নিজকে বড় মনে করিতেন না। মাঝে মাঝে সত্য কথার মাধ্যমে হাসি মযাক করিতেন। নফল এবাদত নামায এত অধিক পড়িতেন যে, দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার কদম মোবারক ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। কোরআন শরীফ পড়িবার ও শুনিবারকালে আল্লাহ্‌র মহব্বতে ও ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতেন। সঙ্গী-সাথীগণকে প্রশংসায় লিপ্ত হইতে নিষেধ করিতেন। দীনহীন লোকের ডাকে সাড়া দিতেও বিলম্ব করিতেন না। রোগী চাই সে গরীব হউক, চাই সে আমীর হউক তাহার হাল হকিকত জিজ্ঞাসা করিতেন। ধনী-গরীব সবার জানাযায়ই তিনি শরীক থাকিতেন। কোন গোলাম বা বান্দীর দাওয়াতকেও তিনি সাগ্রহে কবূল ফরমাইতেন। তাঁহার আচার-ব্যবহারে কখনও এইরূপ প্রকাশ পাইত না যাহাতে কেহ নিরাশ হয় বা ঘাবড়াইয়া যায়।

যালেম দুশ্‌মনের যুলুম হইতে বাঁচিবার জন্য তিনি সর্বদা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। অথচ দুশমনের সহিত অতি নম্র, ভদ্র ব্যবহার করিতেন এবং হাসি মুখে কথাবার্তা কহিতেন। বসিবার সময়, দাঁড়াইবার সময় সর্বাবস্থায়ই আল্লাহকে স্মরণ রাখিতেন। কোন মহফিলে হাজের হইলে সর্ব-সাধারণের আসনেই উপবেশন করিতেন। জনসাধারণকে রাখিয়া কখনও উচ্চাসনে উপবেশন করিতেন না। কতিপয় লোকের সহিত কথা বলিবার সময় সকলের প্রতি সমভাবেই দৃষ্টি করিতেন। প্রত্যেকের সহিতই এমন দিলখোলা ব্যবহার করিতেন, যাহাতে সকলেই ভাবিত, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাকেই বেশী মহব্বত করেন। কেহ তাঁহার খেদমতে বসিলে বা কথা বলিতে লাগিলে, কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা সে ব্যক্তি না উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। অধিকাংশ গৃহস্থালী কার্য তিনি স্বহস্তে সমাধা করিতেন। যাবতীয় কার্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন। অতি সাধারণের সহিতও তিনি বড়ই নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত মিশিতেন। কাহারও দ্বারা কোন অনিষ্ট সাধিত হইলেও তিনি মুখের উপর ধমকি দিতেন না। ঝগড়া, ফাসাদ ও শোরগোলকে তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে তিনি তাহার সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন এবং তাহার অপরাধ মার্জনা করিতেন। কোন খাদেমা, গোলাম বা স্ত্রীলোক এমন কি কোন জানোয়ারকেও তিনি স্বহস্তে প্রহার করিতেন না। অবশ্য শরীঅতের হুকুম মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা সেটা পৃথক কথা। কোন যালেমের যুলুমের বদলা তিনি নিতেন না। তাঁহার চেহারা মোবারকে সদা হাসি ফুটিয়া থাকিত। কিন্তু দেল সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র চিন্তা ও ধ্যানে মগ্ন থাকিত। বেফিকির কোন কথাই কহিতেন না। তাড়াতাড়ি কাহারও কুৎসা করিতেন না। কোন বিষয়ে কৃপণতা করিতেন না। তর্ক-বিতর্কে বা ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়াকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অহঙ্কার বা গর্বের লেশমাত্রও তাঁহার ভিতর ছিল না। প্রয়োজনীয় ও উপকারী কথা ব্যতীত একটি বৃথা কথাও বলিতেন না। মেহমান ও অতিথিগণের যথাসাধ্য খেদমত করিতেন। কাহারও বে-তমিযিকে তিনি সহ্য করিতেন না। কাহাকেও তাঁহার তারিফ বা প্রশংসা করিতে দিতেন না।

হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর মোবারক আদত-আখ্লাক সম্পর্কে বহু কিছু লিখিত রহিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে যাহা বর্ণনা করা হইল, ইহার উপর বা-আমল হইতে পারিলেও যথেষ্ট।

আম্বিয়াগণের নেক বিবিদের কাহিনী

হযরত হাওয়া (আঃ)

বিবি হাওয়া (আঃ) আদি মানব হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী এবং মানব জাতির মাতা। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরতে বিবি হাওয়াকে আদি পিতা আদমের (আঃ) বাম পাঁজরের হাড্ডি হইতে পয়দা করিয়াছেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের বাসস্থান হইয়াছিল বেহেশ্তের বাগিচা। সেখানে একটি বৃক্ষের ফল আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইবলীসের চক্রান্তে পড়িয়া তাঁহারা উক্ত ফল ভক্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে এই নাফরমানীর দরুন এই মরজগতে পাঠাইয়া দেন। এখানে আসিয়া তাঁহারা তাঁহাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া কান্দাকাটি করিতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নেহায়েত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে মার্জনা করেন। দুনিয়াতে আসার সময় তাঁহারা একে অপর হইতে নিখোঁজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনরায় আল্লাহ্র কৃপায় তাঁহারা একত্রে মিলিত হন। ইহার পর তাঁহাদের ঘরে বহু সংখ্যক সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়।

শরীঅতের খেলাফ কোন কাজ হইয়া গেলে সেই ভুলের জন্য অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কান্নাকাটা করা চাই ভবিষ্যতের জন্য তওবা করিলে আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করিয়া মাফ করিতে পারেন। এখান হইতে আমরা প্রধানতঃ এই শিক্ষাই পাই।

হযরত সারা (আঃ)

বিবি সারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-স্ত্রী এবং হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মাতা। ফেরেশ্তাগণ হযরত সারাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, "আপনি আপনার পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার রহমত স্বরূপ।" তাঁহার ঐশীপ্রেম ও দো'আ কবূল হওয়ার কথা কোরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস শরীফে আছে—একদা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শামদেশে হিজরত করিতেছিলেন। বিবি সারা ছিলেন তাঁহার সঙ্গীনী। তাঁহারা পথ চলিতে চলিতে এক যালেম বাদশাহের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। এক নাদান গোপনে বাদশাহ্কে জানাইল যে, আপনার রাজ্যে এক সুন্দরী রমণী আগমন করিয়াছে। ঘটনাচক্রে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে রাজ দরবারে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলঃ তোমার সঙ্গী রমণীটি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ সে আমার ভগ্নী। (হযরত ইব্রাহীম [আঃ] এখানে বিবি সারাকে স্বীয় স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিলেন না, যেহেতু ইব্রাহীম [আঃ]-কে স্বামী বলিয়া জানিতে পারিলে যালেম বাদশাহ্ তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনাই বেশী ছিল।) বাদশাহের সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিয়া ইব্রাহীম (আঃ) বিবি সারাকে বলিলেনঃ দেখ তুমি আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিও না। যেহেতু দীনী সম্পর্কে তুমি আমার ভগ্নীই হও। ইহার পর বাদশাহ্ বিবি সারাকে ডাকিয়া পাঠাইল। তিনি বাদশাহের দরবারে হাজির হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, বাদশাহের মতলব মোটেই ভাল নয়। তাই তিনি ওযূ করিয়া নামায পড়িলেন এবং দো'আর জন্য দরবারে এলাহীতে হাত উঠাইলেন। প্রার্থনা জানাইলেন, আয় আল্লাহ্! হে পরওয়ারদেগার বেনিয়ায! সত্য সত্যই আমি যদি তোমার প্রেরিত পয়গম্বরের উপর বিশ্বাসী হইয়া থাকি, ঈমান আনিয়া থাকি এবং অদ্যাবধি আমার সতীত্বকে বজায়

রাখিয়া থাকি, তবে এই যালেম বাদশাহ্‌কে আমার উপর গালেব করিয়া দিও না। দো'আ করার সঙ্গে সঙ্গেই যালেম বাদশাহ্‌র হাত, পা, এমন-কি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমনি পঙ্গু হইয়া পড়িল যে, অত্যাচার যুলুম তো দূরের কথা, সে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যে তাহার অবস্থা মৃতপ্রায় হইয়া উঠিল। বিবি সারা ভাবিলেন, এমতাবস্থায় যদি বাদশাহ্ মারা যায়, তবে জনগণ অবশ্যই বলিবে যে, এই রমণীই বাদশাহ্‌র হত্যাকারিণী। তাই তিনি (সারা) বাদশাহের নিমিত্ত নেক (খায়রের) দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে সুস্থ হইয়া গেল। পুনরায় বাদশাহের মাথায় বদ খেয়াল চাপিল। বাধ্য হইয়া বিবি সারা আবার বদ দো'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্বাবস্থাই ঘটিল। এইবার বাদশাহ্ কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া খুব কান্নাকাটা করিতে লাগিল। বিবি সারার দয়ার দরিয়ায় বান ডাকিল। তিনি দো'আ করিলেন, বাদশাহ্ ভাল হইয়া গেল। এইরূপে সে তিনবার প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিবারই তাহা ভঙ্গ করিল। অবশেষে বাদশাহ্ বলিয়া ফেলিল—আপনি এখানে কি মুছিবত নিয়া আসিয়াছেন, আপনি দয়া করিয়া এখান হইতে বিদায় হউন। বাদশাহ্ পূর্বাহ্নেই বিবি হাজেরাকে বাঁদী বানাইয়া রাখিয়াছিল। এবার তাঁহাকে খেদমতের নিমিত্ত বিবি সারার হাওলা করিয়া দিল। বিবি হাজেরার ইজ্জত আবরু আল্লাহ্ তা'আলা হেফাযত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বিবি সারা তাঁহাকে স্বীয় স্বামী হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে প্রদান করিলেন।

উপরোক্ত কাহিনী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নামাযের পরের দো'আ কবূল হইয়া থাকে। তাই প্রত্যেকের উচিত কোন মুছিবতে লিপ্ত হইয়া পড়িলে খাঁটি দেলে তওবা করিয়া নফল নামায আদায় করত দো'আয় মশগুল হওয়া।

হযরত হাজেরা (আঃ)

বিবি হাজেরা হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্‌র সহধর্মিণী ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। এই সময় আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা হইলঃ তিনি হযরত ইসমাঈলের সন্তান-সন্ততিগণের মাধ্যমে দিগন্ত বিস্তৃত মরুময় মক্কাভূমিকে বস্তিতে পরিণত করিবেন। তাই তিনি প্রিয় নবী হযরত ইব্‌রাহীমকে হুকুম করিলেন বিবি হাজেরা ও তাঁহার দুধের সন্তানকে ভয়াবহ মরু ময়দানে ছাড়িয়া আসিতে। হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্ আল্লাহ্‌র আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিলেন। ছাড়িয়া আসিলেন বিবি হাজেরাকে তাঁহার দুধের সন্তানসহ নির্জন মরু-ময়দানে। রাখিয়া আসিলেন তাঁহাদের জন্য এক মশক পানি ও এক থলি খোরমা। আসিবার সময় বিবি হাজেরা (আঃ) জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ওহে খালীলুল্লাহ্! আমার প্রাণের স্বামী, আমাদিগকে একাকী কোথায় ছাড়িয়া যাইতেছেন? উত্তরে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) নিরুত্তর রহিলেন। বিবি হাজেরা কাতর স্বরে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তবে ইহা কি আল্লাহ্‌র আদেশ? খালীলুল্লাহ্ বলিলেনঃ হাঁ! এইবার সহাস্যে উৎফুল্ল হৃদয়ে বিবি হাজেরা বলিয়া উঠিলেন, তবে আর কি চাই? করুণাময়ের আদেশ; তাই আর কোন চিন্তা নাই; তিনি নিশ্চয়ই নিখিল মানবের পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, সৃষ্টিকর্তা। ইহার পর বিবি হাজেরা সেখানে প্রশান্ত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। খোরমা খাইয়া পানি পান করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ছেলেকে স্তনের দুগ্ধ পান করাইতে লাগিলেন। অবশেষে এমন একদিন উপস্থিত হইল যখন খোরমা ও পানি সবই ফুরাইয়া গেল। স্তনও দুগ্ধহীন হইয়া পড়িল। উভয়ের ক্ষুধা ও পিপাসা চরমে পৌঁছিল। পিপাসার তাড়নায় মরুভূমির উত্তাপে দুধের শিশু ছট্‌ফট্ করিতে

লাগিল। মা ও ছেলের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। পানির সন্ধানে মাতা দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ছাফা পাহাড়ে চড়িয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও পানির লেশমাত্র দেখিতে পাইলেন না। সেখান হইতে নামিয়া মারওয়া পাহাড় পানে দৌড়িয়া ছুটিলেন। পাহাড়ের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে পানি তালাশ করিলেন। কোথাও একবিন্দু পানির সন্ধান পাইলেন না। উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকা নীচা ছিল। যতক্ষণ সমভূমিতে চলিতেন, তখন চাতক পাখীর ন্যায় অনিমেষ নেত্রে ছেলের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেন। কিন্তু নিম্নস্থানে অবতরণ করিলে আর ছেলেকে দেখা যাইত না। তাই তিনি ঐ স্থানটুকু বেগে দৌড়াইয়া অতিক্রম করিতেন। এইভাবে বিবি হাজেরা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে চড়িয়া কয়েকবার পানির সন্ধান করিলেন। বর্তমানে উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি সমতল ভূমিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। বিবি হাজেরার এই দৌড়ান আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এত পছন্দনীয় হইল যে, তিনি হাজীদের জন্য উক্ত স্থানে সাতবার দৌড়ান এবাদতে পরিণত করিয়া দিলেন।

অবশেষে বিবি হাজেরা মারওয়া পাহাড়ে চড়িয়া এক গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। পুনরায় ঐ আওয়াজ অস্পষ্টভাবে শুনিতে পাইলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেনঃ আমি আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি, যদি কেহ এমন বিপদের সময় সাহায্য করিতে চায়, তবে আগাইয়া আসিতে পারে। তৎক্ষণাৎ বর্তমান যমযম কূয়ার জায়গায় ফেরেশ্‌তা দেখা গেল। ফেরেশ্‌তা তাঁহার বাজু দ্বারা মাটিতে আঘাত করায় পানি উথালিয়া উঠিতে লাগিল। বিবি হাজেরা মাটির বাঁধে পানি আটকাইয়া ফেলিলেন। নিজে পানি পান করিলেন, ছেলেকে পান করাইলেন, মশক ভরিয়া পানি রাখিলেন। ফেরেশ্‌তা বলিলেনঃ আপনি চিন্তা করিবেন না। এখানে খোদার ঘর 'খানায়ে কা'বা' রহিয়াছে। এই ছেলেই তাঁহার পিতার সহিত মিলিয়া এই ঘরের মেরামত করিবেন। এই ভয়াবহ নির্জন মরু-ময়দান আবাদী জমিতে পরিণত হইবে। দেখিতে দেখিতে সকলই বাস্তবায়িত হইতে লাগিল। এক মরু কফেলা পানির সন্ধান পাইয়া সেখানে বসিত স্থাপন করিল। যথাসময়ে হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। আল্লাহ্‌র আদেশ পাইয়া হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) সেখানে উপস্থিত হইলেন। পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে মিলিয়া খানায়ে কা'বা নির্মাণ করিলেন। যমযমের পানি ঐ সময় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে তাহা কূয়ার আকার ধারণ করে।

বিবি হাজেরার বিশ্বাস ও ভরসা আল্লাহ্‌র উপর ছিল অপরিমেয়। তাই 'মরুময় ময়দানে অবস্থান করা, আল্লাহ্‌র হুকুম জানিতে পারিয়া তিনি একেবারে শান্ত ও নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশেষে এই ভরসার বদলে কত নেয়ামতই না জাহের হইল। তাঁহার মামুলী দৌড়াদৌড়িই হাজীদের জন্য এবাদতে পরিণত হইয়া গেল। মকবুল বান্দার অতি সাধারণ কার্যগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হয়। ইহার শত শত নযীর ইতিহাসে বিদ্যমান। অতএব, সর্বদা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্মল আস্থা ও ভরসা রাখা চাই।

হযরত ইসমাঈলের বিবির কাহিনী

খানায়ে কা'বা নির্মাণের পর হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ আরও দুইবার মক্কায় আগমন করেন। কিন্তু একবারও পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই। প্রথম বার আসিয়া হযরত ইসমাঈলের বিবিকে বাড়ীতে পাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ? উত্তরে বিবি বলিলেনঃ আমরা অত্যন্ত মুছিবতের ভিতর কালযাপন করিতেছি।

অতঃপর হযরত ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ বলিলেনঃ আচ্ছা তোমার স্বামী (হযরত ইসমাঈল) বাড়ী আসিলে আমার সালাম বলিও এবং ইহাও বলিও যে, তিনি (খালীলুল্লাহ) বলিয়াছেন, আপনার ঘরের চৌকাঠ বদলাইয়া ফেলিতে। কিছুদিন পর হযরত ইসমাঈল (আঃ) বাড়ী আসিলেন, বিবির নিকট হইতে বিস্তারিত খবর অবগত হইলেন।

অতঃপর হযরত ইসমাঈল (আঃ) বলিলেনঃ উক্ত আগন্তুক আমার পিতা এবং চৌকাঠ তুমি নিজে। তিনি এই কথাই বলিয়াছেন যে, আমি যেন তোমাকে পরিত্যাগ করি। ইহার পর হযরত ইসমাঈল এই বিবিকে তালাক দিয়া অন্য এক বিবাহ করিলেন।

নব-বধূকে বাড়ী রাখিয়া তিনি পুনরায় বিদেশে বাহির হইলেন। ইতিমধ্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) আগমন করিলেন। নব-বধূকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমরা কি অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছ? বিবি উত্তর করিলেন, আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, আমরা সুখেই কালযাপন করিতেছি। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম তাহার জন্য দো'আ করিলেন এবং বলিলেন, তোমার স্বামী বাড়ী আসিলে আমার সালাম জানাইও, ইহাও বলিও যে, সে যেন তাহার ঘরের চৌকাঠ ঠিকই রাখে। অল্পদিন পরেই হযরত ইসমাঈল বাড়ী আসিলেন এবং যাবতীয় বিষয় অবগত হইলেন। তৎপর বলিলেন, উক্ত আগন্তুক আমার পিতা এবং উক্ত চৌকাঠ তুমি নিজেই। অর্থাৎ, তিনি বলিয়াছেন, তোমাকে আমার নিকট রাখিতে। এখানে শিক্ষণীয় বিষয় ইহাই যে, প্রথমা বিবির না-শুকরির কারণে এক নবীর অসন্তুষ্টির দরুন অন্য নবী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়া বিবি শুকরগোযার হওয়ার পরিণামে এক নবীর সন্তুষ্টি ও দো'আর বরকতে অন্য নবী তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখা মোনাসেব মনে করিলেন। অতএব, প্রত্যেক আল্লাহ্-বিশ্বাসী মানুষের কর্তব্য সর্বাবস্থায়ই ধৈর্য সহকারে রাযী থাকিয়া আল্লাহ্ তা'আলার শোকর গোযার হওয়া। ইহাই অতি উত্তম পন্থা।

বাদশাহ্ নমরুদের কন্যা

যে নমরুদ হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার এক কন্যার নাম রেয়'যা। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালামকে ভীষণ অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইল। শত শত লোক উহা দেখিবার জন্য ভিড় করিল। নমরুদের কন্যাও একটি উঁচুস্থানে চড়িয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। সে দেখিল, এই ভীষণ প্রজ্বলিত অগ্নি হযরত ইব্‌রাহীমের লোমও স্পর্শ করিতেছে না। তৎক্ষণাৎ সে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলঃ ওহে ইব্‌রাহীম! তোমাকে অগ্নি কেন জ্বালাইতেছে না? উত্তরে খালীলুল্লাহ্ বলিলেনঃ ঈমানের বরকতেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করিতেছেন। তখন রেয়'যা বলিয়া উঠিলঃ আপনার অনুমতি পাইলে এক্ষুণি আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব। হযরত ইব্‌রাহীম আলাইহিস্‌সালাম বলিলেন, তুমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ইব্‌রাহীম খালীলুল্লাহ্' বলিয়া এখানে চলিয়া আস। তৎক্ষণাৎ সে কলেমা পড়িয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিল, অগ্নি তাঁহাকে স্পর্শ করিল না। রেয়'যা অগ্নি হইতে বাহির হইয়া তাহার বাবা নমরুদকে ভাল-মন্দ অনেক কিছুই বলিলেন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া নমরুদ তাঁহার উপর অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন করিল। কিন্তু সকল উৎপীড়ন নির্যাতন তাঁহার অটল ঈমানের মোকাবেলায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নমরুদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অধিকন্তু তাহার আদরণীয় মেয়েকেও সে হারাইল। সুবহানাল্লাহ্! কত নির্ভীক সাহসী মেয়েটি। অকথ্য নির্যাতন, অসহনীয় উৎপীড়ন

সকলই পরাভূত হইল তাঁহার ঈমানের সামনে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এহেন বিশ্বাসী ধর্মপরায়ণ হওয়া যাহার নিকট শত বাধা-বিপত্তি পদদলিত নিষ্পেষিত হয় অনায়াসে।

আইয়ূব নবীর স্ত্রী বিবি রহীমা

বিবি রহীমা নবী আইয়ূব (আঃ)-এর বিবি। একদা নবীর তামাম দেহ দুর্গন্ধময় ঘায়ের দরুন ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। তখন সমস্ত চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী নবীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সেই ভয়াবহ সংকটকালেও বিবি রহীমা স্বামীকে ছাড়িয়া যান নাই। সর্বদা স্বামীর খেদমতে মশগুল থাকেন। ঘটনাচক্রে একবার তিনি নির্দিষ্ট সময়ে স্বামীর খেদমতে হাজির হইতে পারেন নাই। ইহার মূলেও ছিল ইবলিসের কারসাজি। ইবলীস্ মানুষের আকৃতিতে আসিয়া আইয়ূব নবীর নিকট মিথ্যা তোহ্মত লাগাইয়াছিল। ফলে নবী রাগান্বিত হইয়া কসম খাইয়াছিলেন যে, তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া বিবি রহীমাকে একশত দোর্রা মারিবেন। অতঃপর নবী সুস্থ হইয়া উক্ত ওয়াদা পুরা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এমন সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী নাযেল করিলেন, হে নবী! আপনি শত শলা বিশিষ্ট একটি ঝাড়ু লইয়া তাঁহাকে মাত্র একবার প্রহার করুন, তবেই আপনার কসম পুরা হইবে।

হযরত বিবি রহীমা নারী জাতির আদর্শ। তিনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত প্রতীকা। নবীর ভীষণ বিপদের সময় যখন সকল বাঁদী-দাসী তাঁহার সাহচর্য ত্যাগ করিল, অন্যান্য বিবিগণ নবীকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, সেই মুহূর্তে বিবি রহীমা স্বামীর সেবায় নিমগ্না রহিলেন। এই নির্মল স্বামী-ভক্তি, খেদমত ও ছবর এখ্তেয়ার করার দরুন বিবি রহীমাকে ভীষণ শাস্তি হইতে বাঁচাইয়া নিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তাঁহার সুপারিশ কোরআন শরীফে উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর খালা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালামের কাহিনী কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি যখন মিসরের বাদশাহ্ তখন একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাগণ খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। ইহার পর পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালামের অন্ধ চোখের উপর ঢালিয়া দিবার জন্য তাঁহার একখানা জামা ভ্রাতাগণের নিকট অর্পণ করেন। (উল্লেখযোগ্য যে, পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্সালাম পুত্র হযরত ইউসুফ আলাইহিস্-সালামকে হারাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন।) আরও বলিলেন, তাহাদিগকে সপরিবারে তাঁহার নিকট চলিয়া আসিতে।

ইউসুফ (আঃ) ভ্রাতাগণকে বিদায় করিলেন। উক্ত জামার বরকতে পিতা ইয়াকুবের অন্ধ চক্ষু ভাল হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা সকলেই সপরিবারে মিসরে পৌঁছিয়া হযরত ইউসুফের সহিত মিলিত হইলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতা ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁহার খালাকে সম্মানার্থে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ভ্রাতাগণ তাঁহার সম্মানার্থে সজ্দা করিল। সেই জমানায় সালামের পরিবর্তে সজ্দার প্রচলন ছিল। এই যমানায় সজ্দা করা না জায়েয—বিলকুল হারাম। ইউসুফ (আঃ)-এর মাতার এন্তেকাল হইলে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁহার খালাকে বিবাহ করেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, তিনিই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এবং তাঁহার নাম রাহেলা। ইউসুফ (আঃ) বলিয়াছেন, এই ঘটনাই আমার বাল্যকালীন খাবের তাবির। তিনি খাবে দেখিয়া-ছিলেন, চন্দ্র-সূর্য এবং এগারটি নক্ষত্র তাঁহাকে সজ্দা করিতেছে।

এখানে চিন্তার খোরাক ইহাই যে অবলা একজন নারী তিনিও কত বড় বোযুর্গী হাছেল করিয়াছিলেন। এত বড় একজন পয়গম্বরও তাঁহাকে শান-শওকতের সহিত অভিনন্দিত করিলেন, সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা

তাঁহার মোবারক নাম ইউখান্দ। সেই যমানার পণ্ডিতগণ ফেরআউনকে আতঙ্কিত করিয়াছিল যে, বনি-ইস্‌রায়ীল কওমে এক ছেলের জন্ম হইবে। আর সেই ছেলেই তোমার এই সোনার বাদশাহী ধূলিসাৎ করিয়া ফেলিবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী ফেরআউনকে ভীষণ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। সে সমস্ত রাজকীয় লোকদের হুকুম করিল, বনি-ইস্‌রায়ীল কওমের ছেলে সন্তানদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করিয়া ফেলিতে। হুকুম পালনার্থে বনি-ইস্‌রায়ীলের হাজার হাজার মাছুম ছেলে সন্তানকে হত্যা করা হইল। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড কালের পর কাল, দিনের পর দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। কোন সন্তানকেই এই চরম নিষ্ঠুরতা হইতে রক্ষা করা কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঠিক এই ভয়াবহ মুহূর্তে হযরত মূসা (আঃ) জন্ম নিলেন বনি-ইস্‌রায়ীল কওমে। হযরত মূসার মাতার নিকট আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে এল্‌হাম হইলঃ তুমি নিশ্চিন্তে ছেলেকে স্তন্য পান করাইতে থাক। যখন আশংকা হয় যে, ছেলের জন্ম সংবাদ শীঘ্রই প্রচার হইয়া যাইবে, ফলে ফেরআউনের লোক আসিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে, তখন তুমি ছেলেকে সিন্দুকে ভরিয়া দরিয়ায় ভাসাইয়া দিও। ইহার পর ছেলেকে পুনরায় তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া আমার দায়িত্বে রহিল। একদিন সত্য সত্যই মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া অসীম অতল সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। অবশেষে দেখা গেল, আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় ওয়াদা যথাযথ পুরা করিলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য ইহাই যে, অবলা একজন নারী—কিন্তু তাঁহার ঐশীপ্রেম ও আত্মবিশ্বাস কত প্রবল! আল্লাহ্‌র আদেশ রক্ষার্থ সদ্যপ্রসূত দুগ্ধপোষ্য শিশুকে সিন্দুকে ভরিয়া তরঙ্গমালা বিক্ষুব্ধ বিশাল সাগর বক্ষে নিক্ষেপ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলাও বান্দার কৃতকার্যে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার দান করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী

মূসা (আঃ)-এর ভগ্নীর নাম নিয়া মতভেদ আছে। অনেকের মতে মরইয়ম—আবার কাহারো মতে কুলসুম। আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পাইয়া হযরত মূসার মাতা মূসা (আঃ)-কে সিন্দুকে ভরিয়া সাগরে ভাসাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মরইয়মকে নির্দেশ দিলেন সিন্দুক ভাসিয়া কোথায় যায়, অবশেষে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য।

সিন্দুকটি সাগরে ভাসিতে ভাসিতে ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে যালেম বাদশাহ্ ফেরআউনের ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। ফেরআউনের লোকেরা কৌতূহলী মনে সিন্দুক উঠাইয়া খুলিয়া ফেলিল। উহাতে তাহারা সুন্দর ফুট্‌ফুটে সোনালী চেহারার এক ছেলে দেখিতে পাইল। ছেলেটিকে নিয়া তাহারা ফেরআউনের সামনে হাজির করিল। নিষ্ঠুর যালেম ফেরআউন ছেলেটিকে কতল করার ইচ্ছাই প্রকাশ করিল। কিন্তু ফেরআউনের নেকবখত বিবি ছেলেকে কতল করিতে দিলেন না। তাঁহার মাতৃ সুলভ সস্নেহে ছেলেকে আপন পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। ইহাতে বাধ্য হইয়া ফেরআউনও রাজী হইয়া গেল। কিন্তু ছেলেকে দুধ পান করানোর দারুণ সমস্যা দেখা দিল। ছেলে কাহারো স্তন্য পান করিতে চাহে না। সকলেই এই ব্যাপারে নিরাশ হইয়া

পড়িল। সকলেই মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিল কি করা যায়? এই সময় মরইয়ম (মূসার ভগ্নী) তথায় উপস্থিত হইলেন। আল্লাহ্‌র রহমতে তাঁহার মাথায় এক চূড়ান্ত বুদ্ধি হাজির হইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের নিকট এমন একজন দুধ-মায়ের সন্ধান দিতে পারি, যাঁহার দুধ অতি উত্তম এবং তিনি সন্তান পালনেও বিশেষ পারদর্শী। এই বলিয়া তিনি মূসা (আঃ)-এর মাতার নাম বলিয়া দিলেন। তাঁহাকে ডাকিয়া আনা হইল। ছেলে তাঁহারই দুধ পান করিতে লাগিল। অতঃপর ছেলের লালন-পালন মূসা (আঃ)-এর মাতার উপরই অর্পণ করা হইল। এইভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় পূর্বকৃত ওয়াদা পুরা করিলেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ভগ্নী অত্যন্ত বুদ্ধিমতি নারী ছিলেন। তাই তিনি অতি সুষ্ঠু কৌশলে, তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে অত্যন্ত নিরাপদে ছেলের দুধ-মার স্থলে প্রকৃত মাতাকেই নিযুক্ত করিতে সক্ষম হইলেন। দুশমনেরা উপস্থিত থাকিয়াও কোন কিছু টের পাইল না। অতএব, দেখা যাইতেছে আক্কল অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। আর সুবুদ্ধি বলে কাজ করিতে পারিলে উহার পরিণাম অতি উত্তম।

হযরত মূসা (আঃ)-এর বিবি ছফুরা

বিবি ছফুরা হযরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রী হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠা কন্যা। একবার হযরত মূসার হাতে অনিচ্ছাকৃতভাবে মিসর শহরের এক যালেম কাফের মারা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ ফেরআউনের নিকট পৌঁছিল। ফেরআউন হুকুম করিল মূসা (আঃ)-কে কতল করিবার জন্য। হযরত মূসা ইহা জানিতে পারিয়া গোপনে 'মাদায়েন' শহরে রওয়ানা করিলেন। পথ চলিতে চলিতে একটি কূপের নিকটবর্তী হইলেন। দেখিলেন, বহু সংখ্যক রাখাল কূপ হইতে পানি উঠাইয়া প্রত্যেকেই আপন আপন বকরীদলকে পানি পান করাইতেছে। আর কূপ হইতে অনতিদূরেই দুইটি মেয়ে তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইবার জন্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভিড়ের জন্য তাহারা কূপের নিকটেই আসিতে পারিতেছে না। মূসা (আঃ) তাহাদের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তর করিল, 'আমাদের গৃহস্থালী কার্য করিবার মত কোন পুরুষ লোক নাই। তাই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সমস্ত কার্য করিতে হয়। যেহেতু আমরা মেয়ে মানুষ; তাই অপেক্ষা করিতেছি—পুরুষগণ চলিয়া গেলে পর আমরা আমাদের বকরীদলকে পানি পান করাইব।'

মেয়ে দুইটির এই দুর্দশা দেখিয়া মূসা (আঃ)-এর মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি কূপ হইতে পানি উঠাইয়া তাহাদের বকরীগুলিকে পানি পান করাইলেন। ইহার পর মেয়ে দুইটি এই ঘটনা পিতার নিকট খুলিয়া বলিল। তাঁহাদের পিতা হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বড় মেয়েকে বলিলেন, মূসা (আঃ)-কে ডাকিবার জন্য। পিতার আদেশে বড় মেয়েটি লজ্জাবনতা হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিলেন। হযরত মূসা (আঃ) খবর পাইয়া হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি হযরত মূসার ঘটনা শুনিলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, বাবা! এখন তুমি যালেম বাদশার রাজ্যের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছ। এখন সে আর কিছুই করিতে পারিবে না। আর আমি আমার এই মেয়ের যে-কোন একজনকে তোমার নিকট বিবাহ দিব। কিন্তু শর্ত থাকিবে যে, আট কিম্বা দশ বৎসর পর্যন্ত তুমি আমার বকরী চরাইবে। ইহাতে হযরত মূসা (আঃ) রাজী হইয়া গেলেন।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বড় কন্যার সহিত হযরত মূসার শাদী মোবারক সুসম্পন্ন হইল। নির্দিষ্ট সময়ে তিনি বিবিকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশে চলিলেন। পথিমধ্যে প্রবল শীত অনুভূত হওয়ায়

তাঁহারা অগ্নির প্রয়োজন মনে করিলেন। দূর হইতে তূর পাহাড়ে অগ্নি দেখিতে পাইলেন। নিকটবর্তী হইয়া বুঝিতে পারিলেন উহা অগ্নি নহে—আল্লাহ্‌র নূর। এইখান হইতেই তিনি নুবুওত লাভ করিয়াছিলেন।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, একজন নবীর মেয়ে হইয়া তাঁহারা স্বহস্তে গৃহস্থালী কার্য করিত অথচ তাঁহাদের যথার্থ মেয়েলী লজ্জা শরম বাকী রাখিত। এই যমানায় পর্দা-পুশিদার হুকুম যেমনি কঠোর, গৃহস্থালী কার্য করার প্রয়োজনও তেমনি অধিক। কিন্তু হালে দেখা যায় নারিগণ গৃহস্থালী কার্যে যেমনি অলস, ঠিক তেমনি নিস্তেজ। পক্ষান্তরে বে-পর্দা, বেহায়া ও নির্লজ্জতার কার্যে বেশ তৎপর। ইহা কিয়ামতের আলামত বৈ কি?

হযরত বিবি আছিয়া

খোদায়ী দাবীদার ফেরআউনের বিবি ছিলেন হযরত আছিয়া। আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের নেশানা বে-এন্তেহা। ফেরআউন শয়তান, আর তাহারই বিবি অলীআল্লাহ্। হযরত আছিয়ার প্রশংসা কোরআন পাকে করা হইয়াছে। পুরুষদের মধ্যে অনেকেই আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভ করিয়াছে। কিন্তু আওরতদের মধ্য হইতে মাত্র দুইজন পূর্ণ কামালিয়াত হাছেল করিয়াছে—বিবি মরইয়ম ও বিবি আছিয়া। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বিবি আছিয়াই হযরত মূসাকে বাল্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। হযরত মূসাকে লালন-পালন করিবারকালেই তাঁহার মনে তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল।

পূর্ণ বয়সে হযরত মূসা (আঃ) নুবুওত প্রাপ্ত হইলেন। এই খবর বিবি আছিয়ার নিকট পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার উপর ঈমান আনিলেন। বিবি আছিয়ার ঈমান আনার সংবাদ ঘটনাচক্রে ফেরআউনের কর্ণগোচর হইল। ফেরআউন সংবাদ পাইয়া দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইল। অবশেষে সে হযরত আছিয়ার উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালাইল। সেই অসহ্য যাতনায়ই বিবি আছিয়া ইহদুনিয়া ত্যাগ করিলেন। তবুও আল্লাহ্‌র বিশ্বাসে ঐশী প্রেমের অচল-অটল রহিলেন।

ঈমান অতুলনীয় অমূল্য স্বর্গীয় বস্তু। হযরত আছিয়া কেমন অটল ঈমানের অধিকারিণী তাহা অনুধাবনীয়। ফেরআউন মিসরাধিপতি। বিবি আছিয়া তাহারই প্রিয়তমা মহিষী। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ফেরআউন অজস্র ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ে লুটাইয়া দিত। তথাপি ঈমানের ব্যাপারে আসিয়া তাহাকে ত্যাগ করিতে একদণ্ডও ভাবিলেন না। মিসরাধিপতি স্বামীকে ভুলিলেন, সমস্ত আরাম-আয়েশ জলাঞ্জলি দিলেন, প্রাণ দিলেন, তবু ঈমান ছাড়িলেন না। প্রত্যেক আদর্শ মুসলমানের ইহাই পরিচয়।

ফেরআউনের কন্যা ও বাঁদী

ফেরআউন-কন্যার ছিল এক বাঁদী। তাহার যাবতীয় খেদমতের ভার উক্ত বাঁদীর উপরই ন্যস্ত ছিল। সে গোপনে আল্লাহ্‌র নবী হযরত মূসার উপর ঈমান রাখিত। ফেরআউনের ভয়ে সে তাহা কখনো প্রকাশ করিত না। একদা সে শাহজাদীর চুল আঁচড়াইতেছিল। এমন সময় তাহার হাত হইতে চিরুণী মাটিতে পড়িয়া যায়। মাটি হইতে উহা উঠাইবার সময় বিসমিল্লাহ্ বলিল। শাহজাদী ইহা শুনিয়া চমকিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ তুই কি বলিলি, ইহা কাহার নাম? উত্তরে বাঁদী বলিলঃ আমি তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়াছি যিনি এই নিখিলের স্রষ্টা। তোমার পিতার সৃষ্টিকর্তা এবং বাদশাহীদাতা। বাদশাহ্‌জাদী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতার চেয়েও কি কেহ বড় আছেন?

অতঃপর শাহজাদী দৌড়াইয়া গিয়া পিতা ফেরআউনের নিকট সব ঘটনা খুলিয়া বলিল। ফেরআউন বাঁদীকে ডাকিয়া পাঠাইল। বাঁদী নির্ভয়ে ফেরআউনের সামনে হাজির হইল। ফেরআউন তাঁহাকে দেখিয়াই ক্রোধে জ্বলিয়া গেল। তাঁহাকে ভয় দেখাইল, গালিগালাজ করিল। বাঁদী হাসি-মুখে বলিয়া দিলঃ আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, আমি কিছুতেই ঈমান ত্যাগ করিব না। ইহাতে বাঁদীর উপর অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষণ করা হইল। কিন্তু সে ঈমান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল না। তারপর তাহার কোলের শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষপ করা হইল। শিশুটি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবার সময় বলিয়া গেল—আম্মা, ইমান নষ্ট করিবেন না। ইহার পর বাঁদীকে হাত বাঁধিয়া অগ্নিতে ফেলান হইল। সে জান দিল, কলিজার টুক্‌রা শিশুকে হারাইল, তবু ঈমানের মায়া ছাড়িল না।

এহেন ঘটনা হইতে শিখিবার অনেক কিছু আছে। মোটকথা, ঈমান অমূল্য রত্ন। শতবাধা-বিপত্তিকে পদদলিত করিয়া, জান কোরবান দিয়াও ইমানকে রক্ষা করা চাই। ইহাই মুসলমানের একমাত্র সম্বল।

হযরত মূসার এক বৃদ্ধা লস্কর

মিসরাধিপতি ফেরআউন খোদায়ী দাবী করিল। যাহারা তাহাকে খোদা বলিয়া মানিল তাহারা নিশ্চিন্ত রহিল। আর যাহারা মানিল না সে তাহাদের উপর অসহনীয় উৎপীড়ন নির্যাতন চালাইল। ফলে, খোদা-বিশ্বাসী হযরত মূসা নবীর অনুসারীদের কষ্টের আর সীমা রহিল না। শেষে একদিন হযরত মূসা বিশ্ব-নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইলেন। যালেম ফেরআউনের কবল হইতে বাঁচিবার উদ্দেশ্যে স্বীয় ভক্তবৃন্দকে নিয়া দেশ ত্যাগ করিতে আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক আদিষ্ট হইলেন।

আল্লাহ্‌র আদেশ পাইয়া হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালাম আর কাল বিলম্ব করিলেন না। সঙ্গী সাথী, ভক্তবৃন্দ সকলকে লইয়া তিনি অচেনা পথের যাত্রী হইলেন। পথ চলিতে চলিতে লোহিত সাগর তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখন দরিয়া পার হওয়ার ভীষণ সমস্যা দেখা দিল। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার কোন পথই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে মূসা আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন, কে আছ, যে ইহার ভেদ আমাকে বলিতে পার? এক বৃদ্ধা হাজির হইয়া বলিতে লাগিলঃ হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌সালাম স্বীয় এন্তেকালের সময় তাঁহার বংশধরগণকে বলিয়াছিলেনঃ যদি তোমরা কোন সময় মিসর দেশ ত্যাগ করিয়া যাও, তবে আমার কবরকেও তোমাদের সহিত লইয়া যাইও, নচেৎ তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজিয়া পাইবে না। মূসা আলাইহিস্‌সালাম বৃদ্ধাকে কবরের স্থান নির্দেশ করিতে বলিলেন। বৃদ্ধা বলিলঃ হে নবী! আপনি আমাকে একটি স্বীকারুক্তি প্রদান করিলেই আমি কবরের সন্ধান দান করিব। মূসা (আঃ) বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ তোমার সেই স্বীকারুক্তি কি? বৃদ্ধা আরয করিলঃ আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হউক এবং বেহেশ্‌তে আপনার নিকট আমার স্থানলাভ ঘটুক। মূসা (আঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে হাত উঠাইয়া মুনাজাত করিলেনঃ এলাহী! এই ব্যাপারে আমার তো কোন কিছু করিবার নাই। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আশ্বাস বাণী আসিল, হে মূসা! আপনি স্বীকার করুন; আমি উহা পূর্ণ করিব। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) বৃদ্ধাকে এই আশ্বাস-বাণী শুনাইলেন! বৃদ্ধা সন্তুষ্ট হইয়া কবরের ঠিকানা বলিয়া দিল। উহা দরিয়ার মাঝখানে ছিল। কবর বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও মিলিয়া গেল।

এই ঘটনা হইতে বুঝা গেল, এই বৃদ্ধা কত বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি এখানে দুনিয়ার কোন ধন-সম্পদের লোভ করিলেন না। তিনি সবকিছু ভুলিয়া চাহিলেন আখেরাতের উন্নতি ও শান্তি। যেহেতু দুনিয়ার আরাম আয়েশ নছিব পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে মিলিয়া যায়। তাই ক্ষণস্থায়ী দুই দিনের দুনিয়ার লোভ-লালসা জলাঞ্জলি দিয়া চিরস্থায়ী চির-শান্তিময় আলমে আখেরাতের উন্নতি বিধান ও শান্তি কামনা করাই মুসলমানের কাজ।

হাইসূরের ভগ্নী

কোরআন শরীফে হযরত মূসা ও হযরত খিযির (আঃ)-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আছে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে খিযির (আঃ) এক ছোট শিশুকে মারিয়া ফেলেন। হযরত মূসা (আঃ) পেরেশান হইয়া খিযির (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, এই নিষ্পাপ শিশুটি কি অন্যায় করিল, যদ্দরুন আপনি তাহাকে মারিয়া ফেলিলেন? উত্তরে হযরত খিযির (আঃ) বলিলেন, এই শিশুটি বয়স্ক হইলে কাফের হইত। তাহার মা-বাপ উভয়েই ঈমানদার লোক। ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে ছেলের মহব্বতে পড়িয়া ঐ ঈমানদার মা-বাপেরও কাফের হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই এই শিশুকে হত্যা করার মধ্যে মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলা এখন উক্ত ছেলের পরিবর্তে এক মেয়ে দান করিবেন। সে হইবে সকল খারাবী হইতে পাক-পবিত্র এবং মা-বাপের জন্য মঙ্গলজনক। এই সম্পর্কে অনেক কিতাবে লিখিত রহিয়াছে যে, উক্ত মা-বাপের ঘরেই এক মেয়ের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল এক পয়গাম্বরের সহিত এবং তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে সত্তর জন হইয়াছিলেন পয়গাম্বর। উক্ত ছেলের নাম ছিল হাইসূর। আর এই নেক্কার মেয়ে ছিলেন হাইসূরেরই ভগ্নী।

সোবহানাল্লাহ্! মেয়েটি কত বড় বুযুর্গ ছিলেন। যাঁহার বংশধরগণের মধ্যে সত্তর জন পয়গাম্বর হইয়াছিলেন। আর তাঁহার তারিফ কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিশ্বাসী ঈমানদার লোকের কর্তব্য যাবতীয় গোনাহের কাজ হইতে পরহেয করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার রেযামন্দি হাছেল করিয়া ইহজীবন ও পরজীবনকে সার্থক করিয়া তোলা।

হযরত বিলকিস

বিলকিস ছিলেন 'সাবা' রাজ্যের বাদশাহ্। হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এক হুদহুদ জানোয়ার খবর দিল, সে এক স্ত্রী বাদশাহ্‌কে দেখিয়াছে যে, সে সূর্য পূজা করিয়া থাকে।

হযরত সোলায়মান (আঃ) উক্ত স্ত্রী বাদশাহ্‌র নিকট পত্র লিখিলেন। উক্ত জানোয়ারের মারফতই তিনি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রে লিখা ছিল, তোমরা অনায়াসে মুসলমান হইয়া আমার নিকট উপস্থিত হও।

যথাসময়ে বাদশাহ্‌র নিকট পত্র পৌঁছিল। পত্র পাইয়া বাদশাহ্ উজির সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে বাদশাহ্ স্থির করিল, প্রথমতঃ তাঁহার খেদমতে যৌতুক উপঢৌকন পেশ করা হউক। উপঢৌকন গ্রহণ করিলে বুঝিব তিনি দুনিয়াদার বাদশাহ্, অন্যথায় বুঝা যাইবে তিনি সত্য পয়গাম্বর। যথসময়ে উপঢৌকন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছিল। তিনি উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন না এবং জানাইয়া দিলেনঃ অনতিবিলম্বে ইসলাম কবূল না করিলে আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইব।

এই সংবাদ যখন হযরত বিলকিসের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলেন ইহা ইসলামের দাওয়াত প্রদানকারী আল্লাহ্‌র সত্য পয়গাম্বরের উক্তি। অতঃপর তিনি ইসলাম

কবূল করিবার জন্য স্বীয় শহর হইতে বহির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ) হযরত বিলকিসের শাহী-তখ্‌তখানি তাহার দরবারে আনিয়া রাখিলেন। শাহীতখ্‌তের মোতী ও জওহরসমূহ উঠাইয়া অন্যভাবে লাগান হইল।

এদিকে হযরত বিলকিস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সোলায়মান (আঃ) তাহার বুদ্ধি-জ্ঞান পরীক্ষা নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা দেখ তো, (বিলকিসের সিংহাসনের প্রতি ইশারা করিয়া) ইহা কাহার সিংহাসন? বিলকিস উত্তর করিলেনঃ ইহা তো আমার বলিয়াই মনে হয় কিন্তু ছুরত সামান্য পরিবর্তিত দেখা যায়। ইহাতে তিনি বুদ্ধিমান ও চালাক-চতুর বলিয়াই সাব্যস্ত হইলেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বীয় খোদা-প্রদত্ত শাহী-তখ্‌তের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি একটি পানিপূর্ণ হাউযে কাঁচের ফরস বিছাইতে আদেশ করিলেন। তাহাই করা হইল। অতঃপর হযরত সোলায়মান (আঃ) হাউযের অপর পারে গিয়া বসিলেন। যেখানে যাইতে হাউয অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। তিনি বিলকিসকে তথায় আগমন করিতে বলিলেন। বিলকিস হাউযের কিনারায় গিয়া পায়চারি করিতে লাগিলেন। আর অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। যেহেতু হাউযের উপর কাঁচ নজরে আসিতেছিল না। অবশেষে যখন তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, হাউযের উপর কাঁচের ফরস বিছান হইয়াছে, তখন তিনি নির্বিঘ্নে উহার উপর দিয়া চলিয়া আসিলেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সামান্য দুইটি মোজেযা দেখার পরই তাহার মাথা হইতে সমস্ত গর্ব-অহঙ্কার বিদায় হইল। আনত মস্তকে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইলেন। সত্যের প্রতি তাঁহার প্রবল অনুরাগ থাকা বশতঃই তিনি এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেকের মতে তিনি সমগ্র জাহানের বাদশাহ্ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রিয়তমা মহিষী হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করিয়াছিলেন।

বনি-ইস্রায়ীলের এক দাসী

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, বনি-ইস্রায়ীল কওমের একজন স্ত্রীলোক এক শিশুকে দুধ পান করাইতেছিল। এই সময় বহু শান-শওকতের সহিত এক আরোহী ঐ পথ দিয়া অতিক্রম করিল। আরোহীকে দেখিয়া মা দো'আ করিল, ইয়া আল্লাহ্! আমার ছেলেকে এই রকম বড় শান-শওকতদার বানাইয়া দাও। ইহা শুনিয়া ছেলে স্তন্য পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ আল্লাহ্ আমাকে এইরূপ বানাইও না।

কিছুক্ষণ পর একদল লোক এক বাঁদীকে চোর মনে করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল। ইহা দেখিয়া মা বলিল, আল্লাহ্ আমার ছেলেকে এমন বানাইও না। ছেলে দুগ্ধ পান বন্ধ করিয়া বলিয়া উঠিলঃ ইহা আল্লাহ্! আমাকে এমনই বানাইয়া দাও।

ছেলের মা ছেলের কথার কোন ভেদ খুঁজিয়া পাইল না। ছেলেকে ধম্‌কি দিয়া বলিয়া উঠিলঃ এ কেমন কথা! উত্তরে ছেলে বলিল, উক্ত আরোহী একজন অত্যাচারী যালেম। আর এই বাঁদী নির্দোষ মযলুম। আল্লাহ মযলুমের সাহায্যকারী দোস্ত।

বিষয়টি বড়ই প্রণিধানযোগ্য। উক্ত আরোহী সাধারণ সমক্ষে সম্মানের পাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ঘৃণেয় ও নিকৃষ্ট। আর এই বাঁদী সাধারণ সমক্ষে অপমানিত লাঞ্ছিত, কিন্তু আল্লাহ্‌র দরবারে মকবুল ও সম্মানিত। সাধারণতঃ গরীব দুর্বলের উপর সামান্য সন্দেহ করিয়াই যা-তা ব্যবহার করা হয়। অথচ তাহা করা উচিত নয়। বস্তুতঃ সে নির্দোষ, আল্লাহ্‌র মকবুল বান্দা।

বনি-ইস্রায়ীলের এক বুদ্ধিমতী নারী

মুহাম্মদ ইব্‌নে-কা'র হইতে বর্ণিত, বনি-ইস্রায়ীল কওমে এক ব্যক্তি বড় আলেম ও আবেদ ছিলেন। বিবির সঙ্গে তাহার খুব মহব্বত ছিল। একদা আকস্মিকভাবে বিবির মৃত্যু হইল। ইহাতে স্বামীর মনে এত কষ্ট হইল যে, তিনি দরওয়াজা বন্ধ করিয়া ঘরে বসিয়া পড়িলেন। জনগণের সহিত মেলা-মেশা ত্যাগ করিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া একজন মেয়েলোক তাহার নিকট হাজির হইল। সে বাড়ীর অপরাপর লোকদের নিকট আরয করিল যে, আমি আলেম ছাহেবের নিকট একটি মাসআলা জানিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া সে আলেম ছাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সাক্ষাতের অনুমতি পাইল।

আলেমের সম্মুখীন হইয়া স্ত্রীলোকটি আরয করিলঃ হুযূর! আমি আমার প্রতিবেশীর নিকট হইতে অলঙ্কার চাহিয়া নিয়া বহুদিন যাবৎ উহা পরিয়া আসিতেছি। এখন সে উহা ফেরত নিতে চাহে। উহা কি তাহাকে ফেরত দিতে হইবে? আলেম ব্যক্তি বলিলেনঃ বেশক, উহা ফেরত দিতে হইবে। স্ত্রীলোকিট বলিলঃ আমি তো উহা এক যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছি, এখন উহা কিরূপে ফেরত দিব? ইহাতে আলেম বলিলেনঃ এখন তো উহা আরও সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরাইয়া দেওয়া উচিত; যেহেতু এত দিন সে রেয়াআত করিয়া তোমার নিকট রাখিয়াছে।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি আলেমকে বলিলেনঃ আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন। তবে আপনি কেন চিন্তা করিতেছেন? আল্লাহ্ তা'আলা একটি জিনিস আপনার নিকট এত দিন রাখিয়াছিলেন, এখন নিয়া গেলেন। সে-জন্য চিন্তা করিবার কি আছে? ইহাতে আলেমের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল। তাঁহার আর চিন্তা রহিল না। আওরতের নীতিবাক্যে তিনি বড়ই উপকৃত হইলেন। সকলেই আওরতের বুদ্ধির তারিফ করিতে লাগিল।

হযরত বিবি মরইয়ম

বিবি মরইয়মের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতা মান্নত করিয়াছিলেন—তাহার পেটের সন্তানকে তিনি মস্‌জিদের খেদমতের জন্য ছাড়িয়া দিবেন। ইহার পর হযরত মরইয়মের জন্ম হইল। তাঁহার মাতা স্বীয় মান্নত পুরা করিবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দেসে উপস্থিত হইলেন। সমবেত বুযুর্গগণের নিকট আরয করিলেনঃ এই মেয়েটি মান্নতের, ইহাকে রাখুন।

সকলেই মেয়েটির অপূর্ব আকৃতি-প্রকৃতি ও রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মেয়েটির লালন-পালন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। তন্মধ্যে হযরত যাকারিয়া (আঃ)-ও ছিলেন। তিনি সম্পর্কে বিবি মরইয়মের খালু হইতেন। বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল মেয়ের লালন-পালন করিবেন হযরত যাকারিয়া (আঃ)। অল্পদিনেই যথাযথ আদর যত্নে তিনি বাড়িয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে শেয়ানা হইয়া গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মরইয়মকে কোরআন পাকে 'ওলী' ফরমাইয়াছেন। অনেক সময় গায়েব হইতে তাঁহার নিকট সুস্বাদু ফল-মূল আসিত। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্‌সালাম এইসব সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে, তিনি উত্তরে বলিতেনঃ এই সমস্তই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে। মোটকথা, বিবি মরইয়মের তামাম জেন্দেগীই অলৌকিক। এমনকি পরিণত বয়সে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরতেই গর্ভবতী হন বিনা স্বামীতে। আর এই সন্তানই হইলেন হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম।

বিনা স্বামীতে সন্তান লাভ হওয়ায় জন-সাধারণ সতী সাধ্বী বিবি মরইয়মকে গালিগালাজ করিতে লাগিল। নানা জনে নানা তোহ্‌মত লাগাইতে লাগিল। আল্লাহ্ তা'আলা বিবি মরইয়মের সন্তান হযরত ঈসা (আঃ)-কে জন্মের পরক্ষণেই কথা কহিবার শক্তি দান করেন। সদ্য-প্রসূত শিশুর মুখে স্পষ্ট কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল যে, তাঁহার বিনা বাপে জন্ম হওয়া, একমাত্র সর্বশক্তিমানের অসীম কুদরত। বস্তুতঃ বিবি মরইয়ম নির্দোষ নিষ্কলুষ সতী নারী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হুযূরে আকরাম (দঃ) বলিয়াছেন, নারী জাতির মধ্যে মাত্র দুইজন কামেল বুযুর্গ আছেন একজন বিবি মরইয়ম, অন্যজন বিবি আছিয়া।

হযরত খাদিজা

বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী। পঁচিশ বৎসর বয়সে ইতিহাস প্রসিদ্ধা; সচ্চরিত্রা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যপরায়ণা চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা খাদিজার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বিবাহ হয়। সকলেই বিবি খাদিজাকে 'তাহেরা' অর্থাৎ পবিত্রা বলিয়া ডাকিত। একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি খাদিজাকে বলিলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে হযরত জিব্রায়ীল আমীন আপনার নিকট সালাম নিয়া আসিয়াছেন। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, নারী জাতির মধ্যে চারিজন সর্বশ্রেষ্ঠা;—(১) হযরত মরইয়ম। (২) হযরত আছিয়া। (৩) হযরত খাদিজা। (৪) হযরত ফাতেমা।

ইস্‌লামের আবির্ভাবের প্রারম্ভেই সর্বপ্রথম মুসলমান হন বিবি খাদিজা। সেই সময় ইস্‌লাম প্রচার করিতে গিয়া কাফেরদের গালিগালাজ, অত্যাচার-উৎপীড়নে রাসূলুল্লাহ্ যখন পেরেশান হইয়া পড়িতেন, তখন বিবি খাদিজা তাঁহাকে পূর্ণ সান্ত্বনা দান করিতে সক্ষম হইতেন। বিবি খাদিজা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমনি মনে-প্রাণে ভালবাসিতেন, রাসূলুল্লাহ্ও বিবি খাদিজাকে ঠিক তেমনি ভালবাসিতেন।

হযরত সওদা

হযরত সওদা ছিলেন নবী-করীমের বিবিগণের অন্যতমা। তিনি তাঁহার ভাগের বাসর রাত্রিগুলি হযরত আয়েশাকে দিয়া দিয়াছিলেন। হযরত আয়েশা বলেনঃ একমাত্র হযরত সওদা ব্যতীত অন্য কোন আওরতকে দেখিয়া আমার আগ্রহ জাগে নাই যে, আমি তাহার মত হই। হযরত সওদাকে দেখিলে আমি মনে মনে আরযু করিতাম, আমি যদি তাঁহার মত হইতাম।

আমাদের দেশী কথায় হযরত আয়েশা হযরত সওদার সতীন। হালে এক সতীন অন্য সতীনের সম্পর্ক হয়—সাপ বেজীর সম্পর্ক। আর সামান্য কারণে একে অপরের জানী দুশ্‌মন হইয়া দাঁড়ায়। এখানে দেখা যায়, হযরত সওদা হযরত আয়েশাকে স্বীয় বাসর রাত্রিগুলি দিয়া দিয়াছেন। আর হযরত আয়েশা সাদা দিলে, মুক্ত প্রাণে স্বীয় সতীনের তারিফ করিতেছেন। বস্তুতঃ ইহাই হইল ইসলামের সনাতন আদর্শ। এই বাস্তব আদশর্কে লক্ষ্য করিয়া সকল মুসলমানেরই সচেতন হওয়া উচিত।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা

হযরত আয়েশা রাসূলুল্লাহ্‌র প্রিয়তমা সহধর্মিণী অতি অল্প বয়সেই তিনি বিবাহিতা হন। তাঁহার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল তীব্র, অত্যন্ত প্রখর। হযরতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ছাহাবিগণ তাঁহার নিকট মাসআলা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার মোবারক আখলাক চরিত্র মহান গুণাবলীতে পরিপূর্ণ।

একদা জনৈক ছাহাবী মহানবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সহিত আপনার বেশী মহব্বত? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন, আয়েশার সহিত এবং আবু বকরের সহিত।

হযরত আয়েশা নারী জগতের শীর্ষস্থানীয়া। তিনি নারী হইয়াও কত বড় জ্ঞানের অধিকারিণী ছিলেন। বড় বড় আলেম ছাহাবিগণ তাঁহার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। মোটকথা, এল্ম হাছেল করিতে হইলে আত্মগর্ব ও লজ্জা ত্যাগ করিতে হয়। চাই এল্ম বয়োকনিষ্ঠের নিকট থাক বা নারীর নিকট থাক, উহা হাছেল করিতে লজ্জা করা উচিত নয়।

হযরত হাফ্সা

নবী করীমের নেক বিবিগণের মধ্যে হাফ্সা একজন। একদা কোন কারণে নবী করীম রাগ করিয়া হযরত হাফ্সাকে তালাক দেন। তৎক্ষণাৎ জিব্রায়ীল আমিন আসিয়া নবীর নিকট সুপারিশ করিলেন, হে নবী! আপনি হযরত হাফ্সার তালাক ফিরাইয়া লউন। যেহেতু তিনি দিনের বেলা রোযা থাকেন এবং রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া নামায আদায় করেন। এছাড়া তিনি দানে মুক্ত হস্ত। হযরত হাফ্সা স্বীয় ভাইকে অছিয়ত করিয়া যান, তাঁহার ভূ-সম্পত্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে ওয়াক্ফ করিয়া উহার যথাযথ বন্দোবস্ত করিতে।

হযরত হাফ্সা একজন খোদাভক্তা, এবাদত প্রিয়া, মুক্তমনা ও দানশীলা নারী ছিলেন। এই সমস্তের বদৌলতেই আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে তাঁহার তালাক ফিরাইয়া লওয়ার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছিল। হযরত হাফ্সার ন্যায় দীনদারী এখতেয়ার করা সকলেরই কর্তব্য।

হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ

হযরত যয়নব বিন্‌তে জাহাশ নবী করীমের বিবি। হযরত যায়েদ একজন ছাহাবী। নবী করীম তাঁহাকে পোষ্যপুত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। হযরত যায়েদ বয়স্ক হইলেন। নবী করীম তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। হযরত যয়নবের জন্য তাঁহার ভাইয়ের নিকট পয়গাম পাঠাইলেন। কিন্তু হযরত যায়েদের হিসাবে তাঁহারা নিজদিগকে খান্দানী মনে করিতেন। তাই বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা "ওহী" প্রত্যাদেশ নাযেল করিলেন। "পয়গাম্বরের নির্বাচনের পর কোন মুসলমানের কোন ওযর থাকা উচিত নয়।" ইহার পর উভয়েই এই বিবাহে সম্মতি জানাইলেন। যথারীতি বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল। কিন্তু বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর সদভাব দেখা গেল না। শেষ পর্যন্ত হযরত যায়েদ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবী করীম অনেক বুঝাইলেন, নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। ফলে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বিশেষ চিন্তিত হইলেন। ভাবিলেন, বিবাহের পূর্বেই ইহাতে ভাই-বোন অসম্মত ছিল। কেবলমাত্র আমার ইচ্ছার উপর উভয়ে রাযী হইয়াছিল। এখন যদি তালাক দিয়া দেয়, তাহা হইলে উভয়ের মনে আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) স্থির করিলেন, সকল সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তিনি স্বয়ং হযরত যয়নবকে বিবাহ করিবেন। ইহাতে উভয়েই সান্ত্বনা লাভ করিবে; কিন্তু বেঈমান লোকেরা অবশ্যই তোহ্মত লাগাইবে। তাহারা বলিবে যে, নবী স্বীয় পুত্র-বধূকে বিবাহ করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই হযরত যায়েদ তাঁহাকে তালাক দিয়া দিলেন।

ইদ্দত পুরা হইয়া গেল। নবী করীম স্বয়ং বিবাহের পয়গাম দিলেন। ওযূ করিয়া নামায আদায় করত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মুনাজাত করিলেন। আয় আল্লাহ্! আমি নিজ বুদ্ধিতে কোন কাজ

করি না, কেবল আপনার আদেশেই করিয়া থাকি। অতঃপর আল্লাহ্ স্বীয় রাসূলের উপর "ওহী" নাযিল করিলেন, "আমি তাঁহার বিবাহ আপনার সহিত করিয়া দিলাম।" রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যয়নবকে এই আয়াত শুনাইয়া দিলেন। হযরত যয়নব অন্যান্য বিবিগণের সহিত ফখর করিয়া বলিতেন, দেখ! তোমাদের বিবাহ মা-বাপের দ্বারা হয়, আর আমার বিবাহ আল্লাহ্ তা'আলা করাইলেন। এই সময় হইতেই নারীদের পর্দার হুকুম জারি হয়। হযরত যয়নব খুব দানশীলা নারী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত নরম, দয়ায় পরিপূর্ণ।

একবারের এক ঘটনা। হযরতের সকল বিবিগণই মিলিতভাবে হযরতের নিকট আরয করিলেন, আপনার পর কোন্ বিবি সর্ব-প্রথম আপনার সহিত মিলিত হইবেন। উত্তরে হযরত বলিলেন, যাহার হাত অধিক লম্বা। এই কথা শুনিয়া সকলেই হাত মাপিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখা গেল, হযরত সওদার হাত অধিক লম্বা। হযরতের মৃত্যুর পর দেখা গেল, হযরত যয়নব মরিলেন সকলের আগে এবং হযরত সওদা মরিলেন সর্বশেষে। ফলে সকলেই বুঝিলেন, সাখাওতির, এ'তেবারেই (দানের হিসাবে) হাত লম্বা হয়।

হযরত যায়েদ তখন বুঝিতে পারিলেন, হযরত যয়নব হযরতের কত প্রিয়া ছিলেন। হযরত আয়েশা বলেনঃ আমি হযরত যয়নব হইতে উৎকৃষ্টা কোন আওরত দেখি নাই। নবী করীম (দঃ) বলেনঃ (হযরত) যয়নবের ন্যায় নম্র স্বাভাব এবং আল্লাহ্র সামনে অনুনয়বিনয়কারিণী আওরত আমি দেখি নাই।

হযরত যোয়ায়রিয়াহ

হযরত যোয়ায়রিয়াহ নবী করীম (দঃ)-এর বিবিদের অন্যতমা। বিখ্যাত বনি-মোস্তলকের জেহাদের সময় কাফেরদের শহর হইতে মুসলমানগণের হস্তে বন্দিনী হন। গনিমত (যুদ্ধলব্ধ মাল) বণ্টনের সময় তিনি জনৈক ছাহাবীর হিসসায় পড়েন। অনেকের মতে উক্ত ছাহাবীর নাম ছাহেবত-ইব্নে-কায়েস।

বন্দিনী যোয়ায়রিয়াহ মালিকের নিকট প্রস্তাব করিলেন, আমি আপনাকে এই পরিমাণ টাকা দিব আপনি আমাকে আযাদ করিয়া দিন। ইহাতে ছাহাবী রাযী হইলেন। অতঃপর যোয়ায়রিয়াহ কিছু টাকা সাহায্য পাওয়ার আশায় নবী করীমের নিকট গেলেন। তিনি যোয়ায়রিয়ার দীনদারী, পরহেযগারী ও হোস্নে আখলাক দর্শনে বলিলেন, তুমি যদি আমার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে রাযী হও, তবে আমি যাবতীয় টাকা শোধ করিয়া তোমাকে আযাদ করিয়া লইব। ইহাতে তিনি মনেপ্রাণে সম্মতি জানাইলেন। মোটকথা, শুভ শাদী মোবারক সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহ সংবাদ ক্রমে চতুর্দিকে প্রচার হইয়া গেল। মুসলমানদের হস্তে হযরত যোয়ায়রিয়ার খান্দানের যত লোক বন্দী ছিল, সকলেই মুক্তি লাভ করিল। যেহেতু মুসলমানগণ ভাবিলেন, এই খান্দানের সহিত রাসূলুল্লাহ্র আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব, কিছুতেই আর তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা সঙ্গত হইবে না। তাহাদিগকে গোলাম বানাইয়া রাখিলে বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ্র সহিতেই বে-আদবী করা হইবে।

হযরত আয়েশা বলেনঃ এমন কোন দীনদার পরহেযগার, মোত্তাকী আওরতের কথা আমার জানা নাই, যাহার দীনদারী ও পরহেযগারীর বদৌলতে স্বগোত্রীয়গণ এত অধিক সৌভাগ্যশালী হইতে পারিয়াছে।

সোবহানাল্লাহ্! দীনদারী পরহেযগারী কত বড় দৌলত। যাহার উছিলায় দুনিয়া আখেরাতের উভয় স্থানেই নাজাত পাওয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যক্তি বিশেষের নাজাত নয়। এই ঘটনা হইতে জানা গেল, সমগ্র কওমও নাজাত পাইতে পারে।

হযরত মায়মুনাহ

হযরত মায়মুনাহ নবী করীমের প্রিয়তমা মহিষী। জনৈক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস বলেন, একদা হযরতের নিকট তিনি আরয করেনঃ আমি আপনাকে আমার জান বখশিশ করিলাম অর্থাৎ, বিনা-মহরে আপনার পতিত্ব আমি বরণ করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাকে কবূল করিলেন। বিনা-মহরে বিবাহ—ইহা কেবল রাসূলুল্লাহ্‌রই বৈশিষ্ট্য।

অপর এক সুপ্রসিদ্ধ তফ্‌সীরকার বলেনঃ যে আয়াতে এহেন বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে উহা এই সময়ই নাযেল হয়। হযরত মায়মুনাহ্‌র প্রথম স্বামীর নাম হাবিতীব।

হযরত মায়মুনাহ কত দীনদার, ঈমানদার আওরত ছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতকে চরম ও পরম এবাদত জ্ঞান করিতেন। তাই তিনি রাসূল (দঃ)-এর সহিত বিনা-মহরে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইতে এমন উদগ্রীবা ছিলেন। হালে মুসলিম কওমে উম্মতে-মোহাম্মদীর মধ্যে বিবাহের মহর নিয়া এত বাড়াবাড়ি হয় যে, উহা বড়ই দুঃখজনক।

হযরত সফিয়া

হযরত সফিয়া নবী করীমের বিবি। খয়বরের জেহাদে তিনি মুসলমানদের হস্তে বন্দিনী হন। তিনি এক ছাহাবীর বাঁদীরূপে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ তাঁহাকে আযাদ করিয়া বিবাহ করেন। তিনি হযরত হারুণ (আঃ)-এর খান্দানের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনা হইতে তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও সহনশীলতার পরিচয় মিলে।

হযরত সফিয়ার এক বাঁদী একদা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট নালিশ করিল। সে চোগলখুরী করিয়া বলিল, শনিবারের সহিত এখনও তাহার মহব্বত বর্তমান। শনিবার ইহুদীদের নিকট মহা সম্মানিত ও পবিত্র দিন। অর্থাৎ, হযরত সফিয়া এখনও পুরা মুসলমান হন নাই। ইহুদী মযহাবের প্রভাব এখনও তাঁহার উপর বাকী রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এখনও ইহুদীদের সহিত তাঁহার আদান-প্রদান রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সফিয়াকে ডাকাইয়া এইসব বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হযরত সফিয়া বলিলেনঃ প্রথম কথাটি বিলকুল (ডাহা) মিথ্যা। যেহেতু আমি মুসলমান হইয়াছি। আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা শুক্রবার দিয়াছেন, তাই এখন শনিবারের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নাই। আর দ্বিতীয় কথাটি-সত্য। যেহেতু ঐসব লোক আমার অত্মীয় ছিল। তাহাদের সহিত নেক ব্যবহার করা শরীঅত বিরোধী নয়।

অতঃপর বাঁদীকে হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাকে মিথ্যা চোগলী খাইতে কে বলিয়াছে? সে উত্তর করিলঃ ইবলীস্ শয়তান। ইহার পর হযরত সফিয়া উক্ত বাঁদীকে আযাদ করিয়া দিলেন। কোন জোর জবরদস্তি বা গালিগালাজ করিলেন না।

এই ঘটনা হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি যে, কোন চাকর-চাকরাণী কোন অন্যায় কাজ করিলে উহা যদি অসহ্য হয়, তবে তাহার উপর জোর যুলুম না করিয়া, গালাগালি না করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

হযরত যয়নব

হযরত যয়নব নবী করীমের আদরণীয়া কন্যা। তাঁহার স্বামী ছিলেন হযরত আবুল আছ ইবনে-রবি। হযরত যয়নব ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিয়া মদিনায় হিজরত করেন। যেহেতু তাঁহার স্বামী ঐ সময় ইসলাম কবূল করেন নাই। অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বামী যখন ইসলাম কবূল করিয়া মদিনায় চলিয়া আসেন, তখন নবী করীম পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন স্থাপন করেন। কিন্তু স্বামী আবুল আছ ইবনে-রবি মদিনায় হিজরতকালে পথিমধ্যে কাফেরদল কর্তৃক আক্রান্ত হন যাহার ফলে তিনি অল্পদিন পরেই এন্তেকাল করেন।

ইসলাম চির সত্য সনাতন ধর্ম। যেখানে কোন অন্যায় অপবিত্রতার সংশ্রব নাই। নাই কোন আত্মীয়তা সম্পর্কের দোহাই। ইহাই শিক্ষা দিলেন হযরত যয়নব নিখিল উম্মতে-মোহাম্মদীকে। নিরীহ অবলা নারী হইয়াও সত্য সনাতন দীনের মহব্বতে নির্মল বিশ্বাসের প্রবল শক্তিতে তিনি প্রাণপ্রিয় স্বামী ও মাতৃভূমি ছাড়িয়া গেলেন। রিক্ত হস্তে আল্লাহ্ ও রাসূলকে সম্বল করিয়া চলিলেন।

হযরত রোকেয়া

হযরত রোকেয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণপ্রিয়া কন্যা। তাঁহার প্রথম বিবাহ হয় উৎবা ইবনে আবি-লাহাবের সহিত। যে আবু-লাহাবের উপর অভিসম্পাত করা হইয়াছে সূরায়ে তাব্বত ইয়াদার··· মাধ্যমে। তাহারা পিতা-পুত্র কেহই মুসলমান হয় নাই এবং পিতার পরামর্শে পুত্র হযরত রোকেয়াকে ত্যাগ করে।

পরবর্তীকালে হযরত ওস্মান গণীর সহিত হযরত রোকেয়ার বিবাহ হয়। জংগে বদরের সময় হযরত রোকেয়া বিমার ছিলেন। নবী করীম জেহাদে যাওয়ার সময় তাঁহার তিমারদারীর (সেবাশুশ্রূষার) জন্য হযরত ওসমানকে ঘরে রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, তোমরাও মোজাহেদীনদের সমান সওয়াবের ভাগী হইবে। বস্তুতঃ তাঁহাদিগকেও গনিমতের মালের অংশ প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু নবী করীম যুদ্ধ শেষ করিয়া মদিনায় প্রত্যাবর্তন করিলেই হযরত রোকেয়া এন্তেকাল করিলেন।

লক্ষণীয় বিষয় যে, হযরত রোকেয়া কত বড় ধার্মিকা নারী ছিলেন। তাঁহার খেদমত করাতেও জেহাদের সওয়াব হাছেল হইল। ইহা তাঁহার অসীম বুযুর্গীরই নিশানা।

হযরত উম্মে কুলসুম

হযরত উম্মে কুলসুম হযরতের কন্যাগণের অন্যতম। তাঁহার প্রথম শাদী হয় আবু লাহাবের অপর এক পুত্রের সহিত। ইতিমধ্যে নবী করীম নুবুওত প্রাপ্ত হইলেন। হযরত উম্মে কুলসুম ইসলাম কবূল করিলেন কিন্তু আবু-লাহাব বা তাহার পুত্র কেহই ইসলাম গ্রহণ করিল না। ফলে হযরত উম্মে কুলসুম পরিত্যাজ্যা হইলেন। হযরত রোকেয়ার এন্তেকাল হইলে হযরত ওসমান গণীর সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ধার্মিকা, সরল প্রাণা, নম্র ও বিনয়ী স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগুণ ছিল অসামান্য।

হযরত ফাতেমা (রাঃ)

নবী করীমের সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা। কিন্তু মর্তবার দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠা। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাকে কলিজার টুক্‌রা বলিয়া থাকিতেন। এছাড়া তিনি তাঁহাকে সারা নারী-জাহানের সরদার বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেনঃ যে কথায় মা ফাতেমার প্রাণে কষ্ট হয়, সে কথায় আমার

প্রাণেও কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যে বিমারীতে এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন, হযরত ফাতেমাও সেই বিমারীতে এন্তেকাল করিবে। ইহা রাসূলুল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী। ইহা শুনিয়া হযরত ফাতেমা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সান্ত্বনা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মা! চিন্তা করিও না। তোমার জন্য দুইটি সুসংবাদ। প্রথমতঃ, তুমি শীঘ্রই আমার নিকট চলিয়া আসিবে। দ্বিতীয়তঃ, বেহেশ্‌তী সকল আওরতের সরদার তুমি হইবে। হযরত আলীর (রাঃ) সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল।

হযরত হালিমা সাআদিয়া

হযরত হালিমা সাআদিয়া নবী করীমকে শৈশবে দুধ পান করাইয়াছিলেন। আদর-যত্নে লালন-পালন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন তায়েফের জেহাদে যান, তখন হযরত হালিমা স্বীয় স্বামী ও ছেলেকে নিয়া রাসূলুল্লাহ্‌র খেদমতে হাজির হন। নবী করীম তখন মদিনা মোনাওয়ারার বাদশাহ। তিনি স্বীয় দুধ-মাতার সম্মানার্থে আপন চাদর বিছাইয়া তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ হইয়াও তিনি দুধ-মাতার সম্মানে ত্রুটি করিলেন না; বরং নেহায়েত অনুনয় বিনয় সহকারে তাঁহার তাযিম করিলেন। আপন বাদশাহী বা মর্যাদা কিছুই তাঁহাকে দীন-হীন জীর্ণ পোশাক পরিহিতা নারীর সম্মান করা হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইল না। এই তো নবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

হযরত উম্মে সলিম

হযরত উম্মে সলিম জনৈকা ছাহাবিয়া। তাঁহার স্বামী আবু-তাল্‌হা বিশিষ্ট ছাহাবী। রাসূলুল্লাহ্‌র খাছ খাদেম, হযরত আনাস তাঁহার পুত্র। কোন এক সূত্রে তিনি হুযূরে আকরামের খালা। তাঁহার ভাই নবী করীমের সহিত জেহাদে যোগদান করিয়া শহীদ হন। এইসব কারণে নবী করীম তাঁহার সহিত বিশেষ মহব্বত রাখিতেন। সময় সময় তিনি তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত হইতেন। নবী করীম (দঃ) একবার তাঁহাকে বেহেশ্‌তেও দেখিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের বহু আজীব ঘটনা আছে। একদা তাঁহার এক ছেলে বিমার হইয়া মারা যায়। তখন রাত্রি। তিনি ভাবিলেন, যদি এই সময় এই সংবাদ স্বামীকে জানাই, তবে হয়ত তিনি পানাহার ত্যাগ করিয়া অস্থির হইয়া পড়িবেন। তাই বুদ্ধিমতী সহনশীলা উম্মে সলিম ছেলের মৃত্যু সংবাদ কাহাকেও জানাইলেন না। স্বামী কার্যব্যাপদেশে বাহিরে ছিলেন। গৃহে আসিয়া একবার মাত্র ছেলের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে হযরত উম্মে সলিম বলিলেনঃ ছেলে আরামেই আছে। কথাটি কিন্তু মোটেই মিথ্যা হয় নাই। যেহেতু মুসলমানের জন্য মৃত্যুই আরামদায়ক।

হযরত উম্মে সলিম অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর আহারের বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি খানা খাইয়া শেষ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর মিলনও হইল। সমস্ত কাজ সমাধা হইয়া গেলে স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন, কাহারো নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখিয়া পুনরায় যদি উহা নিতে চায়, তবে কি উহা ফেরত দিতে অস্বীকার করিতে পারে? উত্তরে স্বামী বলিলেনঃ না। তখন তিনি আরয করিলেনঃ তবে কোন চিন্তা করিবেন না, ছেলের জন্য ছবর এখ্‌তেয়ার করুন। ইহাতে স্বামী রাগান্বিত হইয়া বলিল, তখনই কেন আমাকে খবর দিলে না?

হযরত উম্মে সলিম এই কাহিনী নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করিলেন। তিনি অত্যন্ত খুশী হইয়া দো'আ করিলেন—যাহার ফলে উক্ত রাত্রেই তিনি গর্ভবতী হইলেন। তৎপর এক

ছেলের জন্ম হয়। তাঁহার নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণের অনেকেই বড় বড় আলেম হইয়াছিলেন।

হযরত উম্মে সলিমের এই ঘটনা হইতেই বুঝা যায় যে, ছবর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কত পছন্দনীয় এবং উহার পরিণাম কত সুখের ও কত সার্থক।

হযরত উম্মে হারাম

হযরত উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্র খালা—হযরত উম্মে সলিমের ভগ্নী। নবী করীম প্রায়ই তাঁহার বাড়ী তশ্রীফ রাখিতেন। একদা তিনি সেখানে দাওয়াত খাইলেন। তারপর বিশ্রাম করিবার জন্য শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ হাসিতে হাসিতে ঘুম হইতে জাগ্রত হইলেন। উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট তাঁহার এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হযরত বলিলেনঃ আমি স্বপ্ন দেখিলাম, আমার উম্মতগণের একদল জাহাজে সওয়ার হইয়া জেহাদে যাইতেছে। সাজ সরঞ্জামে তাঁহাদিগকে আমীর বাদশাহের মত মনে হইল। ইহা শুনিয়া উম্মে হারাম (রাঃ) আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন ঐ দলভুক্ত হইতে পারি। হযরত (দঃ) দো'আ করিলেন এবং পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আবার হাসিমুখে ঘুম হইতে জাগিলেন। অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত দলের ন্যায় আরও একটি দলের কথা বলিলেন। উম্মে হারাম (রাঃ) এইবারও আরয করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! দো'আ করুন, আমি যেন এই দলেরও একজন হইতে পারি। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ না, তুমি প্রথমোক্ত দলে থাকিবে।

হযরত উম্মে হারামের স্বামী ওবায়দা (রাঃ)। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া এক সামুদ্রিক অভিযানে গমন করেন। এই সময়েই রাসূলুল্লাহ্র ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়। তাঁহারা নির্বিঘ্নে সমুদ্র অতিক্রম করেন। তারপর সওয়ারীতে আরোহণ করিবার সময় হঠাৎ ভূ-পতিত হইয়া হযরত উম্মে হারাম শাহাদত বরণ করেন।

সোবহানাল্লাহ্! হযরত উম্মে হারাম কত বড় সাহসী, নির্ভীক, বাহাদুর ও দীনদার আওরত ছিলেন। তাঁহার ঈমানের জয্বা কত তীব্র বেগবান ছিল। রাসূলুল্লাহ্র নিকট যতবার তিনি জেহাদের কথা শুনিতেন, ততবারই জেহাদে যোগদানের প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

হযরত আবু হুরায়রার মাতা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ছাহাবী। প্রথমতঃ, তাঁহার মাতা ছিলেন বেদীন। হযরত আবু হুরায়রা তাঁহার মাতার নিকট সর্বদা দীন ইসলামের কথাবার্তা কহিতেন। দীন ইসলামের মহত্ত্বই তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু একদিন তাঁহার মাতা ইসলাম সম্পর্কে এমন কথা বলিলেন, যাহাতে হযরত আবু হুরায়রার মনে খুব দুঃখ হইল।

হযরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর নিকট আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং দো'আ করিতে বলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ দো'আ করিলেন—আয় আল্লাহ্! আবু হুরায়রার মাতাকে তুমি হেদায়ত কর। ইহার পর আবু হুরায়রা (রাঃ) বাড়ী ফিরিলেন।

বাড়ী আসিয়া তিনি দেখিলেন ঘরের দরওয়াজা বন্ধ করিয়া কে যেন গোছল করিতেছেন। গোছল শেষ করিয়া তাঁহার মাতা দরওয়াজা খুলিলেন এবং পড়িলেন—আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু....। হযরত আবু হুরায়রা খুশীতে কাঁদিতে লাগিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর দরবারে

হাজির হইয়া সব ঘটনা আরয করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করিলেন।

অতঃপর হযরত আবু হুরায়রা রাসূলুল্লাহ্‌কে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ও আমার মাতার জন্য দো'আ করুন, যেন আমাদের সহিত সমস্ত মুসলমানের এবং সমস্ত মুসলমানের সহিত আমাদের মহব্বত পয়দা হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উক্ত দো'আই করিলেন।

ইমাম রবিয়া তুর্রার মাতা

ইমাম রবিয়া তুর্রা মস্ত বড় আলেম ছিলেন। ইমাম মালেক এবং হাসান বস্‌রী (রাঃ) যাঁহারা দুনিয়ার চাঁদ সূর্যের চেয়েও মশ্‌হুর আলেম তাঁহারা তাঁহার শাগরেদ। তাঁহার পিতার নাম ফিরোজ।

বনি-উমাইয়া বংশের খেলাফতকালে এই ফিরোজ তাহাদের সেনাদলভুক্ত ছিলেন। একবার তিনি স্ত্রীর নিকট ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া জমা রাখিয়া বিদেশে চলিয়া যান। ইমাম রবিয়া ঐ সময় মাতৃগর্ভে, ফিরোজ এইবারে সাতাইশ বৎসরকাল বিদেশে কাটাইয়া আসেন।

এদিকে ইমাম রবিয়া যথাসময় ভূমিষ্ঠ হন। পরিণত বয়সে তাঁহার মাতা তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিতে দেন। এই সুদীর্ঘ সাতাইশ বৎসরের মধ্যে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচে ইমাম রবিয়ার বুদ্ধিমতী মাতা তাঁহাকে মহান আলেম করিয়া তুলিলেন।

অবশেষে একদিন ফিরোজ বাড়ী ফিরিয়া আসেন। স্ত্রীকে ত্রিশ হাজার আশরাফিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে স্ত্রী বলেনঃ আশরাফিয়াগুলি অতি যত্নেই রহিয়াছে। ফিরোজ দেখিলেন, তাহার ছেলে ইমাম রবিয়া মস্‌জিদে বসিয়া হাদীস শুনাইতেছেন। তিনি স্বীয় ছেলেকে কওমের ইমামরূপে দেখিতে পাইয়া খুব আনন্দিত হইয়া স্ত্রীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। স্ত্রী তাহাকে বলিলেনঃ আচ্ছা ছেলের এই নিয়ামত বেশী পছন্দনীয়, না ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া? অতঃপর স্ত্রী আরও বলিলেন, আমি বিগত সাতাইশ বৎসরে উক্ত ত্রিশ হাজার আশরাফিয়া খরচ করিয়া ছেলেকে এলেম হাছেল করাইয়াছি। ফিরোজ বলিলেনঃ নিঃসন্দেহ, আমি তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী স্ত্রী পাইয়া সুখী হইয়াছি এবং আমার এই আশরাফিয়া খরচ করা সার্থক হইয়াছে। আর আমরা এমন ছেলের মাতাপিতা হইতে পারিয়া ধন্য হইয়াছি।

হযরত ফাতেমা নিশাপুরী

হযরত ফাতেমা নিশাপুরী ছিলেন একজন মস্তবড় বুযুর্গ। হযরত জুন্নুন মিস্‌রী বলেন, তাহার নিকট হইতে আমি বহু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, যে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে থাকে না, সে কোন গোনাহ হইতে বাঁচিতে পারে না। যে সদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে থাকে, সে কখনো বেহুদা কথা বলিতে পারে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা হইতে নির্লজ্জ হইতে পারে না।

ইমাম আযম ছাহেব বলেন, আমি হযরত ফাতেমা নিশাপুরীর সমকক্ষ কোন আওরতই দেখি না। তাঁহার নিকট যে-কেহ আজগুবি কোন সংবাদ নিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিত, তিনি পূর্ব হইতেই উহা জানেন। ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায্‌যমায় তিনি এন্তেকাল করেন।

আল্লাহু আকবর, কত বড় মর্তবার আওরত ছিলেন তিনি। জুন্নুন মিস্‌রী এবং ইমাম আযমের মত বুযুর্গ অলীআল্লাহ্‌গণকেও চমকিত করিত তাঁহার বুযুর্গী। আল্লাহ্‌র তরফ হইতে হামেশা তাঁহার নিকট কাশফ্ হইত। আর সদা-সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন বলিয়াই তাঁহার এন্তেকাল ওমরাহের পথে মক্কা মোয়ায্‌যমায় সংঘটিত হইয়াছিল।

হযরত রবিয়া বিন্‌তে ইসমাঈল

হযরত রবিয়া বিন্‌তে ইসমাঈল সারারাত্রি এবাদতে কাটাইতেন এবং সারাদিন রোযা রাখিতেন। তিনি বলিতেন, আমি যখন আযান শুনি, তখন কেয়ামতের দিনের ফুৎকারকারী ফেরেশ্‌তার কথা স্মরণ হয়। যখন গরম অনুভব করি, তখন হাশরের মাঠের সূর্যোত্তাপের কথা মনে পড়ে।

তিনি আরও বলিতেন; আমি যখন নামাযে দাঁড়াই, তখন গায়েব হইতে আমার দোষ-ত্রুটি বলিয়া দেওয়া হয়; যাহাতে আমি অপরের দোষ-ত্রুটি দেখিতে না পাই এবং চলাফেরা করিবার সময় আমি বেহেশ্‌ত ও দোযখ দেখিতে পাই।

বস্তুত এইরূপ এবাদতকেই এবাদত বলা হয়। সর্বদা নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেই আর অপরের দোষ-ত্রুটি দেখা যায় না। আর অপরের দোষ-ত্রুটি না খোঁজাই বুযুর্গীর আলামত। দুঃখের বিষয় আজ মুসলিম কওম ইসলামের পূত পবিত্র আদর্শ ভুলিয়া কেহই অপরের দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া হিংসা-হাছাদে পড়িয়া রসাতলে যাইতেছে। যাহার ফলে কওমের একতা ভ্রাতৃত্ব চিরতরে লোপ পাইতেছে। নিজেরা দোষ-ত্রুটি মুক্ত হওয়ার চেষ্টা না করিয়া দীন-দুনিয়া বরবাদ করিয়া অশান্তি ঘটাইতেছে।

হযরত মায়মুনা সওদা

হযরত মায়মুনা সওদা একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেন, আমি একদা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দরখাস্ত করি যে, আয় আল্লাহ্! আমার বেহেশ্‌তী সাথীকে দেখাইয়া দিন! আদেশ হইলঃ তোমার বেহেশ্‌তী সাথীর নাম মায়মুনা সওদা। সে কুফাবাসী অমুক খান্দানের।

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যিয়াদ বলেনঃ আমি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে রওয়ানা করিলাম। যথাসময়ে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। জনগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, তিনি এক দেওয়ানী আওরত, সারাদিন বকরী চরানই তাহার কাজ। তারপর আমি চারণ ভূমিতে গমন করিলাম। দেখিতে পাইলাম হযরত মায়মুনা সওদা নামায পড়িতেছেন। আর তাঁহার বকরীর দলের সহিত এক জায়গায়ই কতিপয় বাঘ বিচরণ করিতেছে।

ইতিমধ্যে হযরত মায়মুনা সওদা নামায শেষ করিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ হে আবদুল ওয়াহেদ! এখন চলিয়া যাও; তোমার সহিত বেহেশ্‌তে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা রহিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কি করিয়া আমার নাম জানিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ তোমার কি জানা নাই যে, প্রথমেই সেখানে উভয় রূহের মহব্বত পয়দা হইয়া গিয়াছে? পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কি ব্যাপার যে, আপনার বকরী ও বাঘ একই জায়গায় চরিতেছে? তিনি বলিলেন, আমি আমার প্রভুর সহিত মোয়ামালা দুরুস্ত করিয়া নিয়াছি; ফলে আমার প্রভু আল্লাহ্ তা'আলা আমার বকরী ও বাঘের মধ্যের মোয়ামালা ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

সোবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্ রাসূলের এতাআত করিয়া তিনি কত বড় বুযুর্গ হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অহরহ কাশ্‌ফ হইত এবং কারামত যাহের হইত। এমন কি, জন্মের পূর্বের মোয়ামালাত-গুলিও স্পষ্ট তাঁহার ইয়াদ ছিল। আর সাধারণ মানুষ তাঁহাকে দেওয়ানী জ্ঞান করিত। বহু বুযুর্গানের হালাত এইরূপই হইয়া থাকে।

হযরত ছারি সাক্বাতির মুরীদ

হযরত ছারি সাক্বাতির জনৈক খাদেম বলেনঃ আমাদের শায়খের ছিলেন এক মুরীদানী। তাঁহার এক ছেলে মক্তবে লেখাপড়া করিত। একদিন ছেলের ওস্তাদ ছেলেকে কোন কাজে পাঠাইলেন। ছেলে ওস্তাদের আদেশ পালন করিতে গিয়া পানিতে ডুবিয়া মরিল।

ওস্তাদ এই সংবাদ অবগত হইয়া ছেলের মাতার নিকট গেলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ছবর এখ্‌তেয়ারের নছীহত করিতে লাগিলেন। মুরীদানী ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমাকে কেন ছবরের নছীহত করিতেছেন? ওস্তাদ বলিলেন আপনার ছেলে পানিতে ডুবিয়া মরিয়াছে। মুরীদানী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ছেলে কখনও পানিতে ডুবিয়া মরিতে পারে না। এই বলিয়া তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া ছেলেকে ডাক দিলেন। ছেলে মাতার ডাকে সাড়া দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। ওস্তাদ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। মাতা ছেলেকে নিয়া ঘরে ফিরিলেন।

এই কাহিনী পরে হযরত ছারি সাক্বাতি ও হযরত জুনায়েদ (রঃ)-এর নিকট পেশ করা হইল। তাঁহারা বলিলেন, ইহা উক্ত আওরতের একটি বৈশিষ্ট্য যে, কোন মুছিবতের পূর্বেই তাহাকে গায়েব হইতে জানান হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা তাঁহাকে জানান হয় নাই—তাই এইরূপ হইয়াছে।

হযরত তোহ্‌ফা

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ একদা আমি কয়েদখানায় গেলাম। সেখানে দেখিতে পাইলাম, একটি মেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় এশ্‌কের কবিতা আবৃত্তি করিতেছে এবং কাঁদিতেছে। দারোয়ানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে পাগলী। মেয়েটি ইহা শুনিয়া আরও বেশী কাঁদিতে লাগিল এবং বলিলঃ আমি পাগল নহি—আমি আশেক।

অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কাহার আশেক? উত্তরে মেয়েটি বলিলঃ যিনি আমাকে যাবতীয় নেয়ামত দান করিয়াছেন। যিনি সর্বদা আমার নিকট হাজির নাজির, অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ তা'আলার।

ইত্যবসরে মেয়েটির মালিক আসিয়া হাজের হইল। সে দারোগার নিকট জিজ্ঞাসা করিল, তোহ্‌ফা কোথায় আছে? দারোগা ছাহেব বলিয়া দিলেন, সে কয়েদখানার ভিতর আছে; হযরত ছারি সাক্বাতি তাহার সহিত কথা বলিতেছেন।

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ মালিক ভিতরে আসিয়া আমাকে সম্মান প্রদর্শন করিলে আমি বলিলামঃ এই মেয়েটি আমার চাইতে বেশী সম্মানী। আমি আরও জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে এত হীন অবস্থায় রাখিয়াছ কেন? সে উত্তর করিলঃ আমি তাহাকে বহু মূল্যে ক্রীতদাসীরূপে ক্রয় করিয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল তাহাকে অতি লাভে বিক্রয় করিব। কিন্তু সে রাতদিন ক্রন্দন করিয়া পানাহার বন্ধ করিয়া এমন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে এখন আসল দামে বিক্রি করাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ আমি তাঁহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সে বলিল, আপনি দরবেশ, আপনি এত টাকা কোথায় পাইবেন? অতঃপর আমি বাড়ী ফিরিয়া সারারাত্রি কান্নাকাটি করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করিতে লাগিলাম। হঠাৎ দরওয়াজায় খট্‌ খট্‌ আওয়াজ হইল। দরওয়াজা খুলিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি বহু টাকা-পয়সা সংগে নিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তরে তিনি বলিলেনঃ "আমি আহমদ ইবনে মোসান্না।

এই টাকাগুলি আপনার নিকট অর্পণ করিবার জন্য স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হইয়াছি।" টাকাগুলি আমি কবূল করিলাম।

রাত্রি ভোর হইতেই আমি খুশী মনে কয়েদখানায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ক্রীতদাসীর মালিকও কাঁদিতে কাঁদিতে কয়েদখানায় হাজির। বলিলামঃ হে মালিক! আপনি দুঃখ করিবেন না, আমি টাকা নিয়া আসিয়াছি। দাসীকে দ্বিগুণ মূল্যে খরিদ করিব। মালিক বলিল, আমি স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াছি এই দাসীকে আযাদ করিয়া দিবার জন্য, তাই এই দাসীকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় আযাদ করিয়া দিলাম। দাসী তোহ্‌ফা আযাদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিল। আমিও সমস্ত টাকা-পয়সা আল্লাহ্‌র রাহে দান করিলাম।

তারপর আমরাও তোহ্‌ফার পিছনে পিছনে ছুটিলাম। কতদূর যাওয়ার পর তোহ্‌ফাকে হারাইয়া ফেলিলাম। সে কোথায় বিলীন হইল তাহা ভাবিতেও পারিলাম না। পথিমধ্যে আহমদ ইবনে-মোসান্নার মৃত্যু হইল। চলিতে চলিতে আমি ও মালিক মক্কায় পৌঁছিলাম। কা'বা শরীফের তাওয়াফ করাকালে এক চিত্তাকর্ষক আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। আমরা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলামঃ আপনি কে? উত্তর হইলঃ সোব্‌হানাল্লাহ্‌! আপনারা এত শীঘ্রই আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন? আমি তোহ্‌ফা।

হযরত ছারি সাক্বাতি বলেনঃ আমি আরয করিলাম, আহ্‌মদ ইব্‌নে-মোসান্নার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন, তাঁহার অনেক বুলন্দ মর্তবা হাছেল হইয়াছে। অতঃপর বলিলাম, আপনার মালিকও আমার সাথে রহিয়াছেন। এই বলিয়াই তাকাইয়া দেখি তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তোহ্‌ফার মৃত্যু অবস্থা দর্শনে উক্ত মালিকও এন্তেকাল করিলেন। আমি উভয়ের কাফন-দাফন সমাধা করিয়া স্বগৃহে ফিরিলাম।

শাহ ইব্‌নে শুজা কারমানির কন্যা

শাহ ইব্‌নে শুজা কারমানী এক সুবিশাল রাজ্যের বাদশাহ্‌ ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি বাদশাহী পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করেন। তাঁহার ছিল এক পরমা সুন্দরী কন্যা। অন্য রাজ্যের এক বাদশাহ্‌ কন্যার বিবাহের পয়গাম দেন। কিন্তু তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কিছুদিন পর শাহ্‌ ইব্‌নে শুজা কারমানি জনৈক যুবকের নামায আদায় করার তরীকায় মুগ্ধ হয় এবং তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। যুবক কন্যাকে লইয়া নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কন্যা স্বামীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন, একটি শুক্‌না রুটি রহিয়াছে। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ ইহা কি? স্বামী যুবক উত্তর করিলেনঃ সারাদিন রোযা রাখিয়াছি এফ্‌তার করার জন্য এই রুটি রাখিয়াছি। ইহা শুনিয়াই কন্যা আপন পিতার বাড়ীর দিকে রওয়ানা করিলেন। যুবক বলিলেন, আমি পূর্বাহ্নেই ধারণা করিয়াছিলাম—বাদশাহ্‌যাদী কি করিয়া আমার বাড়ী কাল যাপন করিবে?

কন্যা বলিলেনঃ কিন্তু, না। আব্বা বলিয়াছেন, তোমার বিবাহ এক দরবেশ যুবকের সহিত দিয়াছি। ইহা শুনিয়া আমি যারপর নাই খুশী হইয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার স্বামী দরবেশ নয়; যদি দরবেশ হইবে, তবে কেন ঘরে রুটি জমা রাখিবে? তৎক্ষণাৎ যুবক রুটিটি খয়রাত করিলেন। ফলে কন্যা সন্তুষ্ট চিত্তে যুবকের সহিত ঘর করিতে লাগিলেন।

ওলী, দরবেশগণের জীবনের ছবি ইহাই, যাহা এই ঘটনায় দেখা গেল। আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর যাঁহাদের ভরসা এমনি চরম ও পরম তাঁহারাই ওলীআল্লাহ্‌।

নেক বিবিগণের তারীফে কোরআন ও হাদীস

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে আওরত নামায পড়ে, রোযা রাখে, গোনাহ ও সওয়াবের কাজের তমীজ করিয়া চলে, হাদীস ও কোরআনের আহ্কামের তাবেদারী করে, যাকাত দেয়, দান-খয়রাত করে, মিথ্যা বলে না, আমানতের খেয়ানত করে না, স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে, বে-পর্দা হয় না, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে না, লজ্জা-শরম বাকী রাখে, কাহারো সহিত হাসি মযাক করে না, আল্লাহ্ তা'আলাকে সদা ইয়াদ রাখে, স্বামীর খেদমত প্রাণপণে করে, তাঁহার জন্য খোশখবরী। তিনি পরকালে অফুরন্ত নেয়ামত সামগ্রীর অধিকারিণী হন। চিরশান্তিময় বেহেশ্তের দরওয়াজা তাঁহার জন্য খোলা থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, নেক আওরতগণের মধ্যে এই গুণসমূহ পাওয়া যায়—খোদা পরুস্তি, শরীঅতের পাবন্দ, সতী-সাধ্বী, খেলাফে শারাহ কাজে তওবাকারিণী এবং ইবাদতে লিপ্তা।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এইরূপ স্ত্রীর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হউক, যে নিজে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং তাহাজ্জুদ পড়িবার জন্য স্বামীকে জাগাইয়া দেয়। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যে আওরত কুমারী অবস্থায়, গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা হায়েয-নেফাসের সময় মৃত্যু বরণ করে সে শাহাদৎপ্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে মাতার তিনটি সন্তান মারা যায় এবং সে সওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে, সে বেহেশ্তী। বর্ণিত আছে, জনৈক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ যাহার দুইজনই মারা যায়? রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, তাহারও এই সওয়াব মিলিবে।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে আওরতের হামল পড়িয়া যায় সে সওয়াবের আশায় যদি ছবর এখতেয়ার করে, তবে ঐ সন্তান পরকালে স্বীয় মাতাকে টানিয়া বেহেশ্তে লইয়া যাইবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন নেককার স্ত্রী। যে স্ত্রীকে দেখামাত্র স্বামীর মন শান্তিতে ভরিয়া যায় এবং স্বামীর আদেশ পাওয়ামাত্র তাহা পালনে প্রাণপণ চেষ্টা করে। আর স্বামীর প্রবাসকালে স্ত্রী (স্বীয়) ইজ্জত আব্রুর হেফাযত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আরবীয় রমণীরা দুইটি ভাল কার্যে অভ্যস্ত। প্রথমতঃ সন্তানের উপর খুব মহব্বত রাখে, দ্বিতীয়তঃ স্বামীর মালের হেফাযত করে। আফসোসের বিষয়! আমাদের দেশী রমণীরা স্বামীর মালের হেফাযতের দিকে মোটেই খেয়াল করে না। স্বামীর আমানতের হেফাযত করিতে তাহারা একান্তই অলস। এই অলসতার দরুনই তাহারা খায়েন সাজিয়া ইহকাল ও পরকাল বরবাদ করিতেছে। যাহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। দ্বিতীয় কথা হইতেছে—সন্তানের খাওয়া-দাওয়ার প্রতি মাতা যেমন সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখে—তাহার চেয়ে বেশী সূক্ষ্মদৃষ্টি রাখা উচিত সন্তানের চরিত্র গঠনের প্রতি। যেহেতু শিশুদের চরিত্র প্রথম থাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র ও কোমল। এই সময়টা অতিবাহিত হয় মাতার কোলেই। এই সময়ে মাতা শিশুকে যেমন করিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন, ঠিক তেমনি গড়িয়া উঠিবে। কাজেই শিশুকে আদর্শ চরিত্রবান করিয়া তোলার দায়িত্ব মাতারই।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ তোমরা কুমারীকে বিবাহ করিবে; যেহেতু তাহার বোলচাল স্বভাবতঃ নম্র হয়। অর্থাৎ, লজ্জাশীলা হওয়ার কারণে তাহারা মুখ খুলিয়া কথা বলিতে অক্ষম হয়। তোমরা তাহাদিগকে সামান্য খরচে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হইল যে, লজ্জা-হায়া অতি মূল্যবান সম্পদ। ইহাতে কেবল কুমারীকে বিবাহ করার আদেশ হইল না। এক ছাহাবী এক বিধবা আওরত বিবাহ্ করার কারণে হযরত তাহার জন্য খাছ দো'আ করিয়াছিলেন।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে রমণী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমযানের রোযা রাখে, স্বীয় মান-সম্মানের হেফাযত করে এবং স্বামীর তাবেদারী করে, এইরূপ রমণী বেহেশ্তের যে দরওয়াজায় ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। মোটকথা, দীনের যাবতীয় জরুরী আহকামের পা-বন্দ হওয়ার পর, খুব কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্রমসাধ্য এবাদত করার প্রয়োজন পড়ে না। শ্রমসাধ্য এবাদতের দ্বারা যে মর্তবা লাভ হয়, উহা স্বামী ও সন্তান-সন্ততির খেদমতের দ্বারা হাছেল করা যায়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্বামীর সন্তুষ্টির হালতে যে স্ত্রীর মৃত্যু হইবে, সে বেহশ্তী। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেন, যাঁহার চারিটি বস্তু হাছেল হইয়াছে, সে দুনোজাহানের দৌলত হাছেল করিয়াছে। প্রথম, নিয়ামতের শোকর আদায় করা; দ্বিতীয়, জিহ্বা দ্বারা সদা আল্লাহ্র যিকির করা; তৃতীয়, বালা-মছিবতে ছবর এখতেয়ার করা; চতুর্থ, স্বীয় সতীত্ব ও স্বামীর মালের হেফাযত করা এবং ধোঁকা না দেওয়া।

একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এক রমণী খুব বেশী নফল নামায পড়ে, নফল রোযা রাখে এবং খয়রাত করে; কিন্তু তাহার জিহ্বা দ্বারা পড়শীদের কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ সে দোযখী। ঐ ব্যক্তি পুনঃ আরয করিল, এক রমণী নফল নামায ও নফল রোযা বেশী রাখে না, সামান্য পনিরের টুকরা খয়রাত করিয়া থাকে অথচ তাহার দ্বারা পড়শীদের কোন কষ্ট হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেনঃ সে বেহেশ্তী।

জনৈক আওরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইল। একটি সন্তান তাহার কোলে ছিল, আর একটি তাহার অঙ্গুলি ধরিয়া হাঁটিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এরশাদ ফরামাইয়াছিলেন, এইসব আওরত প্রথমতঃ গর্ভে সন্তান ধারণ করে, তারপর প্রসব করে এবং অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করে। যদি তাহারা স্বামীর মনের সন্তুষ্টি হাছেল করিতে পারিত, তবে বেহেশ্তী হইত।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ (আওরতদের প্রতি) তোমরা কি ইহাতে রাযী নও যে, (অর্থাৎ, রাযী থাকা উচিত) যখন তোমাদের মধ্যে কেহ স্বীয় স্বামীর উছিলায় গর্ভবতী হয় এবং স্বামী তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তবে সে এই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হয়, যেই পরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে আল্লাহ্র রাহের রোযাদার এবং বিনিদ্র রজনীর এবাদতকারী। আর যখন তাহার প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, তখন তাহার শান্তি ও আরামের জন্য যে-সব সামান পরপারে মওজুদ করা হয়—সে সম্বন্ধে আকাশ ও মর্ত্যবাসী কোন ধারণাই করিতে পারে না। সন্তান প্রসব হইলে পর তাহার স্তন হইতে এমন একটি দুগ্ধের ফোঁটাও বাহির হয় না, যাহার পরিবর্তে কোন নেকী মিলে না। আর সন্তানের জন্য যদি তাহার রাত্রি জাগিতে হয়, তবে সে আল্লাহ্র রাস্তায় ৭০টি গোলাম আযাদ করার সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমণী যদি তাহার স্বামীর সংসার হইতে সামর্থ্য অনুযায়ী স্বামীর এজাযতে খরচ করে, তবে সেও সওয়াবের ভাগী হয়। রমণী সওয়াবের ভাগী হয় খয়রাত করার উছিলায়, আর স্বামী সওয়াব পায় মাল উপার্জন করার কারণে। ইহা ছাড়া খয়রাত কবূলকারীও সওয়াব পায়—অথচ কাহারো ভাগ হইতে সওয়াব কমে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ দেখ রমণীগণ! তোমরা জেহাদের সওয়াব হাছেল করিতে পারিবে হজ্জের দ্বারাই। এখানে আল্লাহ্ তা'আলা আওরতদের এবাদতকে কত সহজ করিয়া দিয়াছেন। জেহাদ শরীঅতের সর্বাপেক্ষা কঠিন এবাদত। আর সেই এবাদতের ফযীলত রমণীগণ হাছেল করিবেন হজ্জ সমাপন করিয়া। সোব্হানাল্লাহ্! কত বড় খোশ-নছীব।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ রমণীদের জন্য জেহাদ নাই, জুমু'আ নাই, এমনকি জানাযার নামাযও নাই (অর্থাৎ, জানাযায় তাহাদিগকে শরীক হইতে হয় না।) রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আপন বিবিগণকে লইয়া হজ্জ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, এই হজ্জ করিবার পর বাড়ীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিও (অর্থাৎ, বেলা জরুরত সফরে বাহির হইও না।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ স্ত্রীলোক পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। যেহেতু বিবি হাওয়া হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে সৃষ্ট (ইহা একটি মশহুর কাহিনী।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা রমণীদের জন্য (رشك) এর বদলে জেহাদের সওয়াব দান করেন। যে আওরাত ঈমান ও সওয়াব তলবের উদ্দেশ্যে (رشك, অর্থাৎ, স্বামীর অন্য এক স্ত্রীর পানি গ্রহণে) ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ্ তাহাকে শহীদের মর্তবা দান করেন।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আপন স্ত্রীর সহিত প্রেম ও দাম্পত্য সুলভ ব্যবহার করিয়া স্ত্রীর সন্তুষ্টি হাছেল করাতেও ছদকার সওয়াব মিলে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠা যে স্বামীর দৃষ্টিকে সান্ত্বনা দিতে পারে এবং স্বামীর হুকুমের তাবেদার হয়। এ ছাড়া স্বামীর জান ও মালের হেফাযত করে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ পায়জামা পরিধানকারিণী আওরতের উপর আল্লাহ্র মেহেরবাণী হউক (অর্থাৎ, পর্দানশীন আওরতগণের উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করুন।)

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ বদকার আওরতের "বদী" হাজার পুরুষের বদীর সমান এবং নেককার আওরতের "নেকী" সত্তর আওলিয়ার নেকীর সমান।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে আওরত আপন গৃহস্থালী কার্য স্বহস্তে সম্পন্ন করে, সে জেহাদের সওয়াব লাভ করিবে (ইন্শাল্লাহ্)। হযরত (দঃ) আরও বলিয়াছেনঃ বিবিগণের মধ্যে সে-ই উত্তম যে স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং স্বামীর আশেক হয়।

হাদীস—জনৈক পুরুষ রাসূলুল্লাহ্র খেদমতে আরয করিলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যখন আমার স্ত্রীর নিকট গমন করি, তখন সে বলেঃ মারহাবা আমার সরদারের এবং বাড়ীর সরদারের। আর সে আমাকে যখন চিন্তিত দেখে তখন বলেঃ দুনিয়া নিয়া আবার কিসের চিন্তা—তোমার আখেরাত তো দুরুস্ত হইয়াছে। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ বলিলেনঃ তাঁহাকে খোশ-খবরী দাও যে, সে এবাদতকারিণীদের একজন এবং সে মোজাহেদগণের অর্ধেক সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে।

হাদীস—আস্মা বিনতে-এজীদ নেছারিয়া বলেনঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ্র খেদমতের আরয করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আওরতকুলের ফরিয়াদ নিয়া হাজির হইয়াছি। পুরুষগণ জুমু'আর নামায, জমা'আত রোগীর সেবা-শুশ্রুষা, জানাযা নামায, হজ্জ-ওমরা ও ইসলামী রাষ্ট্রের

সীমানা রক্ষক হিসাবে আমাদের হইতে প্রধান্য হাছেল করিয়াছে। উত্তরে হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ আওরতগণকে জানাইয়া দাও যে, এই পরিমাণ প্রাধান্যের সওয়াব তাহাদের জন্য স্বামীর খেদমত, স্বামীর হক আদায়, স্বামীর তাবেদারী ও তাঁহার দেলের সন্তুষ্টি হাছেল করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আওরতগণ সন্তান প্রসব করা হইতে সন্তানকে দুধ পান করান পর্যন্ত এমন সওয়াব হাছেল করে, যেমন সওয়াব হাছেল করিয়া থাকে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানারক্ষী সেনাদল। আর এই সময়ের মধ্যে যদি সন্তানের মাতার মৃত্যু হয়, তবে সে শহীদী-দরজা প্রাপ্ত হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীকুল! স্মরণ রাখ, তোমরা যাহারা নেক্কার তাহারা সবার আগে বেহেশ্তে দাখেল হইবে। তাহাদিগকে স্নান করাইয়া খুশ্বু মাখিয়া প্রত্যেকের স্বামীর হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইবে। লাল ও জরদ রঙ্গের সওয়ারীর উপর তাহাদের সহিত উপবিষ্ট মুক্তার ন্যায় চক্চকে ছেলে-মেয়ে থাকিবে।

হাদীস—হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে আওরত স্বামীর প্রবাসকালে স্বীয় সতীত্ব বজায় রাখে এবং বিলাস সৌন্দর্যদ্রব্য পরিহার করিয়া চলে, সে বেহেশ্তে তাহার স্বামীর সহিত বাস করিবে। তাহার স্বামী যদি বেহেশ্তী না হয়, (অর্থাৎ, ঈমানের সহিত তাহার মৃত্যু না হয়) তবে তাহার বিবাহ কোন এক শহীদের সহিত আল্লাহ্ তা'আলা সম্পাদন করিবেন।

হাদীস—হাকীম ইবনে-মাবিয়া স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ্কে প্রশ্ন করিলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের উপর আমাদের বিবির কি হক আছে? উত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেনঃ যখন তুমি পানাহার কর, তখন তাহাকেও পানাহার করাও। তুমি যখন পরিধান কর, তাহাকেও তখন পরিধান করাও। তাহার উপর যুলুম করিও না।

হাদীস—হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যাহার আখলাক-চরিত্র ভাল সে-ই পূর্ণ ঈমানদার। ঐ ব্যক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট যে স্বীয় বিবির নিকট পছন্দনীয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ যে স্ত্রীলোক স্বামীর কথার তাবেদারী করে না তাহাকে প্রথমতঃ উত্তম নছীহত কর। তারপর তাহার সহিত উঠা-বসা শোয়া পরিত্যাগ কর। এইবার যদি মানে (অর্থাৎ তোমার কথার তাবেদারী করে,) তবে আর বাড়াবাড়ি করিও না।

রমণীগণকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ তোমরা চলিবার সময় পা মাটিতে জোরে মারিও না। (পরপুরুষকে জেওরের ঝনঝনানী শব্দ শুনাইও না।) অত্র আয়াতের মারফত আওরতের কথাবার্তার আওয়াজকে হেফাযত করার জন্য এবং পর্দা-পুশিদার জন্য তাকীদ করা হইয়াছে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ হে রমণীগণ! তোমাদের অধিকাংশকেই আমি দোযখী দেখিতেছি। কতিপয় আওরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-কে প্রশ্ন করিলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহার কারণ কি? রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) উত্তর করিলেনঃ তোমরা আল্লাহ্র গযবের কথা অধিক বলিয়া থাক (অর্থাৎ বল, অমুকের উপর আল্লাহ্র গযব নাযেল হউক) এবং স্বামীর নাফরমানি খুব বেশী কর। স্বামী প্রদত্ত চীজকে না-পছন্দ কর। একদা জনৈক আওরত বিমারীকে খারাপ বলিল। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাহার কথায় বাধা প্রদান করিয়া বলিলেনঃ ওহে অজ্ঞান। বিমারীকে খারাপ বলিও না; যেহেতু উহা দ্বারা গোনাহ্ মাফ হয়।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনকারিণী আওরতকে কিয়ামতের দিন ধারাল কাঁটাবিশিষ্ট অগ্নির কোর্তা পরিহিত অবস্থায় উঠান হইবে। কাঁটাগুলি তাহার শরীরে বিঁধিতে থাকিবে। আর আগুনে শরীরের চামড়া পুড়িতে থাকিবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ এক আওরত বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখিয়া অনাহারে মারিয়াছিল। সে জন্য তাহাকে কঠিন আযাব দেওয়া হইয়াছিল।

হাদীস—হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ এক আওরত অপর আওরতের সহিত সাক্ষাৎ করার পর স্বীয় স্বামীর নিকট এমন বর্ণনা যেন না দেয়, যাহাতে স্বামীর চোখে অপর আওরতের ছবি ভাসিয়া উঠে।

হাদীস—একদা রাসূলুল্লাহ্‌র দুই বিবি তাঁহার নিকট বসিয়া আছেন, এমন সময় এক নাবিনা (অন্ধ) ছাহাবী আসিলেন। হযরত (দঃ) উভয় বিবিকেই পর্দার আড়ালে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেনঃ সে ত অন্ধলোক। তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেনঃ সে অন্ধ হইলেও তোমরা ত অন্ধ নও।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রী পরহেযগার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত স্বামীর বেহেশ্‌তী হুরগণ বলিতে থাকেঃ তুমি (স্ত্রীলোক) অভিশপ্ত হও। সে তোমার মেহ্‌মান—সে অতি শীঘ্রই আমাদের নিকট চলিয়া আসিবে।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ আমি কখনো এইরূপ দোযখী আওরত দেখি নাই, অর্থাৎ, আমার যমানার পর এইরূপ আওরত পয়দা হইবে—যাহারা কাপড় পরিধান করিলেও উলঙ্গের মতই মনে হইবে। তাহারা খুব সাজিয়া রং ঢং করিয়া শরীরকে হেলাইয়া দুলাইয়া চলিবে এবং মাথার চুলকে নকল চুলের সহিত জড়াইয়া রাখিবে। যাহাতে বেশী চুল বলিয়া ভ্রম জন্মিবে। এইরূপ আওরতগণের নছীবে বেহেশ্‌তের খোশবুও মিলিবে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ যে স্ত্রীলোক পর পুরুষকে বা আওরতকে দেখাইবার জন্য অলংকার ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

হাদীস—হযরত (দঃ) একদা সফরে ছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন যে, এক আওরত বোঝা বহনকারিণী এক উটনীকে লা'নত করিতেছে। হযরত (দঃ) সঙ্গীগণকে বলিলেনঃ উটনীটি যখন আওরতের লা'নতের যোগ্য, তখন বোঝাগুলিকে উটনীর পিঠ হইতে নামাইয়া ফেল। আর আওরতকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও।

সংশোধনমূলক কাহিনী

হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামের যমানায় এনাক্ব নাম্নী এক আওরত ছিল। সর্বপ্রথমে সে যেনা করিয়া তাহার চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাহার বদকার্য হইতে হাতীর মত বড় বড় সাপ ও গাধার মত বড় বড় শকুন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে উহারা এনাক্ব নাম্নী আওরতকে খাইয়া ফেলিয়াছিল। মোটকথা, বদকার্যের নতিজা এমনি ভীষণ হইয়া থাকে।

অনেকে হয়ত মনে করিতে পারেন যে, কোথায় এই যমানায় তো কাহাকেও তেমন শাস্তি ভোগ করিতে দেখি না! কিন্তু ইহাকে একমাত্র আখেরী নবীর উছিলা-ই বলিতে হইবে। রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন আখেরী নবীর তোফায়েলে যদিও আমরা ইহকালে ঐরূপ ধ্বংসাত্মক

আযাবে পতিত হইতেছি না, তথাপি গোনাহের কার্যের জন্য আখেরাতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, নিঃসন্দেহ।

হাদীস—হযরত (দঃ) বলিয়াছেনঃ মানুষের হাত, পা, চোখ, কান, জবান, দেল ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারাও যেনা হইয়া থাকে। যেমন পর পুরুষের দর্শন করা চোখের যেনা, পর পুরুষের কথা শ্রবণ করা কানের যেনা। পর পুরুষের সহিত হাত মিলান, কাঁধে হাত রাখা, হাতের যেনা। পর পুরুষের বাড়ী চলাফেরা করা পায়ের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথাবার্তা বলা জবানের যেনা। পর পুরুষের সহিত কথা বলিয়া বা কথা শুনিয়া মনে আনন্দ লাভ করা দেলের যেনা। এমনিভাবে সামান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা হাজারো বদকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাই এই সব গোনাহ্ হইতে বাঁচিবার জন্য সদা সতর্ক থাকা উচিত।

ওয়ায়েলার কাহিনী

এই আওরত হযরত নূহ নবীর বিবি। সে ছিল বেঈমান। হযরত নূহ আলাইহিস্সালামের যমানায় যখন প্লাবন শুরু হইল, তখন নূহ (আঃ) ঈমানদার লোকগণসহ বিশাল কিশ্তীতে উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার এক বেঈমান পুত্র ও এই বিবিকে কতভাবে বুঝাইয়া ঈমান আনাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ বদ-নছীবরা কিছুতেই ঈমান আনিল না ; বরং প্লাবনে বিশ্বাস না করিয়া হযরত নূহ (আঃ)-কে টিট্কারী দিতে লাগিল। অবশেষে প্রবল প্লাবনে সারা দুনিয়া ভাসিয়া গেল। তাহারাও পানিতে ডুবিয়া মরিল।

এই সম্পর্কে কোরআন পাকে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই আওরত নবীর বিবি হইয়াও আল্লাহ্র গযব হইতে বাঁচিতে পারিল না। সে দোযখে নিক্ষিপ্ত হইল। ইহাতে বুঝা যায়, কাহারো বাপ-ভাই বুযুর্গ থাকিলেও তাহার কোন ফায়েদা নাই, তাহাকে তাহার কর্মফল ভোগ করিতেই হয়।

হযরত লূত (আঃ)-এর বিবি

এই আওরত কাফের ছিল এবং কাফেরদের সাহায্য করিত। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করিলেন, হযরত লূতের কওমের কাফেরদিগকে ধ্বংস করিতে। তিনি লূত (আঃ)-কে আদেশ করিলেন, ঈমানদার লোকদের নিয়া রাতারাতি বস্তির বাহির হইয়া যাইতে। আরও আদেশ করিলেন, যাইবার সময় পিছন দিকে না তাকাইতে।

এদিকে ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্র আদেশে ছোবহে-ছাদেক হইতে না হইতে উক্ত কওমের উপর আযাব শুরু করিয়া দিলেন। হযরত লূত (আঃ) ঈমানদার লোকগণকে নিয়া রওয়ানা করিলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে উক্ত কাফের আওরতও চলিল। বেঈমান লোকদের উপর পাথরের বৃষ্টি হইতে লাগিল। এই আওরত কার্যতঃ বেঈমান কাফেরদের মতই ছিল। তাই পিছনদিকে ফিরিয়া তাকাইল। তৎক্ষণাৎ একটি পাথর ছুটিয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে ধ্বংস করিল।

এই বদবখ্ত আওরতের উল্লেখ কোরআনে আছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর বিবির কাহিনীর সহিত ইহারও উল্লেখ হইয়াছে। উহার মতই সে পয়গম্বরের বিবি হইয়াও ধ্বংস হইল, দোযখী হইল। কারণ সে সত্য পথের পথিক ছিল না।

কাফের আওরত ছদুফের কাহিনী

হযরত ছালেহ্ (আঃ)-এর যমানার কথা। এই কাফের আওরতের আচার-ব্যবহার চাল-চলন অত্যন্ত খারাপ ছিল। ইহার মতই আর এক আওরত ছিল। তাহার ছিল বহুসংখ্যক বকরী। সমগ্র বস্তিতে একটি মাত্র কূয়া ছিল। সেই কূয়া হইতেই সমস্ত জানোয়ার পানি পান করিত।

আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ছালেহ্‌ আলাইহিস্‌সালামকে বহু মো'জেযা দান করিয়াছিলেন। হযরত ছালেহ্‌ (আঃ) একবার মো'জেযা বলে শক্ত পাথর হইতে বিরাট আকৃতির উটনী বাহির করিয়াছিলেন। এই উটনী উক্ত কূয়া হইতে পানি পান করিত। উহা একদিন পর পর এত পানি পান করিত যে, কূয়া একেবারে শুকাইয়া ফেলিত। ফলে উটনী যেদিন পানি পান করিত ঐদিন আর অন্য কোন জানোয়ার পানি পান করিতে পারিত না। তাই উক্ত আওরতদ্বয় দুষ্ট দুইজন পুরুষকে বলিল, এই উটনীর কারণে আমাদের জানোয়ারগুলি একদিন পর পর পানি পান করিতে পারে, ইহাতে খুব অসুবিধা হয়। তোমরা যদি এই অসুবিধা দূর করিয়া দাও, তবে আমরাও তোমাদের বাসনা পূর্ণ করিব।

তারপর বদবখ্‌ত পুরুষ দুইটি লোভে পড়িয়া তলোয়ার হাতে উটনীর আগমন পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। উটনী আসা মাত্র তাহারা তলোয়ার হস্তে আক্রমণ করিয়া উটনীকে মারিয়া ফেলিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া সারা কওমের উপর আযাব নাযিল করিলেন। হযরত জীব্‌রায়ীল আমীন এমনি বিকট ও ভয়ংকর আওয়াজ করিলেন যাহাতে সমস্ত বেঈমান লোক মরিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ হইতে অগ্নি-বৃষ্টি বর্ষিত হইয়া সমস্ত মৃতদেহ পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দিল।

নাউযুবিল্লাহ্‌! দুইটি বদ আওরতের কারসাজির দরুন সমস্ত কওমের উপর আযাব নামিয়া আসিল। তাই সর্বদা এইসব গোনাহ্‌গারদের সংসর্গ হইতে দূরে থাকা উচিত।

আরবিলের কাহিনী

হযরত ইলিয়াস নবীর যমানার কাহিনী। এই আরবিল ছিল যালেম বাদশাহের বেগম। সে নিজেও ছিল বড়ই নির্দয়, বেরহম আওরত। বহু পয়গম্বর ও ওলিআল্লাহ্‌কে সে যুলুম করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

আরবিলের প্রতিবেশীনী ছিল এক নেকবখ্‌ত আওরত। তাহার ছিল মনোরম তরুতাজা এক বাগিচা। একদা আরবিলের লোভ হইল যেমন করিয়াই হউক কৌশলে বাগিচাটি হস্তগত করিতেই হইবে। আর বাগিচা হস্তগত করিতে হইলে উক্ত আওরতকেও জীবনে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এখন তাহাকে হত্যা করিবার উপায় কি?

ঘটনাচক্রে বাদশাহ্‌ একবার বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইল। রাজ্যভার ছাড়িয়া গেল বেগমের হাতে। সুযোগ বুঝিয়া বেগম আরবিল বাগিচার মালিনীকে হত্যা করার ফন্দী আঁটিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য দুইজন লোক ঠিক করিল। বাগের মালিনীকে রাজ দরবারে ডাকিয়া পাঠাইল। জিজ্ঞাসা করিলঃ কি হে! তুমি নাকি বাদশাহর বদনাম করিয়াছ? গালিগালাজ করিয়াছ? আওরতটি বিস্মিত হইয়া অস্বীকার করিল। বেগম মিথ্যাবাদী নকল সাক্ষ্যদাতাদ্বয়কে হাজির করিল। তাহারা বলিলঃ হাঁ, সত্যই সে বাদশাহ্‌র বদনাম ও গালিগালাজ করিয়াছে। অতঃপর বেগম আওরতটিকে কতল করিয়া বাগিচাটি স্বীয় মালিকানাভুক্ত করিয়া লইল।

কিছুদিন পর বাদশাহ সফর শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর নিকট ওহী নাযিল করিলেন। "হে নবী! বাদশাহ্‌কে বলিয়া দিন, তাহার বেগম এক নির্দোষ বান্দাকে হত্যা করিয়া তাহার বাগিচা দখল করিয়া লইয়াছে। বাদশাহ যদি উক্ত বাগিচা তাহার ওয়ারিশদেরকে ফিরাইয়া দেয় এবং উভয়ে মিলিয়া তওবা করে, তবে রক্ষা, নতুবা তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিব।

হযরত ইলিয়াস (আঃ) এই সংবাদ বাদশাহ্কে প্রাদন করিলেন। বাদশাহ্ বেগম উভয়েই এই সংবাদে কর্ণপাত করিল না, বরং হযরত ইলিয়াসের দুশ্মন সাজিল। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইলিয়াসকে রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পাওয়া মাত্র তিনি রাজ্য ছাড়িয়া গেলেন।

কিছুদিন পরেই যালেম বাদশাহ্র এক আদরের ছেলে ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। এই দুঃখে বাদশাহ ও বেগম একেবারে মর্মাহত হইয়া গেল। কয়দিন পরই আবার এক প্রবল প্রতাপশালী বাদশাহ্ আসিয়া তাহার রাজ্য ছিনাইয়া নিল এবং তাহাকে সবংশে নিহত করিল। এইভাবে যালেম বাদশাহ্র সকল গর্ব অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল এবং সে সমূলে ধ্বংস হইল।

যুলুমের প্রতিফল, যালেমের গর্ব ও অহঙ্কারের উপযুক্ত শাস্তি নিয়তির বুকে চিরকালই হইয়া থাকে। ইহার নতীজা বড়ই ভয়ানক ও মর্মান্তিক। অহঙ্কারী ও অত্যাচারী মানব জাতির কলঙ্ক—ইবলীস্।

নায়েলার কাহিনী

আরবের এক গোত্রের নাম জিরহাম। হযরত ইসমাঈলের আর্বিভাবের পর হইতেই আরবের অধিবাসী এই গোত্রের সৃষ্টি। এই গোত্রেরই এক আওরতের নাম নায়েলা। একদা সে পবিত্র কা'বা শরীফে এক পুরুষের সহিত যেনা কার্যে লিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার গযবে উহারা দুইটি পাথরে পরিণত হইয়া যায়। পুরুষটির নাম ছিল আসফ। পরবর্তীকালে জনগণ উহাকে স্থানান্তরিত করিয়া ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে রাখিয়া দেয়। আর জাহেল লোকেরা পাথরদ্বয়কে পূজা করিতে শুরু করে। আখেরী নবী উক্ত পাথরদ্বয়কে অন্যত্র ফেলিয়া দেন। ফলে জনসাধারণ উক্ত পাথর পূজার পাপ হইতে রেহাই পায়।

যুগে যুগে দেখা গিয়াছে, কাবা ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে যে বদবখতই চেষ্টা করিয়াছে এমনিভাবে ধ্বংস হইয়াছে। জাহান্নামের কঠিন প্রজ্বলিত অগ্নিই তাহার নছীব হইয়াছে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর হত্যাকারিণী

হযর ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর যমানা। এক ছিল বাদশাহ্। আর বেগমের ছিল পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত এক কন্যা। বেগমের বৃদ্ধাবস্থা সমাগত। এই সময় তাহার খেয়াল হইল, এখন আমার বৃদ্ধাবস্থা, নাজানি বাদশাহ্র মন অন্য কাহারো দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

বৃদ্ধা বেগম এই সমস্যা সমাধানের জন্য ভীষণ চিন্তায় পড়িল। অবশেষে ঠিক করিল তাহার যুবতী কন্যাকেই বাদশাহর অর্ধাঙ্গিনী বানাইতে হইবে; সে যে কোন প্রকারেই হউক। বেগম রাত-দিন এই সুযোগই তালাশ করিতে লাগিল। অতঃপর একদিন বাদশাহ্কে ও কন্যাকে নানা কৌশলে বুঝাইতে লাগিল। কন্যাও ছিল পরমা সুন্দরী। ক্রমে ক্রমে উভয় বদবখ্তই রাজী হইয়া গেল।

এই সংবাদ হযরত ইয়াহ্ইয়া আলাইহিস্সালাম জানিতে পারিলেন। তিনি বাদশাহ ও বেগমকে বুঝাইলেন। উপদেশ দিলেন যে, বাদশাহ্ ও এই কন্যার মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান হারাম হইবে। কাজেই তোমরা ইহা করিও না। বেগম ইহাতে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-কে হত্যা করিল। হযরতের ছের মোবারক হইতে অবিরাম রক্ত স্রোত প্রবাহিত হইল। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইল না।

অবশেষে বাদশাহ বাধ্য হইয়া সেকালীন আলেমগণের নিকট পরামর্শ চাহিল। আলেমগণ বলিলেন, হযরতের হত্যাকারিনীকে হত্যা করার পূর্বে এই রক্তধারা বন্ধ হইবে না। এদিকে এক

আদেল বাদশাহ্ ইহা জানিতে পারিয়া তাহাদের উপর হামলা করিল। যাহার ফলে সত্তর হাজার কাফেরসহ বাদশাহ্কে সবংশে নিহত করিল। তারপর হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর ছের মোবারকের রক্তস্রোত বন্ধ হইল।

নফসানী খাহেশে পড়িয়াই বাদশাহ্ ও বেগম সবংশ নিপাত হইল। আরও সত্তর হাজার কাফের মারিল। পরন্তু কাহারো আশা পূর্ণ হইল না। নফ্স মানুষকে চিরকালই এমনি বিপদের সম্মুখীন করিয়া থাকে। তাই নফ্সের খাহেশে কোন কাজ করা উচিত নয়। যেহেতু আল্লাহ্র গযব যখন নামিয়া আসে তখন প্রতিবেশীকেও সেই আযাবে লিপ্ত হইতে হয়।

মহান আবেদের বিবির কাহিনী

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অসীম কুদরত বলে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উঠাইয়া নিয়াছেন। তাঁহার যমানায় ছিল এক যাহেদ আবেদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার গায়ে খুব শক্তি দান করিয়াছিলেন। সে যমানার বাদশাহ্ ছিল যালেম। সে ছিল উক্ত আবেদের দুশ্মন।

একদা বাদশাহ আবেদের বিবিকে প্রলোভ দিল যে, তোমার স্বামীকে যদি গ্রেপ্তার করিয়া আমাদের হাতে সোপর্দ করিতে পার, তবে আমি তোমাকে বেগমরূপে বরণ করিব। ইহাতে বদবখত বিবি লোভে পড়িয়া রাযী হইল। নিদ্রাবস্থায় নেক্কার স্বামীর হাত-পা বাঁধিয়া বাদশাহ্র হাওয়ালা করিয়া দিল।

এই নেক্কার আবেদ স্বামীর নাম শামছুন। বাদশাহ্ তাহাকে রাজ দরবারে হাজির করিবার হুকুম করিল। তাঁহার উপর নানা অত্যাচার করার পর তাঁহাকে শূলে চড়াইবার হুকুম করিল। যথাসময়ে শূলে চড়াইবার বন্দোবস্ত হইল। বহু রাজ-কর্মচারী তামাশা দেখিতে আসিল।

মহান আবেদ শামছুন এদিকে আল্লাহ্র দরবারে মুনাজাত করিলেন। ফলে বাদশাহ্র শাহী মহল ধ্বসিয়া পড়িয়া বাদশাহ্ মহলের নীচে চাপা পড়িল। সকলেই বাদশাহ্র উদ্ধার কার্যে মশ্গুল হইল। আবেদ শামছুন নির্বিঘ্নে বাড়ী ফিরিলেন এবং মোনাফেক বিবিকে তালাক দিলেন। বদবখ্ত আওরত ক্ষণস্থায়ী লোভের মোহে পড়িয়া দুনো জাহানের দৌলত নেক্কার স্বামীর সঙ্গ হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার যাবতীয় আশা-ভরসাও তাসের ঘরের মত উড়িয়া গেল। মোনা-ফেকীর উপযুক্ত সাজা পাইল।

হযরত জুরীহের তোহ্মতকারিণী আওরত

রাসূলে করীমের পূর্ববর্তী যমানায় এক বুযুর্গ ছিলেন। তাঁহার মোবারক নাম হযরত জুরীহ্। অতি অল্প বয়সেই তিনি আল্লাহ্র এবাদতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং জনগণ হইতে পৃথক হইয়া নির্জন জঙ্গলে গমন করেন। সেখানে তিনি একটি এবাদতখানা বানাইয়া এবাদতে মশ্গুল হন।

একদিন তিনি নফল নামায পড়িতেছেন। এমন সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে ডাকিলেন। তিনি নামাযে ছিলেন বলিয়া ডাকে সাড়া দিলেন না। ইহাতে মাতা রাগ হইয়া ছেলেকে বদদো'আ দিলেন—'ইয়া আল্লাহ্! সে আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই, অতএব, তাঁহাকে তুমি যেনাকারী আওরতের তোহমত লাগাইও।'

যেহেতু মা-বাপের হক সব চাইতে বেশী। তাই শরীঅতে এই মাসআলাহ্ রহিয়াছে যে, নফল নামায ছাড়িয়া মা-বাপের ডাকে সাড়া দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু এই মাসআলাটি হযরত জুরীহ জানিতেন না; তাই তিনি মাতার ডাকে সাড়া দেন নাই। সুতরাং মাতার দো'আ আল্লাহ্র দরবারে কবূল হইয়াছিল।

হিংসুকের দল শীঘ্রই হযরত জুরীহের পিছনে লাগিয়া গেল। তাহারা তাঁহাকে অপমানিত করার জন্য এক যেনাকারিণীকে ঠিক করিল। বলিল, যখন তোমার সন্তান গর্ভে থাকিবে, তখন তুমি সকলের নিকট বলিবে, ইহা একমাত্র জুরীহের কার্য। কমবখ্ত আওরত তাহাই করিল।

এইবার হিংসুকের দল হযরত জুরীহের নিকট গমন করিল। বলিল, কি হে! তুমি না এত আবেদ জাহেদ, তবে কেন এই আওরত তোমার নামে কুৎসা রটনা করিতেছে? এই বলিয়া তাহারা হযরত জুরীহের এবাদতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে আওরতটি একটি সন্তান প্রসব করিল। হযরত জুরীহ সদ্যপ্রসূত শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা কে? খোদার মহিমা অপার, সৃষ্টের বুঝা ভার! শিশুর মুখে কথা ফুটিয়া উঠিল। স্পষ্টভাবে এক রাখালের নাম বলিয়া দিল, যে ঐ হিংসুক-দলেরই একজন।

হযরত জুরীহের কারামত দর্শনে হিংসুকের দল তাঁহার পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল এবং তাঁহার এবাদতখানাকে স্বর্ণে তৈরী করিয়া দিতে চাহিল। হযরত জুরীহ বলিলেন, না, আগে যেমন ছিল, তেমনি বানাইয়া দাও। আমার নিকট মাটির ঘরই পছন্দনীয়। অতঃপর হযরত জুরীহ আপন মনে এবাদত করিতে লাগিলেন। হিংসুকেরা হিংসার অনলে দগ্ধ হইল। কিন্তু মাতার ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে এই পেরেশানী উঠাইতে হইল। কাহাকেও বদদো'আ করিতে নাই। যেহেতু বদদো'আ করার মধ্যে কোনই মুছলেহাত নাই।

বনি-ইস্রায়ীলের নির্দয় আওরত

ছহীহ্ বোখারী শরীফে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বনি-ইস্রায়ীলের এক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই কওমের এক আওরত এক বিড়ালকে বাঁধিয়া রাখে। উহাকে কিছুই পানাহার করিতে দেয় নাই। কিংবা উহাকে ছাড়েও নাই, যাহাতে সে চতুর্দিক বিচরণ করিয়া আহারের সংস্থান করিতে পারে। এইভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া বিড়ালটি মারা যায়।

এই নিষ্ঠুর দয়াহীন কার্যের দরুন আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আওরতকে দোযখে নিক্ষেপ করেন। এক রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দেখিয়াছেন, উক্ত বিড়ালটি দোযখে আওরতটির বুকের উপর বসিয়া স্বীয় নখ দ্বারা তাহার বুক চিরিতেছে, নখের দ্বারা আঁচড় কাটিতেছে। মোটকথা, জীব-জানোয়ার এক কথায় কাহারও উপর বে-রহমী করা উচিত নয়। যেহেতু বে-রহমীর শাস্তিও আল্লাহ্ তা'আলা বে-রহমীর সহিতই দিয়া থাকেন। অতএব, সকলের প্রতি সদা সদয় হওয়া আবশ্যক।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের এক আওরত

হযরত ওসমান গণী রাযিআল্লাহু আন্হু বলেনঃ এক ব্যক্তি ছিল খুব বড় আবেদ। আর এক আওরত ছিল ভয়ানক দুষ্ট। আওরতটি একদা এক বাঁদীকে আবেদের বাড়ী পাঠাইল। সে আসিয়া আবেদকে বলিল, আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাড়ী চলুন। টাকা-পয়সা মস্ত বড় একটি লেনদেন আছে, উহাতে আপনি সাক্ষী থাকিবেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে সত্য সাক্ষ্য হওয়া বড়ই সওয়াবের কাজ। অতএব, শীঘ্রই চলুন।

আবেদ কিছুতেই বাঁদীর কথা মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি রওয়ানা হইলেন। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, খুব মজবুত একটি ঘর। তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে বাঁদী দুষ্ট আওরতের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত দরওয়াজা-জানালা বন্ধ করিয়া দিল। আবেদ দেখিলেন, ঘরের মধ্যে উক্ত আওরত শরাব হাতে বসিয়া আছে এবং তাহার পার্শ্বে একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে।

আওরত আবেদকে দেখিয়া বলিলঃ এখন তুমি আমার হাতে আসিয়াছ। এখন বাধ্য হইয়া তোমাকে যে কোন একটি খারাব কাজ করিতেই হইবে, নতুবা আমি তোমাকে জানে শেষ করিয়া ফেলিব। তুমি এখন আমার সহিত যেনা কর; অথবা এই ছেলেটিকে হত্যা কর, কিংবা এই শরাব পান কর। একটা তোমাকে করিতেই হইবে নতুবা রক্ষা নাই।

আবেদ ভীষণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কোন উপায়ান্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শরাব পান করাই এখতেয়ার করিলেন। শরাব পান করার পরই মস্তির হালতে অপর দুইটি খারবীও করিয়া ফেলি-লেন। দুষ্ট আওরতের উদ্দেশ্য সফল হইল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল আবেদের পরহেযগারী নষ্ট করা।

চিন্তা করিলে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, যত বড় বড় গোনাহের সূচনা ছোট গোনাহ হইতেই। কাজেই গোনাহ ছোট হউক, বড় হউক একদিক দিয়া সকলই সমান। পরহেযগারী বড় সম্পদ। ইহাকে বজায় রাখিতে জীবনপণ চেষ্টা করা উচিত। উপরোক্ত স্বতঃসিদ্ধটি প্রত্যেক গোনাহেই প্রযোজ্য।

বনি-ইস্রায়ীলের ঠগবাজ আওরত

হযরত মূসা পয়গম্বর এক পানিপূর্ণ হাউযে দো'আ পড়িয়া ফুঁক দিয়াছিলেন। যার ফলে কোন বদকার আওরত ঐ হাউযের পানি পান করিলে তাহার চেহারা কুশ্রী হইয়া সে প্রাণ ত্যাগ করিত। হযরত মূসা (আঃ)-এর যমানার পরও ঐ হাউযের উক্ত প্রতিক্রিয়া বাকী ছিল।

এক ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সতীত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হন। বস্তুতঃ সন্দেহ সত্যই ছিল। তিনি কাজীর দরবারে বিচার প্রার্থী হন। কাজী ছাহেব উক্ত হাউযের পানির উপরই ফায়সালা করেন। ঐ স্ত্রীলোকটিকে পানি পান করানোর দিন তারিখ নির্দিষ্ট করা হইল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির একটি ভগ্নী ছিল। সে দেখিতে ঠিক তাহারই মত। স্ত্রীলোকটি চালাকি করিয়া নিজের পরিবর্তে তাহার ভগ্নীকে পাঠাইল। তাহার ভগ্নী ছিল নেককার তাই হাউযের পানি পান করাতে তাঁহার উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইল না। সকলেই বাড়ী ফিরিল।

ভগ্নীটি বাড়ী গিয়া যখন কথা বলিতে লাগিল, তখন তাঁহার মুখের শ্বাস লাগিয়াই ধোঁকাবাজ আওরতটি কুশ্রী চেহারা ধারণ করতঃ মারা গেল। মোটকথা, ধোঁকাবাজী ঠগবাজীর সাজা চিরকালই নির্ধারিত। তাই কখনো কোন অবস্থাতেই ধোঁকাবাজী করিতে নাই। উহার পরিণাম নেহাত জঘণ্য।

যায়দা বিন্‌তে আশ্‌আবের কাহিনী

যায়দা বিন্‌তে আশ্‌আব হাসানের বিবি। এযীদ ইবনে মোয়াবিয়া হযরত হাসানের দুশ্‌মন। সে চক্রান্ত করিয়া এই আওরতের দ্বারা হযরত ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করে এবং আওরতকে ওয়াদা দিয়াছিল ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর তাহাকে স্বীয় মহিষীরূপে বরণ করিবে।

যায়দা লোভে পড়িয়া ইমাম হাসানকে বিষ খাওয়াইল। বিষের প্রতিক্রিয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত চলিল। অবশেষে ইমাম এন্তেকাল করিলেন। এবার যায়দা এযীদকে তাহার ওয়াদার কথা স্মরণ করাইল। কিন্তু এযীদ কিছুতেই তাহাকে বরণ করিল না। ফলে বদবখ্‌ত যায়েদা একূল-ওকূল সবই হারাইল। মোনাফেকীর অগ্নিতে সে চিরতরে জ্বলিতে লাগিল। এইভাবে সে সামান্য তুচ্ছ যালেম বাদশাহ্‌র বেগম হইবার আশায় দীন দুনিয়া খোয়াইল। তাই প্রবাদ প্রচলিত আছে—লোভে পাপ, পাপে বিনাশ।

বিবি যুলেখার কাহিনী

বিবি যুলেখার প্রথম শাদী হয় মিসরের উজিরের সহিত। একদা উজীর হযরত ইউসুফকে ক্রীতদাসরূপে খরিদ করিয়া বিবি যুলেখার হস্তে অর্পণ করে। কিছুদিন লালন-পালন করিবার পর বিবি যুলেখা হযরত ইউসুফের উপর আশেক হইয়া পড়ে। ইহা জানিতে পারিয়া উজীর মুছলেহাত ভাবিয়া হযরত ইউসুফকে কয়েদখানায় বন্দী করিয়া রাখেন।

এক যুগ পর মিসরের বাদশাহ্ হযরত ইউসুফকে কয়েদখানা হইতে মুক্তি দেন। তখন হযরত ইউসুফ বাদশাহ্কে বলিয়াছিলেন, উজীরের পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুনঃ কাহার অন্যায়। বাদশাহ্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়াছিলেন যুলেখা। তিনি বলিয়াছিলেন, ইউসুফ সম্পূর্ণ পাক পবিত্র, যত অন্যায় সবই আমার ভুল মাত্র।

পরবর্তীকালে হযরত ইউসুফ যখন মিসরের বাদশাহ্ তখন উক্ত উজীরের এন্তেকাল হইয়াছে। ইহার পর হযরত ইউসুফ, বিবি যুলেখাকে স্ত্রীরূপে বরণ করেন। ইহাকে একমাত্র সত্য কথার অমৃতময় ফলই বলিতে হইবে। বিবি যুলেখার সত্য কথা বলার দরুন এবং মিথ্যা তোহ্মত না লাগানোর বদৌলতেই তিনি পরিশেষে একদিকে বাদশাহ্র পত্নী অন্যদিকে নবীর নেক বিবি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সত্য চিরজয়ী; উহার জয় সুনিশ্চিত অবধারিত।

কারূণের ধোঁকাবাজ আওরত

হযরত মূসা পয়গম্বরের জমানায় কারূণ এক মালদার ব্যক্তি ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাকে যাকাত আদায় করিতে বলেন। ইহাতে সে দেখিল তাহার অনেক মাল কমিয়া যাইবে। সে ছিল কৃপণের একশেষ। অসংখ্য অগণিত ধন-মাল হইতে একটি পয়সা খরচ হইতে দেখিলেও সে পেরেশান হইয়া পড়িত। জানের চেয়েও ধন ছিল তার নিকট প্রিয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর কথা শুনামাত্র সে তাঁহাকে মালী এমনকি জানী দুশ্মন ঠাওরাইল।

তারপর সে এক দুষ্ট আওরতকে বহু টাকা-পয়সা দিয়া বাধ্য করিল। তাহাকে বলিল, তুমি কেবল মূসা আলাইহিস্সালামের নামে রটনা করিবে যে, সে তোমার সহিত যেনা করিয়াছে। (নাউযুবিল্লাহ্!) লোভে পড়িয়া আওরত রাযী হইল।

একদা হযরত মূসা (আঃ) এক বিরাট মাহ্ফিলে ওয়ায করিতেছিলেন। তিনি যখন ফরমাইলেন, যে ব্যক্তি যেনা করে তাহার এই শাস্তি, তৎক্ষণাৎ কমবখ্ত কারূণ বলিলঃ যদি আপনি এমন কাজ করেন, তবে কি শাস্তি? হযরত মূসা (আঃ) বলিলেনঃ আমারও ঐ শাস্তিই। তখন সে বলিল, অমুক আওরত বলে যে, আপনি তাহার সহিত এই কাজ করিয়াছেন। উক্ত আওরত সেখানেই উপস্থিত ছিল। হযরত মূসা (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হে? সত্য সত্য বল। আওরতের দেলে হঠাৎ আল্লাহ্র ভয় জাগ্রত হইল। সে বলিয়া উঠিলঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ্! আপনি নিশ্চয়ই পাক পবিত্র। সে আমাকে বহু ধন-সম্পদ দিয়া রাযী করাইয়াছিল যে, আমি আপনার নামে মিথ্যা তোহ্মত লাগাই। এখন আমি তওবা করিয়া মুসলমান হইয়া গেলাম।

এই ঘটনায় হযরত মূসা (আঃ)-এর দেলে খুব কষ্ট লাগিল। তিনি কারূণের জন্য বদদো'আ করিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় নবীর ফরিয়াদ কবূল ফরমাইলেন। কারূণ তাহার সীমাহীন ধন-সম্পদ মালমাত্তাসহ মাটিতে গাড়িয়া গেল। মুহূর্তের মধ্যে তাহার সকল অহঙ্কার ও গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। আওরতটি ধন-মালের লোভে পড়িয়া প্রথমতঃ ভ্রান্ত পথে ছিল। পরে বুদ্ধি বলে সত্য কথা বলিয়া দুনো জাহানের নাজাত হাছেল করিল।

গোনাহ্ স্বীকারকারিণী আওরত

একদা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর খেদমতে এক আওরত হাজির হইল। সে শয়তানের ধোঁকায় পড়িয়া যেনা করিয়াছিল। শরীঅতে হুকুম রহিয়াছে, যেনাকারীকে পাথরের আঘাতে মারিয়া ফেলার। উক্ত আওরত এই হুকুম জানিত। তবুও সে নিজকে এই পাপ হইতে ইহ দুনিয়াতেই পাক করিবার ইচ্ছা করিল।

তাই সে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট নিজ মুখে তাহার স্বকীয় পাপের কাহিনী বর্ণনা করিল। হযরত বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না যে, এরূপ সত্যবাদিনী যেনা করিতে পারে। তাই তিনি বলিলেনঃ না, তুমি যেনা কর নাই। কিন্তু আওরতটি তিনবার যখন স্বীকার করিল, তখন হযরত (দঃ) বলিলেনঃ আচ্ছা যাও, এখন তোমার গর্ভে সন্তান রহিয়াছে, পরে আসিও।

সন্তান প্রসব করার পর আওরতটি আসিয়া পুনরায় হযরতের নিকট হাজির হইল। অর্থাৎ সে প্রায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল নিজকে শরীঅতের শাস্তির দ্বারা পাক ছাফ করার জন্য। এইবার হযরত তাহাকে শাস্তি প্রদান করিলেন। সে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিল।

আওরতের মৃত্যুর পর জনৈক ব্যক্তি তাহার কুৎসা করিতেছিল। হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ খবরদার! তাহার সম্পর্কে কিছু বলিও না; যেহেতু তাহার তওবা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সত্তর গোনাহ্‌গারের তওবার সমান হইয়াছে। সে আল্লাহ্‌র ভয়েই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া জীবন দিয়া দিয়াছে। আল্লাহ্ আমাদিগকে গোনাহ্ হইতে দূরে থাকিবার এবং তওবা করিবার তৌফীক দিন।

রাসূলে মাক্‌বূলের পাক শামায়েল

[অর্থাৎ চাল-চলন]

১। বায়হাক্বী হযরত বরা ইবনে-আযেব হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) ছিলেন সৌন্দর্য্যের আকর। আখলাক চরিত্রে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি অতি লম্বাও ছিলেন না বা অতি খাটও ছিলেন না অর্থাৎ মধ্যম কদ ছিলেন।

২। ইবনে-সাআদ ইসমাঈল ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) সবচেয়ে সহ্যগীর, সহনশীল ছিলেন। যে কেহ যে কোন কষ্ট দিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতেন।

৩। ইমাম তিরমিযী হিন্দ ইবনে-আবি হালা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, চলিবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে পায়ে এরূপ ভর রাখিয়া চলিতেন, যাহাতে মনে হইত, তিনি যেন শক্তভাবে মাটিতে পা রাখিতেছেন এবং উঠাইতেছেন। কদম মোবারক এমনভাবে চালাইতেন যে, দেখিলে মনে হইত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা হইতে নিম্নদিকে নামিতেছেন। পা খুব আজিযির সহিত বাড়াইতেন। পার্শ্বের কোন কিছু দেখিতে হইলে পুরাপুরি ঘুরিয়া দেখিতেন (অর্থাৎ আড় চোখে চাহিতেন না।) দৃষ্টি প্রায় সর্বদাই জমিনের দিকে রাখিতেন। উপর দিকে আসমানের দিকে খুব কম নজর করিতেন। সাধারণতঃ তিনি নীচা চোখে নজর করিতেন (অর্থাৎ, বেহায়ার মত চোখ উল্টাইয়া দেখিতেন না।) কাহারো সাক্ষাৎ ঘটিলে আগেই তিনি সালাম করিতেন।

৪। ইমাম আবু দাউদ হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কথা বলিবার সময় ধীরে ধীরে কহিতেন। যাহাতে শ্রবণকারী স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে। এত অধিক ধীরে

কহিতেন না, যাহাতে শ্রবণকারী বিরক্ত হইয়া পড়ে। অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, হযরত (দঃ) প্রত্যেক কথাকে তিনবার বলিতেন।

মোটকথা, হযরত কথা বলিতেন নেহায়ত উত্তম তরিকায়। যেখানে যেভাবে বলিতে হয়, সে ভাবেই বলিতেন। যেখানে বুদ্ধিমান লোক থাকে সেখানে এক কথা বার বার বলা ঠিক নয়। এইরূপে যেখানে বোকা লোক থাকে সেখানে একবার বলিলে তাহারা বুঝিতে পারে না। আবার যেখানে অল্প বুদ্ধিমান থাকে সেখানে দুইবার বলিলে বুঝিতে পারে। যেখানে হরেক রকম লোক থাকে সেখানে তিনবার বলাই মোনাসেব। যেহেতু কাহারো বুঝে আসিবে একবারে, কাহারো দুইবারে, কাহারো তিনবারে। যদি কেহ তিনবারেও না বুঝে, তবে তাহাকে আরও বলা চাই। এক কথায় কাহারো সহিত কর্কশ বা কটু ব্যবহার করা চাই না। সবার সহিত ভাল ব্যবহার করা এবং ভাল ব্যবহার শিক্ষা দেওয়াই ছিল নবীজীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সকলের সহিত ভাল ব্যবহার করায় অভ্যস্ত হওয়া কামালিয়াতের নিশানা এবং ইহা একটি মহান দৌলত।

৫। ইমাম আবু-দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর কথাবার্তা পরিষ্কার ও স্পষ্ট শুনাইত। যে কেহ শুনিয়া বুঝিতে পারিত।

৬। বায়হাক্বি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, সমস্ত বদ-অভ্যাস হইতে মিথ্যাকে হযরত (দঃ) অধিক ঘৃণা করিতেন এবং মিথ্যাকে তিনি মোটেই সহ্য করিতেন না।

৭। বায়হাক্বি ও ইমাম আবু-দাউদ হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, সমস্ত কাপড়ের মধ্যে হযরত ইয়ামনি চাদরকে অধিক ভালবাসিতেন। অনেকেই মন্তব্য করেন, এই চাদর সাদাসিধা এবং কম ময়লা হওয়ার দরুনই হয়তো হযরতের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল। সোব্‌হানাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) দুনিয়াতে নিজকে দু'দিনের মুসাফের মনে করিয়াছেন। তাই তো, দুনিয়ার শান-শওকতের দিকে তাঁহার খেয়াল ছিল না, পরন্তু শান-শওকতকে তিনি পছন্দও করেন নাই। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইহাই একমাত্র আদর্শ। জরুরত পরিমাণ পোশাক—অর্থাৎ, ছতর ঢাকার পরিমাণ পোশাক হইলেই সেদিকে আর খেয়াল না করিয়া পরকালের চিন্তা করা এবং জিনতের দিকে নজর না করাই ওলি-আল্লাহ্‌গণের আদত।

৮। ইমাম বোখারী ও ইমাম ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ঐ এবাদতকেই বেশী পছন্দ করিতেন, যাহা প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। (অর্থাৎ, এমন নফল এবাদত তিনি পছন্দ করিতেন যাহা অল্প হইলেও প্রত্যহ নিয়মিত করা হয়। পক্ষান্তরে যাহা বেশী এবাদত অথচ উহা নিয়মিত নয়; এরূপ এবাদতকে তিনি অধিক পছন্দ করিতেন না।।

৯। ইবনে-আছুন্না হাসান লাগিরাহ্ মোজাহেদ হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের (দঃ) নিকট বকরীর সম্মুখ ভাগের গোশ্‌তই বেশী পছন্দনীয় ছিল।

১০। হাকেম এবং আরও অনেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মিঠা ঠাণ্ডা পানিই হযরত (দঃ) অধিক পছন্দ করিতেন। আবু নয়ীম হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে দুধই হযরতের (দঃ) অধিক প্রিয় ছিল।

১১। ইবনে-আছুন্না ও আবু নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, পানীয় দ্রব্যের মধ্যে মধূর শরবতই হযরত বেশী পছন্দ করিতেন।

১২। আবু নয়ীম হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে নকল করেন, হযরতের (দঃ) নিকট সবচেয়ে প্রিয় সালুন (ব্যঞ্জন) ছিরকাহ্।

১৩। ইমাম মোসলেম হযরত আনাস রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর্ম বেশী নির্গত হইত। আযিযি কিতাবে আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সলিম হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম জমা করিতেন এবং অন্য খোশবুর সহিত মিশাইয়া লইতেন। যাহাতে খোশবুর ঘ্রাণ দ্বিগুণ হইয়া যাইত। যেহেতু হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ-নির্গত ঘর্ম উৎকৃষ্ট খোশবুর চেয়েও খোশবু ছিল।

১৪। ইমাম মোসলেম হযরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের দাড়ি মোবারক খুব ঘন ছিল। ইবনে-আদি হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, ফলের মধ্যে ভিজা খোরমা ও খরবুজা হযরতের নিকট অধিক প্রিয় ছিল।

১৫। ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসায়ী হযরত আবু আক্দ হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যখন নামাযে ইমামত করিতেন, তখন নামায নেহায়েত মোখ্‌তছর অর্থাৎ, শর্টকাট করিয়া পড়াইতেন। আর যখন একাকী নামায আদায় ফরমাইতেন, তখন খুব লম্বা নামায পড়িতেন। জমা'আতে নামায আদায় করিবার সময় তিনি মোক্তাদিদের রেআয়ত করিয়া নামাযকে মোখ্‌তছর করিতেন। যেহেতু মোক্তাদিদের মধ্যে বহু কমজোর বৃদ্ধ, মা'জুর লোকও থাকেন। একাকী পড়িবার সময় লম্বা পড়ার অর্থ—নামায ছিল হযরতের চোখের (ٹھنڈک) শান্তিদায়ক। নামায পড়িতেই তিনি শান্তি লাভ করিতেন। আর ইহার চেয়ে বড় আনন্দের জিনিস আর কি-ইবা হইবে। যেহেতু নামাযই স্বীয় মাহবুব খোদার সামনে দাঁড়াইয়া এল্‌তেজা করার প্রকৃষ্ট মওকা।

১৬। ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-বশির (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কাহারো ঘরে যাইতেন, তখন প্রথমেই তিনি দরওয়াজার সামনে খাড়া না হইয়া ডানদিকের থামের কাছে দাঁড়াইয়া আস্‌সালামু আলাইকুম বলিতেন। (ইহাই সুন্নত তরীকা, যেহেতু পর্দা-পুশিদা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা বড়ই সহায়ক। কাহারো ঘরে প্রবেশ করিবার সময় দরওয়াজার ডান বা বাম দিকে দাঁড়াইয়া সালাম দেওয়া উচিত। প্রথমবারের সালামের জবাব না দিলে, দ্বিতীয়বার সালাম বলা কর্তব্য। আর দরওয়াজা যদি বন্ধ থাকে, তবে সামনে দাঁড়ানোতে কোন ক্ষতি নাই।

১৭। হযরত ইবনে-স'আদ হযরত এক্‌রামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত শরীফ ছিল যে, কোন লোক তাঁহার সামনে আসিলে তিনি যদি লোকটির হাসিমাখা মুখ দেখিতেন, তবে তাহার হাতখানি স্বীয় হাতের মধ্যে উঠাইয়া নিতেন। অর্থাৎ, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাহিতেন যাহাতে তাঁহার সহিত লোকটির মহব্বত পয়দা হইয়া যায়।

১৮। ইবনে-মানদাহ্ হযরত উতবা ইব্‌নে-আবদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, যে ব্যক্তি হযরতের খেদমতে আগমন করিতেন, তাহার নাম যদি ভাল না হইত অর্থাৎ হযরতের পছন্দনীয় না হইত, তবে তিনি তাহার নাম বদলাইয়া রাখিতেন।

১৯। ইমাম আহমদ এবং আরও অনেকের দ্বারা বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যদি কেহ আপন মালের যাকাত লইয়া হাজির হইত (অর্থাৎ, যথাস্থানে খরচ করিবার জন্য হযরতের খেদমতে পেশ করিত) তখন তিনি তাহার জন্য দো'আ করিতেনঃ "আল্লাহ্! অমুকের উপর রহমত নাজেল কর।"

২০। হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত যখন খুশী হইতেন খোশ হালে থাকিতেন, তখন বলিতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ আবার যখন না-গাওয়ারী পেশ আসিত, তখন বলিতেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

২১। ইমাম আহমদ এবং ইমাম ইবনে-মাজা হযরত ইবনে-মাসউদ (রাঃ) হইতে বলেন, জেহাদের গনিমতরূপে হযরতের হিস্সায় যখন বাঁদী কিংবা গোলাম আসিত, তখন হযরত বিবিগণের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিতেন যাহাতে কাহারো ভাগে বেশ কম হইয়া বিবাদের সৃষ্টি না হয়। (আমাদেরও তাই করা কর্তব্য) কোন জিনিস বন্টন করিবার সময় কোন নফসানী খাহেশ নিয়া বেশ কম করিয়া বন্টন করা উচিত নয়। যেহেতু ইহাতে হক নষ্ট করা হয়। হক নষ্ট করার পরিণাম বড়ই ভীষণ।

২২। খতিব হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের নিকট যখন খানা হাজির করা হইত (অন্যান্য লোক যদি হযরতের সহিত মওজুদ হইত) তখন তিনি স্বীয় সম্মুখভাগ হইতে আহার করিতেন। যদি খোরমা হাজির করা হইত, তবে তিনি সব দিক হইতেই তানাওল ফরমাইতেন।

২৩। ইবনে-আছুন্না হযরত আনাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের খেদমতে যদি কোন পাকা ফল হাজের করা হইত, তবে তিনি হাতে নিয়া প্রথমে স্বীয় নয়নযুগলে বুলাইতেন, পরে ওষ্ঠ মোবারকে লাগাইতেন এবং বলিতেনঃ اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهٗ فَاَرِنَا اٰخِرَهٗ অতঃপর নিকটস্থ শিশুগণকে দিয়া দিতেন।

২৪। ইবনে-আসাকের হযরত সালেম ইবনে-আবদুল্লাহ্ ইবনে-ওমর এবং হযরত কাসেম-ইবনে-মুহাম্মদ হইতে বলেন, হযরতের খেদমতে যখন কোন খোশ্‌বুদার তৈল ইত্যাদির পাত্র হাজির করা হইত, তখন হযরত (দঃ) উহাতে অঙ্গুলি ভিজাইয়া লইতেন এবং যেখানে লাগানোর প্রয়োজন অঙ্গুলি হইতে লাগাইতেন। [অর্থাৎ, এই তরিকায় (নিয়মে) তিনি খোশবু এস্তেমাল (ব্যবহার) করিতেন]।

২৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মাথায় তৈল লাগাইবার সময় বাম হাতে তৈল লইয়া প্রথমে ভ্রূ-যুগলে, তারপর চোখে এবং শেষে মাথায় লাগাইতেন। অন্য রেওয়ায়তে আছে, হযরত যখন দাড়িতে তৈল লাগাইতে এরাদা করিতেন, তখন হাতে তৈল লইয়া প্রথমে দুই চোখের উপর তৎপরে দাড়িতে লাগাইতেন।

২৬। তবরাণী (রঃ) হযরত উম্মুল মোমেনীন হাফছা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শুইবারকালে হযরত ডানকাতে শুইতেন এবং স্বীয় ডান হাত ডান গণ্ডের নীচে রাখিতেন।

২৭। ইমাম তিরমিযী হযরত জাবের (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব পায়খানায় যাইবার সময় আগেই (অর্থাৎ, প্রস্রাব পায়খানা করার স্থানে পৌঁছার পূর্বে) ছতর খুলিতেন না। যেহেতু ছতর ঢাকা ফরয; উহা বেলা-জরুরত খোলা নিষেধ। এই জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ জরুরতে যথাস্থানে খুলিতেন।

২৮। ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী এবং ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যখন জুনুবের হালতে ঘুমাইতে ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি ওযূ করিয়া নিতেন।

আর ঐ অবস্থায়ই যদি কোন কিছু খাইবার এরাদা করিতেন, তবে দুনো হাত কব্জা পর্যন্ত ধুইয়া নিতেন। হায়েয নেফাস হইতে পাক হইলে পর আওরতদের জন্য ইহাই সুন্নত

২৯। ইমাম আবু দাউদ ও হাকেম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-এজীদ (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) লস্করদিগকে রোখছত করিবার সময় এই দো'আ পড়িতেন—

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكُمْ وَ اَمَانَتَكُمْ وَ خَوَاتِيْمَ اَعْمَالِكُمْ

(কাহাকেও রোখছত করিবার সময় এই দো'আ পড়া উত্তম)।

৩০। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত (দঃ) নয়া কাপড় সাধারণতঃ জুমু'আর দিন হইতে ব্যবহার শুরু করিতেন।

৩১। হাকিম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-কাআব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মেসওয়াক করা শেষ করিয়া উহা বয়োজ্যেষ্ঠ লোককে প্রদান করিতেন। আর পানি পান শেষ করিয়া অতিরিক্ত পানি ডান পার্শ্বের লোককে প্রদান করিতেন। এই দুনো বস্তু প্রদান করা হযরতের ছাখাওয়াতি এবং সাধারণকে বরকত পৌঁছানো। হযরতের এরাদাও ইহাই ছিল।

৩২। ইবনেস্সিনি এবং তবরাণী হযরত ওসমান ইবনে-আবুল আছ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, যখন উত্তরী হাওয়া (অর্থাৎ ঝড়-তুফান) প্রবাহিত হইত, তখন হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দো'আ পড়িতেনঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَآ اَرْسَلْتَ فِيْهَا ইহার অর্থ—ইয়া আল্লাহ্! আমি ইহার (হাওয়া ঝড়ের) খারাবী হইতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কবি—যে খারাবী আপনি ইহার সহিত পাঠাইয়াছেন।

৩৩। ইমাম আহমদ এবং হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত যদি স্বীয় পরিবারবর্গের কাহারো সম্বন্ধে জানিতেন যে, সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তবে তাহার সহিত কথাবার্তা, উঠাবসা সবকিছু পরিত্যাগ করিতেন। তাহার প্রতি পুরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। পুনরায় যখন সে তওবা করিয়া লইত তখন তাহার সহিত পূর্ববৎ ব্যবহার করিতেন। পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন। প্রত্যেক গোনাহ্গারের সহিত হযরত (দঃ) এইরূপ ব্যবহার করিতেন।

৩৪। সিরাযী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন চিন্তিত হইতেন, তখন দাড়ি মোবারক হাতে ধরিয়া উহার প্রতি নজর করিতেন।

৩৫। ইবনেস্সিনি এবং নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে এবং আবু নয়ীম আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে নকল করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হইলে দাড়ি মোবারক বার বার হাতে স্পর্শ করিতে থাকিতেন।

৩৬। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখে সুরমা লাগাইবার সময় তিন তিন বার লাগাইতেন।

৩৭। ইমাম আহমদ এবং ইমাম মোসলেম হযরত আনাস ইবনে-মালেক (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, খানা খাওয়ার পর হযরত যে তিন অঙ্গুলির দ্বারা আহার করিতেন, তাহা খুব ভালভাবে চাটিয়া খাইতেন যাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতের অপব্যবহার না হয়।

৩৮। ইমাম তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হইতে বলেন, হযরতের নিকট যখন কোন মুশ্কিল সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি ছের মোবারক আসমানের দিকে উঠাইতেন এবং পড়িতেন— سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

৩৯। ইমাম আবু দাউদ এবং ইবনে-মাজা হযরত আবু মূসা আশ্‌'আরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ছাহাবীদের কাহাকেও কোন কাজে পাঠাইতেন, তখন নছীহত করিতেন—সকলের সহিত উত্তম ব্যবহার করিবে, নম্র ও ভদ্রভাবে কথা বলিবে, কাহকেও ঘৃণা করিবে না, শরীঅতের হুকুমের পা-বন্দ থাকিবে, সকলের উপর এহ্‌সান করিবে, কখনও যুলুম করিবে না।

৪০। ইমাম আবু দাউদ এবং ইমাম তিরমিযী হযরত ছখর ইবনে-ওদায়া (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোথাও লস্কর পাঠাইতে হইলে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাইতেন। যেহেতু দিনের প্রথম ভাগ বিশেষ বরকতের।

৪১। ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) কাহাকেও নছীহত করিবার সময় এইরূপ বলিতেন না যে, তুমি কেন এমন খারাপ বল বা এমন খারাপ কাজ কর ? বরং এইরূপ বলিতেন—মানুষের কি হাল হইয়া গেল যে, তাহারা এইরূপ খারাপ বলা ও করা শুরু করিয়া দিয়াছে। সুব্‌হানাল্লাহ্! হযরত (দঃ) প্রত্যেকটি কার্যই সুবুদ্ধির দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সমাধা করিতেন। এই তরীকায় নছীহত করাতে দুইটি ফায়েদা আছে, প্রথমতঃ যাহাকে নছীহত করা হয় সে মনে কোন কষ্ট পায় না; বিরক্ত হয় না। নছীহতকারীর প্রতি তাহার ভক্তি শ্রদ্ধা অচল অটল থাকে। দ্বিতীয়তঃ, সে নছীহত কবূল করিয়া দুরুস্ত হইয়া যায়।

৪২। আবু নয়ীম হযরত আবু ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত সকালে আহার করিলে বিকালে আহার করিতেন না। আবার বিকালে আহার করিলে সকালে আহার করিতেন না। অর্থাৎ হযরত (দঃ) সারাদিনে একবেলা আহার করিতেন।

৪৩। ইমাম ইবনে-মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, ওযূ করার পর হযরত দুই রাকা'আত নফল নামায আদায় করিতেন (কিন্তু মাকরূহ্ ওয়াক্তে নয়।) তৎপর (ফরয পড়িবার জন্য মসজিদে তশ্‌রীফ নিতেন।)

৪৪। খতীব এবং ইবনে-আসাকের হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, শীতকাল আসিলে হযরত শুক্রবার হইতে ভিতর বাড়ী অবস্থান শুরু করিতেন। আবার গ্রীষ্মকাল আসিলে শুক্রবার হইতে বাহির বাড়ী অবস্থান শুরু করিতেন। নয়া কাপড় তিনি শুক্রবার হইতেই পরিধান করা শুরু করিতেন এবং আল্লাহর শোক্‌রিয়া আদায় করিতেন। আর পুরাতন কাপড় কোন অভাবীকে দান করিতেন।

৪৫। বায়হাক্বী এবং খতীব হযরত মুহম্মদ ইবনে-আলী (রাঃ) হইতে বলেন, হযরতের নিকট সকালে কোন মালমাত্তা আসিলে দুপুরের পূর্বে যথাস্থানে খরচ করিয়া ফেলিতেন এবং দুপুরের পরে আসিলে রাত্রের পূর্বেই খরচ করিয়া ফেলিতেন।

৪৬। মুহাদ্দিস বগুবী জয়ীফ সনদে রেওয়ায়ত করেন, খুব বেশী হাসি পাইলে হযরত (দঃ) মুখের উপর হাত মোবারক রাখিতেন। ছহীহ্ সনদে অনেক স্থানেই বর্ণিত হইয়াছে হযরত (দঃ) সাধরণতঃ মুচ্‌কি হাসি হাসিতেন।

৪৭। ইবনেস্‌সিনি হযরত আবু এমামা (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) মজলিস হইতে উঠিবারকালে দশ হইতে পনর বার এস্তেগ্‌ফার পড়িতেন। অন্য এক হাদীসে আছে, সেই এস্তেগ্‌ফার এই— ○ اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

৪৮। ইমাম আবু দাউদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে-সালাম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বসিয়া কথা বলিতে থাকিতেন, তখন তিনি ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাইতেন।

৪৯। ইমাম আহমদ এবং ইমাম আবু দাউদ হযরত খদিজা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ) যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন, তখন তিনি নফল নামাযে লিপ্ত হইতেন।

৫০। ইবনেস্‌সিনি হযরত ছায়ীদ ইব্‌নে-হাকীম (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, কোন বস্তু যদি হযরতের নিকট উত্তম দেখা যাইত, তবে তিনি স্বীয় নজর লাগা হইতে বাঁচিবার জন্য এই দোআ পড়িতেন, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ فَلَاتَضُرُّهٗ বস্তুতঃ তো হযরতের নজর লাগায় উক্ত বস্তুতে বরকত পয়দা হইত। তবুও তিনি স্বীয় উম্মতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য এই দো'আ পড়িয়া থাকিতেন।

৫১। ইব্‌নে সাআদ হযরত মুজাহেদ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ) কোন আওরতের নিকট বিবাহের পয়গাম দিলে, সে যদি উহা কবূল না করিত, তবে তিনি আর দ্বিতীয়বার পয়গাম দিতেন না। একবার হযরত (দঃ) জনৈক আওরতের নিকট বিবাহের প্রস্তাবে করিলেন, সে উহা কবূল করিল না। হযরত (দঃ) অন্য একজনকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। তৎপর পূর্বোক্ত আওরত হযরতের বিবাহে আবদ্ধা হওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহাকে হযরত (দঃ) জানাইলেন যে, এখন আর তাঁহার বিবাহের জরুরত নাই।

৫২। ইব্‌নে-সাআদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে নকল করেন, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় নেক বিবিগণের সহিত দাম্পত্যসুলভ ব্যবহার করিতেন, তখন হযরত (দঃ)-কে হাসি-খুশী, খুব নম্র স্বভাবের দেখাইত।

৫৩। ইব্‌নে-সাআদ হযরত যায়েদ ইব্‌নে-ছালেহ (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) পায়খানায় যাইবার সময় মাথা ঢাকিয়া জুতা পায়ে দিয়া যাইতেন।

৫৪। ইমাম বুখারী হযরত ইব্‌নে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) যখন কোন রোগীর নিকট যাইতেন, তখন বলিতেন, لَابَاْسَ طَهُوْرٌ وَّ لَا بَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى

৫৫। তব্‌রানী হযরত আবু আইয়ূব আনছারী হইতে রেওয়ায়ত করেন, দো'আ করিবার সময় হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম নিজের জন্য দো'আ করিতেন। (পরে আপরাপর সকলের নিমিত্ত)।

৫৬। ইমাম নাসায়ী হযরত ছো'বান (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন ভয়ের সম্মুখীন হইলে এই দো'আ পড়িতেন, اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

৫৭। ইব্‌নে-মানদাহ্ হযরত সোহায়েল (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন কাজে রাযী হইলে চুপ করিয়া থাকিতেন।

৫৮। আবু নয়ীম হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত (দঃ)-এর নেকবিবিগণের মধ্যে কাহরো চক্ষের বিমার হইলে তিনি তাঁহার সহিত চোখ ভাল না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করিতেন না।

৫৯। ইব্‌নে-মালেক এবং ইব্‌নে-সাআদ রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন জানাযায় শরীক হইতেন, তখন তিনি খুব নীরব হইয়া পড়িতেন এবং দিলে দিলে স্বীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করিতেন। (যেহেতু জানাযা ইব্‌রত হাছিল করার মওকা তাই ইহা দেখিয়া মৃত্যুর ও কবরের আযাবের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত।)

৬০। ইমাম আবু দাউদ, হাকীম এবং ইমাম তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন—রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাঁচি দিবারকালে মুখের উপর হাত অথবা কাপড় রাখিতেন এবং আওয়াজকে ছোট করিতে কোশেশ করিতেন।

৬১। ইমাম মুসলেম এবং ইমাম আবু দাউদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) কোন নেক আমল করিলে উহা সর্বদা করার অভ্যাস করিতেন।

৬২। ইব্‌নে-আবিদ্‌দুনিয়া হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে নকল করেন, দাঁড়ান অবস্থায় হযরতের রাগ উঠিলে তিনি বসিয়া পড়িতেন। বসা অবস্থায় রাগ উঠিলে তিনি শুইয়া পড়িতেন। (অর্থাৎ, হালত পরিবর্তিত হইলে রাগ দমিতে থাকে।)

৬৩। ইমাম আবু দাউদ হযরত ওসমান গণী (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করিবার পর হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তদীয় সঙ্গী সাথিগণ কতক্ষণের জন্য সেখানে থামিয়া যাইতেন। হযরত সঙ্গীগণকে বলিতেন, তোমরা মৃত ব্যক্তির মাগ্‌ফেরাতের জন্য এবং তাহার ছাবেত কদমীর জন্য দো'আ কর। যেহেতু এই সময় মুন্‌কার নকীর ফেরেশ্‌তা মৃত ব্যক্তির নিকট ছওয়াল করিয়া থাকে।

৬৪। ইমাম তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা পরিধান করিবার সময় ডান দিক হইতে শুরু করিতেন (অর্থাৎ, প্রথম ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করাইতেন)।

৬৫। ইবনে-সাআদ হযরত আনাস ইবনে-মালেক (রাঃ) হইতে নকল করেন, ছাহাবীদের মধ্য হইতে যদি কেহ হযরতের সাক্ষাতে আসিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইতেন, তবে হযরতও সে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতেন। কোন ছাহাবী হযরতের সহিত মোলাকাত মোছাফাহা করার পর সে স্বইচ্ছায় হাত না ছাড়া পর্যন্ত হযরত কিছুতেই হাত টানিয়া আনিতেন না। হযরত (দঃ) কখনও স্বীয় চেহারা মোবারক ফিরাইয়া নিতেন না যে পর্যন্ত কোন ছাহাবী স্বীয় চেহারা হযরতের দিক হইতে ফিরাইয়া না নিতেন। কোন ছাহাবী হযরতের কানের নিকটবর্তী হইলে (অর্থাৎ গোপন কথা বলার জন্য) হযরতও স্বীয় কান বাড়াইয়া দিতেন। ছাহাবী যে পর্যন্ত ফারেগ না হইতেন, হযরত (দঃ)-ও সে পর্যন্ত স্বীয় কান সরাইয়া নিতেন না।

৬৬। ইমাম নাসায়ী হযরত খদিজা (রাঃ) হইতে বলেন, ছাহাবীগণের যে কেহ হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিলে হযরত (দঃ) তাঁহাদের সহিত মোছাফাহা করিতেন এবং দো'আ করিতেন।

৬৭। তব্‌রানী হযরত জুনদুব (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, ছাহাবীগণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিলে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই মোসাফাহা করিতেন না (অর্থাৎ, আগে সালাম করিতেন এবং পরে মোছাফাহা করিতেন)।

৬৮। ইবনেস্‌সিনি জনৈক আনছারীর বাঁদী হইতে বর্ণনা করেন, হযরত (দঃ) যখন কাহাকেও ডাকিবার এরাদা করিতেন, অথচ তাহার নাম জানা না থাকিত, তখন তিনি 'ইয়া ইবনে-আবদুল্লাহ্' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। (অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌র বান্দার বেটা।)

৬৯। হাকীম হযরত জাবের (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, চলিবার সময় হযরত এদিক সেদিক তাকাইতেন না (অর্থাৎ, নজর স্বভাবতঃ নীচের দিকে রাখিতেন।)

৭০। ইমাম আবু দাউদ হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের বিছানা কাফনের মত হইত (অর্থাৎ, কাফনের কাপড়ের মত সাধারণ কাপড়ের হইত)। শোবার সময়

তাঁহার ছের মোবারক মসজিদের দিকে থাকিত (অর্থাৎ, মসজিদে নববীর দিকে মাথা রাখিয়া তিনি শয়ন করিতেন)।

৭১। ইমাম তিরমিযী হইতে বর্ণিত—হযরতের বিছানা চটের বিছানা ছিল।

৭২। হাকীম হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের কোর্তা টাখ্‌নার উপর পর্যন্ত ছিল (অর্থাৎ, নেছ্‌ফ সাক্ব, হাঁটুর নামা,টাখনার উপর পর্যন্ত) আর তাঁহার কোর্তার আস্তিন হাতের গিরা কিংবা হাতের অঙ্গুলি, পর্যন্ত লম্বা ছিল।

৭৩। ইমাম আহমদ, ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবনে মাজা হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করেন, হযরতের বালিশ চামড়ার ছিল—যাহার মধ্যে খেজুর গাছের আঁশ ভরা ছিল।

৭৪। তব্‌রানী নো'মান ইব্‌নে-বশীর (রাঃ) হইতে বলেন, হযরত (দঃ) পেট পুরিয়া খাইবার জন্য সাধারণ খেজুরও পাইতেন না। (আস্‌মান জমিনের সমস্তই রাসূলুল্লাহ্‌র বাধ্যগত ছিল। সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁহার পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিত। কিন্তু তিনি যাবতীয় চিজ বস্তুকে আখেরাতের মোকাবেলায় তুচ্ছ মনে করিতেন। তাই তিনি ইচ্ছাকৃতই ফকিরী, দরবেশীকে এখ্‌তেয়ার করিয়াছিলেন। ধন-সম্পদ যাহাকিছু হস্তগত হইত তৎসমুদয়ই আল্লাহ্‌র রাহে দান করিতেন।)

৭৫। ইমাম তিরমিযী হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আগামী দিনের জন্য হযরত কিছুই জমা রাখিতেন না।

৭৬। তব্‌রানী হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, হযরতের চলার পথ হইতে কখনো সর্বসাধারণকে সরাইয়া দেওয়া হইত না।

৭৭। ইব্‌নে-সাআদ হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে নকল করেন, তিন দিনের কমে রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ) কোরআন খতম করিতেন না।

৭৮। ইবনে-সাআদ হযরত মুহাম্মদ ইবনে-হানাফিয়াহ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, শরীঅতের মোয়াফেক কোন কাজে হযরত বাধা দিতেন না। হযরতের নিকট সওয়াল করা হইলে, তিনি জওয়াব দেওয়া মোনাসেব মনে করিলে বলিতেন—হাঁ। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করিতেন।

॥ অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

নবম খণ্ড

□

স্বাস্থ্যই সুখের মূল

কথাটি সত্য। কারণ, সুস্থ শরীর, সবল দেহ এবং পুলকিত মন যাহাদের তাহারাই প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবনের সমস্ত চাহিদা মিটাইয়া নশ্বর জীবনের প্রকৃত শান্তি অনুভব করিতে পারে।

অনুরূপভাবে তাহারাই খোদার এবাদত-বন্দেগী এবং পুণ্যের কাজ করিয়া চিরস্থায়ী ও চিরশান্তির জীবনযাত্রার পথ সুগম করিতে সক্ষম হয়।

প্রকৃতপক্ষে যাহাদের স্বাস্থ্য ও মন ভাল তাহারা দুনিয়া এবং আখেরাতের কাজ করিতে পারে এবং তাহারাই এবাদতের প্রকৃত স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। বর্তমান যুগের অবহেলিত মুসলিম জনগণের স্বাস্থ্য ও সমাজের অবনতির প্রতিকারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী যত প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা চলিতেছে তাহাদের এই সমাজ সেবার কাজে শরীক হইবার উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাখানা লিখা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মুসলিম সমাজের একটি প্রাণীরও যদি কিঞ্চিৎ উপকার সাধিত হয়, তবে উহাই একমাত্র কামনা।

অত্র পুস্তকখানা প্রণয়নে আমার কৃতিত্বের কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ইহা হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থান্‌ভী (রঃ) ছাহেবের লিখিত বেহেশ্‌তী জেওর-এর নবম খণ্ডের অনুবাদ। অবশ্য সর্বসাধারণের সুবিধার্থে উহার তরতীব পরিবর্তন করিয়া সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। হাকীমী উপাদানে গঠিত দুষ্প্রাপ্য ঔষধসমূহের স্থলে দেশীয় সহজলভ্য কবিরাজী পরীক্ষিত ঔষধগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছি।

অনুবাদকালে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, যাহাতে শরীরের এক একটি অঙ্গ উল্লেখ করত উহার ব্যাধি ও ব্যাধির কারণ এবং লক্ষণ উল্লেখ করা হয়। অতঃপর উহার প্রতিকারার্থে প্রথম নিয়ম পালনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তারপর যথাক্রমে বিশেষ দ্রব্য—পাচন ও বনজ পদার্থে গঠিত ঔষধ এবং অবশেষে ধাতব দ্রব্যাদি দ্বারা গঠিত ঔষধের কথা উল্লেখ করিয়া শেষ করা হইয়াছে এবং ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার নিয়ম উল্লেখ করত রূহানী চিকিৎসার কথা প্রত্যেক চ্যাপ্টারের সহিত যোগ করা হইয়াছে। অবশেষে প্রত্যেকটি রোগের সুপথ্য ও কুপথ্যের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ্ পাক যেমন বনজ ও ধাতব পদার্থের ভিতর রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা দিয়াছেন ঠিক তদ্রূপভাবে তার কালামের ভিতরও দৈহিক, মানসিক ও উপসার্গিক রোগ প্রতিকারের ক্ষমতা রাখিয়া দিয়াছেন। তাহা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কোন সুধী ব্যক্তির আদৌ হইতে পারে না।

শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা এবং উপরি রোগের চিকিৎসায় শুধুমাত্র নবম খণ্ডের উপর নির্ভর করা হয় নাই; বরং বাংলা, আরবী, ফারসী, উর্‌দু, হাকীমী, কবিরাজী, বহু বই ও কিতাবের আশ্রয় লওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ জিন ও যাদু এবং সর্প দংশন চিকিৎসায় মানুষ-ওস্তাদ ছাড়াও বহু জিন ওস্তাদ হইতে প্রাপ্ত বহু চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমি নগণ্য অত্র পুস্তিকায় জিন রোগ চিকিৎসার যতটুকু উল্লেখ করিয়াছি বইয়ের মারফৎ তাহার এজাযত ঐ সমস্ত ভাইদেরকে দিতেছি যাহারা অন্ততঃ জমা'আতে পান্‌জম পড়িয়াছেন, কোনও হক্কানী পীরের সহিত যোগাযোগের পর নেছবৎ হাছেল করিয়া এজাযত লাভ করিয়াছেন।

বায়ু—আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন জীবের প্রতি যে কত বড় দয়ালু তাহা সম্যক উপলব্ধি করা সসীম জীব-জানওয়ারের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্‌ পাকের দান করা নেয়ামতসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে থাকিলে মানুষ বিস্মিত হইয়া আত্মভোলা পর্যন্ত হইয়া যায়।

জীব-জানওয়ারের জন্য যে বস্তু যতই অধিকতর জরুরী; দয়াময় খোদা তাহা ততই পর্যাপ্ত পরিমাণ তৈরী করিয়া এমনভাবে রাখিয়া দিয়াছেন যে, তাহা ভক্ষণ, সেবন ও ব্যবহার করিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না। পয়সাও খরচ হয় না। ধরা যাক বায়ু—

অন্যান্য বিষয়বস্তু, খাদ্য খাদক প্রভৃতি না হইলে জীব যথেষ্ট সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বাতাস না হইলে সাধারণতঃ কোন জীব কিছুক্ষণের জন্যও বাঁচিতে পারে না। এই মহামূল্যবান বাতাস, চল্‌তি বাতাস ছাড়াও এত পরিমাণ সৃষ্টি করিয়া এমনভাবে বিরাজিত করিয়া দিয়াছেন যে, জীব যেখানেই থাকুক না কেন সেখানেই সে এই মহামূল্যবান বাতাসে ডুবিয়া রহিয়াছে, ভক্ষণ করিতেছে ও প্রাণ বাঁচাইতেছে। এই নিশ্চল বায়ুকেই কোরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে— وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا নিশ্চল, নির্মল বায়ু কর্তৃক যেমন প্রাণ রক্ষা পায় ঠিক তেমন করিয়া নিশ্চল অনির্মল এবং সচল অনির্মল বায়ু দ্বারা কোন কোন সময় প্রাণহানি পর্যন্ত হইয়া থাকে। আবার সচল বায়ু যে বস্তুর উপর দিয়া প্রবাহিত হয় তাহার ক্রিয়া এবং আছরটিও অনেক সময় বহন করিয়া জীব-জানওয়ারের নিকট পৌঁছাইয়া থাকে। এজন্যই বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হাওয়ায় বিভিন্ন ক্রিয়া থাকিয়া যায়।

পূর্ব দিকের বাতাস জখম ও ভগ্ন স্থানে লাগিলে ক্ষতি হইয়া থাকে। দুর্বল শরীরে অলসতা আনয়ন করে। কাজেই পূর্ব দিকের প্রবাহিত বাতাস থেকে জখম ভগ্ন স্থান এবং দুর্বল মানুষকে হেফাযতে রাখিবে। শরীরে কাপড় রাখিবে। এই সময় জুলাপ ব্যবহার করিতে হইলে রোগীকে সাবধানে রাখিবে। সবল শরীরেও খুব বেশী বাতাস লাগিলে সর্দি ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া থাকে। কাজেই সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

দক্ষিণ দিকের বাতাস স্বভাবতঃ গরম হইয়া থাকে। দক্ষিণ দিকের বাতাস প্রবহনকালে শরীরের লোমকূপসমূহ খুলিয়া যায় এবং অতি সহজেই বায়ু শরীরের ভিতর ঢুকিয়া থাকে। দুর্বল মানুষের ভিতর ঐরূপ প্রবল বাতাস প্রবেশ করিলে ব্যাধির পুনরাক্রমণের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই দক্ষিণ দিকের হাওয়া প্রবাহিতকালে সদ্য রোগারোগ্য ব্যক্তিকে সাবধানে রাখিবে। বাড়ীর চতুর্দিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। কখনও আবর্জনা ও ময়লা জমিতে দিবে না। বাড়ীর ভিতর ঘরের চতুষ্পার্শ্বে এবং কামরাসমূহের ভিতর বাহির খুব পরিষ্কার ও খোলা রাখিবে। বাড়ীঘর ইত্যাদি ভালভাবে পরিষ্কার রাখা ঈমানের অঙ্গ বিশেষ।

ঘরের ভিতর স্থানে স্থানে যাহাতে কাদা কিচড় হইতে পারে এমন কোন কাজ করিবে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে যেখানে সেখানে বাহ্য করাইবে না। নির্দিষ্ট স্থানে এমনভাবে মলমূত্র ত্যাগ করাইবে যাহাতে ঘরের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়। ঘর স্যাঁতসেঁতে হইলে, কাদা কিচড় থাকিলে হাওয়া নষ্ট হইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করিতে পারে। গোসলখানা, পেশাবখানা, থালা বাটী ধৌত করিবার স্থান পৃথক করিয়া লইবে। মাঝে মাঝে দরজা ও জানালা বন্ধ করিয়া প্রত্যেক কামরার ভিতর ধুপ, আগরবাতি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যাদির ধুঁয়া খুব ভালভাবে দিবে। ইহাতে হাওয়ার বিষ ক্রিয়াদি নষ্ট হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির সিজনে খুব ঘন ঘন, ভালভাবে সুগন্ধি জ্বালাইবে।

রুদ্ধকক্ষে কখনও বাতি, মোমবাতি বিশেষতঃ আগরবাতি জ্বলাইয়া ঘুমাইবে না। কারণ এরূপ করিলে নানাবিধ ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। নানা প্রকার চক্ষু রোগ হইতে পারে।

ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক সময় ইঁদুর প্রভৃতি কর্তৃক অন্য বাড়ী থেকে অগ্নি সংযোগ হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব, কস্মিনকালেও খোলা বাতি রাখিয়া ঘুমাইবে না। ইহা হাদীসে নিষেধ করা হইয়াছে। রান্না ঘর থেকে যাহাতে ধুঁয়া অন্যপথে বাহির হইতে পারে এবং রান্নাকারীর গায়ে না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রুদ্ধকক্ষে, আবদ্ধ ঘরে আগুন ও ধুঁয়া জ্বালাইয়া কখনও সেখানে বসিয়া থাকিবে না। ইহাতে হঠাৎ মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

পর্দার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঘরের জানালা দরজা এমনভাবে খুলিয়া রাখিবে যাহাতে মুক্ত বায়ু গমনাগমন করিতে পারে।

কচি কচি শিশু-সন্তানকে সর্বদা হেফাযত করিবে যাহাতে খুব ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস লাগিতে না পারে।

শীতকালে কখনও শীত লাগাইবে না। কারণ অতিরিক্ত শীত লাগিলে হাঁপানি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে।

হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া গেলে চা পান করিয়া লইবে। কিংবা ২ তোলা মধু ও ৫ মাসা কালাজিরা খাইবে। ইহাতে শীতের দুষ্ক্রিয়া হইতে নিরাপদে থাকা যাইতে পারে।

খাদ্য

বহু বই পুস্তক পড়িয়াছি। বিভিন্ন সমাজ চিন্তাবিদদের লিটারেচারও দেখিয়াছি। বিভিন্ন চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা হইতে এবং বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ দুইটি। যথা—আহারের ব্যতিক্রম ও অসংযম, আবার স্বাস্থ্যোন্নতি না হওয়ার কারণও দুইটি। যথা—পর্যাপ্ত পরিমাণ স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্যের অভাব এবং সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকা।

আমাদের দেশের অধিকাংশ চিকিৎসকগণ প্রায়ই রোগীর দায়িত্ব না নিয়া শুধু নিজের ব্যবসা চালাইয়া যান এবং ২/৩ দিনের চিকিৎসা করিয়া ক্ষান্ত হন। অথচ চিকিৎসা একটি পূর্ণ জীবনের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববিহীন চিকিৎসার পরিণাম কতদূর ক্ষতিকর তাহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সমাজের চিন্তাবিদরাই সম্যক উপলব্ধি করিতেছেন। দেশীয় চিকিৎসার সম্প্রসারণ ও চিকিৎসকদের মধ্যে যত দিন রোগীর জীবনের দায়িত্বজ্ঞান পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ না করিবে ততদিন অবহেলিত বাঙ্গালীর জীবনে ও সমাজের উন্নতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। পাঠক পাঠিকা মনে

রাখিবেন, আহারাদি কেবলমাত্র শরীরের পুষ্টিসাধনের জন্যই। উদর পূর্ণ কিংবা চক্ষু ও জিহ্বার তৃপ্তি মিটাইবার জন্য নহে।

জন্মের পর হইতেই শিশুকে নিয়মিত আহারে অভ্যস্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবে। নিয়মিতভাবে প্রত্যহ যথা সময় স্বাস্থ্যোপযোগী আহার করিবে। অক্ষুধায় বা দুষ্ট ক্ষুধায় কখনও আহার করিবে না।

পূর্ণভোজন অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য সম্যক পরিপাক হইবার পূর্বে কিছুতেই কোন খাদ্য ভক্ষণ করিবে না। কারণ পূর্ণভোজনটি সর্ববিধ রোগের আকর। সর্বদা কিছু ক্ষুধা থাকিতে খাওয়া শেষ করিবে। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে না।

কদাচিৎ খাওয়া বেশী হইয়া গেলে পরবর্তী ভোজন সন্ধ্যায় আর খাইবে না।

খাবার খাইতে খুব তাড়াহুড়া করিয়া কখনও আহার করিবে না। ইহাতে যেমন হযমের কাজে ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে তেমনি অনেক সময় মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। খুব ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইবে। আল্লাহ্ পাক জিহ্বার তলদেশে ২টি ঝরণা দিয়াছেন। চর্বণকালে উহা হইতে নিঃসৃত তরল লালাময় পানি বাহির হইয়া থাকে। ঐ পানি চর্বিত দ্রব্যের সহিত মিশিয়া গেলে খুব ভাল হজম হইয়া থাকে। আবার এত ধীরে ধীরেও আহার করিবে না যাহাতে খাদ্য দ্রব্যাদি বরতনেই শুকাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

সর্বদা নিজের হজম শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। যে পরিমাণ এবং যে সব খাদ্য হজম করা সম্ভব হইবে ঠিক তাহাই ভক্ষণ করিবে। যাহা হজম করা সম্ভব নয় তাহা হাজার উত্তম উপাদেয় হইলেও ভক্ষণ করিবে না এবং যে কোন লোকে সুপারিশ করুক না কেন সর্বদা আত্মরক্ষা অগ্রগণ্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। আহারের মাঝে মাঝে সামান্য পানি পান করিলে হজম ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়।

কোন্ বস্তু কোন্ মওসুমে স্বাস্থ্যের উপযোগী ও অনুপযোগী হইয়া থাকে তাহা আমরা পরে উল্লেখ করিব।

আমরা নিত্যনৈমিত্তিক বিভিন্ন খাদ্য-খাদকের গুণাগুণও উল্লেখ করিব যাহাতে সর্বসাধারণের খাদ্যদ্রব্যের মোটামুটি ধারণা জন্মিতে পারে।

সুসিদ্ধ ভাত বাঙ্গালীর একটি চরম খাদ্য। কিন্তু অন্ন ভাল সিদ্ধ না হইলে অতি সহজেই পেটে পীড়া এসে উপস্থিত হয়।

নূতন আউসের ভাত গুরুপাক। দুর্বল ও রোগারোগ্য ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর।

নূতন আমন ও বোরো অপেক্ষাকৃত একটু লঘু।

সর্বপ্রকার পুরাতন চাউল লঘু পাক। কিন্তু এত পুরাতন হওয়া চাই না যাহা শুকাইয়া সারপদার্থ কিছুই রাখে না। ঢেকি ছাঁটা চাউল পুষ্টিকর ও বেরিবেরি নাশক। কলে ছাঁটা চাউল পুষ্টিকর নহে। কারণ কলের ছাঁটায় চাউলের উপরিভাগের লাল আভাযুক্ত হাল্কা কুঁড়াটা নিক্ষেপিত হইয়া স্বাস্থ্যের অনুপযুক্ত হইয়া থাকে এবং বেরিবেরি রোগ পয়দা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া গাঢ় কুঁড়াযুক্ত চাউলের ভাত খাইবে না। ভাতের মাড় গালিয়া ফেলিবে না। কারণ ইহাতে মাড়ের সহিত উহার সারাংশ বাহির হইয়া যায়।

গম

গম পৃথিবীর সব দেশের লোকের জন্য একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। সম্প্রতি বাঙ্গালী ভাই-বোনেরাও ইহা খাইতে বেশ অভ্যস্ত হইয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের কথা। কারণ তাহারা ভাল খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছে। ইহা অতীব সুখের কথা।

তাছাড়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ জ্বালাইয়া পোড়াইয়া এতদ্দেশে যে কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যের ঘাট্‌তি এনে দিয়াছে তাহা পূর্ণ করা সহজ নয়। অবশ্য বাঙ্গালীরা বেশ কিছুদিন গম ব্যবহার করিলে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে আশা করা যায় এই বিরাট খাদ্য ঘাট্‌তি এলাকা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হইতে পারে এবং বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যোন্নতিও হইবে। বিশেষ করে গম উৎপাদনের কাজ শুরু হইলে ত প্রতি বৎসর একটি জমীনে আউস, আমন ও গম এই তিনটি ফসল উৎপন্ন হইয়া খাদ্য ঘাট্‌তি দূর করিতে পারে। পরিষ্কৃত যাঁতায় পেষা আটাই উত্তম। কলে ও মেশিনে পিষিলে স্বল্পগুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

গম মধুর রস, শীতবীর্য, বাতপিত্ত নাশক, গুরু, নূতন গম কফ বর্ধক, শুক্র বর্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্ন সন্ধানকারক, পুষ্টিকারক, বর্ণ প্রসাধক, ব্রণ রোগে হিতকর। শরীরের স্থিরতা সম্পাদক।

যব—অগ্নিবর্ধক, স্বর প্রসাধক, বল ও মেধাকারক, গুরু, বায়ু ও মলের অতিশয় বর্ধক, বর্ণ প্রসাধক, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, কণ্ঠরোগ, চর্মরোগ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদ, শ্বাস-কাশ, রক্ত দোষে হিতকর, তৃষ্ণা নাশক। ইহার ছাতুই ব্যবহার্য।

মাংস বর্গ

গরুর গোশ্‌ত খুব মজাদার হইলেও অন্যান্য গোশ্‌ত অপেক্ষা স্বল্প গুণ বিশিষ্ট। বিশেষতঃ গরুর গোশ্‌ত রক্ত খুব গাঢ় করিয়া দেয়। ফলে রক্ত অতি সূক্ষ্ম ধমনীসকল দিয়া যথাযথ প্রবাহিত হইতে না পারায় অনেক সময় চর্মরোগ দেখা দিয়া থাকে। কাজেই গরুর গোশ্‌ত অনবরত ভক্ষণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।

খাসী ও বকরীর গোশ্‌ত কফজনক, গুরু, শ্রোতশুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, শরীরের মাংস বর্ধক ও পিত্তনাশক। কচি ছাগলের গোশ্‌ত অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, সুখপ্রদ অত্যন্ত বলদায়ক। বৃদ্ধ ছাগলের গোশ্‌ত বাতজনক ও গুরু। কাজেই উহা প্রায় পরিত্যাজ্য। যাবতীয় ছাগলের মগজ শির রোগে হিতকর।

ভেড়ার গোশ্‌ত—পুষ্টিকারক, পিত্ত শ্লেষ্মাবর্ধক ও গুরু। খাসী ভেড়ার গোশ্‌ত কিঞ্চিৎ লঘু।

হরিণ—মূত্ররোধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুর রস, সান্নিপাত নাশক, শীতবীর্য।

খরগোস—শীতবীর্য, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকারক, কফপিত্ত ও সর্বপ্রকার বায়ু বিকৃতি, জ্বর, অতিসার, রক্তদুষ্টি ও শ্বাস রোগ নাশক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক।

দুম্বা—হৃদ্য, শুক্রজনক, শ্রম নাশক, কিঞ্চিৎ পিত্ত বর্ধক বাত ব্যাধি নাশক।

পাখী

বটের—অগ্নিকারক, রুচিকারক, শুক্র বর্ধক, বলকর এবং ইহা জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক।

হোড়েল—রুক্ষ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত শান্তিকর, কফ, ঘর্মকারক স্বর বিশুদ্ধিকারক, স্বল্প বায়ুকারক।

বাবুই ও চড়ুই—শীতবীর্য, মধুর রস, শুক্রজনক, কফকারক, সান্নিপাত প্রশমক। গৃহ-চড়ুই অত্যন্ত শুক্র বর্ধক।

কুকুড়া—যাবতীয় কুক্কুট (মুরগী ও মোরগ) পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ বীর্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্র বর্ধক কিন্তু অর্শ ও ক্রিমি রোগে অহিতকর।

কবুতর—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত নাশক, বাতঘ্ন, মল সংগ্রাহক, শীতবীর্য ও বীর্য বর্ধক। মজাদার হইলেও আয়ুর্বেদ মতে সরিষার তৈলে ভাজিয়া খাওয়া নিষিদ্ধ।

হাঁস—বড় ছোট সর্বপ্রকার হাঁসের গোশ্‌ত ও ডিম অত্যন্ত গরম, বাত ও কফ বর্ধক। মুরগী ও যাবতীয় পক্ষীর ডিম অত্যন্ত শুক্র বর্ধক।

যে কোন গোশ্‌তই হউক টাট্‌কা হওয়া উচিত। বাসী গোশ্‌ত পরিত্যাজ্য।

মাছ বর্গ

বড় মাছ—গুরু, শুক্র জনক ও মলরোধক।

ক্ষুদ্র মাছ—লঘু, মল সংগ্রাহক ও পেটের পীড়ায় হিতকর।

রুই—যাবতীয় মাছের মধ্যে রুই মাছই শ্রেষ্ঠ। ইহা শুক্রবর্ধক, বাতঘ্ন। রুই-এর মুণ্ড উর্ধ্বজাত রোগে হিতকর।

কাত্‌লা মাছ—গুরু, মধুর রস, উষ্ণ বীর্য। ইহা ত্রিদোষ নাশক।

মিরগেল মাছ—রুই মাছের তুল্য গুণ বিশিষ্ট।

বোয়াল মাছ—শ্লেষ্মাকর, বলবর্ধক। ইহা দ্বারা রক্ত ও পিত্ত দূষিত এবং কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়।

শিংগী মাছ (জিয়ল)—বাত শান্তিকারক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মা প্রকোপক, লঘু ও রুচিকারক।

ইলিস মাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নি বর্ধক, পিত্ত নাশক, কফ কারক, কিঞ্চিৎ লঘু, শুক্রকর ও বায়ু নাশক। কিন্তু আমজনিত উদরে বিষতুল্য।

ভেট্‌কি মাছ—শুক্রজনক, শ্লেষ্মাকর, গুরু, আমবাতজনক, রুচিকারক, বায়ু ও পিত্ত নাশক।

রিঠা বা গাগর মাছ—কিঞ্চিৎ পিত্তবর্ধক, বাত নাশক, কফ প্রকোপক।

কই মাছ—মধুর রস, স্নিগ্ধ, কফ প্রশমক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ু নাশক ও অগ্নিবর্ধক ও লঘু।

বাইন মাছ—গুরু, শুক্রবর্ধক, রক্তপিত্ত নাশক।

আইড় মাছ—গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রকোপক। আইড় মাছ ও বোয়াল মাছ, খুজ্‌লি-পাঁচড়া ও কুষ্ঠ রোগে পরিত্যাজ্য।

মাগুর মাছ—মল সংগ্রাহক, শুক্রকারক, গুরু।

টেংরা মাছ—লঘু, কফ নাশক ও অগ্নিদীপক।

পুঁটি মাছ—শুক্রজনক, কফ ও বাতনাশক, মুখরোচক। মুখ ও কণ্ঠ ক্ষতনাশক। তাজা বড় পুঁটি (সরপুঁটি) ঘৃত ভাজিয়া খাইলে ক্ষয় নিবারণ হয়।

খলিসা মাছ—লঘু ও সুপথ্য।

চিতল মাছ—গুরু, মধুর রস, শুক্রজনক ও বলপ্রদ।

বেলে মাছ—কষায়, মধুর রস, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, বলবর্ধক, স্নিগ্ধ, লঘু ও মল সংগ্রাহক রুচীকর। বায়ু রোগে হিতকর।

শোল মাছ—মধুর রস, মল সংগ্রাহক, গুরু, রক্তপিত্ত নাশক।

গজার বা গজাল মাছ—শোল মাছ অপেক্ষা গুরু।

চিংড়ী মাছ—গুরু, মল সংগ্রাহক, বলবর্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, কফ ও বাতবর্ধক এবং ইহা মেদ, পিত্ত ও রক্ত দোষনাশক।

দলি মাছ—গুরুপাক, বলকারক ও শুক্রবর্ধক।

শুট্‌কী মাছ—নূতন শুট্‌কী মাছ বলকর, মলবদ্ধতাকারক।

পোড়া মাছ—পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, গুণে শ্রেষ্ঠ।

ডাইল বর্গ

মুগ—লঘু, মল সংগ্রাহক, কফ ও পিত্তকারক, শীতবীর্য, মধুর রস, অল্প বায়ুবর্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বর নিবারক।

মাষ কলায়—গুরু, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ু নাশক, উষ্ণবীর্য, মলমূত্র নিঃসারক, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্ধক, স্তন্যবর্ধক, মেদোজনক ও পিত্তবর্ধক এবং ইহা অর্শোবলি, অর্দ্দিত শ্বাস ও পরিণাম শূল নাশক।

মসুর (মুশুড়ি)—মল সংগ্রাহক, শীতবীর্য, লঘু, রুক্ষ, বাতকর এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বরনাশক। গ্রহণি রোগ মাত্রেই উহা নেহায়েৎ ক্ষতিকর।

ছোলা—শীতবীর্য, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী ও বাতজনক। দুধ অপেক্ষা ছোলার ভিতর নয় গুণ ভিটামিন বেশী।

খোসাযুক্ত ও পরিষ্কৃত ছোলা রাত্রে ভিজাইয়া সকালে ২/১টি করিয়া ছোলা ভালরূপে চিবাইয়া খাওয়ার পর ঐ পানিটুকু কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে এবং নিয়মিত ব্যায়াম ও পরিশ্রম করিলে শরীর স্থূল ও মজবুত হইয়া থাকে। রমণী গমনে অদম্য শক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। হজম শক্তি ভাল হইলে ধ্বজভঙ্গ রোগীও মাতঙ্গের ন্যায় শক্তিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হজম শক্তি ভাল না হইলে ইহা ভক্ষণ করিবে না।

শুক্না ভাজা ছোলা একটি অখাদ্যই বটে। কারণ উহাতে বাত প্রকোপিত হয়, কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়। সিদ্ধ ছোলা পিত্ত ও কফনাশক।

মটর—রুক্ষ, শীতবীর্য, আমদোষজনক এবং পিত্ত দাহ ও কফ বিনাশক।

খেসারী—কিছু সামান্য গুণ থাকিলেও মনে হয় খোদা উহা ঘোড়ারই খাদ্য হিসাবে পয়দা করিয়াছেন, মানবের জন্য নয়। কারণ খেসারী ডাইল অতিশয় বায়ুবর্ধক এমন কি মানুষকে খঞ্জ ও পঙ্গু করিয়া দিয়া থাকে। সমস্ত ডাইলের মধ্যে খেসারী ডাইলই নিকৃষ্ট। প্রত্যেকের জন্যই খেসারীর ডাইল অবশ্য-বর্জনীয়।

তরকারী

উচ্ছে ও করেলা—শীতবীর্য, ভেদক, লঘু ও তিক্তরসা ইহা জ্বর, কফ, পিত্তরক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিনাশক। অগ্নিদীপক সদ্য জ্বর রোগারোগ্য ব্যক্তির ইহা ভাল তরকারী।

ধুধুল—ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

ঝিঙ্গে—অগ্নিদীপক, পিত্তনাশক, ইহা শ্বাস, জ্বর, কাশ ও ক্রিমি নিবারক। সবের জন্যই ভাল তরকারী।

পটোল—পাচক, হৃদ্য, লঘু, শুক্রকারক, অগ্নিদীপক। ইহা কাশ, রক্তদোষ, জ্বর ও ক্রিমিনাশক। ত্রিদোষ নাশক বলিয়া ইহা একটি উত্তম তরকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে।

শীম—গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মা বর্ধক ও বাত পিত্তনাশক।

সজিনা ডাটা—অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম বিনাশক।

বেগুন—অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য, শুক্রজনক, লঘু। ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মা বিনাশক খোস-পাঁচড়া ও চুলকানি রোগে বেগুন পরিত্যাগ করিবে।

ঢেঁড়শ—রুচিকর, ভেদক, পিত্ত শ্লেষ্মানাশক, বাতবর্ধক, মূত্রজনক ও অশ্মরী (পাথরী) প্রশমক, শুক্রবর্ধক।

কাকরোল—কুষ্ঠ, অরুচি, শ্বাস, কাশ, জ্বর নাশক ও অগ্নিদীপক।

ভুঁই কুমড়া—স্নিগ্ধ পুষ্টিকারক, স্বরবর্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য, শুক্র ও বলবর্ধক, জীবনী শক্তিবর্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্তদোষ, রক্ত দুষ্টি, বায়ু বিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে। মিষ্টিকুমড়া পেটের পীড়ায় অখাদ্য ও পরিত্যাজ্য।

ওল—কফ, অর্শ, প্লীহা গুল্ম বিনাশক। অর্শের সুপথ্য।

গোল আলু—শীতবীর্য, বিষ্টম্ভী, গুরু, মল-মূত্র নিবারক, রক্ত পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্ধক।

মূলা—রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষ নাশক ও স্বর প্রসাধক। জ্বর, শ্বাস, নাসিকা, রোগ, কণ্ঠরোগ ও নেত্র রোগের সুপথ্য। মূলা কামলা রোগের মহৌষধ।

গাজর—তরকারীর মধ্যে উৎকৃষ্ট, উষ্ণ বীর্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মল সংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী, কফ বায়ু বিনাশক।

ঠেটে কলা—(কাঁচা)—গুরু, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্ধক।

আনাজী কলা—সবের পক্ষে সুখাদ্য।

থোড়—রুচিকর, অগ্নিবর্ধক এবং যোনীদোষ নাশক।

মান কচু—লঘু, শোথনাশক, শীতবীর্য।

লাউ (কদু)—লঘু তরকারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভিটামিনযুক্ত। বহু রোগের প্রতিষেধক। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলিয়া থাকেন, কদু পেটে থাকিতে কলেরা আক্রমণ করিতে পারে না। সত্যই রাসূলে পাক যাহা আমল করিয়াছেন যুগে যুগে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ তাহার বহু তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন, কিন্তু উহার আজায়েব শেষ হইবে না।

শাক বর্গ

পুঁই শাক—শীতবীর্য, স্নিগ্ধ শ্লেষ্মাকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কণ্ঠের অহিতকর নিদ্রাজনক, শুক্রবর্ধক বলকর, সুপথ্য ও গুরু। পেটের পীড়া, গলগণ্ড ও একশিরা এবং কুরন্তে বর্জনীয়।

পুঁদীনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর, বমি ও অরুচি নিবারক। ইহার চাট্‌নি খুব মজাদার ও উপকারী।

কাটানটে শাক—লঘু, মল-মূত্র প্রবর্তক, রুচিকর, অগ্নিদীপক, বিষ বিনাশক।

পালং শাক—বাতজনক, শ্লেষ্মাকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টম্ভী। শ্বাস রক্তপিত্ত ও বিষদোষ বিনাশক।

পাট শাক—বাত প্রকোপক, বিষ্টম্ভী, রক্তপিত্তনাশক।

কল্‌মী শাক—স্তন্য দুগ্ধ বর্ধক, শুক্রবর্ধক ও মধুর রস। পেটের পীড়ায় সুপথ্য নহে। দৃষ্টি-শক্তি বর্ধক।

হেলেঞ্চা শাক—শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক।

মূলা শাক—মূলার নূতন পাতা পাচক, লঘু, রুচিকর, উষ্ণবীর্য। ইহা তৈলে ভাল পাক হইলে ত্রিদোশ নাশক হইয়া থাকে। আর পাক ভাল না হইলে কফ ও পিত্তবর্ধক হইয়া থাকে।

মটর শাক—ভেদক, লঘু তিক্ত ও ত্রিদোষ নাশক। আমবাতে খুব উপকারী।

সরিষা শাক—শাক বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কারণ উহা ক্ষারযুক্ত লবণ-কটু মধুর রস, মল-মূত্র বর্ধক, গুরু বিদাহি, উষ্ণবীর্য, ত্রিদোষজনক।

তৈল বর্গ

তিল তৈল—গুরু, শরীরের স্থিরতা সম্পাদক, বলকারক, বর্ণ প্রসাধক, বাতঘ্ন, কফ নাশক, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্তজনক, মল-মূত্র রোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্রনঘ্ন, মেহনাশক, কর্ণশূল, যোনিশূল বিনাশক।

সরিষার তৈল—অগ্নিদীপ্তকারক, লঘু। ইহা মেদ, কফ, বায়ু, অর্শ, শিররোগ বর্ণরোগ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও দুষ্ট ব্রণ নাশক।

নারিকেল তৈল—গুরুপাক, ক্ষীণ ধাতুসমূহের পুষ্টিকারক ও বাতপিত্ত প্রশমক। ইহা নষ্ট শুক্র, প্রমেহ, শ্বাস, কাশ, যক্ষ্মা, স্মরণশক্তির হীনতা ও ক্ষত রোগে প্রশস্ত।

মসিনা তৈল—অগ্নি গুণবহুল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, কফ ও পিত্তবর্ধক, চক্ষু ক্ষতিকর, বলজনক, বায়ুনাশক, ত্বক দোষ নাশক, মলবর্ধক।

ভেরেণ্ডার তৈল (Castor oil)—তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপ্তকারক, গুরু, স্থিত সম্পাদক, বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তি ও বলপ্রদ, যোনী ও শুক্রশোধক। ইহা বিষম জ্বর, হৃদ রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহ্যাদিগত শূল, গুল্ম, শোথ বিনাশক।

বাদাম তৈল—বাজীকারক, বায়ুপিত্ত নাশক, দাহঘ্ন, লাবণ্যবর্ধক, শিররোগ ও মেহ নাশক।

গার্জন তৈল—কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষদোষ এবং ক্ষত বিনাশক।

ঘৃত বর্গ

ঘৃত মানব জীবনের পক্ষে বিশেষ উপকারী খাদ্য। ঘৃত রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দীপক, কান্তিজনক ও জোধাতু বর্ধক, তেজস্কর, লাবণ্য বর্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বর বর্ধক, স্মৃতি-কারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলকারক, গুরু। ইহা বিষ, বায়ু, জ্বর উন্মাদ শূল, ব্রণ, ক্ষয় ও রক্ত দোষনাশক।

মহিষা ঘৃত—লঘুপাক, সর্ব রোগনাশক, অস্থিবর্ধক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিবর্ধক। ইহা অশ্মরী, শর্করা ও বাত বিনষ্ট করে।

দুগ্ধ বর্গ

পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সমস্ত লোকই দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। এই বিশ্ব চরাচরে দুগ্ধের ন্যায় দ্বিতীয়টি আর নাই। ইহা একাধারে সুপথ্য ও ঔষধ।

অন্যান্য খাদ্য না খাইয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ সেবন করিয়া মানুষ জীবিত ও সুস্থ থাকিতে পারে। কিন্তু হতভাগা মুসলমান এই দুধ বিক্রি করে পচা মাছ খরিদ করিয়া ভক্ষণ করে। নানাবিধ ক্ষতিকর, গুণহীন এমন কি তামাক বিড়ি খরিদ করিয়া থাকে। ইহা জাতির পক্ষে একটি কেলেঙ্কারীই বটে। সব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দৈনিক কম পক্ষে একবার কিছু দুধ পান করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

দুগ্ধ—সুমধুর, স্নিগ্ধ, সারক, বাত পিত্তঘ্ন সদ্য শুক্রকর, শীতল, বলকারক, মেধাবর্ধক, শ্রেষ্ঠ বাজীকর, রসায়ন, ও রজঃবর্ধক। বিশেষ কোন পেটের পীড়া না থাকিলে দুধ পান করিতে দিবে।

গো-দুগ্ধ—সমস্ত দুধের মধ্যে গো-দুগ্ধই উত্তম। কিন্তু কোন সময় উহা শীতল হইলে পান করিবে না।

মহিষের দুগ্ধ—গো-দুগ্ধ হইতে উহা মধুর রস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, ক্ষুধা-বর্ধক ও শীতবীর্য।

ছাগ দুগ্ধ—লঘু, মল সংগ্রাহক। ইহা রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, কাশ ও জ্বরনাশক।

ভেড়ী দুগ্ধ—অশ্মরী (পাথরী) নাশক, চুলের হিতকর, গুরু, শুক্রবর্ধক, পিত্ত কফকারক।

অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণাগুণ

স্বাস্থ্য সম্পন্ন উৎকৃষ্ট গাভীর দুগ্ধ দোহনকালে স্বভাবতঃ যে গরম থাকে; (বানকাড়া গরম দুধ) তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলা হয়। ইহা লঘু, সুপথ্য, রসায়ন, ত্রিদোষ নাশক, নিয়মিত সেবন করিলে পাগল পর্যন্ত ভাল হইয়া থাকে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ দোষ বৈষম্যের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বটে।

দোহনকালে মহিষের দুধ ঠাণ্ডা করিয়া পান করিলে উপকার হয়। উপরোক্ত নিয়মে গরু ও মহিষের দুধ ছাড়া অন্য কোন কিছুর দুধ সেবন করিবে না। সমপরিমাণ দুধ ও পানি জ্বাল দিয়া দুগ্ধবিশেষ থাকিতে নামাইলে উহা অত্যন্ত লঘু হইয়া থাকে। দুধের সহিত লবণ কিংবা অম্ল একত্রে ভক্ষণ করিবে না। চিনি ও মিশ্রি সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক, ত্রিদোষ নাশক। ইক্ষুগুড় মিশ্রিত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মাবর্ধক। না দুধ, না দই এই ছ্যাকরা দুগ্ধ বিষ তুল্য। কখনও উহা পান করিবে না। অন্য কাহাকেও পান করিতে দিবে না।

দুগ্ধ সর—গুরু, শীতবীর্য, রতিশক্তি বর্ধক, রক্তপিত্ত নাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং কফ বল ও শুক্রজনক।

দধি—উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, গুরু, মল সংগ্রাহক, রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফবর্ধক। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীত জ্বর, বিষম জ্বর, অতিসার, অরুচিতে উপকারী ও বলবর্ধক। দধির মধ্যে গব্য দধিই শ্রেষ্ঠ।

মহিষ দধি—অতিশয় স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকারক, বাতপিত্ত নাশক, শুক্রকারক, গুরু ও রক্ত দোষক।

ছাগ দধি—অত্যন্ত সংগ্রাহক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং শ্বাস, কাশ, অর্শ রোগে প্রশস্ত। দধি রাত্রিতে খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। একান্ত খাইতেই হইলে ঘৃত, চিনি মধু বা আমলকী ইহার কোন একটি মিশ্রিত করিয়া খাইবে। দধি কখনও গরম করিয়া খাইবে না।

ঘোল—ভাল মথিত ঘোল বায়ুপিত্ত ও কফ নাশক। অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, ইহা গ্রহণী রোগে বিশেষ হিতকর।

মাখন—গো-মাখন হিতজনক, বৃষ্য বর্ণ প্রসাধক, বলকারক, অগ্নিবর্ধক ও ধারক। স্বাস্থ্যের জন্য ইহা পরম উপকারী। বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শ শ্বাস ও কাশনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও শিশুর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

গুড়বর্গ

ইক্ষু গুড়—শুক্রবর্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, মূত্ররোধক, কুমেদ, কফ ও ক্রিমিবর্ধক।

পুরাতন গুড়—লঘু, হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, শুক্রবর্ধক, বায়ুনাশক।

গুড় আদার সহিত সেবন করিলে কফ, হরিতকীর সহিত সেবন করিলে পিত্ত, শুণ্ঠির সহিত সেবন করিলে বহুবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

খেজুরের গুড়—কিঞ্চিৎ গরম হইলেও ক্রিমিনাশক, নারিকেলের দুধের সহিত খাইলে ক্রিমি শান্তি হইয়া থাকে।

মিশ্রি—চিনির ন্যায় গুণযুক্ত। ইহা লঘু, বায়ু পিত্তনাশক, সারক।

ফল বর্গ

আম—কচি আম কষায়, অম্লরস রুচিকারক এবং বায়ু পিত্তবর্ধক।

কাঁচা আম—অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্ত দোষক, আম্রপেশী (আমচুর) ভেদক, কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা আম—মধুর রস, শুক্রবর্ধক, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণ প্রসাধক এবং অগ্নি ও কফবর্ধক।

আমমিশ্রিত দুধ—শুক্রবর্ধক, বর্ণ প্রসাধক, মধুররস, গুরু, বায়ু পিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্ধক। অম্লরস আম অধিক ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য বিষমজ্বর, রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমসত্ত্ব—তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত নাশক, সারক, রুচিকারক ও লঘু।

আমের বীজ—বমি, অতিসার ও হৃদয়ের দাহনাশক।

আমড়া—(কাঁচা)—বায়ু নাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক ও সারক।

পাকা আমড়া—তৃপ্তিকারক, কফ বর্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্ধক বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, গুরু ও বলকারক। ইহা বায়ুপিত্ত ক্ষত, দাহ ক্ষয় ও রক্ত দোষনাশক।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মাংসবর্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং পিত্তবায়ু রক্তপিত্ত ক্ষত ও ভ্রণ নাশক। গুল্ম ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির জন্য অহিতকর।

কাঁঠালের বীজ—শুক্রবর্ধক, গুরু, মলরোধক ও মূত্র নিঃসারক। কাঁঠাল ভক্ষণের পর কাঁঠালের ২/১টি বীজ কাঁচা চিবাইয়া খাইলে উহা সহজে পরিপাক হইয়া যায়। অবশ্য জিহ্বা ও তালু আঠাযুক্ত হইয়া কষ্টদায়ক হইয়া থাকে কিন্তু উহার পরিবর্তে ২/১টি পাকা কলা খাইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্যক পরিপাক হইয়া থাকে। ইহা পরিক্ষিত।

কলা—পাকা কলা শুক্রবর্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিবর্ধক ও মাংসবর্ধক। দুধ কলা অত্যন্ত পুষ্টিকারক। ইহা তৃষ্ণা ও প্রমেহ নাশক।

ফুট—(বাঙ্গী) রুক্ষ, গুরু পিত্রঘ্ন, কফনাশক, ঈষৎ উষ্ণ, ধারক, বিষ্টম্ভকারক, মল নিঃসারক।

ক্ষীরাই—শুক্রবর্ধক, গুরু, বলকারক, পিপাসা ভ্রান্তি ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোষনাশক।

ডাব—ডাবের পানি শীতল, হৃদয় গ্রাহী, অগ্নি দ্বীপক, শুক্রবর্ধক, লঘু, পিপাসা নাশক, পিত্তঘ্ন এবং বস্তিদোষনাশক, শোধক। নারিকেল পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত রোগনাশক।

নারিকেল—গুরু, পিত্তবর্ধক, বিষ্টম্ভী ও বিদাহী (জ্বালাকর)। পাকা নারিকেল কুরিয়া উহার দুধ বাহির করতঃ ঝুনা বা পাকা দানাদার খেজুরের গুড়ের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি শান্ত হইয়া থাকে। কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, নারিকেলের মধ্যে ভিটামিন এ, বি, সি সবই বিদ্যমান আছে।

তরমুজ—অপক্ক তরমুজ ধারক, শীতল ও গুরু। পক্ক তরমুজ, ঈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ ক্ষার বিশিষ্ট, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ু নাশক। তরমুজ ও খরমুজ একই আকৃতির এবং একই গুণ বিশিষ্ট অধিকন্তু উহারা মূত্রবর্ধক।

শশা—কচি শশা, লঘু, মধুর রস এবং পিপাসা, ক্লান্তি, দাহ পিত্ত ও রক্ত পিত্তনাশক।

পাকা শশা—উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্ধক, কফ ও বায়ুনাশক।

শশা বীজ—মূত্রকারক, রুক্ষ এবং পিত্ত দোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।

সুপারী—গুরু, শীতবীর্য, রুক্ষ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকর ও মুখের বিরসতানাশক।

কাঁচা সুপারী—গুরু, অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক, কৃমিনাশক।

আতা—তৃপ্তিজনক, বল ও পুষ্টিকারক,শীতল, হৃদ্য, রক্তবর্ধক, শ্লেষ্মাজনক। ইহা বাত, পিত্ত, রক্ত দুষ্টি, দাহ তৃষ্ণা বমি ও বমনবেগ নিবারক।

পেয়ারা—(ছোট) বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, রুচিকর ও শুক্রজনক।

পেয়ারা—(বড়) বীর্যবর্ধক, বলকারক, পুষ্টিকর, মূর্চ্ছা, জ্বর, ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, ভ্রম ও শ্রম বিনাশক।

পেঁপে—(কাঁচা ও তাহার কষ) প্লীহা, যকৃত ও গুল্মবিনাশক। ২/১ ফোঁটা কষ কলা বা মিষ্টির সহিত পুরিয়া খালি পেটে খাইতে হয়। কাঁচা পেঁপের তরকারী অর্শ হিতকর।

পাকা পেঁপে—শীতবীর্য, রুচিকর, অগ্নিদ্বীপক, হৃদয়রোগে হিতকর রক্তপিত্তনাশক।

আনারস—অম্ল মধুর রস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকারক, বায়ুনাশক, রুচিজনক, শ্লেষ্মাকারক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক। ছোট মেয়েদেরকে খালি পেটে খাওয়াইলে ক্রিমি ক্ষেপণের ভয় রহিয়াছে।

তাল—পাকা তাল পিত্ত, রক্ত ও কফবর্ধক, বহুমূত্রজনক, তন্দ্রাকারক, শুক্রবর্ধক।

তালশাঁস—লঘু, কফবর্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক।

বেল—কচি বেল ধারক, অগ্নিদীপক, আমের পাচক আম হযম করিয়া থাকে। (কটু, কষায় ও তিক্তরস) উষ্ণবীর্য, লঘু, স্নিগ্ধ, বায়ু ও কফনাশক।

পাকা বেল—গুরু, ত্রিদোষজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, অগ্নিমান্দ্য কর। কাঁচা ও পাকা বেল আগুনে ভাল সিদ্ধ করিয়া খাইলে উপকার হইয়া থাকে। কিন্তু ঘোলের সহিত উহা ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কারণ বিরুদ্ধ ভোজন।

কয়েত বেল—অপক্ক, ধারক ও লঘু।

পাকা—পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, কণ্ঠশোধক ও ধারক।

কাঁচা গাব—ধারক, বায়ুবর্ধক, শীতবীর্য ও লঘু।

পাকা গাব—গুরু, পিত্ত, প্রমেহ রক্তদোষ ও কফনাশক।

জাম—গুরুপাক, বিষ্টম্ভি, শীতবীর্য, অগ্নিদোষক, রুক্ষ, বাতজনক, কফ ও পিত্তনাশক। রক্তের সংশোধক।

কুল—শীতবীর্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্ধক ও পুষ্টিকারক।

চালতা—বিষ, স্ফোটক, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক, কেশের হিতকর।

কিসমিস্‌—মোনাক্কা ও কিস্‌মিস একই গুণবিশিষ্ট।

পাকা কিসমিস্‌—সারক, শীতবীর্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপকারক, গুরু, স্বর প্রসাধক, মল-মূত্র নিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবর্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচিকারক। ইহা পিপাসা, জ্বরবাত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহরোগ বিনাশক।

খেজুর—স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক ও বলকারক। ষ্টমাকের বায়ু, বমি বাতশ্লেষ্মা দোষ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাশ ও শ্বাসনাশক।

বাদাম—উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্ধক, মগজ বর্ধক, গুরু।

নাশপতি—লঘু, শুক্রবর্ধক, ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) নাশক।

টাবা লেবু—লঘু, হৃদয়গ্রাহী, কণ্ঠ, হৃদয় ও জিহ্বা শোধনকারক।

গোড়া লেবু—(জাম্বুরা) ইহা বায়ু, কফ, শূল, কাশ, বেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃদপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমি নাশক। ম্যালেরিয়া নাশক।

কাগজী লেবু—বায়ুনাশক, অগ্নিদ্বীপক, পাচক ও লঘু। ক্রিমিনাশক, উদররোগ নাশক, ইহা বায়ুপিত্ত, কফ ও শূল রোগে হিতকর, রুচিকর, ইহা ত্রিদোষ, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়রোগ, বাতরোগ, বিষ দুষ্টি, গলরোগে প্রযোজ্য।

কমলা লেবু—গুরু, বলকারক ও পুষ্টিজনক। বায়ু, পিত্ত, বিষ, রক্ত দোষ, অরুচি, পিপাসা ও বমি নাশক।

তেঁতুল— কাঁচা তেঁতুল গুরু, বায়ুনাশক, পিত্ত কফজনক, রক্তদুষ্টিকারক।

পাকা তেঁতুল—অগ্নিদ্বীপক, রুক্ষ, সারক ও উষ্ণবীর্য, কফ ও বায়ুনাশক, শূলবেদনা এবং আমাশয় ও রক্ত আমাশয়ে অতি পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ অমৃতসম।

মোছলেহাতবর্গ

[মসল্লাদি]

আদা—গুরু, উষ্ণবীর্য, অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফনাশক। আহারের পূর্বে কিছু আদা লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কুষ্ঠ, পাঁচড়া, পাণ্ডুরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত জ্বরযুক্ত ব্রণ ও দাহরোগে এবং গ্রীষ্মকাল ও শরৎকালে অহিতকর। আদা পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকারী কিন্তু অধিক ভক্ষণ করিলে জিরিয়ান দেখা দিয়া থাকে।

গোলমরীচ—অগ্নিদ্বীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর ও রুক্ষ। শ্বাস, শূল ও ক্রিমি নাশক।

সাদা মরিচ—গরম, অতি মাত্রায় ভক্ষণ করিলে পুরুষের ধাতু রোগ, শূলরোগ এবং মেয়েদের শ্বেতপ্রদর রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

চৈ—মল দ্বারের যাবতীয় রোগ বিনাশক, হজম শক্তি বৃদ্ধিকারক, গরম নহে, লঘু, বাত ও শ্লেষ্মানাশক, লঘু, শ্বাস, কাশ, পেটের পীড়া, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, শূল, ও আমবাত বিনাশক। পিপুলের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট।

যোয়ান—রুচিকর, উষ্ণ, লঘু, অগ্নিদ্বীপক, পিত্তজনক। ইহা শুক্র, শুল, বাত, শ্লেষ্মা, উদর, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমি নাশক।

বনযমানী—(রাঁধুনি) অগ্নিদ্বীপক অর্থাৎ হজমশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ,বলকর ও লঘু। ইহা চক্ষু রোগ, ক্রিমি, সর্দি, হিক্কা ও মূত্রাশয় রোগ বিনাশক।

সাদা জীরা—মলসংগ্রাহক, হজমীকারক, লঘু, কিঞ্চিৎ গরম, রুচিকর, গর্ভাশয় বিশোধক, রুক্ষ, বলবর্ধক। বমি, ক্ষয়রোগ, বাতজ উদরধ্যান, কুষ্ঠ, বিষরোগ, জ্বর, অরোচক, রক্ত দুষ্টি, অতিসার, ক্রিমিরোগ ও গুল্মরোগে হিতকর।

কালাজীরা—চক্ষুর হিতকর, রুচিজনক, উষ্ণবীর্য, মলসংগ্রাহক, হজমী শক্তি বৃদ্ধিকারক, বলকর ও গর্ভাশয় বিশোধক। ইহা জীর্ণজ্বর, শোথ, শিরোরোগ, কুষ্ঠরোগ, গুল্ম, (প্লীহা), ক্রিমি, আমদোষ নিবারক।

ধনে—স্নিগ্ধ, মূত্রজনক, লঘু, হজমশক্তি বৃদ্ধিকারক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক। ইহা জ্বর তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ, ক্রিমি নিবারক।

মৌরি—যোনী শূল, অগ্নিমান্দ্য মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

হলুদ—উষ্ণবীর্য, কফজ ও বাতজ দোষ, রক্ত দুষ্টি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, ত্বকদোষ, ব্রণ, শোথ, কামলা, ক্রিমিনাশক।

রসুন—পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, উষ্ণবীর্য, ভগ্নসন্ধান কারক, কণ্ঠশোধক, গুরু, পিত্ত ও রক্তবর্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাধক, মেধাজনক, চক্ষের হিতকারক। হৃদরোগ, জীর্ণজ্বর, গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক।

পিঁয়াজ—রসুনের ন্যায় গুণযুক্ত। বলকারক নাতিপিত্তজনক, বীর্যবর্ধক, গুরু। পিঁয়াজ ও মরিচ ভক্ষণ করিলে মেদা গরম হইয়া থাকে, কাজেই উহা ভক্ষণ না করাই উত্তম।

লবঙ্গ—চক্ষুর হিতকর, অগ্নির দ্বীপক, রুচিকারক, কফ, পিত্তদোষ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমী, উদরাধ্মান, শূল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগ আশু নিবারক।

বড় এলাচী—অগ্নি বর্ধক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য। ইহা কফ, পিত্ত রক্তদোষ, শ্বাস, তৃষ্ণা, মূত্রাশয়গত রোগ, মুখরোগ, শির রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট করিয়া থাকে।

ছোট এলাচী—কফ, শ্বাস, কাশ, মুত্রকৃচ্ছ্র, বায়ুনাশক।

জাফরান—শিররোগ, ব্রণ, ক্রিমি বমি, ত্রিদোষনাশক।

দারুচিনি—বাতবর্ধক, পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্তবর্ধক। ইহা তৃষ্ণা নিবারক।

তেজপত্র—উষ্ণবীর্য, লঘু। ইহা কফ, বায়ু ও অর্শ বিনাশক।

পান—উষ্ণবীর্য, লঘু, বলকারক, কামদ্বীপক, রাতকানা নিবারক।

লবণ বর্গ

সৈন্ধব লবণ—অগ্নিদ্বীপক, রুচিকারক, শুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষ নাশক।

সমুদ্র লবণ—ইহাকে পাঙ্গা লবণও বলে। গুরু, অগ্নিদ্বীপক, কফকারক বাতঘ্ন।

বিট্‌ লবণ—ক্ষারযুক্ত, উর্ধ্বগত কফ ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিদ্বীপক, লঘু, উষ্ণবীর্য ও রুচিকারক।

কৃষ্ণ লবণ—সচল লবণ; রুচিকারক, অগ্নিদ্বীপক বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, লঘু।

খারি লবণ—পিত্তজনক, মল সংগ্রাহক, মূত্রকারক, কফ বাত নিবারক।

মধু বর্গ

মধু—কোরআনে মধুর বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। উহা বহু রোগের ঔষধও বটে।

মধু—লঘু, রুক্ষ, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিদ্বীপক, স্বরবর্ধক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, স্রোতসমূহের বিশোধক, বর্ণ প্রসাধক, মেধাজনক, শুক্রবর্ধক, বিশদ গুণযুক্ত, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, কাশ, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্রিমি, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, দাহ, ক্ষাত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

সির্কা—আধ্মান, শোথ, অর্শ, প্রমেহ, শ্লেষ্মাজাত ব্যাধিসমূহে উপকারক, পুষ্টিকর ও বলবর্ধক।

ইক্ষু (আক)—রক্তপিত্ত নাশক, বলকারক, শুক্রবর্ধক, কফ দায়ক, গুরু, মূত্রবর্ধক, মেধাবর্ধক, দাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

চিনি—রুচিকর শুক্রবর্ধক। ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বর নাশক।

মিশ্রি—চিনির গুণ বিশিষ্ট বিশেষতঃ ইহা শীতল।

অন্ন বর্গ

ভাত—অগ্নিবর্ধক পথ্য তৃপ্তিজনক, রুচিকর, লঘু। হজমকাল ২ ঘণ্টা।

খিচুড়ী—শুক্রজনক, বলকর, গুরু, পিত্ত ও কফবর্ধক, মলমূত্রকারক। হজমকাল ৩ ঘণ্টা।

পায়স—পুষ্টিকারক, বলবর্ধক, বায়ুনাশক। হজমকাল ৪ ঘণ্টা।

মিষ্টান্ন বর্গ

মোহন ভোগ—পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, বলকর, বাতপিত্ত বিনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাকারক, গুরু, রুচিকর।

রাজ ভোগ—রসগল্লা, কাঁচাগল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্ন মোহন ভোগের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট এবং হজমের কাল প্রায় ৩ ঘণ্টা।

পরিশ্রম

অঙ্গ চালনা—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের পর যথাক্রমে রস, রক্ত, গোশ্‌ত, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্রে পরিণত হইয়া থাকে। উপযুক্ত অঙ্গ চালনা কর্তৃক রস ও রক্ত আভ্যন্তরীণ ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। শারীরিক ও মানসিক ক্ষয় পূরণের জন্য সমস্ত অঙ্গ চালনার বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত ব্যায়ামের অভাবে শরীর ও মন দিন দিন নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া থাকে। কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে এবং দেহ ও মন মজবুত ও কার্যক্ষম রাখিতে উপযুক্ত ব্যায়ামের একান্ত দরকার। দেহের রক্ষণ ও উহার ক্রমবর্ধনের জন্য আধুনিক যুগে নানা প্রকার অঙ্গ চালনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মতে অন্যান্য অযথা ক্রীড়াদি দ্বারা সময় ও সম্পদ নষ্ট না করিয়া বরং প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটি ও মাদ্রাসাসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে প্রচুর মিলিট্রি ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হউক। অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকদের জন্য এমনভাবে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হউক যাহার পরিণামে দেশের প্রত্যেকটি লোকই সৈনিক হইয়া যাইবে।

এই মিলিট্রি ট্রেনিং দ্বারা যেমন দেহের গঠন হইবে, ঠিক তেমন করে অতি অল্প ব্যয়ে দেশে লাখে লাখে মিলিট্রি সৈন্যের সমাবেশ হইবে। আর দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মিলিট্রি ট্রেনিং গ্রহণ করিলে প্রতি পদে পদে সে আল্লাহ্‌র দরবারে নেকীও পাইবে।

অতি ক্ষুধার সময়, আহারের পর পরই ব্যায়াম প্রভৃতি প্রকট অঙ্গ চালনা করা উচিত নহে। ইহাতে হঠাৎ মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

মোটকথা, প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পরিমিত অঙ্গ চালনা স্বাস্থ্যের পক্ষে অমৃতোপম।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে—নিয়মিতভাবে পরিমিত ব্যায়ামের দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তিও বেশ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

শরীরকে স্থূল, জননেন্দ্রীয়কে লৌহদণ্ডের ন্যায় মজবুত এবং রমণ কার্যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে নিয়মিতভাবে পরিমিত অঙ্গ চালনার সহিত অল্প ব্যয়ে নিম্নলিখিত নিয়মে উত্তম ছোলা ভক্ষণ করিবে।

হজম শক্তি ও অগ্নিবল অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করত প্রত্যহ সন্ধ্যায় খুব ভাল ছোলা ধুইয়া পরিষ্কার করিবে এবং উহা সিক্ত হইতে পারে এতটা পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে এক একটি করিয়া দানা ভাল ভাবে চিবাইয়া ভক্ষণ করিবে এবং ঐ ছোলা ভিজান পানিটুকুও শেষে খাঁটি মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। দুধ অপেক্ষা ছোলার ভিতর ৯ গুণ ভিটামিন বেশী।

বিশ্রাম

পরিশ্রমের পর পরিশ্রম করিতে থাকিলে এবং কিছু বিশ্রাম না করিলে শরীর নিস্তেজ ও অকর্মন্য হইয়া পড়ে। কাজেই পরিশ্রমের পর উপযুক্ত বিশ্রাম করা একান্ত দরকার। আমাদের বাংলা দেশের কৃষি কার্যরত ভাইয়েরা প্রত্যহ ভোর হইতে সারাদিন এমন কি প্রায় অর্ধরাত্র পর্যন্ত পরিশ্রমের উপর কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাঁহারা অজ্ঞতা হেতু একটু বিশ্রামও করে না এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যও ভক্ষণ করে না। ফলে ক্লান্ত ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর নিয়া কাজ চালাইয়া থাকে। কিন্তু বখিলি করিয়া ক্ষয় পূরণের নিমিত্ত ২ টি পয়সা খরচ করিয়া, ভাল খাবার না খাইয়া দিন দিন স্বাস্থ্যহানি করিতেছেন। জাতীয় জীবনে ইহা একটি কেলেঙ্কারীও বটে।

কঠোর পরিশ্রমের পর, ঘর্মাক্ত শরীরে কখনও স্নান করিবে না। খুব ঠাণ্ডা পানি, বরফ পান করিবে না। কারণ ইহাতে হাঁপানি ও নিমুনিয়া হইবার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে। খুব বেশী তৃষ্ণায় কাতর হইলে একটু লেবুর রস বা কোন উপযুক্ত জিনিস দ্বারা গলাটা ভিজাইয়া লইবে।

চিত্ত বিনোদন

মনের আনন্দ দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। আমরা উহা মোটেই অস্বীকার করিতে পারি না। অবশ্য চিত্ত বিনোদনের বিষয় বস্তু ও পন্থা নির্ণয়ে আমরা অনেকের সহিত একমত হইতে পারি না।

কারণ—চিন্তা ও চর্চা করিলে দেখা যায়, কেহ মদ ও মাগিতে আনন্দ পায়। কেহ পরের উপকার ও খোদার এবাদতে পরম আনন্দ পাইয়া থাকে। আবার মানুষ তার মন যে ধরনের গড়িতে ইচ্ছা করে তাহা সে অনায়াসে গড়িতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য মনের আনন্দ। অতএব, ছোটকাল থেকেই আমাদের মনকে গড়িতে হইবে যেন মদ, মাগি, সিনেমা, ড্রামা, বাইসকোপ, থিয়েটার, তাশ, পাশা, নাচ-গান প্রভৃতি সময় নষ্টকারক, অর্থের অপচায়ক এবং চরিত্র কলুষিতকারক কার্যকলাপ শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন করিয়া পরকাল ও ইহকাল নষ্ট না করি। উল্লেখিত বিষয়গুলি যেমন খোদার অমনোনীত কাজ ঠিক তেমন করিয়া দুনিয়াও নষ্ট করিয়া থাকে। ক্ষণেকের জন্য একটু আনন্দ হইলেও উহা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মন ও হৃদয় ভারাক্রান্ত ও অবসাদ হইয়া থাকে। সুতরাং উল্লেখিত ক্ষণস্থায়ী চিত্ত বিনোদক বিষয়গুলি চিরতরে পরিত্যাজ্য।

পক্ষান্তরে আমাদের সমাজের প্রত্যেকটি নাগরিককে শৈশব থেকেই এমন মন গড়িয়া তুলিতে হইবে যেন পরের একটি উপকার করিয়া ১০ বোতল মদের আনন্দ লাভ করিতে পারে এবং খোদার এবাদত বন্দেগীর ভিতর সমগ্র দুনিয়ার রাজত্বের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে পরোপকারের মধ্যে, খোদার আনুগত্য ও বন্দেগীর মধ্যে এমন চিত্ত বিনোদন হইয়া থাকে যাহার আনন্দ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। অবসাদ মোটেই নাই। বাস্তবিকই যদি এই ধরনের মন একবার গঠন করা যায় তাহা হইলে দুনিয়া ও আখেরাতে বড়ই আনন্দ এবং আনন্দের স্রোতে দুনিয়ার বহু বিপদ, অশান্তি ভাসিয়া যায়। ফলে সুখে, দুঃখে সর্বক্ষণ আনন্দ হৃদয়ের উপর উদ্ভাসিতই থাকে।

ক্রন্দন

একটিই মাত্র দরখাস্ত যাহা মানুষের দরবারে গৃহীত হইয়া থাকে এবং ঐ দরখাস্তের ফেরৎও নাই। আবার আল্লাহ্‌র দরবারেও উহা কবূল। দরখাস্তকারীর এ দরখাস্তের ভিতর অন্য কোন বিষয়বস্তু না থাকিলেও উহা দ্বারা সমস্ত মনের বাসনা পূর্ণ হইয়া থাকে। ঐ মহা দরখাস্তটির

নাম হইতেছে ক্রন্দন। বিজ্ঞ ও বহুদর্শী মনীষীগণ বলিয়াছেন, ক্রন্দন দ্বারা স্বাস্থ্যের বিরাট উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে।

কচি কচি ছেলেমেয়েরা তাহাদের সুখ অসুখ, শান্তি অশান্তি, ক্ষুধা ও বেদনা প্রভৃতি সর্বাবস্থায় ঐ একটি কান্নার দ্বারা আবেদন করিয়া থাকে এবং উহা লালন পালনকারীদের নিকট এতই গ্রহণযোগ্য যে, শিশুদের মনের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ণ করিয়া থাকে। শিশুদের এই কান্নার দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য মজবুত না হইলেও পূর্ণত্ব লাভ করিয়া থাকে। কারণ জমি কিছুদিন যাবৎ প্রখর রৌদ্রে শুকাইবার পর বৃষ্টি হইলে যেমন উহা সরস হইয়া বেশী ফসল উৎপাদন করিয়া থাকে। ঠিক তদ্রূপ কান্না দ্বারা হৃদয় শুষ্ক করিবার সঙ্গেই যে আনন্দটুকু মনের উপর উদ্‌ভাসিত হয় উহা দ্বারা স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

মানুষ সক্ষম ও স্বাবলম্বী হইবার পর সে যখন এই ক্রন্দন লজ্জাকর নিষ্প্রয়োজন করিয়া লয় তখনই তাহার সর্ব প্রকার অসুবিধার ভার বহন করিতে হয়।

অতএব, প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষের কর্তব্য হইতেছে তাহারা যেন গভীর রজনীতে নির্জনে একাকী বসিয়া খোদার গযব আযাব স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করে। তাহা হইলে যেমন তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে ঠিক তাহার তদ্রূপভাবে আখেরাতের পথও সুগম হইতে পারে।

নিদ্রা

সুনিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে অমৃতোপম। শুধু ব্যায়াম, বিশ্রাম ও পুষ্টিকর আহার বিহারের দ্বারা দেহ ও মন সতেজ থাকিতে পারে না। উপযুক্ত সুনিদ্রার অভাবে দেল ও দেমাগ দিন দিন দুর্বল ও গরম হইলে নানাবিধ প্রকট ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বিনিদ্রেয় ব্যক্তি পাগল পর্যন্ত হইয়া থাকে।

সুতরাং প্রত্যেকটি নারী ও পুরুষকে দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা ঘুমাইতে হইবে। ইহার থেকে বেশী ঘুমাইয়া অলস ও অকর্মা হওয়া উচিত নহে। পক্ষান্তরে উহার থেকে কম ঘুমাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করাও সমীচীন হইবে না।

নিদ্রার সময়

ছেলেবেলা হইতেই নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করিতে হইবে। জজ্‌বা কিংবা স্ফূর্তি ও আমোদ-প্রমোদে নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না। এক দিনের জন্যও নিয়ম ভঙ্গ আদৌ ভাল নয়। অতএব, বাল্যকাল ও ছাত্রজীবন থেকেই নিয়মানুবর্তিতার অভ্যাস করিয়া লইবে।

সারাটি বৎসর বেহুদা গল্প-গুজব, অশ্লীল আলোচনা ও আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করা এবং পরীক্ষার সময় সারারাত্রি জাগরণ করিয়া চক্ষু লাল করিয়া পরীক্ষা হলে প্রবেশ করা ঠিক ছাত্র বা তালেবে এল্‌মের কাজ নহে। এরূপ ছেলেদেরকে ঠিক ছাত্র বলাও ঠিক হইবে না। এরা হয়ত পাসও করিবে কিন্তু এল্‌ম্ ও বিদ্যা এদের ভাগ্যে নাই। ছাত্রজীবন বড় মূল্যবান জীবন। জীবন গড়িবার সময়ও বটে। সুতরাং নিয়মানুবর্তিতার সহিত রীতিমত পড়াশুনার কাজ করিবে। ঠিক তদনুরূপ প্রত্যহ রাত্রে ১০ বা ১১টায় ঘুমাইয়া পড়িবে এবং শেষ রাত্রে ৪ টায় গাত্রোত্থান করিয়া ওযূর সহিত আল্লাহ্‌র দরবারে হাজেরী দিবে। ২ বা ৪ রাকা'আত নফল নামায আদায় করত মনের বাসনা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করিবে। জীবন ভর এ অভ্যাসটি অবশ্যই জারি রাখিবে। ইহা দ্বারা স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি দিন দিন হইতে থাকিবে।

নিদ্রার নিয়ম

পেশাব পায়খানার বেগ থাকিলে উহার থেকে ফারেগ হইয়া ওযূর সহিত নিশ্চিন্ত মনে বিছানায় শুইয়া পড়িবে। اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَحْيٰى وَ اَمُوْتُ পড়িয়া প্রথমতঃ চিৎভাবে শয়ন করিবে অতঃপর ১ বার আয়াতুল কুরছি পড়িবে। তারপর ৩ বার নিম্নোক্ত এস্তেগ্‌ফার পড়িবে।

اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

আয়াতুল কুরছি পড়িবার দরুন সারা রাত্র শয়তান থেকে নিরাপদ থাকিবে। উপরোক্ত এস্তেগফার পড়িলে সমুদ্রের ফেনাসম ছগীরা গোনাহসমূহ মাফ হইয়া যাইবে।

অতঃপর সোজাভাবে ডান পার্শ্বে কিছুক্ষণ শয়ন করত পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া বাম পার্শ্বে কেব্‌লামুখী হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে। পেশাব-পায়খানার বেগ ধারণ করিয়া চিৎ বা উপুড় হইয়া কখনও ঘুমাইবে না। ইহা স্বাস্থ্য ও শরীঅত বিধান মতে বড়ই খারাব। রাগ একটি ব্যাধিও বটে। বিশেষতঃ রাগান্বিত অবস্থায় ঘুমাইবে না। গভীর নিদ্রার ভিতর অনেক সময় নিদারুণ পিপাসা হইয়া থাকে। কিন্তু সাবধান! তখন কিছুতেই পানি পান করিবে না। ইহা সর্বরোগের একটি আকর বিশেষ। কিছুক্ষণ একটু ধৈর্য ধারণ করিলে পিপাসা বিলীন হইয়া থাকে।

নিদ্রার সময় সাবধানতা

এমন জায়গায় ঘুমাইবে না যেখানে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। ঘুমন্ত ব্যক্তির ঘুম নষ্ট হইতে পারে এমন কোন প্রকার কাজ বা কথা হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। চাই সে ঘুমন্ত ব্যক্তি ছোট হউক চাই বড় হউক কিংবা বন্ধু-বান্ধবই হউক না কেন কিছুতেই তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে দিবে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে নেহায়েৎ দরকারবশতঃ ডাকিতে হইলে খুব ধীরে ধীরে নম্রস্বরে ডাকিবে। কিংবা হাতে পায়ে বা মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া জাগাইবে। অন্যথায় প্রবল হৃদ রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

নিজের স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধব বিশেষতঃ চাকর-চাকরাণীকে ঘুম হইতে জাগাইতে নির্দয় লোকেরা তাঁহাদের ঘুমের দিকে স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই লক্ষ্য করে না। ইহা বড়ই খারাব, বড়ই নিষ্ঠুরতা।

অনেক সময় নির্ধারিত সময় ঘুম আসে না। এরূপ অবস্থায় কিছুক্ষণ একাকী ভ্রমণ করতঃ হাত-মুখ ধৌত করিয়া ঘুমাইবে।

পানি

দেহ ও প্রাণ রক্ষার জন্য পানি একটি নেহায়েৎ প্রয়োজনীয় বস্তু। বিশুদ্ধ পানি দ্বারা দেহের ও জীবনের মহা উপকার সাধিত হয়। পক্ষান্তরে দূষিত পানি দ্বারা নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মিতে পারে। অতএব, সর্বক্ষণের জন্য দূষিত পানি পরিত্যাগ করিবে। নির্মল পানি যদিও স্বাস্থ্যের জন্য মহা উপকারী কিন্তু আহারের পূর্বে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বেশী পানি পান করিলে পাণ্ডব রোগ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। অবশ্য সূর্য উদয়ের পূর্বে সাধ্যানুযায়ী পানি পান করিলে কোন রোগের আশঙ্কা নাই বরং উহাতে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয় এবং সালসার কাজ করিয়া থাকে।

আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু একটু পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়। আহারান্তে বেশী পানি পান করিলে হজম শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। আহার শেষ করিয়া কোন মতে মুখ ও গলাটা

পরিষ্কার করিবে। আধ ঘণ্টা পর পরিমিত পানি পান করিবে। উক্ত নিয়মটি জঠর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপকারী।

অধঃগতি

একদল স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত বলিয়াছেনঃ প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু ও ক্ষরিত শুক্র বেগ ধারণ করা বড়ই কুৎসিত অভ্যাস।

পায়খানার বেগ ধারণ করিলে এবং অধঃবায়ু গতি রোধ করিলে বায়ু কর্তৃক মল ছিন্নভিন্ন হইয়া নাড়ীর পেঁচ ও সন্ধিস্থলে আট্‌কাইয়া অনেক সময় নাড়ীর ভাজ উল্‌টাইয়া গিয়া নাড়ীতে পেঁচ পড়িয়া থাকে। দূষিত মল নাড়ীর সন্ধিতে আট্‌কিয়া থাকার দরুন অনেক সময় নাড়ীতে ক্ষত; এমন কি অনেকের নাড়ী পচিয়া থাকে।

প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিলে মূত্রাশয়ে প্রস্রাবের তলানি জমিয়া পাথরী হইয়া থাকে।

শুক্র গতি রোধ করিলে ক্ষরিত শুক্র জমিয়া শুক্রশ্মরী বা পাথরী হইয়া প্রাণ নাশের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

অতএব, কস্মিনকালেও প্রস্রাব, পায়খানা, বায়ু এবং শুক্র বেগ ধারণ করিবে না। স্বাভাবিক-ভাবে যাহা বাহির হইতে চায় তাহা বাহির হইতে দিবে। জবরদস্তি তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখিবে না।

সংযম

সংযম ব্যতিরেকে আত্মা এবং মানবতার উন্নতি যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে সংযম ছাড়া স্বাস্থ্য রক্ষাও সম্পূর্ণ অসম্ভব। বাঙ্গালী মুসলমানদের স্বাস্থ্যহীনতা দেখিলে বাস্তবিকই মর্মাহত হইতে হয়। রক্ত মাংস শূন্য কঙ্কালসার জরাজীর্ণ দেহ, শৌর্যবীর্য উদ্যমহীন মন, লাবণ্য হারা মলিন মুখ দেখিতে মর্মান্তিক বেদনায় চিন্তাশীল সুধী মাত্রেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। স্বাস্থ্য ভাল না হইলে এবং মন ও মেজাজ সুস্থ না থাকিলে হাজার সাধনা করিয়াও সৎস্বভাব হাছিল করা এবং উহা রক্ষাকরা কিছুতেই সম্ভব নহে। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে খিটখিটে মেজাজ এবং খিটখিটে মেজাজের কারণে অশান্তিময় সংসার এবং অশান্তিময় পরিবারের সমষ্টিতে এক বিভীষিকাময় দেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতির এই চরম দুরবস্থার আসল কারণ এবং উহার প্রতিকারের পথ কি হইতে পারে? সে জন্য দীর্ঘ কয়েকটি বৎসর বিভিন্ন জায়গায় সফর, বড় বড় সমাজ চিন্তাবিদদের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা, যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের লিখনি অধ্যয়ন এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও বহু ডাক্তার হেকীমদের শেফাখানার; এই বিভিন্ন দিকের অভিজ্ঞতা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, জাতির স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ ১। আহারের অবিচার ২। অবৈধ উপায়ে বীর্যপাত ও বৈধ উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়। খাদ্যদ্রব্যাদি হজমের পর পাকাশয়ের রস যথাক্রমে রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা এবং সর্বশেষে শুক্র পয়দা হইয়া থাকে। এই শুক্র দ্বারাই স্বাস্থ্যের গঠন ও রক্ষণ হইয়া থাকে। শুক্রের প্রাচুর্যে স্বাস্থ্য ও মনের উন্নতি সাধিত হয়। পক্ষান্তরে শুক্র তারল্য ও শুক্রাল্পতা হইলে দেহ ক্ষীণ ও মন নিস্তেজ হইয়া যায়। আবার মজার ব্যাপার হইতেছে এই মূল্যবান বস্তুটি বাহির হইবার জন্য সতত প্রস্তুত এবং বাহির হইবার সময় বড়ই আনন্দ। কিন্তু উহার পরিণাম নিরানন্দই বটে। ক্ষণস্থায়ী অতি সামান্য আনন্দ উপভোগের জন্য শুক্র নষ্ট করিয়া ভবিষ্যৎ অন্ধকার করা কিছুতেই উচিত নহে। আবু মোসলেম বৎসরে মাত্র একবারই স্ত্রী গমন করিতেন এবং বলিতেন, উহা একটি পাগলামীই বটে; বৎসরে একবার পাগলামী করাই যথেষ্ট।

মোম, তাপ না পাইলে এবং আগুনের সহিত যোগাযোগ না পাইলে এবং আগুনের সংস্পর্শে না থাকিলে কিছুতেই উহা নষ্ট হইবে না, গলিবে না। দিয়াশলাইয়ের ভিতরকার প্রত্যেকটি কাঠির সহিত বারুদ থাকে। খাপটির দুই পার্শ্বেও বারুদ রহিয়াছে কিন্তু কোন দিন তাহারা উত্তেজিত হয় না। কিন্তু যখনই তাহাদের মিলন হয় একটু ঘর্ষণও হয় তখনই অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া দিতে পারে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির রহস্য, জীব-জানওয়ারের মধ্যে যৌন উত্তেজনা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মাত্র। কিন্তু মানুষের যৌন উত্তেজনার কোন নির্ধারিত সময় নাই। কাজেই মানুষ, নারী ও পুরুষ সংযমী না হইলে কি অঘটন ঘটিতে পারে সুধী মাত্রেই উহা অবগত। দুর্দম ঘুমন্ত যৌন শক্তি যৌবনের প্রারম্ভে অতি প্রবল হইয়া থাকে। এই সময়ে অশ্লীল, উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার ছবি দর্শন, নানা প্রকার কুৎসিত নাটক ও নভেল অধ্যয়ন এবং যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন, নারীদের খোলাখুলী ভ্রমণ এবং কো-এডুকেশন দ্বারা ঐ ঘুমন্ত জননশক্তি এত উৎকট, প্রবল ও উত্তেজিত হইয়া থাকে যে, তরুণ যুবক-যুবতী অধীর ও অস্থির হইয়া পড়ে। সিনেমা ও ড্রামা নাচ-গান প্রভৃতি কর্তৃক তাহারা আর নিজকে কন্ট্রোল করিতে পারে না। বড় পরিতাপের বিষয় এই সমুদয় যৌন উত্তেজক ও উচ্ছৃঙ্খল কার্যাবলী এত বহুল পরিমাণে চালু করিয়া শেষ পর্যন্ত বেশ্যালয়ও খোলা রাখা হইয়াছে। ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী কর্তৃক নবাগত যুবক ও যুবতী যেমন তাহাদের আখেরাত বরবাদ করিতেছে তেমন করে স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ইহ জগতের সুখ-শান্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। বেশ্যাগমন হেতু অনেকের জনমের মত গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ প্রকট হইয়া পড়ে। এই রোগীর সংখ্যাও আমাদের বাংলাদেশে নগণ্য নহে।

যৌবনের শ্রাবণ মাস আগত। ষোলকলায় পূর্ণশশী নবযুগের মুখে লাবণ্যের ছটা উদ্ভাসিত। যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার সামগ্রীসমূহ পূর্ণ আয়োজিত। অসংযত যুবক হঠাৎ কোন দুশ্চরিত্র লোকের হাতে ধরা পড়িয়া পুংমৈথুন ও হস্তমৈথুন শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে এবং ক্ষণিকের জন্য কিছু আনন্দভোগের নিমিত্ত তাহারা অপকর্ম দুইটি করিয়া জীবন বরবাদ করিতে থাকে। অতি অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। নানাবিধ পেটের পীড়া, শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, শুক্রাল্পতা, লিঙ্গবক্রতা এমন কি শেষ পর্যন্ত অনেকে দূরারোগ্য ধ্বজভঙ্গ রোগে ভুগিতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত লজ্জায় অনেকে আত্মহত্যাও করিয়া জাহান্নামী হইয়া থাকে। হস্তমৈথুন অতি জঘন্য কুৎসিত অভ্যাস। ইহাতে দেহ শুক্রশূন্য হইয়া যায়। লিঙ্গের আভ্যন্তরীণ শিরা রগ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন সম্যক রক্ত চলাচল করিতে পারে না। ফলে গোড়া চিকন ও মাথা মোটা হইয়া অকেজো হইয়া থাকে।

হস্তমৈথুন ও পুংমৈথুন এত বড় পাপ যে, ঐ পাপাচারের দরুন হযরত লূত নবীর কওমের আবাস স্থান ধ্বংস করিয়া ভূমধ্যসাগরে[১] পরিণত করা হইয়াছে। কোরআন ও হাদীস মতে উহা সম্পূর্ণ হারাম। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে অবৈধ, মহাপাপ।

সমাধান

যাদের হাতে ক্ষমতা, যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাদের নিজেদের প্রথম যৌবনের তাড়না ভুলিয়া গিয়া কোন স্কীম করিলে তাহা চলিবে না। সমাজ দেহের রোগ ধরিয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া স্কীম নিতে হইবে।

টিকাঃ ১ মতান্তরে মরুসাগর বা মৃতসাগর।

জাতির এ চরম দুর্দশা দূর করিতে হইলে অশ্লীল নাটক, নভেল, সিনেমা, ড্রামা, ছবি, উলঙ্গ ও অর্ধ উলঙ্গ কুৎসিত ছবি, মেয়েদের নাচ বলড্যাঞ্চ, বেশ্যালয় একবারেই বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা রোগের কারণ জীবিত রাখিয়া কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া সমাজদেহ রোগমুক্ত করা সম্ভবই নহে।

যৌন ও জনন শক্তিকে উত্তেজিত না করিয়া উহা সুস্থ ও শান্ত রাখিবার জন্য উপরোক্ত ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী বন্ধ করিতেই হইবে।

প্রত্যেক মহল্লায় ছাত্রাবাস স্থাপন করিয়া মহল্লার প্রত্যেকটি ছাত্রকে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে।

সরলতা, সচ্চরিত্র, নিয়মানুবর্তিতা উদারতা সংযম প্রভৃতি ইসলামী নৈতিক শিক্ষা এবং ছাত্রদের সংরক্ষণের জন্য বহু দর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, চিন্তাবিদ, সচ্চরিত্রবান আদর্শ মানুষ নিযুক্ত করিতে হইবে।

আমাদের সরকারী ও বেসরকারী সর্বপ্রকার চেষ্টা এজন্য খুব দ্রুতগতিতে চলিতে থাকিলে আশা করা যায় অতি শীঘ্রই এতদ্দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং আদর্শ সমাজ গড়িয়া উঠিবে। আমরা এতদ্দেশের সরকারী বেসরকারী সমস্ত জ্ঞানীদের এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

সাবধানতা

সংযম ও সাবধানতা অবলম্বনের পর যদি কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে বিজ্ঞচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে অবহেলা করিবে না।

আমাদের দেশে তথা সারা বিশ্বে নানা প্রকার চিকিৎসা চালু আছে। হেকীম, ডাক্তার, কবিরাজ ও রুহানী চিকিৎসকের অভাব নাই। প্রত্যেকেই নিজস্ব চিকিৎসা বিজ্ঞান বিধানমতে চিকিৎসা করিবেন। অবশ্য চিকিৎসক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী হওয়া দরকার। সর্বপ্রকার চিকিৎসার মধ্যে (১) রোগীর কুপথ্য হইতে বিরত থাকিতেই হইবে। (২) প্রথমে নিয়ম পালন ও সংযমের দ্বারা রোগের প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিবে। (৩) সংযম ও নিয়ম পালন দ্বারা রোগ বিদূরিত না হইলে প্রথমতঃ পাচন ও বনজ পদার্থে গঠিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। (৪) উহাতে রোগারোগ্য না হইলে খনিজ ও সামুদ্রিক প্রভৃতি জমাদাত দ্বারা গঠিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ক্ষতির আশঙ্কাও রহিয়াছে। বেহেশ্‌তী জেওর নবম খণ্ডের অনুবাদের সহিত কিছু বিভিন্ন ধরনের তদ্‌বীর ও ঔষধ উল্লেখ করিতে এজন্য বাধ্য হইয়াছি যে, অধুনা চিকিৎসকগণ সমস্ত রোগগুলিকে জড়ব্যাধি ধরিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু বহু জায়গায় অকৃতকার্য হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে মূর্খ গ্রাম্য বে-শরা পীর ফকির ও ঠাকুরগুলি প্রায় সবগুলিকে উপরিব্যাধি ও যাদু টোনা বলিয়া কুফরী তাবীজ কবজ সূতা লতা দিয়া অধিকাংশ স্থানে সুচিকিৎসার অন্তরায় ঘটাইয়া প্রাণ নাশের কারণ হইতেছে।

অথচ সবগুলি জড় ব্যাধি নয় এবং সবগুলি উপরি ব্যাধিও নয়। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সর্বদা পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করিয়া লইবেন। রোগ নির্ণয় করাটাই কঠিন।

মানবদেহে কতকগুলি রোগ হইয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই জড়ব্যাধি যথা—কলেরা, বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি।

অন্য আর কতকগুলি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকে, যাহা সত্যই উপরিব্যাধি যথা—জীন, যাদু, বদনজর ইত্যাদি। উপরি দোষ ও ব্যাধি অর্থে আভ্যন্তরীণ যাহা জড়ব্যাধি নয়।

কখনও কখনও উপরিব্যাধির পরিণামে জড়ব্যাধির সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন জীনের বহু রোগী শেষ পর্যন্ত শূল ও উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, অনেক সময় জীনের কারণে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যাদুর দ্বারা কলেরা, জ্বর প্রভৃতি জড়ব্যাধির আক্রমণ হইয়া থাকে।

অতএব, সূক্ষ্মদর্শী চিকিৎসকের সন্দেহ হইলে পরীক্ষা করিয়া লইবেন। আমরা রোগ নির্ণয়ের জন্য নিম্নে একটি তদ্‌বীর উল্লেখ করিতেছি।

রোগীকে সামনে রাখিবে। স্ত্রীলোক হইলে কোন মাহ্‌রাম দ্বারা পরীক্ষা করাইবে।

আয়াতুলকুরছি, সূরা-ফাতেহা, কাফেরুন, এখলাছ, ফালাক, নাছ—এই প্রত্যেকটি ৭ বার করিয়া পড়িয়া রোগীর গায়ে ৭ বার ফুক দিবে। শেষ বারে ২/৩ বার রোগীকে দম দিয়া ২/১ ঘণ্টা অপেক্ষা করিবে। জীনের দোষ হইলে রোগ খুব বাড়িয়া যাইবে। তখন জীনের চিকিৎসার সহিত শারীরিক ব্যাধিরও চিকিৎসা করিবে।

পূর্বাপেক্ষা কিছু কমিয়া গেলে এবং পূর্ণ আরোগ্য না হইলে বুঝিতে হইবে যাদু। তখন যাদুর চিকিৎসার সহিত দরকার হইলে শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাও করিবে।

রোগের অবস্থা পূর্ববৎই থাকিলে উহা জড়ব্যাধি ধরিয়া জড়ব্যাধির চিকিৎসা করিবে।

از مجربات عزیزیه

রোগ ছাড়া অনেক সময় অসুস্থ বোধ করিলে এবং বহুদর্শী চেহারা দেখিয়া বদ-নজর সাব্যস্ত করিলে বদ-নজর নষ্ট করিবার তদবীর করিবে। আমরা প্রত্যেকটি রোগের চিকিৎসা স্ব স্ব স্থানে করিব।

বিশেষ সতর্কীকরণ

১। ছোট খাট মা'মুলী অসুস্থতা এবং মা'মুলী রোগের চিকিৎসা নিয়ম পালন দ্বারা করিবে। চিকিৎসার্থে সর্বদা দেশজ ও বনজ পদার্থের গঠিত ঔষধ দ্বারাই করাইবে ও করিবে। সাধারণ অসুখে কখনও বড় ঔষধ ব্যবহার ভাল নয়। উহাতে অনেক সময় উপকারের স্থলে অপকার হইয়া থাকে এবং বড় ঔষধে শেষ পর্যন্ত কাজ না করিলে তারপর ছোট ছোট ঔষধ আর কাজ করিতে পারে না।

২। রোগ যত বড়ই কঠিন হউক না কেন রোগীকে কখনও হতাশ বা চিন্তাযুক্ত হইতে দিবে না। সেবা ও খেদমতগারদেরও খুব বেশী ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ নাই। পিতামাতার কখনও কাতর এবং খুব অধৈর্য হইতে নাই। অবশ্য সেবা ও যত্নে ত্রুটি করিতেও নাই। আমাদের বাংলা দেশে অর্থলোলুপ বহু চিকিৎসক টাকার লোভে রোগীকে এবং রোগীর মাতা-পিতা, ভাই-বোনদেরকে ভীত করিয়া থাকে। সাধারণ অসুখকেও তাহারা বিপদজনক বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা বড়ই মারাত্মক কথা, এ ধরনের অর্থলোভী চিকিৎসক ডাক্তার কবিরাজ ও হেকীমদেরকে কখনও ডাকিতে নাই। যাহারা চিকিৎসাকে শুধুমাত্র ব্যবসায় হিসাবে অর্থ উপার্জনের জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে এরূপ দয়ামায়াহীন চিকিৎসকের স্থান ৩ দিনের জন্যও অন্ততঃপক্ষে এদেশে না হওয়া উচিত। জীবনের দায়িত্ব লইয়া দয়ামায়ার সহিত যাহারা জাতির সেবা, জনগণের সেবার মত লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকেই ডাকিবে। ইহাদের দিকে আল্লাহ্‌র মদদও দ্রুত আসিতে থাকে।

কিন্তু সাবধান, কখনও চিকিৎসককে অসন্তুষ্ট করিবে না। ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিবেই। পরন্তু টাকা পয়সার দ্বারাও তাহাকে সাধ্যানুযায়ী সন্তুষ্ট অবশ্যই করিবে। চিকিৎসকদেরকে ফাঁকি দেওয়া জাতি ধ্বংস করার সমঅর্থ বটে। ঘন ঘন চিকিৎসকও বদলাইবে না।

৩। ঘন ঘন জুলাপ ব্যবহার করিতে ও করাইতে নাই। কারণ ইহাতে নাড়ী দুর্বল হইয়া নানা রোগ সৃষ্টি হইতে পারে। একান্ত জুলাপের প্রয়োজন হইলে সময়, স্বাস্থ্য ও জুলাপের ঔষধের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পেট পরিষ্কার করা যাইতে পারে।

৪। কোন ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহার করিতে হইলে মধ্যে মধ্যে একটু বাদ দিবে কিংবা বদলাইয়া ততগুণ বিশিষ্ট অন্য কোন ঔষধ সেবন করিবে। নতুবা একটি ঔষধ অনবরত ব্যবহার করিলে ইহা খাদ্যে পরিণত হইয়া যায় এবং রোগারোগ্য করিতে অক্ষম থাকিয়া যায়।

৫। ঔষধ তদবীর বর্ণিত নিয়ম ও পরিমাণ মত সঠিকভাবে প্রস্তুত করিবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয়াদি পূর্ণ আয়ত্তের পর বহু অভিজ্ঞতা ছাড়া পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিবে না।

৬। রোগী, চিকিৎসক ও অভিভাবকের বিশ্বাস রাখিতে হইবে। রোগারোগ্যের ও ফলাফলের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন। চিকিৎসক ও ঔষধ অছিলামাত্র। অতএব, খোদার দরবারে সর্বদা দো'আও করিতে থাকিবে। মুসলমান বিজ্ঞচিকিৎসকেরা রোগী দেখিতে ও ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময় নিম্নোক্ত আয়াতটিও পড়িয়া উহার মর্ম উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

سُبْحَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّامَاعَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

শিরঃ পীড়া

শিরঃ পীড়া নানা প্রকার হইয়া থাকে। সচরাচর যেসব শির রোগে মানুষ আক্রান্ত হইয়া থাকে, উহার কিঞ্চিৎ বিবরণীসহ চিকিৎসার উল্লেখ করা হইতেছে।

১। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া বাহ্য না হইলে মাথা বেদনা হইয়া থাকে, উহার প্রতিকারার্থে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া প্রত্যহ নিয়মিত পায়খানা হয়। ১ গ্লাস মিশ্রির শরবতের মধ্যে সমপরিমাণ ইসুপগুলের ভুসি ও তোখ্মা দানা সারারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। প্রত্যুষে খালিপেটে উহা সেবন করিবে। ইহাতে পাকাশয়ের তীক্ষ্ণাগ্নী নিবারিত হইয়া সমস্ত দেহ সুস্থ হইয়া থাকে। কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়, স্বপ্নদোষ নিবারণ হয়, মস্তিষ্ক শীতল ও ঠাণ্ডা হইয়া দিন দিন স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে থাকে। অবশ্য মাঝে মাঝে দুই চারি দিন উহা পান করা উচিত। নতুবা শরীর ফুলিবারও আশঙ্কা আছে।

২। অতিরিক্ত তরল দাস্ত, জঠর পীড়ার কারণে মস্তিষ্ক দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কাহারও মাথা বেদনাও হয়। উহার প্রতিকারার্থে হজমীকারক ঔষধ ব্যবহার অবশ্যই করিবে। হজমীকারক ঔষধ জঠর পীড়া অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

৩। অসাবধানতার ফলে অনেক সময় মস্তিষ্কে শ্লেষ্মা জমিয়া এবং উহা দূষিত হইয়া থাকে। উহা সম্যক বাহির হইতে না পারিলে মাথায় প্রকট যন্ত্রণা হইলে এমন ব্যবস্থা করিবে যাহাতে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া যায়।

(ক) মেন্দিপাতা বাটিয়া প্রত্যহ মাথায় প্রলেপ দিলে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া থাকে।

(খ) ভাল সরিষার তৈল মাথায় উত্তমরূপে মালিশ করত ঠাণ্ডা পানি বেশ করিয়া ঢালিবে। ইহাতে দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া যাইবে।

৪। মেয়েদের ঋতু বন্ধ ও স্রাব পরিষ্কার না হইবার দরুন তীব্র শির বেদনা হইয়া থাকে। উহার প্রতিকারের জন্য এরূপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে নিয়মিতভাবে স্রাব হইতে থাকে। ঋতু বন্ধ অধ্যায় দেখিয়া লইবে।

৫। অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু প্রায়ই মাথা ধরা মাথা গরম এবং স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিয়া থাকে। আস্তে আস্তে শরীর ক্ষীণ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কখনও বিলম্ব করিবে না। বিজ্ঞ হেকীম বা কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। শুক্রক্ষয়ের কারণ বন্ধ করিবার ব্যবস্থা প্রথমেই করিবে। অতঃপর ক্ষয় নিবারণার্থে চন্দনাসব ও বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস প্রয়োগ করিবে। উক্ত ঔষধের সঙ্গে যোগেন্দ্র রসও ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

যোগেন্দ্ররস প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দুর ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, বঙ্গ প্রত্যেক ।।০ তোলা, ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন করিয়া এরণ্ড পত্রে বেষ্টনপূর্বক ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে। ২ রতি প্রমাণ বটি। অনুপান—বাতের প্রকোপে ত্রিফলার পানি ও মধু। অথবা মাখন ও মিশ্রির সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া প্রাতে ১টি বড়ী সেবন করিবে। রাত্রে দুধ পান করিবে।

৬। অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের কারণে রোগী অযথা কথাবার্তা বলিতে থাকে। উহার প্রতিকারার্থে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিতে ধারোষ্ণ দুধ প্রত্যহ সকালে পান করিতে দিবে, কিংবা হেকীমী ঔষধ اطریفل زمانی ব্যবহার করাইবে। অথবা কবিরাজী ঔষধ অভয়া মোদক দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইবে। আস্তে আস্তে শরীর সুস্থ সবল করিয়া গড়িয়া তুলিবে। মাথায় ঠাণ্ডা কোন তৈল যেমন, কদুর তৈল, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ব্যবহার করিতে দিবে। রোগীকে নিয়মিত সুনিদ্রার ব্যবস্থা করিবে।

মাথা বেদনার চিকিৎসা

১। কালজীরা বাটিয়া উহা জয়তুনের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উহা ছাঁকিয়া ঐ তৈল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কয়েক ফোঁটা নাকের ভিতর দিলে মাথা বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

২। পুদীনা বাটিয়া সামান্য পানিতে ভাল গরম করিয়া ললাটে (কপালে) প্রলেপ দিলে মাথা বেদনা বিদূরিত হয়।

৩। মোরগের পিত্ত মাথায় মালিশ করিলে মাথা বেদনার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

তদ্‌বীর

৪। যাবতীয় মাথা ধরা, মাথা বেদনা, অর্ধ ভেদক মাথা ধরায় নিম্নোক্ত তাবীজটি বিশেষ উপকারী। সাদা কাগজে লিখিয়া রোগীর মাথায় ধারণ করিতে দিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

তাবীজ এইঃ
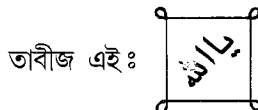
৫। ডান হাতের মধ্যমা অঙ্গুলী দ্বারা রোগীর মাথা এবং কপালের বাম পার্শ্বের রগ এবং ঐ ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা রোগীর মাথার ডান দিকের রগ চিপিয়া ধরিয়া নিম্নোক্ত আয়াত পড়িবে। পড়া শেষ হইলে মাথায় দম দিবে এবং এরূপ ৩ বার করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ هُوَاللهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

اَللهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ـ اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ـ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَاغَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ـ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ـ يَهْدِى اللهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ـ فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللهُ اَنْ تُرْفَعَ ـ اِرْتَفِعْ اَيُّهَا الْوَجْعُ بِلَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ○

৬। নিম্নলিখিত আয়াত ও দো'আ লিখিয়া তাবিজরূপে মাথায় ধারণ করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সর্বপ্রকার মাথা বেদনা রোগ আরগ্য হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ـ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللهِ اَفْوَاجًا ـ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ـ لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَايُنْزِفُوْنَ اَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَّمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ○

৭। বসা অবস্থায় কিংবা শায়িত অবস্থায় ছিল, কিন্তু দাঁড়াইতে হঠাৎ অন্ধকার দর্শন করিলে বা পড়িয়া গেলে রোগীকে বমন করাইবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ দৈনিক সকালে পান করিতে দিবে। যোগেন্দ্ররস এরূপ অবস্থায়ও উপকারী।

৮। উক্ত রোগে নিম্নলিখিত তাবিজটি লিখিয়া মাথায় ধারণ করিতে দিবে—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ يَا مَنْ لَّا يَنَامُ وَلَايَخَافُ وَلَايَمُوْتُ وَلَايَغْفُلُ اِشْفِ ضُرَّ عَبْدِكَ هٰذَا فَاِنَّهٗ يَخَافُ وَيَنَامُ وَيَمُوْتُ وَيَغْفُلُ اِشْفِهٖ مِنْ كُلِّ ضُرٍّ وَّ عِلَّةٍ وَّ دَآءٍ وَّاَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ اَللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ـ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

প্রতিশ্যায় সর্দি

কারণ—শীতল পানি, শীত, তুষার, রোদন, নাক দিয়া ধূলি ও ধূম প্রবেশ, দিবা-নিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অজীর্ণ কর্তৃক মস্তকের কফ ঘনীভূত হইয়া সর্দিরোগ উৎপাদন করে।

লক্ষণ—সর্দি হইবার পূর্বে মাথাভার, স্তব্ধতা, অঙ্গকুট্টন, রোমাঞ্চ, মুখ ও নাক দিয়া পানিস্রাব হইয়া থাকে। সঙ্গে জ্বর হইতে থাকে। হাঁচি, মাথা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—মরিচ ও শুঁঠের সহিত দধি ও অম্ল ভোজন করিলে নূতন সর্দি বিদূরিত হয়। নূতন সর্দিতে কচি তেঁতুল পত্র সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি পান করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

আহারের পরক্ষণেই সুসিদ্ধ অত্যুষ্ণ মাষকলায় লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার ও দীর্ঘকালের সর্দি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিপুল, সাজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই সমুদয়ের নস্য লইলে সর্দি বিনষ্ট হয়।

শুঁঠ, মরিচ ও পিপুল এবং চিতামূল, তালীশ পত্র, তেঁতুল, অম্ল বেতশ, চৈ ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ তোলা। এলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র প্রত্যেক ২ মাষা; পুরাতন গুড় নয় তোলা ছয় মাষা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া উষ্ণ পানিসহ সেবন করিলে সর্দি, কাশি শ্বাস প্রশমিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

তদবীর

সর্বদা সর্দি লাগিয়াই থাকিলে সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। সকাল ও দুপুরে গোসলের পূর্বে ঐ তৈল উত্তমরূপে শরীর ও মাথায় মালিশ করত পড়া পানি দিয়া স্নান করিবে। ইহাতে দূষিত কফ তরল হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। ৩৩ আয়াত জীনের রোগ চিকিৎসা অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

সর্দি সর্বদা লাগিয়া থাকিলে এবং উহা শুকাইয়া গেলে ক্ষতির কোন আশঙ্কাও না থাকিলে এশার পর সহ্যমত গরম পানিতে ১ ঘন্টা দুই পা ভিজাইয়া রাখিলে সর্দি শুকাইতে বাধ্য।

উন্মাদ

সাধারণতঃ উহার মূল কারণ—অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়, শুক্রহীনতা, দীর্ঘদিন প্রবল জঠর রোগ, চিরকোষ্ঠবদ্ধতা, সীমাহীন মস্তিষ্কচালনা, নিরন্তন চিন্তা, দুশ্চিন্তা, স্ত্রীলোকের ঋতু বন্ধ এবং অতিরিক্ত শোকের দরুন কিংবা মাথা বা মস্তিষ্কে আঘাতের কারণ হৃদয় ও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উন্মাদ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ উহার আসল কারণ নির্ণয় করিবে। প্রচণ্ড আঘাত হেতু উন্মাদ রোগ উপস্থিত হইলে উহার চিকিৎসা প্রায় দুঃসাধ্য।

কোষ্ঠাকাঠিন্য কিংবা জঠর রোগের কারণে উন্মাদের উৎপত্তি হইয়া থাকিলে দেখিবে পেটে দূষিত মল থাকিয়া গিয়াছে কি না? দূষিত মল থাকিলে অভয়া মোদকের দ্বারা ১ বার জুলাপ দিয়া অগ্নিবল অনুযায়ী, স্বাস্থ্যোপযোগী পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা রাখিয়া ঔষধ ও তদবীর ব্যবহার করাইবে। যাহাতে যথারীতি হজম ও নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

অতিরিক্ত শুক্র ক্ষয় হেতু রোগের উৎপত্তি হইলে ঠাণ্ডা অথচ শুক্রবর্ধক ঔষধ ও পথ্য ব্যবহার করাইবে।

অতিরিক্ত চিন্তা ও মস্তিষ্ক চালনা কর্তৃক উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিন্তা পরিশ্রম কমাইয়া দিতেই হইবে। উপযুক্ত বিশ্রাম ও জায়েয কিছু প্রমোদের ব্যবস্থাও থাকা দরকার। উপযুক্ত পথ্য

ও আহারের ব্যবস্থার সহিত যোগেন্দ্র রস ব্যবহার করিলে সুফল হইবে। ঠাণ্ডা তৈলাদি হিমসাগর, মধ্যম নারায়ণ, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ইত্যাদি মাথায় ব্যবহার করিতে দিবে।

শোকাগ্নির দরুনও উন্মাদের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে, কিন্তু আসলে সেইরূপ ব্যাধি নয়। তবে মনস্তত্ত্বের দ্বারাই রোগীর মন প্রফুল্লিত করিতে হইবে। মিষ্টান্ন ও শিরনী সেবন করিতে দিবে। বুদ্ধিমান ও ভাল লোকের সংসর্গে থাকিতে দিবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আমোদ স্ফূর্তিস্থলে অধিক সময় কাটাইতে দিবে।

সন্তান প্রসবের পর স্রাব বন্ধ থাকিলে কিংবা মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ হওয়ার দরুন উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ; ছটাক সরিষার তৈলের মধ্যে অর্ধ তোলা কর্পূর মিশ্রিত করিবে এবং ঐ তৈলে—

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًاوَّنَذِيْرًا

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

৩ বার পড়িয়া দম দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩/৪ বার তল পেটে ও কোমরে উত্তমরূপে মালিশ করিবে। বাধক বেদনায়ও এই তৈল ব্যবহার করিবে এবং জরায়ু সোজা নিম্নলিখিত তাবিজটি ধারণ করিতে দিবে। খোদা চাহে ত মুশকিল আসান হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَاعَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَايَشْكُرُوْنَ ـ اَوَلَمْ يَرَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ اَفَلَايُؤْمِنُوْنَ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍوَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

উন্মাদ রোগে রস প্রয়োগ

অভয়া মোদক—পাকাশয়স্থিত দূষিত মল বাহির করিতে প্রথম দিন শেষ রাত্রে অভয়া মোদকের একটি গুলি সেবন করিবে এবং খুব করিয়া ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহাতে যথাযথ ভেদ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইলে তো ভালই, নতুবা একবার একটু গরম পানি পান করিলে দূষিত মল বাহির হইয়া যাইবে। পেট পরিষ্কার হইয়া গেলে কিছুটা চিনি বা মিশ্রির শরবৎ পান করিলে আর দাস্ত হইবে না। এই জুলাপের ঔষধটার বৈশিষ্ট্য এই যে, উহা সেবনের পর যতই দাস্ত হউক কিন্তু রোগী দুর্বল হইবে না। অতঃপর প্রতিদিন প্রাতে ঠাণ্ডা পানিসহ পান করিলে ইহা দ্বারা উন্মাদ, বিষম জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডু, কামলা, কাশ, ভগন্দর, হৃদরোগ, কুষ্ঠ রোগ, গুল্ম, অর্শ, গলগণ্ড, ভ্রম, বিদাহ, প্লীহা, মেহ, যক্ষ্মা, চক্ষুরোগ, বাতরোগ, উদরাধ্মান, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাথরী এবং পিঠ ও পার্শ্ব, উরু, কটী ও উদর বেদনা বিনষ্ট হয়।

অভয়া মোদক প্রস্তুত প্রণালী—হরিতকী, গোল মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুল মূল, দারুচিনি তেজপত্র এবং মুতা ইহাদের চূর্ণ এক এক ভাগ। দন্তিচূর্ণ তিনভাগ। তেউড়িচূর্ণ আট ভাগ এবং চিনি ছয় ভাগ। ইহাদের চূর্ণ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমিত মোদক প্রস্তুত করিবে। শ্বাঙ্গধর আমার বহু পরিক্ষিত।

ব্রাহ্মী-শাকের রস ৪ তোলা, কুড়চূর্ণ ২ মাষা ও মধু ৮ মাষা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ রোগে উপকার হয়।

উন্মাদ রোগে বায়ু খুব প্রকুপিতই থাকে। কাজেই চতুর্মুখ, চিন্তামণি চতুর্মুখ, যোগেন্দ্র-রস, মকরধ্বজ তদভাবে রসসিন্দুর। এই সকল ঔষধ উন্মাদ রোগে প্রশস্ত। মধুতে মাখিয়া ত্রিফলার পানি, শত মূলীর রস, তুলসী পাতার রস বা পানের রসসহ সেব্য। চৈতসাদি ঘৃতও উন্মাদের মহৌষধ।

চিন্তামনি চতুর্মুখ প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দুর দুই তোলা, লৌহ এক তোলা, অভ্র একতোলা, স্বর্ণ অর্ধতোলা। ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন ও এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিনদিন রাখিবে। পরে উহা বাহির করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

চৈতস ঘৃত প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত চারি সের। ক্বাথার্থ—বেল, শ্যোনা, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ড মূল, তৈউড়ীমূল, বেড়েলা, মূর্বামূল (শোচমুখী) Sarseireria Beylanica ও শতমূলী প্রত্যেকটি ১৬ তোলা; পাকের পানি ৬৪ সের, শেষ ষোল সের; কল্কার্থ—রাখাল শসার মূল, ত্রিফলা, রেনুক, Piper aurantia cum দেবদারু, এলবালুক (হিন্দুস্থানে ইহাকে এলুবা ও এলুয়া বলে) শাল পানি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা,দারু হরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীল সুদি, এলাচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তিমূল, দাড়িম বীজ নাগেশ্বর, তালীশ পত্র, বৃহতি, মালতী ফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্ত চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ প্রত্যেকটি ২ তোলা লইয়া যথাবিধি পাক করিবে। (আয়ুর্বেদ প্রদ্বীপ, শ্বঙ্গধর)

যোগেন্দ্ররস প্রস্তুত প্রণালী—রসসিন্দুর ১ তোলা, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, বঙ্গ, প্রত্যেক ।।০ তোলা; ঘৃত কুমারীর রসে মর্দন করতঃ এরণ্ড পত্রে বেষ্টনপূর্বক ধান্য রাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিয়া পরে ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে।

মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ ১ তোলা, পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা। প্রথমতঃ স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা কুচিকুচি করিয়া পারদের সহিত মাড়িবে। পরে উহা গন্ধকের সহিত উত্তমরূপে ১ দিন পর্যন্ত মাড়িবে। অনন্তর ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িবে। একটি বোতল টুকরা কাপড় ও কাদা (কর্দম) দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ বোতলে উহা পুরিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড ফুল খড়ি চাপা দিবে। অনন্তর একটি হাড়ীর নিম্নে ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রের উপর ঐ বোতলটি বসাইবে এবং হাড়ীর মধ্যে বালুকা ঢালিয়া বোতলের গলা পর্যন্ত পূর্ণ করিবে। তদনন্তর মৃদু অগ্নি সন্তাপে ক্রামাগত তিন দিন পাক করিবে। ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণ বর্ণ যে সমস্ত ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে তাহা বাহির করিয়া লইবে। তাহাই মকরধ্বজ।

মধ্যম নারায়ণ তৈল প্রস্তুত প্রণালী—তিল তৈল ষোল সের, কল্কার্থ-বচ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাচ, জটামাংসী, শিলাজুত, সৈন্ধব, অশ্বগন্ধা, বেড়েলামূল, রাস্না, শুল্‌ফা, দেবদারু, মুগালি, মাষাণি, শালপানি, চাকুলে ও তগর পাদুকা প্রত্যেক আট তোলা। ক্বাথার্থ-অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, বেলমূলের ছাল, পারুলের ছাল, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর গোরক্ষচাকুলে নিমছাল, শোনাছাল, পুনর্ণবা, গন্ধ ভাদুলে ও গণিয়ারী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৮০ তোলা, ৬ মণ ষোল সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ১ মণ চব্বিশ সের পানি থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ এবং শতমূলীর রস ষোল সের, দুগ্ধ ১ মণ চব্বিশ সের, এই সমস্ত দ্রব্য এবং কল্কদ্রব্যসহ তৈল পাকাইবে। ইহা বায়ু-রোগের বড় ঔষধ।

স্বল্প ব্যয়ে উন্মাদ চিকিৎসার তদ্‌বীর

(১) ১ পোয়া খাঁটি সরিষার তৈল ও ১ বোতল পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম করিবে। আবার উহা পড়িয়া পুনরায় দম দিবে। প্রত্যহ সকালে ও দুপুরে ঐ তৈল রোগীর আপাদমস্তকে বেশ করিয়া মালিশ করিবে। অর্ধ ঘন্টা পর উক্ত পড়া পানি অন্যান্য পানির সহিত মিশাইয়া লইবে। অতঃপর রোগীকে বসাইয়া ঐ পানির ১৫/২০ কলস পানি তাহার মাথায় ঢালিবে। যখন রোগীর শীত শীত করিবে তখন ক্ষান্ত করিয়া মাথা ও গা মুছিয়া আর একটু তৈল মাথায় দিবে। এরূপ ২ সপ্তাহ করিবে।

(২) একটি পেঁচা জবাহ্ করিয়া মাটিতে রাখিয়া দিবে। ইচ্ছামত একটি চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবে এবং অপরটি খোলা থাকিবে। বন্ধ চক্ষুটি তুলিবে। অনামিকা অঙ্গুলিতে মিনার মধ্যে পুরিয়া উহা ধারণ করিতে দিবে; ইহাতে খুব নিদ্রা হইবে।

(৩) নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া রোগীর বালিশের মধ্যে পুরিয়া শয়ন করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَضَرَبْنَا عَلٰى اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ـ وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَّهُمْ رُقُوْدٌ وَّنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ـ موم دح هيا مودح ه لاطا ـ وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

(৪) ৩৩ আয়াৎ, আয়াতে শেফা এবং ৩ নং তাবিজটি লিখিয়া রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিবে।

(৫) ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া রোগীকে (পুরুষ বা মাহরাম স্ত্রীলোক) দৈনিক দুইবার দম দিবে।

(৬) স্বাস্থ্যবতী গাভী দোহনকালে যে গরম দুধ বাহির হয় উহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলে। প্রত্যহ সকালে রোগীকে ঐ দুধ গরম থাকিতে অবশ্যই পান করাইবে।

(৭) জাফরান, কস্তুরী ও গোলাবে তৈরি কালি দ্বারা আয়াতে শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া রোগীকে সকাল ও বৈকালে সেবন করাইবে।

উল্লিখিত ৭টি তদ্‌বীর একত্রে যথানিয়মে ২/৩ সপ্তাহ ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ সবল হইবে।

স্নায়বিক দৌর্বল্যে মেজাজ গরম থাকিলে خميرۂ گاؤزبان

স্নায়বিক দৌর্বল্যে মেজাজ ঠাণ্ডা থাকিলে خميرۂ بادام

কিংবা যোগেন্দ্ররস ব্যবহার করিবে। অগ্নি বল অনুযায়ী দুধ ঘি, মাখন খাওয়াইবে। উন্মাদ রোগীর নিদ্রার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

উন্মাদের সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, গম, মুগ, নটে শাক, বেতো শাক, ভ্রক্ষ্মী শাক, পটোল, পুরান কুমড়া, ধারোষ্ণ দুগ্ধ, ঘৃত, বৃষ্টির পানি, নারিকেল, কিসমিস, কয়েত বেল, কাঁঠাল ইত্যাদি ভক্ষণ, তৈল ও ঘৃত মর্দন, স্নান, স্থির অবস্থান ও নিদ্রা বিশেষ হিতকর।

কুপথ্য—বিরুদ্ধ ভোজন, করেলা, উচ্ছে প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য, স্ত্রী সঙ্গম এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা ও নিদ্রার বেগ ধারণ নিষিদ্ধ।

মৃগী

মৃগী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেহ বা সপ্তাহান্তর, কেহ বা মাসান্তর কেহ বা বৎসরান্তর আবার কেহ বা জীবনে একবার বেহুঁশ বা মূর্ছিত হইয়া পড়ে। কোন ২ রোগীর মুখ দিয়া ফেনা বাহির হয়। হাত, পা ও পিঠ বাঁকা হইয়া ধনুষ্টঙ্কার রোগীর ন্যায় খেচুনী হইয়া থাকে। রোগীর আত্মরক্ষা জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়।

চিকিৎসা—১। নাবালেগ ছেলেমেয়ের মৃগী রোগ হইলে সিংহের কিছুটা চামড়া পশমসহ তাবীজে পুরিয়া গলায় দিলে রোগারোগ্য হইবে। কিন্তু সাবালেগ হইলে আর উহা কার্যকরী হইবে না। —হায়াতুল হায়ওয়ান

২। কুমিরের কলিজা শুকাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ধুঁয়া রোগীকে দিলে মৃগী নিবারণ হইয়া থাকে।

৩। শৃগালের পিত্ত রোগীর নাকের কাছে রাখিয়া ফুক দিবে। উহাতে কিছুটা মগজে পৌঁছিয়া গেলে আর কোন দিন মৃগী রোগ হইবে না।

৪। শৃগালের দাঁত কমরে ধারণ করিলে মৃগী হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

তদ্‌বীর

৫। নিম্নলিখিত তাবীজটি ভোজপত্রে লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

ذخومرمر	بهرحوس	حلولو
بهو	وسطوس	ملوحسن
نالس	وحلود	دريارها
واميد	ملوس	بولرس
ساد٥زرعه	عرب	بتادارخلونو

৬। নিখুঁত সাদা মোরগের রক্ত দ্বারা শনিবার সকালে নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ব্যবহার করিতে দিবে। রোগীকে ঐ মোরগের গোশ্‌ত খাইতে দিবে। হাকীমুল উম্মৎ বলিয়াছেন, রক্তের পরিবর্তে জাপরান দ্বারা লিখিবে।

۳۳ فححححع ۳۴ فحححححا ۳۴ فحححححا ۴ فحححححا
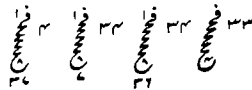
৭। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিবে। তাবীজরূপে গলায় ধারণ করিতে দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ رب انى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ـ رب انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين ـ رب اعوذبك من همزات الشياطين واعوذبك رب ان يحضرون ـ وصلى الله على النبى واله وسلم ـ

বিঃ দ্রঃ মৃগী রোগীকে উচ্চস্থানে আরোহণ, পানি ও আগুন থেকে খুব সতর্ক রাখিবে।

পথ্যাপথ্য—উন্মাদ রোগের ন্যায় জানিবে।

জ্ঞানের কেন্দ্র, বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতি ইচ্ছা অনিচ্ছা ও ধারণ মারণ ইত্যাদি ক্ষমতার আসল মার্‌কাজ যদিও হৃদয় তথাপি মস্তিষ্ক উহার প্রধানমন্ত্রী; হৃদয় ও মস্তিষ্কের এতই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যে বিভিন্ন সময় কার্যাদিকালে সূক্ষ্ম জ্ঞানীগণও পার্থক্য করিতে পারে না যে, কর্তৃত্ব কি হৃদয়ের না মস্তিষ্কের। হৃদয়ের হাকিকত সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটন এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। তবে মস্তিষ্কের ভিতরকার সৃষ্টিলীলা অবলোকন করিলে বিস্মিত হইতে হয়। মগজের ভিতরকার এক একটি ভাজের ও রেখার মধ্যস্থিত যে মগজ রহিয়াছে উহার দ্বারা কতই না গুণাগুণের সৃষ্টি হইয়া থাকে যাহার ইয়ত্তা নাই। আবার উহার কোন কোন স্থানের ব্যতিক্রমকালে নানা অসুবিধা হইয়া থাকে। অতএব, যাহাতে মস্তিষ্ক ও মগজের কোথাও কোন আঘাত লাগিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য সর্বদাই রাখিতে হইবে।

চুল

১। ৪ তোলা তিল তৈল অগ্নিতে খুব জোশ দিবে। জোশ উঠিলে উহার মধ্যে একটা জোঁক মারিয়া নিক্ষেপ করিবে। জাল দিতে থাকিবে। জোঁক ভস্ম হইলে পর নামাইয়া খুব মাড়িয়া মিশ্রিত করিবে। এই তৈল চুল শূন্য স্থানে ব্যবহার করিলে চুল ওঠা নিবারণ হইবে; চুল নূতন পয়দা হইবে। —বেহেশ্‌তী জেওর

২। মাষ কালাইয়ের ডাল ও তেঁতুল (অম্ল ফল) দ্বারা মাথা ধৌত করিলে চুল পাকা নিবারণ হয়। চুল সর্বদা কাল থাকে। নানাবিধ চুলের রোগ নিবারণ হয়। স্নায়বিক দৌর্বল্য দূর হইয়া থাকে। —বেহেশ্‌তী জেওর

৩। হস্তি-দন্ত ভস্ম সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক মাথায়ও চুল উৎপন্ন হয়।
—আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৪। ডুমুর পত্রাদি দ্বারা টাক ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে কুঁচের ফলের বা মূলের অথবা জবা ফুলের কলির প্রলেপ দিলে টাকে চুল উৎপন্ন হয়। মেটে সিন্দুর লাগাইলেও টাকে চুল উৎপন্ন হয়। ভেলা, বৃহতি, কুঁচ মূল বা কুঁচদল বাটিয়া প্রলেপ দিলে টাক ভাল হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৫। প্রত্যহ স্নানের সময় মস্তুর ও জবা ফুল পানিতে পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়। নীলোৎপল পুষ্প দুগ্ধে পেষণ করিয়া ১ মাস মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া তাহা চুলে মাখিলে চুল চিকণ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৬। গরম পানিতে হরিতাল চূর্ণ মর্দন করিয়া লোমস্থানে লেপ দিলে কিংবা লোমস্থানে কুসুম তৈল মর্দন করিলে লোমসকল উঠিয়া যায়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

চক্ষু রোগ

স্থূল দৃষ্টিতে মগজের সহিত চক্ষের যোগাযোগ আছে বলিয়া অনেকের মনে নাও হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মগজের সহিত উহার গভীর সম্পর্ক। মগজ দৃষ্টি শক্তির প্রধান উৎস।

কোন কোন সময় স্বতন্ত্রভাবে চক্ষু রোগ হইয়া থাকে। তখন শুধু চক্ষের চিকিৎসা করিলেও চলিতে পারে; কিন্তু প্রায়ই মগজের ত্রুটির দরুন চক্ষু রোগ হইয়া যায়। এরূপ স্থলে চক্ষু চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মাথারও চিকিৎসা করিতে হইবে। চক্ষু দুইটি মূল্যবান বস্তু। চক্ষু নষ্ট হইয়া গেলে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াও উহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই কখনও বিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসক ছাড়া চক্ষের চিকিৎসা করাইবে না। আমরা নিম্নে যে ঔষধ ও তদ্‌বীরাদি উল্লেখ

করিব সম্ভব হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা ব্যবহার করিবে। অবশ্য উহা দ্বারা চক্ষের ক্ষতির আশংকাও নাই।

১। প্রকুপিত পিত্তাধিক্যে চক্ষু কোটরগত লালবর্ণ হইলে ترهندی তেঁতুলবীজ পানিতে ঘষিয়া শয়নকালে কয়েক ফোঁটা চক্ষের ভিতর দিবে এবং কিছুটা চক্ষের উপর মালিশ করিবে। এরূপ ২/৩ দিন করিলে আরোগ্য হইবে। الرحمة فى الطب والحكمة

২। প্রবল প্রকুপিত পিত্তাধিক্যে চক্ষু পিড়িত হইলে এবং উহা দ্বারা যদি হলুদ রং এর পানি অতি মাত্রায় প্রবাহিত হয়; রোগী চক্ষুর সামনে মশা, মাছির মত কিছু নড়াচড়া করিতেছে বলিয়া মনে করিলে; অথচ মশামাছি কিছুই নহে; এরূপ অবস্থা খুবই ভয়ঙ্কর। বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে যাইবে। অভয়া মোদক দ্বারা জুলাপ দিবে। তেঁতুল বীজ পানিতে ঘষিয়া উহা চক্ষে দিবে। ত্রৈফল ঘৃত ব্যবহার করিতে দিবে। এই ঘৃতপানে সর্বপ্রকার নেত্র রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান দুগ্ধ ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত।

চক্ষু উঠা

চক্ষু উঠিলে হাত লাগাইবে না। প্রচুর ময়লা বাহির হইতে দিবে। প্রথমাবস্থায় পেনিসিলিন আইওয়েনমেন্ট ব্যবহার করিবে না। ইহাতে আপাততঃ একটু আরাম বোধ হইলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত একটু একটু ময়লা বাহির হইতে থাকে। এমন অন্য কোন ঔষধও ব্যবহার করিবে না যাহাতে ভিতরের ময়লা বাহির হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। হলুদ মাখা নেক্‌ড়া দ্বারা ময়লা পরিষ্কার করিবে।

১। ফিটকারি কিংবা গোলাব পানি দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে। রোদ্র লাগাইবে না।

চক্ষু ওঠা দীর্ঘদিন থাকিলে কিংবা একান্ত অসহনীয় যন্ত্রণা হইলে উপযুক্ত ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। কালাজীরা চূর্ণ চক্ষুর ভিতর দিয়া ঘুমাইলে উহা নিবারণ হয়।

৩। রসোত (রসাঞ্জন) সর্বাবস্থায় চক্ষুর চর্তুষ্পার্শ্বে গোলাপের পানির সহিত লাগাইবে। বিশেষ উপকারই হইবে। ক্ষতির আশংকা উহাতে নাই। —বেহেশ্‌তী জেওর

৪। মস্তিষ্কে কুপিত শ্লেষ্মা জমিয়া উহা চক্ষু দ্বারা বাহির হয়। এরূপ অবস্থায় যদি রোগী চক্ষে দেখিতে না পায়, তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে যাইতে মোটেই দেরী করিবে না। এরূপ অবস্থা দীর্ঘদিন থাকিলে চিকিৎসা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। অবশ্য প্রথমাবস্থায় নিম্নোক্ত মুষ্টিযোগ ব্যবহার করিলে গরীবদের পক্ষে আশা করি উপকারই হইবে।

৫। একটি লৌহ-শলাকা দ্বারা বকরীর কলিজা বিদ্ধ করিয়া ঐ কলিজা মৃদু কয়লার আগুনের উপর ধরিবে ঐ কলিজা হইতে ফেনা বাহির হইবে। ঐ ফেনা একটা সুরমার শলাকায় জড়াইয়া লইবে। গরম ফেনার উপর অতি সামান্য মাত্রায় গোল মরিচ চূর্ণ ছাড়াইয়া দিবে। শয়নকালে অতি সামান্য গরম অবস্থায় চক্ষে দিবে এবং ঘুমাইয়া যাইবে। মস্তিষ্কে কিছু গাওয়া ঘিও মালিশ করিবে। ২/৩ দিন উক্তরূপ ব্যবহার করিলে খোদা চাহে নিরাময় হইয়া যাইবে। الرحمة فى الطب والحكمة

৬। সর্ব প্রকার চক্ষুরোগ, চক্ষুর ভিতরকার যখম ও আঘাতে শ্বেত চন্দন ঘষিয়া চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে লেপ দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষিত।

৭। চক্ষুর জ্বালা পোড়াতেও ৬নং তদ্‌বীর বিশেষ উপকারী।

দৃষ্টিশক্তি হীনতা

দৃষ্টিশক্তি হীনতা বিভিন্ন ধরনের হইয়া থাকে। কেহ নিকটের বস্তু দেখিতে পায় কিন্তু একটু দূরের জিনিস দেখিতে পায় না। কাহারও উহার বিপরীত অবস্থা প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টি হ্রাস পাইলে উহার চিকিৎসা অসম্ভব। অবশ্য উহার পূর্বে সুচিকিৎসার দ্বারা দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে। চক্ষুর ভিতর পরদা বা ছানি পড়িয়া গেলে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা উপযুক্ত সময় অপারেশন করাইবে।

১। কিছু দিন নিয়মিতভাবে পানির স্রোতের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পায়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

২। সূর্যোদয়ের পূর্বে নাক দ্বারা পানি টানিলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৩। ধনীদের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ। উহা ব্যবহারে যাবতীয় চক্ষু রোগ বিদূরিত হয়। ভাল চক্ষে ব্যবহার করিলে নানা প্রকার রোগ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

শোধিত স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শুঙ্ক, মাকাল ফল চূর্ণ, মিশ্রিচূর্ণ, মৃগনাভী চূর্ণ এবং কর্পূর চূর্ণ। প্রত্যেক সমান ভাগ এবং উক্ত উপাদানসমূহের সমষ্টি পরিমাণ সুরমা লইবে। বস্তু সমুদয় একত্রে মিশ্রিত করিয়া খুব বেশী রকম পেষণ করিবে যেন কণাবৎ না থাকে। প্রস্তুত হইবার পর কাঁচের পাত্রে রাখিবে। শয়নকালে এবং অন্য সময় চক্ষে ব্যবহার করিবে। الرحمة فى الطب والحكمة

৪। হরিতকী, বচ, কুড়, পিপুল, গোলমরিচ, বহেড়ার স্বাস, শঙ্কনাভী ও মনছাল, প্রত্যেক সমান ভাগ ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দিবে। পানিতে পিষিয়া কবুতরের পালক কিংবা অন্য কোন নরম জিনিস দ্বারা চক্ষের ভিতর ব্যবহার করিবে ইহাতে চক্ষুর কণ্ডু, মাংসবৃদ্ধি, শ্বেতবর্ণ ও রাতকানা প্রভৃতি নেত্র-রোগ বিদূরিত হয়। ঔষধটির নাম চন্দ্রোদয়াবর্তী। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

তদ্‌বীর

৫। প্রত্যেক ফরয নামাযের বাদ يانور ১১ বার পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে, অথবা অঙ্গুলিতে ফুঁক দিয়া চক্ষে বুলাইবে।

بسم الله الرحمن الرحيم ـ الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكواة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيتها يضى ء ولولم تمسسه نار نور على نور ـ يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الا مثال للناس و الله بكل شىء عليم ـ

কাগজে লিখিয়া তাবীজরূপে ধারণ করিলে যাবতীয় মাথা বেদনা প্রশমিত হয়।

৭। নিম্নলিখিত দো'আ ভোজপত্রে লিখিয়া চক্ষুর উপরিভাবে কপালে বাঁধিয়া দিবে। চক্ষু উঠা নিবারণ হইয়া যাইবে।

ايها الرمد الرمود التمسك بعروق الراس عزمت عليك بتوراة موسىٰ وانجيل عيسىٰ وزبور داؤد وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم ـ فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ـ ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ـ وصلى الله عليه وسلم ـ

৮। سَلَامٌ قَوْلًامِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ৩ বার فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ২ বার

চার কুল প্রত্যেক ১ বার পড়িয়া পানিতে দম করিয়া ঐ পানি দ্বারা দৈনিক ৩ বার চক্ষু, মাথা ও মুখমণ্ডল ধৌত করিবে।

৯। শুধু - فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ৩ বার পড়িয়া চক্ষে দম দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

১০। গোলাব পানি ও সুরমা ৩৩ আয়াৎ ও ৯ নং এর আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। সুরমা-শলাকা প্রথম গোলাব পানিতে ভিজাইয়া পরে ঐ সুরমা জড়িত করিয়া দৈনিক ৪/৫ বার চক্ষে ব্যবহার করিলে চক্ষুর হাল্‌কা ধরনের পরদা বিদূরিত হইয়া থাকে। বহু পরীক্ষিত।

১১। সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম করিবে। গোসলের পূর্বে সর্বাংগে ঐ তৈল মালিশ করিবে। তৈল শুকাইলে পড়া পানি দিয়া উত্তমরূপে স্নান করিবে। চক্ষের ঝাপ্‌সা দর্শন প্রশমিত হইবে। বহু পরীক্ষিত।

পথ্যাপথ্য ঃ—ঠাণ্ডা পানি দ্বারা স্নান, ঠাণ্ডা আহার, উপযুক্ত ঘুম হিতকর ও সুপথ্য। পিঁয়াজ, মরিচ, আদ্রক প্রভৃতি গরম খাদ্য ও অনিদ্রা বা রাত্রি জাগরণ অহিতকর।

কর্ণ রোগ

ছেলেমেয়েদিগকে রাত্রে খাবার পরক্ষণেই ঘুমাইতে দিবে না। কারণ ইহাতে বধিরতা দেখা দিয়া থাকে। অতএব, খাবার ২ ঘণ্টা পরে ঘুমাইবে। —বেহেশ্‌তী জেওর

১। শৈশব হইতেই যদি ঈষদুষ্ণ তিক্ত বাদাম তৈল পাঁচ ফোঁটা করিয়া ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে আশা করা যায়, কোন দিনই শ্রবণ শক্তি লোপ পাইবে না। —বেহেশ্‌তী জেওর

২। রসুনের একটা (কোঁয়া) পার্ট খোষা ফেলিয়া কর্ণ ছিদ্রে ধারণ করিলে বেদনা ও টাটানি প্রশমিত হয়। শৃগালের চর্বি ঈষদুষ্ণ করিয়া কয়েক ফোঁটা কানে টপ্‌কাইলে বেদনা দূর হয়। বহু পরীক্ষিত।

৩। সোহাগার খৈ খুব উত্তমরূপে মিহিন করিয়া কানের ভিতরে দিবে; পরে কয়েক ফোঁটা কাগজী লেবুর রস টপ্‌কাইয়া দিবে। যে কানে ঔষধ ব্যবহার করা গেল ঠিক সেই পার্শ্বে শয়ন করিবে এরূপ ২/৩ দিন করিলে কানের খইল (গুথ) আপনা থেকেই বাহির হইয়া যাইবে। —বেহেশ্‌তী জেওর

৪। ঘোড়ার পায়খানার রস বাহির করিয়া কিংবা কচ্ছপের চর্বি ঈষদুষ্ণ করিয়া কয়েক ফোঁটা কানের ভিরত টপ্‌কাইয়া দিলে বধিরতা বিনষ্ট হয়। الرحمة فى الطب والحكمة

৫। রসুন, আদা, শজিনা, ছাল, মূলা বা কলাগাছ ইহাদের কোন একটির রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কয়েক ফোঁটা কানের ভিতর নিক্ষেপ করিলে কানের তীব্র শূল, শব্দ, ক্লেদস্রাব নিবারিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৬। কচি আম, জাম ও কয়েত বেলের পাতা, কার্পাস ফল ও আদা ইহাদের রস মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে টপ্‌কাইলে কর্ণস্রাব বিনষ্ট হয়।

৭। ছটাক সরিষার তৈলে একটা শামুকের মাংস বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া খুব জ্বাল দিবে। ঝাঁকিয়া শিশি পুরিয়া রাখিবে। শয়নকালে সামান্য গরম করিয়া কর্ণের ভিতর দিলে কর্ণস্রাব, বেদনা নিবারিত হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

নাসিকা রোগ

১। নাকছীর (নাক দিয়া তাজা রক্ত বাহির হইলে) মাথায় খুব ঠাণ্ডা পানি ঢালিবে। নাকছীর হইলে খুব ঘাবরাইবে না; চিকিৎসায় অবহেলাও করিবে না।

২। ছিরকা শুঁকিলে যখন তখন রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৩। কবুতরের পায়খানা খুব মিহিন করিবে। ছিরকার সহিত মিশ্রিত করিয়া নাক দিয়া টানিলে নাক্‌ছীর বিনষ্ট হয়।

৪। গয়ার পাতার রস নাক দিয়া টানিলেও রক্ত পড়া নিবারণ হয়।

তদ্‌বীর

৫। ললাটে (কপাল) নিম্নোক্ত আয়াৎ লিখিলেও রক্ত বন্ধ হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم - لكل نباء مستقر وسوف تعلمون -

৬। নীচে লিখিত দুইটি আয়াৎ লিখিয়া মাথায় বাঁধিলে নাকছীর নিবারণ হয়।

بسم الله الرحمن الرحيم - وقيـل يا ارض ابلعى ماءك ويـاسماء اقلعى وغيض الماء وقضى الامرواستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين - قل ارايتم ان اصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين - وصلى الله عليه وسلم -

বহু পরীক্ষিত।

সর্দি

১। তরল সর্দিতে প্রথমাবস্থায় তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

২। রসুন পোড়াইয়া উহার ধুঁয়া শুঁকিলেও শীঘ্র আরাম হয়।

৩। গাঢ় শ্লেষ্মা কিংবা শ্লেষ্মা অবরুদ্ধ থাকিলে ৩৩ আয়াৎ সরিষার তৈল ও পানিতে পড়িবে। তৈল মাখিয়া উক্ত পানি দ্বারা উত্তমরূপে স্নান করিলে শীঘ্রই দূষিত শ্লেষ্মা বাহির হইয়া আরাম পাইবে।

৪। কিছুতেই সর্দি না সারিলে এশার পর সহ্যমত গরম পানিতে ২ খানা পা ভিজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিলে অবশ্যই সর্দি বিদূরিত হইবে। কিন্তু সর্দি হঠাৎ বন্ধ করিলে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকিলে সর্দি শুকাইতে পারা যায়।

জিহ্বা

১। শীতকালে অনেকের জিহ্বা ও ওষ্ঠদ্বয় ঘা হইয়া থাকে। ছাতীম ছাল ও খয়ের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ঐ পানি দ্বারা কুল্লি করিলে ২।৩ দিনের মধ্যে আরাম হইয়া যায়।

২। জিহ্বা কিংবা শরীরের যে কোন স্থানে ঘা হইলে মাখন উহার বড় উপকারী ঔষধ, উহা মালিশ করিবে।

৩। কচি শিশুর জিহ্বায় ল্যাচা (সাদা আবরণ) পড়িলে মাখন কিংবা তিল তৈলে যথাক্রমে ১০ বার করিয়া আয়াৎদ্বয় পড়িবে। উহাতে ফুঁক দিবে। অঙ্গুলী দ্বারা আস্তে আস্তে জিহ্বায় মালিশ করিবে। পেটে অসুখ থাকিলে পানিতে ১ বার সূরা-কদর পড়িয়া দম দিবে। গরম পানিতে মিশ করিয়া পান করিতে দিবে।খোদা চাহে ত নিবারণ হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ - مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا -

৪। চুনে জিহ্বা ও গাল পুড়িয়া গেলে সঙ্গে ২ সরিষার তৈল মালিশ করিবে।

৫। কথা বলিতে তোত্‌লাইয়া গেলে, জাফরান, কস্তুরি ও গোলাব পানি নির্মিত কালি দ্বারা পাক চিনা বরতনে সূরা-বনি ইস্‌রায়ীল পূর্ণ লিখিবে। ৪০ দিন পর্যন্ত রোজ ১ বার উহা লিখিয়া ও ধৌত করিয়া পান করিবে। কথা বলিবার অসুবিধা দূর হইবে। —নাফেউল খালায়েক

৬। ফজরের নামায পড়িয়া পাক পাথরের টুক্‌রা মুখের ভিতর রাখিয়া ২১ একুশ বার নিম্নোক্ত দো'আ পড়িবে। রেগুলার কিছুদিন এরূপ করিলে উপকার হইবে।

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْٓ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ -

দন্ত রোগ

সমস্ত দাঁতগুলির ভিতর ও বাহির এবং ফাঁকের ভিতর কখনো ময়লা জমিতে দিবে না। খাদ্য চিবাইতে উহার কিছুটা আট্‌কিয়া থাকিলে খিলাল করিবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে ওযূর সময় খুব ভালভাবে মেছওয়াক করিবে। দাঁতের উপরিভাগে দু-একটি ঘর্ষণ দিয়া সুন্নতের হক আদায় হইয়াছে বলিয়া ক্ষান্ত হওয়া নেহায়েত বোকামি। সমস্ত মুখ গহ্বর, দাঁতের বাহির, ভিতর ও জিহ্বা ভালভাবে পরিষ্কার করাই সুন্নত।

মেছওয়াক নিয়মিত ব্যবহার করিলে; (১) বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়। (২) গলস্থ শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়। (৩) দীর্ঘদিন দাঁত মজবুত থাকে। (৪) মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। (৫) মৃত্যু যাতনা আসান হয়।

ব্রাশ ব্যবহার করিবে না, ইহাতে অল্পদিন পরেই দাঁতের গোড়া বাহির হইয়া পড়ে। স্প্রীট বিহীন পেষ্ট ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিলু, বাগ ভ্যারেণ্ডা, অর্জুন, কুল গাছের শিকড় দ্বারা মেছওয়াক করিবে।

দন্ত বেদনায় পিপুলচূর্ণ, মধু ও ঘি একত্রে মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিবারিত হয়। দাঁতের গোড়ায় ঘা বা নালি ঘা হইলে ডাক্তার দ্বারা উপযুক্ত চিকিৎসা করাইবে।

শুঁঠ, হরিতকী, কুতা, খয়ের, কর্পূর এবং সুপারী ভস্ম, গোল মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রত্যেকটির চূর্ণ সমপরিমাণ, আর ফুলখড়ির চূর্ণ সর্বচূর্ণের সমান মিশ্রিত করিয়া মাজনরূপে ব্যবহার করিলে বহুবিধ দন্তরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

মুখের দুর্গন্ধ

দাঁত, মুখ বেশ পরিষ্কার, কিন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকায় অনেকের মুখ দুর্গন্ধময় হইয়া থাকে। বাহ্যি পরিষ্কারক ঔষধ ও পথ্যাদি ব্যবহার করিবে।

সমান ২ রসুন ও লবণ বাটিয়া ভোরে খালি পেটে ভক্ষণ করিবে। একান্ত উহাতে সুফল না হইলে হেকিমী ঔষধ ব্যবহার করিবে।

গণ্ডমালা ও গলগণ্ড

অনুপযুক্ত আহার-বিহার হেতু; প্রদুষ্ট বায়ু, কফ্ ও মেদ দোষে গলা ফুলিয়া রোগদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসা ঃ শ্বেত সরিষা, শজিনা বীজ, মূলা বীজ, শনবীজ, মশিনা ও যব প্রভৃতি দ্রব্য অম্লঘোলে বাটিয়া ২/৩ সপ্তাহ প্রলেপ দিবে। কণ্ঠমালা, গণ্ডমালা ও গলগণ্ড বিদূরিত হইবে।

কবিরাজী ফার্মেসী হইতে সিন্দুরাদি-তৈল ক্রয় করিয়া মালিশ করিবে।

গলায় ঘা, নালী ঘা, ক্যানসার প্রভৃতি বিপজ্জনক রোগ। বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

গলায় মাছের কাঁটা বিঁধিলে فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ কয়েকবার পড়িয়া দম দিবে।

পথ্যাপথ্য ঃ কোষব্যাধির অনুরূপ।

বক্ষ

বক্ষের বাম পার্শ্বে হৃদয়; ডান এবং বাম দুইদিকেই ফুস্‌ফুস্ অবস্থিত। খুব সতর্ক রাখিতে ও থাকিতে হইবে; যাহাতে যন্ত্রত্রয় কোনভাবে বিকৃত না হইতে পারে।

১। চিরজীবন ভাল সরিষার তৈল বুকে মর্দন করিয়া সূর্যোদয়কালে উত্তম স্নানাদি করিলে কোনদিন যক্ষ্মা হইবে না।

২। স্বর ভঙ্গাদিতে কিছুটা হরিতকী ও পিপুলচূর্ণ মুখে রাখিলে উহা প্রশমিত হয়।

৩। যষ্টি মধু চিবাইয়া রস ভক্ষণ করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

৪। বক্ষে শ্লেষ্মা জমিয়া গেলে কিংবা অল্প পরিমাণ শ্লেষ্মা শুকাইয়া থাকিলে অথবা কাশ, শ্বাস উপস্থিত হইলে প্রথম অস্থায় উহার চিকিৎসার্থ বাসক পাতা লবণের সহিত জ্বাল দিয়া গরম গরম চায়ের মত ব্যবহার করিবে। শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইবে।

৫। কন্টকারী ক্বাথ, বাসকের ক্বাথ পান করিলে সামান্য সামান্য সর্বপ্রকার কাশই প্রশমিত হয়।

৬। প্রবল কাশিতে খুব যাতনা অনুভব হইলে তালিশাদী চূর্ণ চুষিয়া ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হইবে। কাশের বেগ, কাশজনিত ক্লেশ দূরীভূত হইবে।

তালিশারী চূর্ণ বা মোদক প্রস্তুতপ্রণালী ঃ—

প্রথমতঃ অর্ধ সের চিনির রস করিয়া রাখিবে, অতঃপর তালিশ-পত্র চূর্ণ ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫ তোলা, দারু চিনি অর্ধ তোলা, এলাচ অর্ধ তোলা; প্রভৃতি চিনির রসে মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মোদক প্রস্তুত না করিয়া শুধু চূর্ণও ব্যবহার করা যায়।

ইহা কাশ, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী, অতিসার, প্লীহা ও শোথাদিতে প্রযোজ্য।
—আয়ুর্বেদ প্রদীপ

৭। রাজহাঁসের চর্ব্বি বুক ও পার্শ্বদ্বয়ে মালিশ করিলে নিমুনিয়া হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।
— حيواة الحيوان

৮। বাঘের তৈল সর্বাঙ্গে মালিশ করিলে ঠাণ্ডা ও উহার দুষ্ক্রিয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।
— حيواة الحيوان

৯। হাপানি, শ্বাস, কাশ ও নিমুনিয়া রোগে চন্দনাদ্য তৈল বক্ষে মালিশ করিলে বক্ষের গায় শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইয়া যায়। প্রচুর শ্লেষ্মা বাহির হইবার পর বসন্ত তিল রস মধুতে মাড়িয়া বাসক পাতার রস, তুলসী পাতার রসসহ সেবন করিবে। ইহা শ্লেষ্মাজনিত বক্ষের যাবতীয় ব্যাধির মহৌষধ।

চন্দনাদ্য তৈল প্রস্তুত প্রণালী

তিল তৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ বানুনহাটি, বাসক ছাল, কন্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ মিলিত সাড়ে বার সের, পানি ৬৪ সের, শেষ ষোল সের।

কল্কার্থঃ—শ্বেতচন্দন, তাগুরু, তালীশপত্র, নখী, মঞ্জিষ্টা, পদ্মকাষ্ঠ, মুতা, শটী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৮ তোলা। কাথের সহিত কল্ক পাক করিবে। কল্ক পাকান্তে শিলারস, কুসুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাচ ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য দিয়া তৈল পাক করিবে।

বসন্ত তিলক রস ভাল আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী হইতে আনিয়া লইবে।

রাজ যক্ষ্মা

সাধারণতঃ অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়, দীর্ঘদিন ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমিয়া থাকা এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে যক্ষ্মার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনেক সময় নাক ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। কোন কোন সময় গলার ভিতরকার রগ ছিড়িয়া, ধূম ও ধূলি আটকিয়া রক্তবমন বা স্রাব হইতে থাকে। রক্তস্রাব দেখিলেই তাহাকে যক্ষ্মা বলা যাইবে না। অনেক সময় রক্তপিত্ত হেতু রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ

বাতের প্রকোপ থাকিলে স্বরভঙ্গ,পার্শ্ব ও স্কন্ধদেশের সঙ্কোচ এবং বেদনা। পিত্তাধিক্য প্রবল জ্বর, দাহ, অতিসার ও রক্ত নির্গম; কফের আধিক্য, মস্তক ভার, অরুচি, কাশ, গলা সুড়সুড় করা, এই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলে রোগীর জীবনের আশা করা যায় না। এতদভিন্ন মেরুদণ্ডের হাড়টি উঁচু হইয়া যায়। রোগী দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ইহা একটি বড় প্রাণনাশক ব্যাধিই বটে। অধুনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র (এক্স-রে) ও ঔষধপত্র দ্বারা সুচিকিৎসার জন্য সরকার যে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে তাহা বাস্তবিকই সুখের কথা।

চিকিৎসাঃ পার্শ্ব, স্কন্ধ ও মস্তকের বেদনা নিবারণ করিতে— শুল্ফা, যষ্টিমধু, কুড়, তগর পাদুকা ও শ্বেত চন্দন এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে এবং বেদনা স্থলে প্রলেপ দিবে।

মুখ দিয়া অধিক রক্ত-বমন হইতে থাকিলে লাক্ষারঞ্জিত আলতার পানি ২ তোলা যষ্টিমধু ।।০ তোলা পান করাইবে। যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, ছাগ-দুগ্ধে পিষিয়া পান করিলে রক্ত বমন নিবারিত হয়।

পার্শ্ব বেদনা, জ্বর, শ্বাস ও কাশ নিবারণার্থে বেল, শ্যোনা, গম্ভারী, পারুল গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি, কন্টকারী, গোক্ষুর, ইহাদের মূল, ধনে, পিপুল, শুঁঠ এই ১৩ পদী পাঁচনটি প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে পার্শ্ব শূল, স্কন্ধশূল, শিরশূল ক্ষয় ও কাশাদি উপদ্রব্য প্রশমিত হয়। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

চ্যাবন প্রাশঃ যক্ষ্মার মহৌষধ। বেলমূলের ছাল, গনিয়ারী ছাল, শোনাছাল, গম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতি, কন্টকারী, কাঁক্ড়া শৃঙ্গী, ভুঁই আমলা, দ্রাক্ষা, জীবন্তি কুড়, কৃষ্ণাগুরু, হরিতকী, গুলঞ্চ, স্বদ্ধি, জীবক, স্বাষভক, শটী মুতা, পুনর্ণবা, মেদা, ছোট এলাচ, নীলোৎপল, রক্ত চন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূলক, কাকোলী, কাকজঙ্ঘা ইহাদের প্রত্যেক ১ পল; পোটলীবদ্ধ গোটা আমলকী ৫০০টি এই সমুদয় একত্র ৬৪ সের পানিতে সিদ্ধ করিয়া ষোল সের থাকিতে নামাইয়া ক্বাথ ছাঁকিয়া লইবে। আমলকীর বীজ (পোটলী খুলিয়া) ফেলিয়া দিয়া ছয় পল ঘৃত ও ছয় পল তিল তৈল ভাজিয়া পেষণ করত ৫০ পল মিছরি মিশ্রিত করিবে, মিছরিসহ পেষিত আমলকী ও ক্বাথ একত্র পাক করিবে। ঘন হইলে বংশ লোচন ৪ পল, পিপুল ২ পল, গুড়ত্বক ২ তোলা, তেজপত্র ২ তোলা, এলাচ

২ তোলা, নাগেশ্বর ২ তোলা, এই সমুদয় প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। ঠাণ্ডা হইলে ছয়পল মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২ তোলা অনুপান মধু। সকাল ও সন্ধ্যা।

তদ্‌বীর

যে কোন বয়সের, যে কোন ঋতুতে; রোগী নারী পুরুষ যে কেহই হউক, সরিষার তৈল ও পানিতে ৩৩ আয়াত পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যেহ স্নানের পূর্বে উক্ত তৈল এরূপ আস্তে ২ মালিশ করিবে যেন বুক গরম হইয়া যায়। বক্ষ গরম গরম থাকিতে পড়া পানি দিয়া গোসল করিবে। কিছু পানি খাইতে দিবে ৭ দিনে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বাহির হইবে। বেদনার উপশম হইবে। ১ সপ্তাহ পর ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা কাগজে লিখিয়া রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিবে।

অতিরিক্ত রক্ত বমন হইতে থাকিলে উক্ত আয়াতসমূহের সহিত ইহাও লিখিয়া দিবে।

وَقِيْلَ يَآاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيَاسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الاَ مْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ

وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা মেস্কজাফরাণ ও গোলাব পানি নির্মিত কালি দ্বারা চিনির বরতনে লিখিয়া রোগীকে দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে। এরূপ ১২০ দিন করিলে খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

পথ্যাপথ্য ঃ—দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, মসূর, ছোলা, আড়হরের ডাইল, বাইন মাছের বা বড় চিংড়ি মাছের ঝোল, হরিণ, খরগোশ, মেষ, পায়রা, ঘুঘু ও বকের মাংস। নটে, পল্‌তা, বেতের ডগা, ব্রহ্মী শাক, পুরান কুমড়া, লাউ, পটোল, ডুমুর, মানকচু, মোচা, থোড়, উচ্ছে ও করেলা; পাতি লেবু, কাগজী লেবু, গো-দুধ, গাওয়া ঘি, ছাগ-দুগ্ধ ও ছাগ-ঘৃত। নারিকেল, কচি তালশাঁস, পাকা কাঁঠাল, খেজুর, কেশুর, পানিফল, পাকা কায়েত বেল, কিস্‌মিস্, আদুর, চিনি, মিশ্রি, মধু, ইক্ষুরস, রুটী, খৈ-এর ছাতু, সাগু, বার্লি, সাগর ও শবরীকলা হিতকর। মাখন, মিশ্রি ও চিনি বিশেষ হিতকর। রাত্রিতে ছাগলের মধ্যে শয়নও বিশেষ উপকারী।

পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অগ্নিতাপ রৌদ্রসেবন, বেশী গমনাগমন, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ, ক্রোধ, স্ত্রীসঙ্গম, কটুদ্রব্য, গুড়, দধি, মাষকলাই, ভাজাপোড়া দ্রব্য, মৎস্য, বেগুন, তিল, সরিষা, রসুন, পেঁয়াজ, সিম, ধুমপান ও পান অহিতকর।

হৃদ রোগ

জীবনের উৎস ও জ্ঞানের কেন্দ্র, বক্ষের বাম পার্শ্বের প্রায় ২ অঙ্গুলি নীচে হৃদৎপিণ্ড অবস্থিত। এখানেই রূহের অবস্থান। অতি সূক্ষ্ম ও সুপ্ত আত্মাটির অবস্থান কেন্দ্র বলিয়াই উহার গুরুত্ব সবচাইতে বেশী। কাজেই সুস্থ হৃদয়ে শক্তি যেমন অপরিসীম; উহার অসুস্থতাও যাবতীয় অশান্তি ও অবনতির চরম পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড ও আত্মার রোগ কঠিন ও জটিল। উহার চিকিৎসাও খুব কঠিন বলিয়া মেডিকেল সাইন্‌টিষ্ট ও ছুফিয়ায়ে কেরামদের নিকট স্বীকৃত হইয়াছে।

অতএব, যাহাতে প্রাণ হৃদয় সুস্থ সবল ও নীরোগ থাকিতে পারে, তৎপ্রতি সর্বদা যত্নবান হইবে।

হৃদরোগের কারণ ঃ অতি উষ্ণদ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, কষায় ও তিক্তদ্রব্য ভক্ষণ, ভুক্তদ্রব্য সম্যক পরিপাক পাইবার পূর্বে ভোজন, অতিশ্রম, নিরন্তর চিন্তা, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ, অতি শোক,

বক্ষে আঘাত, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগ্রত করা, অতি জোরে হৃদয়ে অনবরত জর্‌ব করা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ ও কৃমি প্রভৃতি।

লক্ষণ ঃ—মনের অবসাদ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে মনের অশান্তি, উহা প্রবল হইলে ধৃত মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকা। এই রোগে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা ঃ—প্রথমে রোগের কারণ দূর করিতে হইবে। রোগীকে নিশ্চিন্ত করিতে হইবে। রোগী সবল হইলে, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে অভয়া মোদক ব্যবহার করাইবে। জায়েয আমোদ-প্রমোদ ভোগ করিতে দিবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কোলে করিতে দিবে। তাহাদের খেলাধূলা দর্শন করিবে।

১। হিঙ্গু, বচ, বিটলবণ, প্রত্যেক চূর্ণ সমান। একত্রে যবের ক্বাথের সহিত পান করিবে হৃদরোগ, হৃদশূল প্রশমিত হইবে।

২। ক্রিমি হইতে হৃদরোগের সূচনা হইলে বিড়ঙ্গাদী লৌহ, হরিদ্রা খণ্ড ব্যবহার করিবে। সঙ্গে ২ হৃদরোগের ঔষধও প্রয়োগ করিবে। অর্শের কারণ থাকিলে উহার চিকিৎসাও করিবে। ঐ অধ্যায়ও দেখিয়া লইবে।

৩। সুজী ১ ভাগ, অর্জুন ছাল চূর্ণ ১ ভাগ, ছাগদুগ্ধ ৪ ভাগ এবং ঘৃত ও চিনি যথাপ্রয়োজন। এই সমুদয় একত্র পাক করিয়া শীতল হইলে কিছু মধু দিয়া রোগীকে খাইতে দিবে।

৪। পেটের পীড়া না থাকিলে অর্জুন ঘৃত উহার পরম ঔষধ।

বিড়ঙ্গাদী লৌহ প্রস্তুত প্রণালী ঃ শোধিত পারদ, গন্ধক, মরিচ, জায়ফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুঁঠ, বঙ্গ, প্রত্যেক সমভাগ; সর্বসমান শোধিত ও মাড়িত লৌহ; এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান বিড়ঙ্গ চূর্ণ পানিতে মর্দন করিয়া বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার পানি, মুতার রস, মধু।

তদ্‌বীর

৫। নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ কাগজে লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিবে। মাদুলীতে পুরিয়া হৃদয় বরাবর সর্বক্ষণ ধারণ করিবে। প্রবল হৃদস্পন্দনও শান্ত হইয়া যায়। ৩ মাস পর্যন্ত সর্বদা ব্যবহার রাখিলে স্থায়ী ফল হইয়া থাকে। ইহা বহু পরিক্ষিত।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِاللهِ اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ـ لَوْلَآ اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَلِيَرْبِطْ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ ـ لَكُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰ خِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وصلى الله تعالى و على اله وسلم ○

৬। কস্তরী, কর্পূর ও গোলাব পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিবে। চিনা বরতনে নিম্নোক্ত লিখিত তাবীজ লিখিয়া ঐ তাবীজ পানি দ্বারা ধৌত করিবে। প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় মধু ও কর্পূরসহ ঐ পানি সেবন করিবে। প্রবল হৃদরোগ এবং লিভার ব্যাধি এমন কি লিভার শক্ত হইয়া গেলেও উহা দ্বারা বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। লিভার নরম হইয়া দিন দিন ছোট, সবল ও কার্যক্ষম হইবে। ৬ সপ্তাহ ব্যবহার করিবে। (বহু পরীক্ষিত— الرحمة فى الطب والحكمة)

৭। আমেল রোযার অবস্থায় কাঁচের পাত্রে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া বৃষ্টি কিংবা কূয়ার পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করিতে দিবে।

০ ০ ০ ০ ০ ح ٧٨٦

পথ্যাপথ্য

সুপথ্য ঃ—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পুরাণ কুমড়া, কদু, কচিমূলা, রসুন চাল্‌তা, পাকাকলা, দাড়িম্ব, কিস্‌মিস, দধি, বৃষ্টির পানি হিতকর।
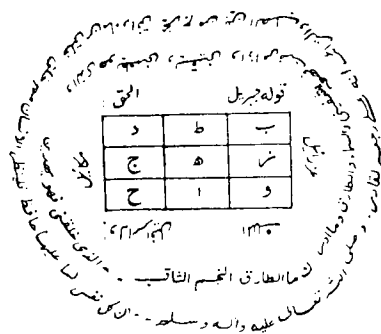
কুপথ্য ঃ—কষায় রস, গুরুপাক দ্রব্য, যাবতীয় গোশ্‌ত, তিক্ত দ্রব্য, উষ্ণবীর্য দ্রব্য মহিষের দুধ, অধঃগতি রোধ, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, নিরন্তর চিন্তা অহিতকর।

জঠর পীড়া

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন—(মানব দেহের জন্য) পাকস্থলী কূয়া স্বরূপ! অর্থাৎ কূয়া হইতে যেমন পানি সরবরাহ হইয়া থাকে, অনুরূপভাবে পাকাশয় হইতে সমস্ত দেহে ধমনী কর্তৃক শক্তি বা শক্তির উপকরণ সরবরাহ হইয়া থাকে। নিখুঁত, নির্দোষ পাকাশয় যত পরিষ্কার, যত পূর্ণ ও উহা হইতে যত শক্তি দেহে সম্প্রসারিত হইবে ততই মঙ্গল। পক্ষান্তরে পাকাশয় দুর্বল ও নিস্তেজ হইলে এবং উহা হইতে সম্যক শক্তি প্রসারিত না হইলে দেহ ক্ষীণ, মন দুর্বল হইয়া পড়ে। তলার লিভারটি একবার নড়িয়া গেলে মেরামতের পর কাজ গৌণভাবে চালু থাকিলেও উহা শক্তিশালী কোন দিনই হইবে না। তদ্রূপ একবার পাকাশয়ের ক্রিয়া ও লিভার প্রপীড়িত হইলে চিকিৎসা দ্বারা রোগারোগ্য হইলেও ভবিষ্যতে উহা মজবুত ও পূর্ণ কার্যক্ষম হইবে না। কোন ব্যতিক্রম হইলে জঠর রোগের পুনরাক্রমণের বিশেষ আশঙ্কা থাকিয়া যায়। অতএব, চিরদিন যাহাতে পাকাশয়ের ক্রিয়া এবং লিভার কার্যক্ষম ও সবল থাকে তৎপ্রতি গোড়ার থেকেই কড়া নজর রাখিবে। শৈশব থেকেই শিশুকে এমন করে গড়িয়া তুলিতে হইবে; যেন কোন দিন ১ বারের জন্যও সে কুখাদ্য বা স্বাস্থ্যের অহিতকর খাবার না খায়। উদর পূর্ণ করিয়া না খায়। ভুক্ত দ্রব্য সম্যক পরিপাক হইবার পূর্বে পুনঃ ভোজন না করে। নারী, পুরুষ, বালক, বালিকা প্রত্যেকেই দৃঢ় পণ করিবে যে জীবনে ২ দিনের জন্য, একবারের জন্যও স্বাস্থ্যের অপচায়ক কোন খাদ্য খাইবে না; বরং অগ্নিবল, সময় ও ক্ষুধা অনুযায়ী স্বাস্থ্যের উপকারী খাদ্য ভক্ষণ করিবে।

পুনশ্চ ঃ—না খাইয়া মানুষ মরে না; মানুষ খাইয়াই মরিয়া থাকে। সাবধান, দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ ভোগ করিতে হইলে কুখাদ্য কখনও ভক্ষণ করিও না।

অগ্নিমান্দ্য

১। পেটে ভারবোধ হইলে ২/১ সন্ধ্যা আহার বন্ধ করিয়া দিবে। কারণ, উপবাসের ন্যায় পেটের পীড়ার ঔষধ দ্বিতীয় আর নাই।

২। আহারের সময় মাঝে মাঝে একটু ২ পানি পান করিলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়; আহারের প্রথমে ও শেষে সামান্য আদা লবণের সহিত ভক্ষণ করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি পায় এবং অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয়।

৩। প্রত্যহ প্রাতঃকালে যবক্ষার ও শুঁঠচূর্ণ অথবা কেবলমাত্র শুঁঠচূর্ণ ঘৃতের সহিত খাইলে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়।

৪। পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, তেজপত্র, নাগেশ্বর। ইহাদের প্রত্যেকচূর্ণ ১৬ তোলা, সচল লবণ ৪০ তোলা, গোল মরিচ ৮ তোলা, জীরা ৮ তোলা, শুঁঠ ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, এলাচ ৪ তোলা, করকচ লবণ ৬৪ তোলা, অম্ল তালিমের বীজ ২০ তোলা, অম্লবেতস ২ পল, ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া লইবে। মাত্রা অগ্নিবল অনুযায়ী /০ হইতে ।০ পর্যন্ত গরম পানি কিংবা ঘোলসহ সেব্য। এই ঔষধের নাম ভাস্কর লবণ ইহা 'নমকে ছোলায়মানি'র স্থলাভিষিক্ত। অজীর্ণে কপের প্রকোপ থাকিলে দেহ ভার, বমিভাব, যে দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছে ঠিক সেই রসেরই উদগার হয়।

চিকিৎসা—সমান সমান সৈন্ধব ও বচ গরম পনিতে পিষিয়া ঠাণ্ডা পানি দ্বারা সেবন করিবে। যদি উদরে অজীর্ণ বেদনা থাকে, তবে ধনে ও শুঁঠের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

অজীর্ণে পিত্তের প্রকোপ থাকিলে গাত্র ঘূর্ণন, পিপাসা, বেদনা, ধূম নির্গতিবৎ অম্লোদগার, ঘাম, দাহ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—ঠাণ্ডা পানি পান করিবে। ইহা খুব উপকারী, গলা জ্বালা পোড়া করিলে হরিতকী ও কিসমিস একত্র পেষণ করিয়া চিনি ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে।

অজীর্ণে—বায়ুর প্রকোপ থাকিলে পেটে বেদনা, উদরাধ্মান মল ও অধঃ বায়ুর অনির্গম ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসার্থে—হরিতকী, পিপুল, কৃষ্ণ লবণ, সমপরিমাণ লইবে। দধির মাত কিংবা গরম পানিসহ সেবন করিবে। সর্ব প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি ও উদরাধ্মান প্রশমিত হইবে।

উদরে আধ্মান দিলে এবং উদগার না হইলে শুঁঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হিং ও সৈন্ধব-লবণ সমপরিমাণ একত্রে বাটিয়া তদ্দ্বারা পেটে প্রলেপ দিয়া দিনে ঘুমাইলে উদরাধ্মান অজীর্ণ বিদূরিত হয়।

নানা প্রকার অজীর্ণ, অতিসার ও অগ্নিমান্দ্যে শঙ্খবটী ও মহা শঙ্খবটী মহৌষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল গাছের ছালের ক্ষার ত্রিকুট শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, হিং, মিঠা বিষ, জারিত পারদ, শোধিত গন্ধক প্রত্যেক সমান ভাগ। আপাং ও চিতামূলের সাথে অম্লবর্গের রসে এবং লেবুর রসে এরূপ ভাবনা দিবে যেন ঔষধ অম্ল রস হয়। ২ রতি প্রমাণ বটি করিবে। উহার সহিত লৌহ ভস্ম ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে মহা শঙ্খবটী হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্ধক। ইহা দ্বারা অর্শ, অজীর্ণ, পাণ্ডু, শূল, প্রমেহ, বাতরক্ত ও শোথে বিশেষ উপকারী। মৌরী ভিজান পানির সহিত আহারের অর্ধ ঘন্টা পরে সেব্য।

অতিসার

কারণ—ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার পূর্বে পুনর্ভোজন দ্বারা এবং হঠাৎ কোন ক্রমে তরল দাস্ত হইবার পর কুপথ্য (ভাত, মাছ, গোশ্ত প্রভৃতি শক্ত খাদ্য) খাওয়ার কারণেও পরিণামে অতিসার রোগ হইয়া থাকে।

১। অতিসারে বাতের প্রকোপ থাকিলে মল অরুণ বর্ণ, রুক্ষ ও ফেনযুক্ত হইয়া থাকে, মল নির্গমকালে গুহ্য দেশে অত্যন্ত শব্দ ও বেদনা হয়। অল্প অল্প অথচ মুহূর্মুহু মল নির্গত হইয়া থাকে।

চিকিৎসার্থে পাচন—সমপরিমাণ বচ, আতইচ, মুতা ও ইন্দ্র যব। ইহাদের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

২। পিত্তের প্রকোপ থাকিলে মল পীত, নীল বা লোহিত বর্ণ হয়। ইহাতে দাহ, তৃষ্ণা, গুহ্য দেশে জ্বালা—যন্ত্রণা, গুহ্য নাড়ীতে অনেক সময় ক্ষত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—কট্‌ফল, আতইচ, মুতা, কুড়চি—ছাল ও শুঁঠ। ইহাদের পাচন ব্যবহার করিবে।

৩। শ্লেষ্মার প্রকোপ থাকিলে— মল সাদাবর্ণ গাঢ় কফ মিশ্রিত ও আঁশটে গন্ধ এবং রোগীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—হরিতকী, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদী, বচ, ইন্দ্রযব, শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

৪। ত্রিদোষজনিত অতিসারে মল গোশ্ত ধৌত পানির ন্যায়ই হইয়া থাকে এবং দোষত্রয়ের লক্ষণাদিও প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—বেড়েলা আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ। ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

আমলকী বাটিয়া উহা দ্বারা নাভীর চারিদিকে দায়েরা (পুরু) দিয়া নাভীতে অর্থাৎ, দায়েরার মাঝে আদার রস দিয়া রাখিলে নদী বেগসম অতিসারও নিবারিত হয়।

রক্ত অতিসার—সমপরিমাণ মধু, চিনি ও ঘর্ষিত রক্ত চন্দন চালুনির সহিত সেবন করিলে রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ইত্যাদি যাবতীয় উপদ্রব নিবারিত হয়।

কাঁটা নটের ফুল—দুই মাষা চালুনি পানিতে পিষিয়া তাহাতে একটু চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

আমরুলের শিকড় ।০ তোলা, গোলমরিচ ২/৩টি জীরা ১০/১২টি বাসী পানিতে পিষিয়া ৩/৪ দিন খাইলে রক্তাতিসার, রক্ত আমাশয় প্রশমিত হয়।

আমের কচিপাতা, জামের কচিপাতা, আমলকীর কচিপাতা একত্রে ছেঁচিয়া তাহার রস মধু ও ছাগ-দুগ্ধের সহিত খাইলে রক্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

অতিসার ও জ্বরাতিসারে আনন্দ ভৈরবরস বিশেষ উপকারী।

প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, মিঠাবিষ, গোলমরিচ, সোহাগার খৈ, পিপুল। প্রত্যেক সমান ভাগ পানিতে পিষিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান জীরা ভাজার গুড়া ও মধু।

প্রবাহিকা

[আমাশয়]

আমাশয় রোগের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। তবে অবৈধ আহার কর্তৃক রোগটার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

পেটে কামড়ানি ও মলের বিদ্ধতা থাকিলে কাঁচাবেল পোড়া, পুরাতন ইক্ষুগুড়, তিল তৈল, পিপুল ও শুঁঠ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে।

কচি তেঁতুল পাতা ও কয়েত বেলের (ঢাকায় কাটবেল) পাতা ছেঁছিয়া তাহার রস সেবন করিলেও আমাশয় নিরাময় হইয়া থাকে।

নূতন, পুরাতন সর্বপ্রকার আমাশয় রোগে ১০/১২ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ ২/১ দিন পান করিলে দূষিত মল বাহির হইয়া যাইবে। আমাশয়ের যাবতীয় ক্লেশ দূরীভূত হইবে।

অতিসার, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি জঠর পীড়ায় নিম্নলিখিত ঔষধসমূহ বিশেষ ফলপ্রদ।

কর্পূর রস—প্রবল অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণীর রোগ সকল প্রশমিত হয়। অনুপান—ডালিম পাতার রস বা দুর্বা ঘাষের রস।

প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, আহিফেন, মুতা, ইন্দ্রযব, জায়ফল, কর্পূর। প্রত্যেক সমান ভাগ। পানিতে পিষিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে।

নৃপতি বল্লভ—প্রবল অতিসার, গ্রহণী ও আমাশয়, সর্বপ্রকার উদরাময়, গুল্ম, অর্শ শূল, জ্বর, প্লীহা প্রশমিত হয়।

অনুপান—চাউলের পোড়া ভিজান, মুতার রস ও মধু।

প্রস্তুত প্রণালী—জায়ফল, লবঙ্গ, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, জারিত লৌহ, অভ্র, জারিত পারদ, গন্ধক, জারিত তামা, প্রত্যেক এক এক ভাগ। মরিচ ২ ভাগ, আমলকির রসে পিষিয়া অর্ধ মাষা পরিমাণ বটী করিবে।

মুস্তকাদী মোদক—জঠর পীড়াতে যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন উক্ত মোদক ব্যবহার করিবে। আল্লাহ্ চাহে ত নিশ্চিত ফল হইবে। রোগারোগ্যের পরও এক সপ্তাহ পর্যন্ত উহা ব্যবহার করিবে। কুপথ্য ত্যাগ অবশ্যই করিবে।

ঠাণ্ডা পানি বা দুগ্ধের সহিত —।।০ পর্যন্ত সকাল ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ, পিপুল, গোলমরিচ, ত্রিফলা, চিতামূল, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, যমানী, বন যবানী, (রাধুনী) মৌরী, পান, শুল্‌ফা, শতমূলী, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, মেথী, জায়ফল। প্রত্যেক ২ তোলা, মুতা ৪৮ তোলা এই সমুদয় চূর্ণ ৩ সের চিনির রসে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। নমকে ছোলায়মানী ও জাওয়ারেশে—জালিনুছ হেকিমী ঔষধদ্বয়ও পেটের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

তদ্‌বীর

১ বার সূরা-ক্বদর ও ৩ বার لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ পড়িয়া নির্মল পানিতে দম দিবে। কিছু গরম পানির সহিত সেবন করিলে ওলাউঠা ও উদরাময় নিবারিত হয়।

মেশ্‌ক, জাফরান ও গোলাব পানিতে তৈরী কালি দ্বারা চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২ বার উহা ধৌত পানি সেবন করিতে দিবে।

ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা এবং لَافِيْهَا غَوْلٌ وَّلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ও তৎসঙ্গে—

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে নিক্ষেপ করত যথা নিয়মে উহা পান করিলে বিশেষ উপকার হইবে।

পথ্য—অতিসার নিরামান্তে বার্লী ইত্যাদি লঘু পথ্য খাইতে দিবে।

কিছু ভাত হজম হইলে পুরাতন সুসিদ্ধ চাউলের ভাত, কৈ, মাগুর ছোট তৈল বিহীন মাছের ঝোল, পটোল, পলতা, কচি বেগুন, ডুমুর, কাঁচা আনাজী কলা, মোচা, কাগজী লেবু, ঘোল ইত্যাদি লঘু পথ্য সেব্য। মোটকথা এমন খাদ্য খাইবে যাহাতে পেট ভার কিংবা রোগের পুনঃ আক্রমণ না হয়।

কুপথ্য—যাবতীয় ডাইল, ডিম, গোশ্‌ত, ভাজা, পোড়া, পিঠা, ঘি, দুধ, পোলাউ, ইলিশ মাছ, বড় যে কোন মাছ।

শূল বা নিদারুণ বেদনা

প্রথম স্থির করিবে কি প্রকার বেদনা? লিভার কিংবা প্লীহার অপর দিকে বেদনা হইলে গুর্দা বেদনা হইতে পারে। গুর্দায় বেদনা হইলে উহার চিকিৎসা করিবে। লিভার বেদনা হইলে লিভারের চিকিৎসা করিবে। পাকস্থলীতে বেদনা হইলে তৎপ্রসঙ্গেই এখানে আমরা কিছু শূল চিকিৎসার উল্লেখ করিব।

পিত্তশূল—নাভীদেশে উৎপন্ন হয়। দুপুরে, অর্ধরাত্রে, ভুক্তান্নের পরিপাকের সময়, শরৎকালে উহা বর্ধিত হয়। পিপাসা, দাহ ও গাত্র ঘর্মন হইয়া থাকে। শীতল ও সুস্বাদু আহারে উপশম হয়।

চিকিৎসা—প্রতিদিন শত মূলীর রস মধুসহ সেবন করিবে। দাহ ও শূল নিবারণ হইবে। অমলকি চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয়।

কফজনিত শূল—আহারের পর, পূর্বাহ্নে এবং শীত ও বসন্তকালে বেদনার বৃদ্ধি হয়। বমনবেগ, কাশ, দেহের অবসাদ, অরুচি, মুখ দিয়া পানিস্রাব, পেটে স্তব্ধতা ও মস্তকে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—সৈন্ধব লবণ, সচল লবণ, বিট লবণ, পিপুল, পিপুল-মূল, চৈচিতা মূল, শুঁঠ, হিং এই সমুদয়ের চূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় গরম পানিসহ সেব্য।

বতজশূল—হৃদয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠে, মূত্রাশয়ে বেদনা উপস্থিত হয়। ভুক্তান্নের পরিপাকান্তে, শয়নকালে ও বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—সচল লবণ ১ ভাগ, তেঁতুল ২ ভাগ, কৃষ্ণ জীরা ৪ ভাগ, গোলমরিচ আট ভাগ। এই সমুদয় দ্রব্য টাবা লেবুর রসে (তোরুণ জীবন) পেষণ করত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় পানিসহ সেব্য।

ধাত্রীলৌহ—সর্ব প্রকার শূল রোগে বিশেষ উপকারী। সিকিমাত্র ঔষধ আহারের পূর্বে ও পরে এবং মধ্যে ৩ বার সেব্য। অন্নের সহিত সেবন করিতে অসুবিধা বোধ করিলে আহারান্তে একবারে ।০ পরিমাণ ঔষধ সেবন করিবে।

প্রস্তুত প্রণালী আমলকিচূর্ণ ১ সের, লৌহ চূর্ণ আধ সের, যষ্টি মধু চূর্ণ এক পোয়া আমলকির ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। ভাবনার্থ আমলকী সাত পোয়া পাকে পানি ১৪ সের শেষ সাড়ে তিন সের। প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া উহা চূর্ণ করিবে এবং মাটির পাত্রে রাখিবে।

তদ্‌বীর

১। সরিষার তৈলে ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ

২ বার ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

৩ বার وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

পড়িয়া দম দিবে। এই তৈল দৈনিক ৩ বার মালিশ করিবে।

২। পূর্বোক্ত নিয়মে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া দৈনিক ২/৩ বার সেবন করাইবে।

৩। নিম্নোক্ত আয়াৎদ্বয় লিখিয়া তাবীজরূপে বেদনাস্থলে ধারণ করিতে দিবে। জীনের আছর প্রসূত ও অন্যান্য বেদনায় বিশেষ উপকারী। ১ বার সূরা-এখ্‌লাছ পূর্ণ এবং

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَشِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَايَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا

৪। নাবালেগ ছেলে দ্বারা এক দরে কাগজ খরিদ করাইবে। বাবলা আটা ভস্ম কালি কিংবা কাল কালি দ্বারা নীচের আয়াৎ লিখিবে। মিছরিসহ তাবীজটি সবুজ কোন ফলের রসে রাত ভিজাইয়া রাখিয়া সকালে ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। সামান্য অবশিষ্ট পানি বেদনাস্থলে মালিশ করিবে। এরূপ ২ সপ্তাহ করিবে। কিন্তু তাবীজটি এমন ঘরে বসিয়া লিখিবে যে ঘরে কোন দিন স্ত্রী সংগম হয় নাই। যেমন মসজিদ। আয়াতটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاۤءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَافِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ - وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

ক্রিমি বেদনা হইলে রোগীকে চিৎভাবে শোয়াইবে। কেরোসিন তৈল নাভীসহ সমস্ত পেটে ধীরে ধীরে ভালরূপে মালিশ করিলে অল্পক্ষণের মধ্যে উহা প্রশমিত হয়।

পথ্যাপথ্য—ঐ সব খাদ্য ভক্ষণ করিবে যদ্দ্বারা পরিষ্কারভাবে পেশাব-পায়খানা হইতে থাকে এবং ঐ সব আহার ও ক্রিয়াদি হইতে পরহেয করিয়া চলিবে, যদ্দ্বারা পেশাব-পায়খানার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকে।

শোথ ও জলোদরী

শোথ ও জলোদরী স্বতন্ত্র কোন রোগ নহে। ইহা অন্য কোন জড়ব্যাধির উপব্যাধি বটে। ক্রিমি, কামলা, হলিমক, অতিসার লিভার ব্যাধি প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধি উহার মূল রোগ হইতে পারে। অতএব, মূল রোগ ও কারণ ধরিয়া চিকিৎসা করিতে বিলম্ব করিবে না। উহার চিকিৎসা বিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার, কবিরাজ, হেকীম দ্বারা করাইবে। আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিতেছি, যাহা সর্বাবস্থায় মঙ্গলজনক।

পুনর্নবা, নিমছাল, পলতা, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু, হরিতকী ইহাদের ক্বাথ ২ বেলায়ই সেব্য। ইহা শোথ রোগের মহৌষধ।

পথ্য—পানি বর্জনীয়। শুধু মানমণ্ডই উক্ত রোগীর পথ্য।

প্রস্তুত প্রণালী—মান চূর্ণ ১ ভাগ, আতপ চাউলের মিহিন গুড়া ২ ভাগ, দুধ ৪২ ভাগ একত্রে পাক করিবে।

তদ্‌বীর

১। আয়াতে কোত্‌ব এক একবার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম দিবে, এরূপ ১৪ বার করিবে। অতঃপর ৩৩ আয়াত পড়িয়া ১ বার দম দিবে।

৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ পড়িয়া দম দিবে এবং রোগীর সর্বাংগে মালিশ করিতে দিবে।

২। ১ খণ্ড কাগজে নিম্ন আয়াৎদ্বয় লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে। এতদ্‌সঙ্গে আয়াতে শেফাও লিখা যাইতে পারে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

৩। উক্ত তদ্‌বীরদ্বয়ের সঙ্গে ৬ সপ্তাহ ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা চিনা বর্তনে লিখিয়া ৩ বেলা সেবন করিতে দিবে।

ক্রিমি

কবিরাজ শাস্ত্রবিদগণ বলেন, ক্রিমি হইতে উৎপত্তি না হইতে পারে এমন রোগ নাই। কাজেই ক্রিমি দ্বারা উদর পূর্ণ রাখা সমীচীন নহে। বিশেষতঃ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য উহা বড়ই মারাত্মক।

১। খেজুর পাতার রস একরাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতে সেই বাসী পানি সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

২। ডালিমের খোসার ক্বাথে কিঞ্চিৎ তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

৩। ক্রিমি যাহাতে ঊর্ধ্বগামী হইয়া নাসিকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া মৃত্যু না ঘটাইতে পারে সেজন্য ছেলেমেয়েদের নাক, কান ও গলদেশে কিছু কেরোসিন লাগাইয়া দিবে।

বিভিন্ন ঔষধালয়ে উহার বহু ঔষধ পাওয়া যায়। কাজেই আর বেশী ঔষধের উল্লেখ করিলাম না। তবে বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ক্রিমি নাশ করিবে। খুব গরমের সময় ক্রিমি মারা অভিযান প্রাণনাশ করিতে পারে। খুব সাবধান। খেজুরের গুড় ক্রিমি শান্ত করিয়া থাকে।

পথ্যাপথ্য—অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্যবৎ জানিবে।

প্লীহা-যকৃত

বিষম জ্বর, জীর্ণ জ্বর দীর্ঘকাল থাকিলে কিংবা নবজ্বরে কুপথ্যাদি ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও লিভার বর্ধিত হয়। ফলে উহারা কর্মে অক্ষম হইয়া যায়।

১। প্লীহার প্রথম অবস্থায় পিপুল চূর্ণ ০ দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত হইয়া সতেজ ও কার্যক্ষম হয়।

২। তালের জট পোড়াইয়া সেই জট ভস্ম করিবে। কমপক্ষে ৪ মাষা পরিমাণ ভস্ম পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ দূরীভূত হয়।

৩। যমানী, চিতা, যবক্ষার, পিপুলমূল, পিপুল, দন্তি ইহাদের প্রত্যেক সমপরিমাণ গরম পানির সহিত ভক্ষণ করিলে প্লীহা ও লিভার বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৪। উক্ত মুষ্টি যোগে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত না হইলে নিম্নোক্ত পাচন ব্যবস্থা করিবে। ইহা রোগদ্বয়ের মহৌষধ।

কন্টকারী, বৃহতি, শাল পানি, চাকুলে, গোক্ষুর, হরিতকী, রোড়া। এই সাতটি বস্তুর কষায় ।০ আনা যবক্ষার ও পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিবে।

রোড়াকে ময়নাও বলে। ডাক্তারী নাম Audersonia Rahitaka ল্যাটীনে Tecowa andulata.

৫। লিভার ও প্লীহা অতি বর্ধিত হইয়া শক্ত হইয়া গেলে প্রত্যহ গোমূত্রের সেক দিবে। তিল, তিসি, ভ্যারেণ্ডার বীজ, রাই, সরিষা বাটিয়া প্লীহা ও লিভারের উপর প্রলেপ দিবে।

৬। মুষ্টি যোগ বা পাচন প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত সরিষা বাটিয়া লিভার ও প্লীহার স্থানে প্রলেপ দিবে। দিন দিন উহা কোমল, ছোট ও কার্যক্ষম হইবে।

পাণ্ডু, কামলা, হলিমক

প্লীহা ও লিভার রোগ দীর্ঘদিন থাকিলে রোগত্রয় আত্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, পেশাব পীতবর্ণ, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, গুলঞ্চ, বাসক, কটকী, চিরতা, নিমছাল ইহাদের ক্বাথ মধুসহ সেবন করিলে রোগত্রয়ের উপশম হয়। কাঁচা ও পাকা পেঁপে, গাঁজর, মূলা উহার প্রধান খাদ্য ও ঔষধ।

তদ্‌বীর

১। প্লীহা পেটের বাম ও লিভার পেটের ডান পার্শ্বে অবস্থিত। নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজরূপে উহার উপর ধারণ করিলে প্রশমিত হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

২। নিম্নলিখিত তাবীজ ব্যবহারে বহুস্থানে আশাতীত সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রায়ই ৭ দিনে উপশম হইয়া থাকে।

٧٨٦ح اب ح فاح ناح و دبوج ع هرح ماع و يرويح حاميا و طايرا و و ع ع محاحا و سلوهم

ليلكطاع لح دلى اجيبوا يا خدام الاسماء برفع الطحال عن هذا الاذى -

কাগজে লিখিয়া তাবীজ বানাইবে। গলায় এমনভাবে ধারণ করিবে, যেন উহা প্লীহা বা লিভার বরাবর থাকে।

৩। বুধবার অথবা শনিবার নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে ৭ দিনে প্লীহা বা লিভার ছোট হইয়া যাইবে।

صل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عا عا عا عا

عا عا عا عا عا عا حا

৪। সীসার তখ্‌তীর উপর নিম্নোক্ত তাবীজ অঙ্কন করিবে। প্রথম সপ্তাহ প্লীহা সোজা, দ্বিতীয় সপ্তাহ লিভার বরাবর ধারণ করিলে প্লীহা ও লিভার রোগ প্রশমিত হয়।

واح اح ع ا ما لا ما ما دا
ای ورم واح ردهم
مالا لكلوع

৫। হৃদরোগের ৭ নং তদ্‌বীর অবশ্যই করিবে। উহা দ্বারা দুর্জয় প্লীহা লিভারও সংশোধিত হইয়া থাকে। লিভার বড়, শক্ত হইয়া গেলে নিশ্চয়ই উহা ব্যবহার করিতে দিবে।

৬। লিভার ও প্লীহাতে বেদনা থাকিলে চিনা বরতনে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিবে। পানি দ্বারা ধৌত করিয়া পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত আশাতীত সুফল হইবে।

- موم ٥ ع ع ع ع ع ع ع ١ ١ ٥ ٥ ٥ ٥

৭। আকস্মিক লিভার বেদনায় বোতলে গরম পানি পুরিয়া সেক দিবে। বেদনার উপশম হইবে।

৮। জুতা পরিধান করিতে প্রথম ডান পা দিবে। খুলিতে বাম পা খুলিবে। প্লীহা বেদনা হইতে নিরাপদ থাকিবে। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যতই নিরীক্ষণ করিবে, রাসূলে পাকের সুন্নতের মহত্ত্ব ততই প্রকাশিত হইবে।

৯। সূরা-মোমতাহেনা পাক চিনা বরতনে লিখিবে এবং ধুইয়া খাইতে দিবে।

১০। এক টুক্‌রা পাতলা চামড়ার উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া প্লীহা বরাবর ধারণ করিবে। শনিবার লিখিয়া ধারণ করিবে, শুক্রবার খুলিয়া রাখিবে। প্লীহা রোগে ইহা বুযুর্গানে দীনের বহু পরীক্ষিত।

اداح ح هم ما مل ملما	محمد الی رای	١٨٩٧٢

صا لح صح و صح م له   صا لح دون مانع من الی ان تبصره و مره۔

১১। নীচের তাবীজটি লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিবে।

صوع د د ح د ح ٢ ٥ ٩ ٤ ٨ ١ ٩ ٢ ٣

১২। শনিবার সূর্যোদয়ের পূর্বে লিখিয়া পশমের দড়ি দ্বারা পৈতার ন্যায় ডান পার্শ্বে বাঁধিবে।

ح ح ٥ د م ص ها ا ص
اح اح ماتت الی الابد

১৩। কামলা, হলিমক ও পাণ্ডু রোগে পানি ও সরিষার তৈলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৩ বার গোসল করিতে দিবে। চিনা বরতনে আয়াতে শেফা লিখিয়া ৬ সপ্তাহ দৈনিক ২ বার সেবন করিতে দিবে।

সুপথ্য—কাঁচা ও পাকা পেঁপে, পটল, পিপুল শাক, মটর শাক, ঝিংগা ও কাকরোল, কচি বেগুন, করেলা, উচ্ছে প্রভৃতি।

কুপথ্য—সর্বপ্রকার ডিম, ডাইল, মাংস, তৈলাক্ত মাছ প্রভৃতি গুরুপাক শক্ত দ্রব্য।

গুর্দা

গুর্দা পাকাশয় হইতে রস সংগ্রহ করিয়া থাকে। গুর্দা হইতে ঐ পরিষ্কৃত পানি ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মূত্রাশয়ে জমা হইতে থাকে। এই পানিই মূত্র। গুর্দা সবল সতেজ ও কার্যক্ষম হইলে ভুক্তদ্রব্যাদি পাকাশয়ের ভিতরেই থাকে এবং সে পরিষ্কৃত রসই সঞ্চয় করিয়া থাকে। গুর্দা রোগাক্রান্ত হইলে রসের সহিত খাদ্যের মিহিন কণিকাসমূহ গুর্দা কিংবা মূত্রাশয়ে জমাট হইয়া ক্রমশঃ পাথরী পর্যন্ত হইতে পারে। খুব বেশী এবং অনবরত বরফ পান করিলে গুর্দা কমজোর হইয়া থাকে।

১। গুর্দার বেদনাও অতি প্রকট হইয়া থাকে। গরম পানি বোতলে পুরিয়া সেঁক দিবে। সেঁক-কার্য গুর্দা বেদনায় বিশেষ উপকারী।

২। ৩ মাষা দারুচিনি, ৩ মাষা রুমিমস্তগি অতি মিহিন করিয়া রওগনে গোলের সহিত একটু গরম করিয়া মালিশ করিলে বেদনার উপশম হয়।

৩। গুর্দার প্রচণ্ড বেদনা হইলে ।৴ ছটাক এরণ্ডের তৈল মৌরি ভিজান পানির সহিত সেবন করিলে কয়েকবার দাস্ত হইয়া গুর্দা পরিষ্কৃত হইবে। বেদনার উপশম হইবে।

৪। জাওয়ারেশে জালিনুছ বিশেষ ফলপ্রদ।

সুপথ্য—ছাগ, মুরগী, পাখীর গোশ্‌তের জুশ, গমের রুটি, ডাব ও কাগজি লেবু খুব উপকারী।

কুপথ্য—ডিম, গোশ্‌ত, ডাইল, ভাজাপোড়া, ভাত, পিঠা বিশেষ ক্ষতিকর।

মূত্রাশয়

নানা কারণে বিশেষতঃ শুক্রক্ষয় এবং বদহজমীর দরুন ও প্রস্রাবের বেগ ধারণের পরিণামে মূত্রাশয় দুর্বল হইয়া থাকে।

বহু মূত্র—এই রোগে সর্বদেহস্থ পানি পদার্থ বিকৃত ও স্থানচ্যুত হইয়া মূত্রাশয়ে উপস্থিত হয়। মূত্রমার্গ দিয়া অত্যধিক পরিমাণে নির্গত হয়। দিন দিন শরীর ক্ষীণ ও অবসাদ প্রাপ্ত হয়। পিপাসাও বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা—১। পাকা কাঁঠালী কলা ১টা, আমলকীর রস ১ তোলা, মধু ৪ মাষা, চিনি ৪ মাষা, দুধ ⁄। পোয়া একত্র ভক্ষণ করিলে বহুমূত্র নিবারিত হয়।

২। কচি তাল বা খেজুরের মূলের রস ও কাঁঠালী কলা দুগ্ধসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে খাইলে বহুমূত্র প্রশমিত হয়।

অল্পমূত্র বা মূত্র রোধ— নিদারুণ জ্বলা-যন্ত্রণার সহিত অবাধে অল্প পরিমাণ প্রস্রাব হইলে নারিকেলের ফুল চালুনি পানিতে পিষিয়া খাইলে উহা নিবারিত হয়।

উক্ত ব্যাধিতে মলাবদ্ধ থাকিলে গোক্ষুর বীজের কাথে একটু যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্ররোধ, জ্বালা-যন্ত্রণা বিদূরিত হয়। পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া রস ভক্ষণ করিলেও উপকার হয়।

অল্প যাতনার সহিত বাধ বাধভাবে অল্প মাত্রায় প্রস্রাব হইলে কুমড়ার রসে যবক্ষার ও পুরাতন গুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত, অশ্মরী শর্করা নিবারিত হয়।

তেলাকুচার মূল কাজিতে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারিত হয়।

চালুনি পানিতে রক্ত চন্দন ঘষিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সমপরিমাণ ইছবগুলের ভুসি ও তোখ্‌মা দানা মিছরির সহিত ১ রাত্র ভিজাইয়া সকালে খালি পেটে পান করিলে আশাতীত সুফল পাওয়া যায়।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে ৩টি পাকা দয়া কলা (এটে কলা) খুব কচ্‌লাইবে অতঃপর ১।।০ মানকচুর ডগা কুচি কুচি করিয়া কলার সহিত একত্রে খুব উত্তমরূপে ছানিবে। একটা মেটে পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। যে রসটুকু উহা হইতে বাহির হইবে; ঐ রস রোগীকে সেবন করাইবে। খোদা চাহে ত সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

কবুতরের পায়খানা পানিতে বেশ গরম করিয়া একটি টবে ঐ ফুটন্ত পানি রাখিয়া দিবে। রোগীকে সহ্যমত ঐ গরম পানিতে নাভী পর্যন্ত ভিজাইয়া বসাইবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিলে প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

বৃহৎ সোমনাথ রস বা বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস বিশেষ উপকারী। পূর্ণ চিকিৎসা কোন বিজ্ঞ হাকীম বা কবিরাজ দ্বারা করাইবে।

তদ্‌বীর

সূরা-ফাতেহা	১ বার	
قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلاَمًا عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ ـ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَ خْسَرِيْنَ ـ	৩ বার	একবার দম
ফাতেহা শরীফ	১ বার	একবার দম
سَلاَمٌ قَوْلاًمِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ	৩ বার	
ফাতেহা শরীফ	১ বার	
সূরা-জীন প্রথম হইতে شططا পর্যন্ত	২ বার	একবার দম
ফাতেহা শরীফ	১ বার	
সূরা-কাফেরূণ	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-এখ্‌লাছ	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-ফালাক	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
সূরা-নাস	১ বার	একবার দম
ফাতেহা	১ বার	
لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰ خِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○	২ বার	একবার দম

উক্ত নিয়মে ১ বোতল পানিতে দম দিবে। সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফাসমূহ একখণ্ড কাগজে লিখিয়া পানিতে ভিজাইয়া দিবে। প্রত্যহ ঐ পানি ৩ বার সেব্য। নিম্নলিখিত তদ্‌বীর

চিনা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিবে। উহা রোগীকে সেবন করিতে দিলে তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ - رمص نفخ و شفوا بفضل الله عز و جل -

সুপথ্য—ডাব, কাগজী, মওসুমী ফল ইত্যাদি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—গুরুপাক ভাজা পোড়া, মরিচ ইত্যাদি কষায় রস অহিতকর।

অনবরত পেশাব হইতে থাকিলে পাঁঠা ছাগলের কয়েকটা খুর ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম পানিতে নিক্ষেপ করত পান করিতে দিবে। খোদা চাহে ত উহা নিরাময় হইবে।

পাথরী

কারণ—পাথরী একটা মারাত্মক ও প্রাণনাশক ব্যাধিও বটে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, গুর্দা সতেজ ও সবল না হইলে ভুক্ত দ্রব্যের সূক্ষ্ম কণিকা সকল গুর্দার ভিতর জমা হইয়া আস্তে আস্তে পাথরীতে পরিণত হয়। প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিলেও মূত্রাশয়ের মধ্যে তলানি জমাটাকারে ক্রমশঃ শক্ত আকার ধারণ করিতে পারে।

সঙ্গম, মৈথুন ও স্বপ্নদোষ হেতু ক্ষরিত শুক্র বাহির হইতে না দিয়া যাহারা উহা রোধ করিয়া থাকে এহেন মূর্খদেরও পাথরী হইতে পারে। পাথরী অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি, পাথর বড় হইয়া গেলে অপারেশন ছাড়া কোন ঔষধে ভাল হয় না বলিলেও চলে।

লক্ষণ—ডান কিংবা বাম পায়ের অথবা উভয় পায়ের উরু ভারবোধ হয়। পুরুষাঙ্গের তলদেশ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত যে সেলাইয়ের ন্যায় রহিয়াছে তথায় অসহনীয় বেদনা উপস্থিত হয়। তলপেটেও বেদনা হয়। বেদনাস্থল স্পর্শ করাও কষ্টদায়ক। প্রতি মুহূর্তে পেশাবের বেগ হয় কিন্তু অতি যন্ত্রণার সহিত সামান্য পেশাব বাহির হইয়া আবার বন্ধ হইয়া যায়। রোগী তখন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতে থাকে। যবাহ্‌কৃত মোরগের ন্যায় ছট্‌ফট্‌ও করে। এ মারাত্মক যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধির আক্রমণ হইবার পূর্বেই সর্তকতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

চিকিৎসা—(ক) বরুণ ছাল, শুঠ ও গোক্ষুর। ইহাদের পাচন ২ মাষা যবক্ষার, ২ মাষা পুরাতন গুড়ের সহিত পান করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া যায়।

(খ) তাল মূলী বাসী পানির সহিত বাটিয়া খাইলেও পাথরী প্রশমিত হয়।

(গ) ছাগদুগ্ধ মধু ও গোক্ষুর বীজচূর্ণ পান করিলে পাথরী প্রশমিত হয়।

(ঘ) ছোট এলাচ, যষ্টি মধু, গোক্ষুর, রেণুকা, এরণ্ড মূল, বাসক, পিপুল পাষণ ভেদী। ইহাদের সাথে শিলাজুত প্রলেপ দিয়া পান করিলে প্রস্রাবের ক্ষয় ও পাথরী বিনষ্ট হয়।

(ঙ) পাথর কুচার পাতা লবণের সহিত চিবাইয়া খাইলেও বিশেষ ফল হয়।

(চ) এসিড ফস ৩০× বিশেষ উপকারী, পাথর বাহির করিয়া দেয়।

(ছ) কবিরাজী ঔষধ—আনন্দযোগ ছাগ-দুগ্ধে সেবন করিলে পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

হেকিমী ঔষধ—কোশতায়ে হাজারুল ইয়াহুদ, জাওয়ারেশে জালিনুছের সহিত সেবন করিলেও পাথর চূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যায়।

তদ্‌বীর

নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া নাভীর বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

رَبُّنَا اللّٰهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاۤءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ اَمْرُكَ فِى السَّمَاۤءِ وَالْاَ رْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ فِى السَّمَاۤءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِى الْاَ رْضِ وَ اغْفِرْلَنَا حُوْبَنَا وَ خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِيْنَ فَاَنْزِلْ شِفَاۤءً مِّنْ شِفَاۤءِكَ وَ رَحْمَةً مِّنْ رَحْمَتِكَ عَلٰى هٰذَا الْوَجْعِ ـ

সূরা-এন্‌শেরাহ (الم نشرح) পূর্ণ; রেশমের এক টুকরা কাপড় কিংবা সাদা কাগজে লিখিয়া ১ বোতল পানিতে পুরিবে। রোগীকে ৪০ দিন সেবন করিতে দিবে।

নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ চিনা বরতনে লিখিবে। পানি দ্বারা ধৌত করিয়া প্রত্যহ ১ বার সেবন করিলে পায়খানা ও পেশাব ঠিকমত হইবে। পাথরী বিচূর্ণ হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاۤءً مُّنْبَثًّا ـ وَ حُمِلَتِ الْاَ رْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَ انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ـ

প্রস্রাব বন্ধ হইয়া থাকিলে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজরূপে নাভীর নীচে ধারণ করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاۤءً ثَجَّاجًا ـ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَاۤءِ بِمَاۤءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَ رْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَا الْمَاۤءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْقُدِرَ ـ

নীচের তাবীজটি চিনা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিয়া খাইলেও প্রস্রাব হইয়া থাকে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاِذِاسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ (اِلٰى) مُفْسِدِيْنَ ـ

সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা বরতনে লিখিয়া ধৌত করিয়া নিয়মিত পান করিলে উপকার হইবে।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল, বেগুন, কদু, পটল, ঝিঙ্গে, ডুমুর, মানকচু, থোর, মোচা প্রভৃতি ব্যঞ্জন, পাখীর গোশ্‌ত, মুগ, মাষকলায়ের ডাল, দুগ্ধ, ঘোল, তাল ও খেজুরের মাতি, কচি তালশাঁস, কোমল নারিকেল ও চিনি প্রভৃতি লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য।

কুপথ্য—যাবতীয় মিষ্টিদ্রব্য, টক্ গুরুপাক দ্রব্য, দধি, পিঠ, তৈলে ভাজা দ্রব্য, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, পথ পর্যটন, অহিতকর।

জরায়ু

মেয়েদের নাভীর নীচে মূত্রাশয় এবং উহার নীচেই জরায়ু। জরায়ুর সহিত যোনির অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক। জরায়ু সবল ও কার্যক্ষম হইলে নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকে। পক্ষান্তরে জরায়ু রোগাক্রান্ত নারী বহু প্রকার কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে জরায়ু রোগাক্রান্ত না হয়।

কারণ—অধিক পরিমাণ স্বামী সহবাসে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং দিন দিন উহা দুর্বল হইয়া যায়।

ঔষধ প্রভৃতির দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে অকালে গর্ভপাত করাইলে কিংবা বিশেষ কোন ব্যাধির কারণে অসময় গর্ভপাত হইলেও জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অতিরিক্ত মরিচ, পিঁয়াজ প্রভৃতি কটু ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেও উহা দুর্বল হইয়া যায়।

অনিয়ম, বেনিয়ম এবং অনুপযুক্ত আহারাদির দরুন ঋতুস্রাব যথা নিয়ম না হওয়াতেও জরায়ু ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় লম্ফ-ঝম্ফ এবং জোরপূর্বক সন্তান প্রসব করাতে, প্রবল কাশিতে ও আমাশয়ে অনেক সময় জরায়ুর মুখনালি যোনী দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কোন কোন মেয়ের ঐ বহিরাগত নালী এত বড় ও শক্ত হইয়া যায় যে, তখন অপারেশন ছাড়া উহার চিকিৎসাই অসম্ভব হইয়া যায়।

ঋতু বন্ধ—গাজরের বীজ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ অগ্নিপাত্রের মুখে একটা ঢাকনি দিবে এবং ঢাকনিতে একটি ছিদ্র আগেই করিয়া লইবে। ঢাকনির ছিদ্র দিয়া যে ধূম নির্গত হইবে যোনি দ্বার দিয়া উহা জরায়ু পর্যন্ত পৌঁছিতে দিবে। —বেহেশ্‌তী জেওর। মানুষের চুলের ধূম উল্লেখিত নিয়মে জরায়ুতে পৌঁছিবে। ইহাতে ঋতু বন্ধ, ঋতুর অনিয়ম ও ব্যতিক্রম বিদূরিত হইবে।

—হায়াতুল হায়ওয়ান

জরায়ু দোষে বাধক বেদনা হইয়া থাকে, এই বেদনা উপশমার্থে চিকিৎসা—ফুটের দানা / ছটাক, গোক্ষুর / ছটাক, বিড়ঙ্গ / ছটাক, মৌরি / ছটাক এই সমুদয় চূর্ণ করত /২ সের পানিতে জ্বাল দিবে। অর্ধ সের থাকিতে নামাইয়া লইবে। প্রত্যহ / ছটাক, এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেবন করিবে।

ওলট্‌কম্বলের মূলের ছাল অর্ধ তোলা, ৭টা গোলমরিচের সহিত পিষিয়া ঋতুর ২/৩ দিন আগে হইতে ঋতুর পরও ২/৩ দিন পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে দিবে। সকল প্রকার বাধক নির্মূল হইয়া যাইবে। কাল তুলসীর শিকড়, ২১টি গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে বাধক আরোগ্য হইয়া যায়।

অধিক রক্তস্রাব

সন্তান প্রসবান্তে, ঋতুকালে কাহারও অধিক রক্তস্রাব হইয়া থাকে।

অর্ধ ছটাক দুর্বার রস চিনির সহিত দৈনিক ৩ বার সেবন করাইলে স্ত্রীলোকের অধিক রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

ডালিমের খোসা ২ তোলা, ডালিমের ফুলের মোচা ২ তোলা, মাজু ফল ২ তোলা, ২০ সের পানিতে জ্বাল দিয়া টবে পুরিবে। সহ্য মত উক্ত গরম পানির মধ্যে কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিবে। পানি ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত বসিয়া থাকিবে। খোদা চাহে ত রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে।

গেরো মাটি ১ তোলা, ছঙ্গে জারাহাত ১ তোলা, মাজুফল ১ তোলা, ইহাদের চূর্ণ ।০ তোলা ঠাণ্ডা পানির সহিত সেব্য।

তদ্‌বীর

এক ছটাক খাঁটি সরিষার তৈলের সহিত ১ তোলা কর্পূর মিশ্রিত করিবে। .... افحسبتم খ্রير الرحمين পর্যন্ত ৩ বার পড়িয়া দম দিবে। প্রত্যহ ৪/৫ বার তলপেট, কোমর এবং জরায়ু সোজাসুজি মালিশ করিবে। এই তৈল ব্যবহারের সঙ্গে নিম্নোক্ত তাবীজটিও জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ـ اَوَلَمْ يَرَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاۤءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ـ

অতিরিক্ত রক্তস্রাবে ১ খণ্ড কাগজে লিখিবে—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَاۤءَكِ وَيٰسَمَاۤءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاۤءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاۤؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَاۤءٍ مَّعِيْنٍ ـ

তাবীজ বানাইয়া কোমরে ধারণ করিবে।

উক্ত আয়াতদ্বয় ৩ বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পানি দ্বারা হাত, মুখ ও পা ধৌত করিতে দিবে। কিছু খাইতেও দিবে।

প্রবল রক্তস্রাবে সম্ভব হইলে উক্ত তদ্‌বীরদ্বয়ের সহিত ঐরূপ পড়া পানি ১টি টব বা চৌবাচ্চায় পুরিয়া রোগিনীকে প্রত্যহ সকাল ও বৈকালে ১ ঘণ্টা করিয়া কোমর পর্যন্ত ভিজাইয়া বসিতে দিবে। খোদা চাহে তো রোগ নিরাময় হইবে।

ফাতেহাসহ চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধৌত করিয়া ঐ পানি সেবন করিতে দিবে।

প্রবল রক্তস্রাবে চলাফেরা করা নিষিদ্ধ।

শ্বেত প্রদর

ইহা ভয়ানক কুৎসিত ব্যাধি। স্ত্রীলোকে যদি অতিরিক্ত মরিচ, তিক্ত, রস, টক্ প্রভৃতি অনুপযুক্ত কুখাদ্য বহুল পরিমাণ ভক্ষণ করে, তবেই এই রোগ দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্যের কারণেও রক্তস্রাব হেতু জরায়ু দুর্বল হইয়া যায়। অনেকের সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাও তিরোহিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—রোগের কারণ বর্জন করিবে। ১টি কাঁটা নটের শিকড় ৩টি গোল মরিচের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ খাইলে শ্বেত প্রদর বিনষ্ট হয়। আপাং এর শিকড় বাটিয়া খাইলে রক্ত প্রদর বিনষ্ট হয়। নিম্নলিখিত পাচন মধুসহ দৈনিক ১ বার সেবন করিলে শূল, পীতবর্ণ, শ্বেত বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও অরুণ বর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রদর বিনষ্ট হয়। দারু হরিদ্রা রসাঞ্জন, মুতা, ভেলা, বেল, বাসক, চিরতা। ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে উক্ত নিয়মে পান করিবে।

তদ্‌বীর

মূত্রাশয় অধ্যায়ের প্রথম তদ্‌বীরে যে পানি পড়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে উহা শ্বেত প্রদরে অবশ্যই ব্যবহার করিতে দিবে।

আয়াতে শেফা চিনা বরতনে ফাতেহাসহ লিখিয়া খাইতে দিবে।

জরায়ুতে জখম কিংবা চুলকানি হইলে বা ফুলিয়া গেলে এক ছটাক সরিষার তৈল লইবে এবং উহাতে নিম্নোক্ত নিয়মে আয়াতসমূহ পড়িয়া দম দিবে ভিতরে বাহিরে ব্যবহার করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّوَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ১০ বার

مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا ১০ বার

وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ ..... الظّٰلِمِيْنَ ৩ বার

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ ৩ বার

উক্ত আয়াতসমূহ এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া জরায়ু বরাবর ধারণ করিতে দিবে।

শ্বেত ও রক্ত প্রদরে মেশ্‌ক জাফরান ও গোলাব নির্মিত কালি দ্বারা যথা নিয়মে ২টি তাবীজ লিখিবে। ১টি বাম হাতের বাজুতে, অপরটি পানিতে ভিজাইয়া ঐ পানি সেবন করিতে দিবে। তাবীজটি এই—

٧٨٦

رب	من	قولا	سلام
رحيم	رب	من	قولا
مشكل	رحيم	رب	من
كشايو	مشكل	رحيم	رب

بياض يعقوب ـ

ঋতু বন্ধ হইলে অনেকে হঠাৎ জ্ঞানহীন অচেতন হইয়া পড়ে। অনেকে ইহাকে জীনের আছর বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোন দুর্গন্ধ বস্তু শুঁকিয়া দিলে যদি চেতনা লাভ করে, তবে মনে করিবে উহা ঋতু বন্ধ হেতু উৎপন্ন হইয়াছে। এমতাবস্থায় স্রাব পরিষ্কার হইবার চিকিৎসা করিলেই সুফল হইবে। ঋতু হইতে পাক হইবার পর কিছুটা কস্তুরি নেকড়াযুক্ত করিয়া লজ্জাস্থানে ধারণ করিলে এরোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।

গর্ভ

স্বামীর শুক্রে কীটাদি না থাকিলে কিংবা অন্য কোন কারণে স্ত্রীর সব কিছু যথাযোগ্য ঠিক থাকিলেও সন্তান পয়দা হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

স্বামীর কোন ত্রুটি নাই কিন্তু স্ত্রীর শ্বেত প্রদর, বাধক কিংবা ঋতু বন্ধ থাকিলে গর্ভ সঞ্চার হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করাইবে।

১। স্ত্রীর অজ্ঞাত সারে ঘোটকীর দুধ পান করাইয়া তখনই স্ত্রীসহবাস করিলে গর্ভের সূচনা হইয়া থাকে।

২। হাঁসের ভাজা অণ্ডকোষদ্বয় স্বামী ভক্ষণ করিয়া তখনই (স্ত্রীগমন করিলে গর্ভধারণ হইয়া থাকে।

৩। ঋতুর শেষ তিন দিন দৈনিক ৩ বার মানুষের চুলের ধুঁয়া জরায়ুতে দিবে এবং ঋতু বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া স্বামী সঙ্গ লাভ করিলে চির বন্ধ্যার সন্তান লাভ হয়।

৪। মোরগের কোষদ্বয় ভস্ম করিয়া উহা পানির সহিত প্রতিদিন খালি পেটে স্ত্রীকে সেবন করাইবে।

গর্ভবতীর সাবধানতা

যাহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা, দাস্ত ও আমাশয় হইতে না পারে সেজন্য সর্বদাই আহারে বিচার করিয়া চলিতে হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোষ্ঠ কাঠিন্যের দরুন পেটে তীব্র বেদনা উপস্থিত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে তাজা বা শুক্না গোলাব ফুলের পোড়া পাতা ১০।।০ মাষা আধা পোয়া গোলাব পানিতে সারা রাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে মিছরির সহিত খুব ভালরূপে পিষিয়া উহা ভক্ষণ করিবে। ২/১ বার দাস্ত হইয়া পেট পরিষ্কার হইবে; বেদনা উপশম হইবে, পাকাশয় সবল ও সতেজ হইবে। গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকিবে না। গর্ভবতীর পোড়ামাটি খাইবার অভিলাষ হইতে থাকিলে সামান্য ভক্ষণ করিলে অবশ্য কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই; কিন্তু না খাওয়াই উত্তম। উপরি উক্ত নিয়মে গোলাব পাতার ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ক্ষুধা মন্দা হইলে মিষ্টান্ন ও তৈলাক্ত পদার্থ ভক্ষণ কিছু দিনের জন্য বন্ধ রাখিবে। উক্ত গোলাব পাতার ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বমি আসিলে বন্ধ করিবে না; অবশ্য ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম উপায়ে বমিও করিবে না।

গর্ভবতীর হৃৎকম্প দেখা দিলে ২/১ ঢোক গরম পানি পান করিতে দিবে। চলা ফিরা করিবে। ইহাতে পূর্ণ উপশম না হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। দাওয়াউল মেছক-মোতাদিল সেবন করাইবে। ৫ মাষা হইতে ৯ মাষা।

আমাশয় হইতে পারে এমন আহার কখনও করিবে না। কারণ প্রবল আমাশয়ের কুস্থনে সন্তান রক্ষা করা দুসাধ্যও বটে। একান্ত আমাশয় হইয়া গেলে ১০/১৫ বৎসরের পুরাতন তেঁতুলের শরবৎ পান করিতে দিবে।

গর্ভবতীর রক্তস্রাব

প্রবল বেদনার সহিত রক্তস্রাবের পরিণামে সন্তান বিনষ্ট হইয়া থাকে। রক্তস্রাব দেখাদিলে অবিলম্বে উহার চিকিৎসা করিবে।

১ম মাসে রক্তস্রাব উপস্থিত হইলে উহার প্রতিকারার্থে যষ্টি মধু, ক্ষীর কাকোলী ও দেবদারু।

২য় মাসের রক্তস্রাবে আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী।

৩য় মাসের রক্তস্রাবে পরগাছা, ক্ষীর কাকোলী, নীলোৎপল, অনন্ত মূল।

৪র্থ মাসের স্রাবে শ্যামা লতা, রাস্না, বামুন হাটী, যষ্টিমধু, অনন্ত মূল।

৫ম মাসের স্রাবে বৃহতি, কন্টকারী, গম্ভারীফল, বট বৃক্ষের ছাল, শুঙ্গা ও ঘৃত।

৬ষ্ঠ মাসের রক্তস্রাবে—চাকুলে, বেড়েলা, শজিনাবীজ, গোক্ষুর, যষ্টিমধু।

৭ম মাসের রক্তস্রাবে পানি দল, পদ্ম মৃনাল কিস্‌মিস, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি।

৮ম মাসের রক্তস্রাবে কয়েত বেল, বৃহতি, কন্টকারী, ইক্ষু ইহাদের মূল এবং পলতা।

৯ম মাসের স্রাবে যষ্টিমধু, অনন্ত মূল, ক্ষীর কাকোলী, শ্যামালতা, থেতো করিয়া দুগ্ধ পাক করিবে। এই দুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় গর্ভবতীকে পান করিতে দিবে। —আয়ুর্বেদ প্রদীপ

গর্ভবতীর অকাল বেদনা

১ম মাসের বেদনায়—শ্বেত চন্দন, শুলফা, চিনি, কাষ্ঠ মল্লিকা, এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া চালুনি পানিতে বাটিবে। দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে। পথ্য দুধ ভাত।

২য় মাসের বেদনায়—পদ্ম, পানিফল, কেশুর চালুনি পানিতে পিষিয়া চালুনি পানিসহ সেব্য। ইহাতে বেদনার উপশম ও গর্ভের স্থিরতা হয়।

৩য় মাসের বেদনায়—ক্ষীর কাকোলী, কাকোলী, আমলকী পিষিয়া গরম পানিতে সেবন করিতে দিবে।

৪র্থ মাসের বেদনায়—উৎপল, শালুক, কন্টকারী, গোক্ষুর ইহাদের ক্বাথ সেব্য।

৫ম মাসের বেদনায়—নীলোৎপল, ক্ষীর কাকোলী দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুধ, ঘি ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে।

৬ষ্ঠ মাসের বেদনায়—টাবা লেবুর বীজ, যষ্টিমধু, রক্ত চন্দন, নীলোৎপল, দুগ্ধে পেষণ করত পান করিতে দিবে।

৭ম মাসের বেদনায়—শতমূলী ও পদ্মমূল বাটিয়া দুগ্ধসহ সেব্য।

৮ম মাসের বেদনায়—শীতল পানিতে পলাশপত্র বাটিয়া খাওয়াইবে।

৯ম মাসের বেদনায়—এরণ্ডমূল, কাকোলী শীতল পানিতে পিষিয়া সেবন করিতে দিবে। অবশ্য ৯ম ও ১০ম মাসের প্রসব বেদনা বুঝিলে আর বেদনা উপশমের চিকিৎসা করিবে না।

অসময় বা অকালে গর্ভ পাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে; কেশর, পানিফল, পদ্ম কেশর, উৎপল, মুগাণি ও যষ্টিমধু। এই সমুদয় দ্রব্যের কল্কোসিদ্ধ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেব্য। পথ্য কেবলমাত্র দুধ ভাত। বকরীর দুধ ৵০ ছটাক মধু ২ মাষা কুম্ভকারের মর্দিত কর্দমী ৪ মাষা একত্রে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভপাত নিবারণ হয়।

গর্ভবর্তী নানাবর্ণের অতিসার, গ্রহণী, জ্বর, শোথ, শূল নিবারণার্থে লবঙ্গাদি চূর্ণ বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুলদা, ডালিম ফলের খোসা, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, শিমূলের আটা, নীল সুদীমূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ আতইচ, কাক্‌ড়া শৃঙ্গি, খদির ও বালা। প্রত্যেক সমান ভাগ চূর্ণ ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া সেবন করিবে। অনুপান ছাগ-দুগ্ধ মাত্রা ⁄০ হইতে ।০ পর্যন্ত। গর্ভচিন্তামণি রস—ইহা সেবনে গর্ভবতীর জ্বর, দাহ, প্রদাহ, প্রশমিত হয়। ইহা দ্বারা সূতিকা রোগও বিনষ্ট হয়।

প্রস্তুত প্রণালী—রস সিন্দুর, রৌপ্য, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা অভ্র ৪ তোলা কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈত্রী, গৌক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, শ্বেত বেড়েলার মূল প্রত্যেকটি ১ তোলা পানিতে মর্দন করিয়া ২ রতি বটি তৈয়ার করিবে।

সুপথ্য—আঙ্গুর, পেয়ারা, ছেব, নাশপতি, ডালিম, আম, জাম, আমলকী, ছোট পাখী ও খাসির এবং বক্‌রীর গোশ্‌ত। গমের রুটী, মুগ, মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, মিছরি, কলা, কিসমিস, মোনাক্কা, আন্‌জীর, মধুর দ্রব্য, চন্দন, ঘোল, স্নান, কোমল শয্যায় শয়ন সামান্য পরিশ্রম প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর দ্রব্য।

কুপথ্য—রেউচিনি, ছোলা, মূলা, গাঁজর, হরিণের গোশ্‌ত, অতিরিক্ত ঝাল, বেশী টক ও তিক্ত দ্রব্য, তরমুজ, অধিক মাষকলায়ের ডাল, বিবাদ, অতি ভোজন, রাত্রি জাগরণ, অপ্রিয় দর্শন, অধিক ব্যায়াম, বেশী ভার বহন, দিবানিদ্রা, শোক, ক্রোধ, ভয়, মলমূত্রের বেগ ধারণ, উপবাস, চিৎভাবে শয়ন, উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়া, অধিক পরিমাণ জুলাপ, ক্যাষ্টার ওয়েল ব্যবহার, চতুর্থ

মাসের পূর্বে এবং সপ্তম মাসের পরে স্বামী সহবাস, সুগন্ধি ব্যবহার বিশেষতঃ নবম মাসের পরে, অলসতা, সর্দি কাশি প্রভৃতি অহিতকর ও নিষিদ্ধ।

তদ্‌বীর

১। গর্ভধারণ ও রক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় কাগজে লিখিয়া স্ত্রী লোকের কোমরে ব্যবহার করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌحَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اَللهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَ رْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। যাহাদের সন্তানই হয় না কিংবা গর্ভে মরিয়া যায় তাহাদের মাথার তালু হইতে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরিমাণ হলুদ রংয়ের কাঁচা সূতা লইবে। নয়টি গিরা দিবে, প্রত্যেকটি গিরায় নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ১ বার ফুঁক দিতে যাইবে। অতঃপর উহা স্ত্রী লোকের গলায় কিংবা কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَاصْبِرْوَمَاصَبْرُكَ اِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ

এ সঙ্গে সূরা-কাফেরূণও এক একবার করিয়া পড়িবে।

৩। উক্ত রোগে এবং গর্ভবতী হঠাৎ আঘাত পাইলে বা আছাড় খাইলে ৩৩ আয়াৎ পড়িয়া তৈল ও পানিতে দম দিয়া গোসল করিতে দিবে। নীচের তাবীজটি গলায় ধারণ করিতে হইবে যেন পেটের উপরিভাগে ঝুলিয়া থাকে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اَللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَ مَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ وَ كُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ ـ وَ اِذْ قَالَتِ امْرَاَةُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْٓ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى وَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ـ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْٓ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ـ وَاصْبِرْوَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللهِ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই তাবীজটি সন্তানের গলায় বাঁধিয়া দিবে। ইহা দ্বারা গর্ভবতীর ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন বিদূরিত হয়।

৪। ৪০ তার কাল সূতা ১।। গজ লম্বা। উহা হাতে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াসীন পড়িবে। প্রত্যেক মুবীনের সময় একটি গিরা এবং উহাতে ফুক দিয়া গর্ভবতীর কোমরে ধারণ করিলে গর্ভপাত হয় না।

৫। ৪০টি লবঙ্গ হইবে। প্রত্যেকটি লবঙ্গের উপর ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াৎ পড়িয়া ফুক দিবে। ঋতু হইতে পবিত্রতা লাভের পর প্রত্যহ রাত্রে ১টি লবঙ্গ চিবাইয়া খাইবে। লবঙ্গ খাওয়ার পর পানি খাইবে না এই ৪০ দিনের মধ্যে স্বামী সহবাস হওয়া দরকার।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَوْكَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ـ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَلَوْاَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْقُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُجَمِيْعًا ـ

হরিণের পাকস্থলীর চামড়ার উপর উক্ত আয়াৎ মেশ্‌ক জাফরাণ ও গোলাব পানি দ্বারা লিখিয়া গলায় ধারণ করিলে চির বন্ধ্যারও গর্ভ হইয়া থাকে।

৬। মৃত বৎসা রোগে প্রথম মাসের কোন এক সোমবার দুপুরের সময় ছটাক গোল মরিচ, ছটাক যোয়ান লইবে। ১ বার সূরা-শাম্‌ছ ও একবার দুরূদ শরীফ পড়িয়া উহাতে দম দিবে। এইরূপ ৪০ বার করিবে। গর্ভবতীকে প্রত্যহ ১টি মরিচ ও কয়েকটি যোয়ান খাইতে দিবে। যতদিন সন্তান দুধ খাইবে ততদিন মাতা উহা খাইতে থাকিবে। খোদা চাহে ত মৃত বৎসা রোগ দূর হইবে।

৭। পুং খরগোশের পনির উহার কোষদ্বয়ের সহিত পিষিয়া খাইয়া স্ত্রীগমন করিলে পুত্র সন্তান; স্ত্রী খরগোশের খাইলে কন্যা সন্তান লাভ হয়।

৮। সদা কন্যা সন্তান হইতে থাকিলে স্ত্রী পেটের উপর স্বামী শাহাদৎ আঙ্গুলী দ্বারা গোল দায়েরা দিয়া ঐ দায়েরার মধ্যে লিখিবে। يا مبين এরূপ ৭০ বার করিবে। খোদা চাহে ত পুত্র সন্তান লাভ করিবে।

৯। জীনের আছর থাকিলে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে। অবস্থা এরূপ হইলে জীন অধ্যায় দেখিয়া উহাকে তাড়াইবার জন্য সহজ তদ্‌বীর করিবে। গর্ভে সন্তান থাকিলে জীনের কড়া তদ্‌বীর করিবে না ইহাতে সন্তান ও মাতা উভয়ের প্রাণনাশের আশঙ্কা রহিয়াছে। তাবীজ কবজ দ্বারা জীন দূরে সরাইবার চেষ্টা করিবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন পাকের মধ্যে মানুষের শেকায়েত করিয়াছেন এবং বড়ই মর্মান্তিক ভাব ও ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেনঃ "মানুষ তাহাদের মহান খোদার পূর্ণ ও যথাযোগ্য মহত্ত্ব স্বীকার করিল না।" আল্লাহ্ পাক জলদ গম্ভীর স্বরে কোরআনের মধ্যে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেনঃ "আমি স্বয়ং; আসমান-জমীন এবং ইহাদের মধ্যস্থিত সবকিছুর আর যাহা তোমরা দেখিতে পাও কিংবা না পাও আমি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা, পালনকর্তা, রুজিদাতা এবং ধন-জন, জ্ঞানবান, বিদ্যা-বুদ্ধি সবকিছু প্রদানকারী।" মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আমি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, পরিবর্তন সবকিছুরই প্রত্যক্ষকারী; দর্শনকারী ও শ্রবণকারী। আমার জ্ঞানের এবং ক্ষমতার বাহিরে কোন কিছুই হইতে পারে না। কোরআনের পাতায় পাতায় আল্লাহ্ তা'আলার এ সব মহত্ত্বের কীর্তন বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুসলমান! তুমি কি খোদার গুণাবলীসমূহ নিজের ভিতর, বাহির, কথায়, কাজে, পরিকল্পনায়, হৃদয়ে এবং মগজে ঢুকাইতে পারিয়াছ? সত্যই তুমি যদি উহা মানিয়া থাক তুমি খাঁটি মুসলমান। আর যদি একেবারেই অস্বীকার কর, তবে তুমি বে-ঈমান মরদুদ কাফের।

শুধু জমা খরচের বেলা যদি উহা মানিয়া লও বা সমাজে ব্যক্তি বিশেষের চাপে সংযত থাক আর মুখে খোদাকে সর্বশক্তিমান মানিয়া লও; কিন্তু তোমার মন-মগজ উহা কবূল করিয়া না লইয়া থাকে, কিংবা কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা সন্দেহ তোমার মনে জাগরুক থাকে, তবে তুমি একজন সত্যিকার মোনাফেক।

অতএব, দেখা যায়, সত্যিকার মু'মিন একমাত্র সে-ই, যে খোদার উল্লিখিত গুণাবলী স্বীকার করিয়া লয়। তাহারা ভ্রমেও খোদার সার্বভৌমত্বকে ভুলিতে পারে না।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন স্বীয় কালামে পাকে অতি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে—একমাত্র আল্লাহ্ই রাজ্জাক। তিনি ভিন্ন আর কোন রাজ্জাক বা রেজেকদাতা নাই। তিনি কোরআনে পাকে বলিতেছেনঃ "(হে মানব!) তোমরা সন্তান নষ্ট করিও না অভাবের ভয়ে; কারণ তোমাদিগকে এবং তোমাদের সন্তানগণকে আমিই রেজেক প্রদান করিয়া থাকি।"

অতএব, প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সৃষ্টি-কর্তা, রক্ষা কর্তা, পালন কর্তা, রেজেকদাতা এবং নিজকে তাহার একান্ত অনুগত দাস ও বান্দা বলিয়া ধারণা করা। পক্ষান্তরে যদি কেহ আল্লাহ্কে অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে এবং তাহার মহান গুণাবলীকে কাড়িয়া লইয়া নিজেকে ফেরআউন বানাইতে চায়, তবে তাহার পরিণাম অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

অধুনা আমাদের এক শ্রেণীর মহারথীরা ভূমি সংকট এবং আর্থিক দৈন্যের কথা চিন্তা করিয়া একেবারে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাহাদের তলাইয়া দেখা উচিত যে, এই সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা দেশ যার ঐশ্বর্যের কারণে বহির্ভারতের বড় বড় তাণ্ডবীদিগকে বার বার ভারত আক্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। সেই সোনার বাংলা আজ কেন মহা শ্মশানে পরিণত হইল? আমাদের মহারথীরা সেদিকে একবারও দৃকপাত করিয়াছেন কি?

নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রি হইত একথা কে না জানে? তখন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকীয় জিনিস-পত্রও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ এবং সস্তা। কিন্তু বিভিন্ন মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী রাজা-বাদশাহ্গণ সুদীর্ঘ কয়েক শত বৎসর ব্যাপিয়া চরম ভোগ-বিলাস, নারী-বিলাস ও নানা প্রকার পাপাচারে পৃথিবীর মাটি, পানি ও শূন্যের হাওয়াকে কলুষতায় বিষাক্ত করিয়া দিয়াছিল। আল্লাহ্ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজ হইতে বিরত থাকার পরিবর্তে তাহারা আরও উৎসাহ বোধ করিত। মোগল সম্রাট আকবর তো নূতন মনগড়া মতবাদ প্রচার করিয়া সকল দেশবাসীকে গোমরাহীর চরমে পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। এই সব অমার্জনীয় খোদাদ্রোহিতার ফলেই জমিনের দিকে নামিয়া আসিল মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার গজব ও কহর। যার বাস্তব পরিণতি স্বরূপ যালেম নিষ্ঠুর ইংরেজ জাতিকে ক্ষমতাসীন করিয়া দিয়াছিলেন এদেশবাসীর উপর।

দুর্ধর্ষ ইংরেজ জাতি এই দেশের অধিবাসীদিগকে চির গোলাম বানাইবার উদ্দেশ্যে বহু সুপরিকল্পিত কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। বয়ঃবৃদ্ধ নাগরিক ও তৎকালীন ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায়, সুচতুর ইংরেজরা জাহাজে বোঝাই করিয়া এদেশের খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি

সাত সমুদ্রের ওপার পার করিয়া দিত। দেশের ধান পাটের ক্ষেত জোরপূর্বক নীলের ক্ষেতে পরিণত করিত। ১ম ও ২য় মহাযুদ্ধের যাবতীয় খরচই তারা নির্যাতীত ভারত হইতেই উসুল করিয়া লইয়াছিল। দেশের সোনা, মুক্তা, হিরা, জহরত সবকিছু সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারে লইয়া গিয়াছিল। যুগ যুগ ধরে ঘাট্‌তি পূরণ করে খাদ্য-দ্রব্যাদির যে ভাণ্ডারটি সঞ্চিত ছিল তা কুমিল্লা, চিটাগাং ও সাতক্ষীরা এলাকায় ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। কোটি কোটি মণ ধান আগুনেরই খোরাক হইয়াছিল। অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী বুড়িগঙ্গা, মেঘনা ও কর্ণফুলীর কোমল চরণে অর্পণ করা হইয়াছিল। জাতির আখলাক নষ্ট করিয়া খোদার গযব আযাবে নিপতিত করার জন্য তাহারা বিভিন্ন স্থানে মেলার আয়োজন করিয়া গান-বাদ্য ও বেশ্যার আমদানি করিত। এইসব সুপরিকল্পিত পন্থায় তাহারা এদেশবাসীর মন-মগজ এবং চরিত্রকে এমনিভাবে কলুষিত করিয়া দিয়াছে, যার ফলে দেশবাসী তার স্বাস্থ্য-সম্পদ, ধন-সম্পদ এবং শিক্ষা, তাহযীব, তমদ্দুন সকলই হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ সরকারের এই চক্রান্ত এবং নিজেদের অসীম পাপের দরুন খোদার অসন্তুষ্টির কারণে আজ সোনার বাংলা মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। এই চরম দুর্দশার হাত হইতে রেহাই পাওয়ার উদ্দেশ্যে আমাদের নব্য শিক্ষিত পাতি-ফিরিংগিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইহা কার্যকরী করার জন্য তৎকালীন পাক-সরকার একমাত্র বাংলাদেশেই কয়েক শত ক্লিনিক স্থাপন করিয়াছে। ইহাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। সরকার যথারীতি প্রচার কার্যও চালাইতেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে সব পথ তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে তৎসমুদয় সম্পর্কে তাহারা নিজেরাই এপর্যন্ত নিশ্চিত হইতে পারে নাই।

এ-প্রসঙ্গে আমাদের কথা ঃ

(১) একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রেযেক দাতা। কেহ যদি নিজে রুযিদাতা হওয়ার দাবী করেন অথচ বিপুল জনতার খাদ্য দানে অপারগ হন, তবে তিনি গদী ছাড়িয়া জঙ্গলে যাইতে পারেন। সেজন্য তার পথ একেবারেই খোলা রহিয়াছে।

(২) আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যে পরিমাণ লোকের বসবাস ও আহার্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন ঠিক সেই পরিমাণ মানুষই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। খোদার কাজ লইয়া মানুষের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না।

(৩) প্রতি বৎসর পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও সাগর উপসাগর হাজার হাজার একর জমি ভাসাইয়া দিতেছে। ফসল উৎপন্নের প্রচুর জমি অনাবাদ পড়িয়া রহিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা কি এসব নেয়ামত মানুষের জন্য দান করিতেছেন না?

(৪) মরুময় দেশ আরব ভূমিতে (যেখানে বালুকারাজী ও বাবলা গাছ ছাড়া আর কিছু জন্মে না) জন্ম নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্নই উঠিতেছে না, তবে সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই বাংলাদেশে এ প্রশ্ন শুধু অবান্তরই নয়, বোকামিও।

(৫) জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার যাবতীয় দ্বার উন্মুক্ত করা হইতেছে। কুৎসিৎ নাটক, নভেল ও উলঙ্গ চিত্র দ্বারা লাইব্রেরী, ক্লাব সম্পূর্ণ ভরপুর করা হইতেছে, উলঙ্গ নৃত্যকে আর্টের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অশ্লীল সিনেমার আমদানী করিয়া দেশের যৌন-উদ্বেলিত ছেলে-মেয়েদিগকে উচ্ছৃঙ্খলার দিকে দ্রুত ধাবিত করা হইতেছে। নারী-পুরুষ সকলেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জামাদিকে যৌন-আবেদনপূর্ণ করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া অবাধে

যৌনকার্যে লিপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ফলে দেশের জারজ সন্তানের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। থিয়েটার ড্রামার অংশ গ্রহণ করার জন্য যুবক যুবতীদেরকে উৎসাহিত করা হইতেছে। দেশের পতিতালয় ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। কো-এডুকেশন দ্বারা যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার পথকে প্রশস্ত করা হইতেছে। এইরূপ অসংখ্য উপায়ে পাপাচারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া ঈমানদার মুসলমানদেরকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছে। পাপের এইসব মহা তাণ্ডবলীলা দুনিয়ার আকাশ-বাতাস, মাটি-পানি বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই দেশবাসীর ভাগ্যে নামিয়া আসিয়াছে সর্বধ্বংসী আসমানী বালা-মছীবত, অজন্মা, অভাব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী। খোদা জানেন, এই হারেই যদি পাপাচার ও খোদাদ্রোহিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে হয়ত এমনও দিন আসিতে পারে যেদিন অভাবের তাড়নায় জিন্দা মানুষকেও মারিয়া কমাইতে হইবে। আমাদের নব্য শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা ফিরিংগী সভ্যতার মোহে পড়িয়া নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছে। পাশ্চাত্যের নর-নারীর অবাধ মেলামেশা—বেপর্দা না হইলে নাকি তাদের সভ্যতাই রক্ষা পায় না। তাহারা বলে, মনের পর্দাই যথেষ্ট; বাহিরের পর্দার দরকার নাই।

(৬) জাতির অধঃপতন ও অবনতি যখন ঘনাইয়া আসে জাতির ভাগ্যবিপর্যয় যখন অত্যাসন্ন হইয়া পড়ে তখনকার অবস্থা এই দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে কোরআনে পাকে বলা হইয়াছে, "ধ্বংসমুখী জাতি সুপথ দেখিয়াও তাহা গ্রহণ করে না বরং কু-পথ খুঁজিয়া তাহার অনুসরণ করে।" পাশ্চাত্যের অবাধ মেলামেশা আমদানী করিয়া আমাদের ভদ্রসমাজ আজ গর্ব অনুভব করিতেছেন; কিন্তু একথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, পোল্যাণ্ডের ন্যায় প্রগতিশীল দেশে যৌন উচ্ছৃঙ্খলার দরুন ১৯৫৯ সালে ৮০ হাজার অবৈধ গর্ভপাত হইয়াছে। আমেরিকার মেক্সিকোতে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৪টি অবৈধ নারী-ধর্ষণ ঘটিতেছে। আধুনিক সভ্যতার চরম উন্নতির দাবীদার লণ্ডনে শতকরা দশভাগ জারজ সন্তান উৎপন্ন হইতেছে। অবস্থা এতটুকু গড়াইয়াছে যে, ঐ সব দেশের লোকেরা প্রকৃত পিতা সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। কাহার সত্যিকার জন্মদাতা কে তাহা সঠিকভাবে বলা মাতার পক্ষেও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এহেন পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের দেশে আমদানি করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস ব্যভিচার ও তার আনুষঙ্গিক কার্য চালু রাখিয়া বার্থ কন্ট্রোল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রচলন করা আর জতির গলায় ছুরি চালান একই কথা। আর যদি যাবতীয় খোদাদ্রোহিতা বর্জন করতঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রথার রেওয়াজ দেওয়া হয়, তবে একমাত্র অভাবের তাড়নায়ই এ বিকৃত পন্থা অবলম্বন করা হইবে। ইহাও হইবে খোদা-দ্রোহিতার অন্তর্ভুক্ত; কারণ রেযেকের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই। কোরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা দিয়াছেনঃ সত্যসত্যই যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেশবাসী যথাযথরূপে মানিয়া লয় এবং আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ হইতে পুরোপুরি বিরত থাকে, তবে "আমি আল্লাহ্" আসমান ও জমিনের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিব (বান্দার খাদ্যের জন্য কোন চিন্তাই করিতে হইবে না।)

(৭) বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে যখন সবই সম্ভব হইতেছে তখন ভূমির উর্বরা শক্তি ও ফসলাদির উৎপন্ন কেন বৃদ্ধি পাইবে না? কাজেই মানুষ কমাইয়া জেনা বাড়াইয়া, খোদার গযব নামাইয়া আনিয়া জতির উন্নতির মাথায় বজ্রাঘাত করার কি অর্থ থাকিতে পারে। তবে সরকারী প্লান আইনগত প্রথা ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি কোন রমণী অধিক সন্তান জন্মের দরুন স্বাস্থ্যহীনা হইয়া পড়ে কিংবা পূর্ব হইতেই যদি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া থাকে, তাহলে এরূপ নারীদের

জন্য গর্ভরোধক ঔষধ ব্যবহার করা কোনো প্রকারে জায়েয হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়াই উহা করা উচিত, নতুবা হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞান হিসাবে নিম্নে কতিপয় ঔষধের উল্লেখ করিতেছি।

১। সিকি তোলা কর্পূর ভক্ষণ করিলে কোনদিন গর্ভ সঞ্চার হইবে না।

২। খাসী-ছাগলের পেশাব সেবন করিলে সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে না।

৩। বনস্তিষ কাল মুরগীর পিত্ত লিঙ্গে মালিশ করিয়া সঙ্গম করিলে নারী পুরুষ উভয়ে অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকে, স্ত্রী চিরতরে বন্ধ্যা হইয়া যায়।

৪। যে কয়েকটি লাল কুচ পানির সহিত সেবন করিবে ঠিক সেই কয়টি বৎসর সন্তানের সঞ্চার হইবে না।

গর্ভবতীর পেটে সন্তান গোজ মারিয়া থাকিলে তাহার চিকিৎসা

১। নিম্নলিখিত আয়াত জাফরান দ্বারা চিনা বরতনে লিখিয়া বৃষ্টির পানিতে ধৌত করিয়া গর্ভবতীকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ করিবে। প্রসূতি শান্তি লাভ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِىْ بِهٖ فِى النَّاسِ ـ
قَالَ مَنْ يُّحْىِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ হইতে عَلِيْمٌ ـ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَشِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
وَلَايَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ ৭টি টুকরা কাগজে লিখিবে। এক কাগজ (তাবীজ) এক রাত্রি পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে খালি পেটে গর্ভবতী উক্ত পানি পান করিবে। পর পর সাতদিন এরূপ করিবে। খোদা চাহে ত সন্তান চেতনা লাভ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَذَا النُّوْنِ اِذْذَّهَبَ مُغَاضِبًا হইতে مِنَ الْغَمِّ ـ وَقَالُوْا مَنْۢ بَعَثَنَا
مِنْ مَّرْقَدِنَا হইতে مُحْضَرُوْنَ ـ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ হইতে يَّنْظُرُوْنَ ـ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ
فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ـ

গর্ভে সন্তানের অস্থিরতা

গর্ভিনীর শারীরিক ব্যাধি, সন্তানের কোন অসুবিধা কিংবা আঘাত বা আছাড় হেতু লম্ফ-ঝম্ফ দিয়া থাকে। ইহাতে গর্ভবতী কোন কোন সময় মূর্ছিতা এবং কোন কোন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে প্রথমে কারণ নির্ণয় করিয়া উহার প্রতিকার করিবে।

১। সমপরিমাণ আরআর (গুল্ম বিশেষ) ও যোয়ান পিষিয়া ৩ দিন প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবন করিবে। গর্ভবতী ও সন্তান উভয়েই শান্তি লাভ করিবে।

২। প্রসূতির কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু উহার উদ্ভব হইলে ইউছুফগুলের ভূষি ও তোখ্‌মা দানার শরবত পান করিতে দিবে।

৩। গর্ভবতীর হৃদ-স্পন্দন হইলে হৃদরোগ অধ্যায়ের উল্লিখিত তাবীজ বাঁধিবে।

৪। গর্ভজাত সন্তান খুব বেশী অস্থির হইলে কিংবা বেশী নড়াচড়া করিলে অথবা ঊর্ধ্বগামী হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া পেটের উপরি ভাগ পর্যন্ত ঝুলাইয়া দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَفَحَسِبْتُمْ (الاية) ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ وَاِنَّهٗ تَعَالٰى جَدُّ رَبِّنَا .... رَهَقًا ـ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَايَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَافِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ اُرْقُدْ اُرْقُدْ فِى بَطْنِ اُمِّكَ مُسْتَرِيْحًاوَّلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

প্রসব বেদনা

১। নবম মাসের প্রথম হইতে গর্ভবতীকে প্রত্যহ সকালে খোসা তোলা ১১টি বাদাম মিছরির সহিত খুব পিষিয়া ভক্ষণ করিতে দিবে। হজম শক্তি কমজোর হইলে উহার সহিত ১ মাষা মোস্তাগিও পিষিয়া লইবে। ইহাতে পাকাশয়ের ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইবে। সন্তান সহজে প্রসব হইবে। সহ্যমত গরম দুধ সেবন করিতে দিবে।

২। দুই তোলা নারিকেল ও দুই তোলা মিছরি উত্তমরূপে পিষিয়া দৈনিক ভক্ষণ করিলেও যথা সময় সহজে সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৩। প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে প্রসূতির বাম হাতে কিছুটা চুম্বক লৌহ সজোরে চাপিয়া ধরিতে দিবে। সন্তান তৎক্ষণাৎ ভুমিষ্ঠ হইবে।

৪। সন্তান প্রসবের দিন ঘনাইয়া আসিতে থাকিলে প্রত্যহ নাভীর নীচে সহ্যমত গরম পানির ধার দিতে থাকিবে।

৫। নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কাঁটানটে কিংবা দয়াকলা গাছের শিকড় উঠাইয়া উহা গর্ভবতীর চুলের সম্মুখ ভাগে বাঁধিয়া দিবে।

৬। নীলগায় (জংলী গরুর) শিং হাতে বা গলায় বাঁধিলে তৎক্ষণাৎ সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

৭। শকুনের পালক প্রসূতির নিম্নে রাখিলে খুব শীঘ্রই সন্তান প্রসব হইয়া যায়। ফুলও অনতি বিলম্বে বাহির হইয়া যায়।

৮। মাকড়সার পূর্ণ একটি সাদা জাল ২ তোলা পানির সহিত পিষিয়া জরায়ু মুখে লাগাইবা মাত্রই সন্তান প্রসব হইয়া থাকে।

গর্ভে মরা সন্তান ও ফুল
বাহির করিবার উপায়

১। ফুল বাহির হইতে দেরী হইলে উহার সাধারণ তদ্বীর ধাত্রীগণ করিয়া থাকেন। উহাতে সুফল না হইলে ক্ষীরা, শসা, কিংবা সড়মার লতা থেতো করিয়া পানিতে জ্বাল দিবে। ঐ পানি প্রসূতিকে সেবন করাইলে অনতিবিলম্বে ফুল ও মরা সন্তান বাহির হইয়া যায়।

২। ঘোড়া, গাধা কিংবা খচ্চরের খুরের ধুঁয়া প্রসূতির যোনী দ্বারে লাগাইলে মরা, তাজা সন্তান ও ফুল শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়।

৩। জবু কিংবা শৃগালের সম্মুখের পা প্রসূতির পদদ্বয়ের তলে রাখিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

তদ্‌বীর

১। প্রসব বেদনা অল্প অল্প আরম্ভ হইলে যে কোন প্রকার মিষ্টির উপর নিম্ন আয়াত ৩ বার পড়িয়া দম করিবে। প্রসূতিকে একটু একটু খাইতে দিবে। আল্লাহ্‌ চাহে ত খুব শীঘ্রই প্রসব হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। উক্ত আয়াতের সহিত লিখিবেঃ

اهيا اشراهيا اللهم سهل عليها الولادة خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

বাম পায়ের উরুতে বাঁধিবে। সন্তান প্রসবান্তে তৎক্ষণাৎ তাবীজটি খুলিয়া ফেলিবে।

৩। জাফরান, মেশক ও গোলাব পানিতে প্রস্তুত কালি দ্বারা নিম্নোক্ত দো'আ ও আয়াত চিনা বরতনে লিখিবে। নির্মল পানিতে ধৌত করিয়া প্রসূতিকে সেবন করিতে দিবে। খোদা চাহে ত সন্তান প্রসব হইতে দেরী হইবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ـ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ ـ

৪। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, সন্তান প্রসব হইতেছে না এবং বেদনায় প্রসূতি অস্থির হইলে নিম্নোক্ত আয়াত ও দো'আ বরতনে লিখিয়া নির্মল পানিতে ধৌত করিয়া কিছুটা সেবন করিতে দিবে। কিছুটা বেদনা স্থলে মালিশ করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ .... يُؤْمِنُوْنَ ـ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَاهَا ـ اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ ـ سَالِمًا مُسْلِمًا ـ

৫। প্রসূতির মাথার চিরুণীর এক পিঠে লিখিবেঃ

اِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ـ

অপর পিঠে লিখিবেঃ جبرائيل ـ ميكائيل ـ اسرافيل ـ عزرائيل

চিরুণীখানা গর্ভবতীর বাম পায়ের উরুতে বাঁধিবে। প্রসবান্তেই খুলিয়া রাখিবে।

৬। নিম্নোক্ত দো'আ গর্ভবতীর মাথার চিরুণীতে লিখিয়া ডান পায়ের উরুতে বাঁধিবে।

أُخْرُجْ اَيُّهَا الْجَنِيْنُ مِنْ بَطْنِ اُمِّكَ فَاِنَّ الْاَرْضَ تَدْعُوْكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْئٍ حَيٍّ ـ

৭। মানুষাকৃতি কুকুর এবং নরাকৃতি শয়তান, বে-শরা বে-ঈমান ফকির যাদুমন্ত্র দ্বারা সন্তান প্রসব বন্ধ করিয়া থাকে। উহার প্রতিকারার্থে যাদু নষ্ট করিবার তদ্‌বীর অবশ্য করিবে।

৮। নবজাত শিশুর গলায় নিম্নোক্ত তাবীজ ও তখ্‌তি লিখিয়া দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُـوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّكُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّعَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفٍ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

৯। চান্দির পাটা বা তখ্‌তির উপর নিম্নোক্ত তাবীজ লৌহ দ্বারা অঙ্কন করিয়া সন্তানের গলায় দিবে।

يارقيب	يامهيمن	يامؤمن	ياحفيظ	ياحافظ
ياحافظ	ياحفيظ	يامؤمن	يامهيمن	يارقيب
يامهيمن	يارقيب	ياحافظ	يامؤمن	ياحفيظ
يامؤمن	ياحافظ	ياحفيظ	يارقيب	يامهيمن

১০। চান্দির ২ নং তখ্‌তি নিম্নরূপ—

ظ	ى	ف	ح
ح	ف	ى	ظ
ى	ظ	ح	ف
ف	ح	ظ	ى

১১। তামার তখ্‌তি নিম্নরূপ সন্তানের গলায় দিলে জিন ও উম্মুচ্ছেবইয়ান হইতে নিরাপদ হয়।

٧٨٦

يَامُذِلُّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ

يامذل يامذل يامذل

গর্ভাবস্থায় কোন পুরুষ ত দূরের কথা কোন স্ত্রীলোককেও পেট দেখাইবে না, হাত লাগাইতে দিবে না, স্পর্শ করিতে দিবে না। কারণ দুষ্ট জিন অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশীর রূপ ধরিয়া এইভাবে অনেক জায়গায় সন্তান ও মাতার ক্ষতি করিয়া থাকে। সাবধান!

শিশু সন্তানের অন্যান্য চিকিৎসা বাল্যরোগ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইবে।

প্রসূতির পথ্যাপথ্য

দীর্ঘ ১০ মাস কাল প্রসূতির ভিতর ও বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ দুর্বল থাকে। কিন্তু সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর দুর্বল শরীরে অশিক্ষিতা নারী নানাপ্রকার গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার করে। ফলে প্রসূতি জ্বর, অতিসার প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত নারীসমাজ তখন সূতিকার প্রতি দোষ চাপাইয়া দিয়া অখাদ্য-কুখাদ্য ভক্ষণ করিতে থাকে। ইহার পরিণামে মাতা ও সন্তান উভয়েই ভয়ংকর বিপদে পতিত হয়। অতএব, প্রসবান্তে কিছুদিন গর্ভবতীকে বলকারক লঘু পথ্যাদি খাইতে দিবে। অগ্নিবল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর খাদ্যাদিও বাড়াইতে থাকিবে। প্রথম দিন হইতে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত عرق كيميا (আরকে কিমিয়া) নামক হেকিমী ঔষধটি সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবতী নানাপ্রকার জঠর রোগ ও দৌর্বল্য হইতে নিরাপদ থাকিবে। দিন দিন প্রসূতির শক্তি ও কান্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। স্তন্য দুগ্ধও বৃদ্ধি পাইবে। সন্তানও স্বাস্থ্যবান হইবে। ইহা মৃত সঞ্জীবনী হইতে অধিক ফলপ্রদ। পরন্তু মৃত সঞ্জীবনী সুধা ও সূরা মদ ও হারাম দ্রব্যাদির সমন্বয়ে প্রস্তুত। কাজেই মৃত সঞ্জীবনী সুধা ও সূরা মুসলমানের জন্য পরিত্যাজ্য। "আরকে কিমিয়া"ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। হেকিমী ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

যৌন ব্যাধি (প্রমেহ)

যৌবনের প্রারম্ভে কাম-রিপুর তাড়নায় অশ্লীল, নাটক, নভেল, ড্রামা, ড্যাঞ্চ, বল-ড্যাঞ্চ, উলঙ্গ ছবি, বে-পর্দা, নারী-পুরুষের আবাধ মেলামেশা প্রভৃতি চরিত্র নাশক অশ্লীল কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারের উচকানিতে মন মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমশঃ স্বপ্নদোষ ব্যাধি আক্রমণ করিয়া বসে। যৌন ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া হস্ত মৈথুন, পশু মৈথুন করিতে শুরু করে। ফলে জনেন্দ্রিয়ের অতি সূক্ষ্ম রগসকল ছিঁড়িয়া যাওয়াতে রক্তের চলাচল সম্যক বন্ধ হইয়া যায়। নানা ভাবে শুক্রক্ষয় হেতু জিরয়ান, মেহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি নিদারুণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। প্রস্রাবের পূর্বে বা পরে দুগ্ধবত ২/৪ ফোঁটা ক্ষরিত হইয়া থাকে। অথবা শুক্র তরল হইয়া ওঠা-বসা ও চলাফেরা করার সময় ফোঁটা ফোঁটা ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার সহিত জঠর পীড়ায় একবার আক্রান্ত হইলে বড় জটিল হইয়া পড়ে। এইসব অবস্থায় বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

চিকিৎসা

১। রক্ত ও ধাতু চাপ হেতু অভ্যন্তর অতিমাত্রায় গরম হইলে ক্ষরিত শুক্র হরিদ্রা বর্ণ হয়। প্রস্রাবকালে জ্বালা পোড়া হইয়া থাকে। পিত্তাধিক্যেও এরূপ হইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতে শতমূলীর রস কাঁচা দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রমেহ এবং তজ্জনিত জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

২। মধু ও হরিদ্রা সংযুক্ত আমলকীর রস পান করিলে অথবা ত্রিফলা, দেবদারু, মুতা, ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

৩। গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়।

৪। কিঞ্চিত ফিট্‌কারী ১টি ডাবের মধ্যে পুরিবে। একরাত্র পানি বা কাদার মধ্যে রাখিয়া পরদিন প্রাতে উহা পান করিলে বহু দুরারোগ্য মেহ-প্রমেহও বিনষ্ট হইয়া থাকে।

৫। শ্যামালতা, অনন্ত মূল, কটকী ও গক্ষুর বীজ ইহাদের ক্বাথে ২ রতি গন্ধক, নিশাদল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা উপসর্গিক মেহ বিনষ্ট হইবে।

৬। বাবলার আটা পানিতে ভিজাইয়া সেই পানির সহিত ৪ রতি যবক্ষার খাইলে শুক্র দুষ্টমেহ প্রশমিত হয়।

৭। কাবাব চিনি গুড়া ৵০ মাত্রায় প্রতিদিন প্রাতে ও শয়নকালে পানির সহিত ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়।

৮। ত্রিফলা, মুতা, দারু হরিদ্রা, রাখাল শশা ইহাদের ক্বাথে হরিদ্রা, কল্ক মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সকল প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

রস প্রয়োগ

৯। প্রস্রাব লালবর্ণ কিংবা শ্বেতবর্ণ হইলে এবং জ্বালাপোড়া থাকিলে আহারের পর চন্দনাসব সেবন করিবে ও শিমুল মূল চূর্ণ, মধু কিংবা হরিদ্রার রস ও মধু অথবা পাকা যজ্ঞ ডুমুরের ফল চূর্ণ মধুসহ নিম্নোক্ত ঔষধের একটি বটী উত্তমরূপে মাড়িয়া সেবন করিবে। সর্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ শুক্র তারল্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি যাবতীয় ধাতু রোগ প্রশমিত হয়। দীর্ঘদিন সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, কর্পূর, অভ্র প্রত্যেকটি ২ তোলা। স্বর্ণ, মুক্তা প্রত্যেকটি ৪ মাষা। এই সমুদয় কেশুবিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। মেহ ও প্রমেহের সংগে পেটের গীড়া থাকিলে সে চিকিৎসাও করিবে।

পাচন ও রসাদি ঔষধ সেবনে উপকার হইলে বসন্ত কুমার রস সেবন করিবে। ইহা ধাতু রোগের শেষ ঔষধ বলে কবিরাজি শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু রোগীর তবীয়ৎ গরম হইলে অন্য কোন ঠাণ্ডা ঔষধ দিবে বসন্ত কুমার রস ব্যয়বহুল এবং ঝামেলাও খুব বেশী বলিয়া উহার প্রস্তুত প্রণালী উল্লেখ করা হইল না। কোন বিজ্ঞ কবিরাজ দ্বারা প্রস্তুত করাইবে।

পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, ছোট মাছের ঝোল,বেগুন, পটল, ঝিঙ্গে, ডুমুর, মানকচু, থোড়, মোচা, মুগ, মাষকলাইয়ের ডাইল, দুগ্ধ, দধি, ঘোল, তাল ও খেজুরের মাথি এবং উহার কোমল শাস, চিনি, নারিকেল ও পুরাতন মধু হিতকর।

কুপথ্য—মধুর দ্রব্য, অম্ল দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, পিঠা, পোলাও, গরুর মাংস, মরিচ প্রভৃতি কটু দ্রব্য অহিতকর।

প্রমেহ রোগ চিকিৎসায় সতর্কীকরণ

জিরিয়ান, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, মেহ ও প্রমেহাদি রোগ চিকিৎসা করিতে সর্বদা রোগীর মেজাজ বুঝিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে। যুবক যুবতী, জওয়ান, নওজওয়ান এবং যাহাদের ভিতরে হারারাত বা গরম খুব বেশী, তাহাদিগকে চিকিৎসার্থে গরম, উত্তেজক এবং বাজীকরণ ঔষধ প্রয়োগ কিছুতেই করিবে না বরং ঠাণ্ডা ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতিকার করিবে। খাদ্য খাদকের দ্বারাই উহাদের শরীরের ঘাটতি পূরণ করিবে, ঔষধ দ্বারা নয়। উহাদের রোগ দূর করিয়া দিতে পারিলে আপনা থেকেই শরীর পরিপুষ্ট হইবে। অবশ্য যখন ঠাণ্ডা ঔষধ পাচনে সুফল না হয় অথচ চিকিৎসক বহুদর্শী তখন বাধ্য হইয়া উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু উহার সংশোধক কোন ব্যবস্থা অবশ্যই অবলম্বন করিবে।

ধ্বজভঙ্গ

প্রবল স্বপ্নদোষ, দীর্ঘদিন জিরিয়ান বা প্রমেহ, হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন এবং অতিমাত্রায় স্ত্রী-সংগম হেতু অপরিসীম শুক্রক্ষয় আর মৈথুনাদি কর্তৃক জনেন্দ্রীয়ের সূক্ষ্মরগ ছিড়িয়া যাওয়ার দরুন ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা বড়ই কঠিন ব্যাধি। কচিৎ রোগীই এই দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। আবার ইহার সহিত জঠর পীড়ার সংযোগ থাকিলে প্রায়ই চিকিৎসার আশা করা যায় না। সীমাহীন নারী বিলাসিতা এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলই ইহার জন্য দায়ী; সুতরাং প্রথম হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে এবং সংযমী বনিতে ও বানাইতে হইবে।

অশ্লীল নাটক-নভেল,সিনেমা ড্রামা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বে-পর্দা, কো-এডুকেশন, বেশ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে। ইসলামী নৈতিক চরিত্র অনুযায়ী জনগণকে গঠিত করিয়া খোদাভীরুতার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি কেহ এহেন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তবে উহার সুচিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা না করাই শ্রেয়ঃ। গরীব জনসাধারণের জন্য এ দুর্যোগের সময়কার চিকিৎসা করানো এক অসম্ভব ব্যাপার। তবে আমরা এখানে কতিপয় ঔষধপত্রের উল্লেখ করিতেছি যদ্দ্বারা সর্ব-সাধারণ যথেষ্ট উপকৃত হইবে বলিয়া আশা রাখি।

স্ত্রী জাতির ধ্বজভঙ্গ হইলে স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসাই যথেষ্ট। প্রয়োজন হইলে সময়ের অনুকূলে কোন একটা বাজীকরণ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। নারী ধ্বজভঙ্গ অনেকটা সহজসাধ্য কিন্তু পুরুষ ধ্বজভঙ্গ খুবই কঠিন। অবস্থা ভেদে পুরুষ ধ্বজভঙ্গ দ্বিবিধ। ১ম প্রকার—ভিতরে বাহিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই ঠিক আছে। কিন্তু অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়ের দরুন রোগ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বয়স, পাকাশয়ের ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বাস্থ্যের সাধারণ চিকিৎসা করিবে। উপযুক্ত খাদ্য খাদক এবং ঠাণ্ডা ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। দরকার হইলে কিছু বাজীকরণ বা উত্তেজক ঔষধ সেবন করা যাইতে পারে। যথাসম্ভব উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার না করা ভাল।

দ্বিতীয় প্রকার—হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, ইত্যাদি জঘন্য ক্রিয়াদির দ্বারা উৎপন্ন হয়। ইহাতে লিঙ্গ, অণ্ডকোষ বিকৃত হইয়া যায়। লিঙ্গের উত্থান রহিত হইয়া যায়। এই জাতীয় ধ্বজভঙ্গের চিকিৎসা কোন সময় কষ্টসাধ্য আর কখনো বা একেবারেই দুঃসাধ্য।

চিকিৎসা

ধ্বজভঙ্গ রোগাক্রান্ত হইলে দুশ্চিন্তা আসিয়া রোগীর মন ভারাক্রান্ত ও কলুষ করিয়া ফেলে। অতএব, দুশ্চিন্তা দূর করিতে হইবে। জায়েয আমোদ-প্রমোদ, সকাল-সন্ধ্যায় ভ্রমণ এবং নির্মল বায়ু সেবন করিবে। কু-পথ্য পরিত্যাগ করিবে।

চিরকোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে অভয়া মোদক দ্বারা একদিন পেট পরিষ্কার করিয়া লইবে। মোদকটি পরে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবে।

পাকাশয়ের ক্রিয়া সঠিক না হইলে অর্থাৎ অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ অতিসার প্রভৃতি উদরাময় থাকিলে উহার চিকিৎসা হয়ত শুক্ররোগ নিবারক ঔষধ ব্যবহারের পূর্বেই করিবে; না হয় উভয় প্রকার ঔষধ এক সঙ্গেই দীর্ঘ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিবে। রোগসমূহের প্রতিকার হইবার পর প্রচুর গাঢ় শুক্র পয়দা হওয়ার জন্য উপযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য, পাচন ও রসাদি প্রয়োগ করিবে। কিন্তু অধিক উষ্ণ বাজীকরণ ঔষধ হইলে রোগীর শারীরিক উত্তাপ বাড়িয়া যাইবে। দেল এবং দেমাগ সে উত্তাপ সহ্য করিতে পারিবে কি না তৎপ্রতি বিশেষ খেয়াল রাখিবে। যাহাতে স্বপ্নদোষ না হইতে

পারে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখিবে। প্রথম প্রকার ধ্বজভঙ্গে তৈলাদি লিঙ্গে মালিশ না করিয়া কেবলমাত্র সেবনীয় ঔষধ দ্বারা সুফল পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার ধ্বজভঙ্গে রোগসমূহের চিকিৎসার পর লিঙ্গ সংশোধনের জন্য দীর্ঘদিন তৈলাদি মালিশ করিবে। তৈল মালিশের সংগে বাজীকরণ ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

১। কিঞ্চিত পিপুল চূর্ণ ও লবণের সহিত ছাগলের অণ্ডকোষ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ছাগলের অণ্ডকোষ খাওয়া হারাম। অন্যান্য ঔষধে সুফল না হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া উহা খাওয়া জায়েয হইতে পারে।

২। মাষকলায় ঘৃতে ভাজিয়া তাহা গো-দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে। ঐ দুগ্ধে নিস্তুষ কৃষ্ণ তিল ভিজাইয়া সেবন করিলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৩। প্রাচীন শিমুলের মূলের রস সম পরিমাণ চিনির সহিত কিছুদিন খাইলে অত্যন্ত শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৪। চারা শিমুলের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিবে। উহা ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে রমণ শক্তি বৃদ্ধি হয়।

৫। অমলকী চূর্ণ, অমলকীর রসে মাড়িয়া ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া খাইবে। অতঃপর দুগ্ধ পান করিবে। ইহাতে বৃদ্ধও স্ত্রী-সঙ্গমে সমর্থ হয়।

৬। আলকুশীর বীজ, কুলে খাতার বীজ চূর্ণ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত মিশ্রত করিয়া ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে অতি রমণ্যেও শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

৭। তাজা গোশ্‌ত, হাঁস মুরগী ও মাছের ডিম, গৃহ চটক ও তাহার ডিম, বড় পুঁটি মাছ ঘৃতে ভাজিয়া খাইলে শুক্র বর্ধিত হয়।

৮। ডিমের শুধু মাত্র কুসুম পিঁয়াজ চূর্ণের সহিত তিনদিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে রতি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৯। কিছু রসুন পিষিয়া উহার সহিত সম পরিমাণ আকরকরার অতি মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অতঃপর ঐ দ্রব্য সমুদয় সিক্ত হইলে সম পরিমাণ মধু মিশ্রত করিবে। একত্রে খুব ছানিয়া কোন পাত্রে রাখিয়া ভালমত মুখ বন্ধ করিবে। তিন দিন গরম গোবরের মধ্যে ঐ পাত্রটি রাখিবে। চতুর্থ দিন বাহির করিয়া মৃদু আগুনে জ্বাল দিয়া নামাইয়া রাখিবে। প্রত্যহ সকালে এক সপ্তাহ ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হইবে, খাহেশ বৃদ্ধি পাইবে; লিঙ্গের উত্থান হইবে। ইহাতে হৃদরোগের উপশম হয়। স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়, পাকাশয়ের দুর্বলতা দূর হয়, দাঁত মজবুত হয়, প্রকোপিত শ্লেষ্মা দূর হয়, শুক্রাল্পতা দূর হয়, রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

১০। এঁড়ে গরুর লিঙ্গ সুরমার ন্যায় মিহিন করিবে। মধু মিশ্রিত করিয়া উহা সঙ্গমের কিছুক্ষণ পূর্বে সেবন করিবে। ইহাতে নিস্তেজ লিঙ্গেরও পুনরুত্থান হইবে। অত্র চিকিৎসা ১ নং অধ্যায়ের মুষ্টিযোগের শেষাংশে দেখিয়া লইবে।

১১। কুকুরের লিঙ্গ কাটিয়া লইবে। সঙ্গমের পূর্বে ঊরুতে বাঁধিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। উহা ঊরুতে বাঁধা থাকাকালীন লিঙ্গ নিস্তেজ হইবে না, কামাগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে।

১২। মোরগের কোষদ্বয় শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। উহার সহিত "মিল্‌হে হায়দারানী" মিশ্রিত করিবে। মধুসহ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। খুব গাঢ় হইলে নামাইয়া ছানিয়া লইবে। ছোট ছোট বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। রমণীগমনের পূর্বে মুখে একটি বটী ধারণ করিলে কামাগ্নি অত্যন্ত

বৃদ্ধি পাইবে। উহা মুখ হইতে যতক্ষণ বাহির না করিবে ততক্ষণ পরম আনন্দ উপভোগ করিবে। উহা আমীর উমারাহদের গুপ্ত ধনও বটে।

১৩। বাদুর ও চামচিকার রক্ত পদতলে মর্দন করিলে লিঙ্গের উত্থান হইয়া থাকে।

১৪। কুকুরের সঙ্গমকালে যখন মজবুতভাবে লাগিয়া যায় তখন সাবধানতার সহিত পুরুষ কুকুরের লেজ জড় থেকে কাটিয়া লইবে। ৪০ দিন উহা মাটির নীচে গাড়িয়া রাখিবে। অতঃপর মাটি হইতে বাহির করিবে এবং সূতায় গাঁথিয়া কোমরে ধারণ করিবে; যতক্ষণ উহা কোমরে থাকিবে ততক্ষণ বীর্যপাত হইবে না। —খাযায়েনুল মুলুক

১৫। মাষকালায়ের ডাইল /।০ পোয়া পিঁয়াজের রসে সারারাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। সকালে ছায়াতে শুকাইবে। এরূপ তিনদিন করিবে। অতঃপর খোসা দূর করত রাখিয়া দিবে। ঐ ডাইল চূর্ণ ২ তোলা, চিনি বা মিছরি ২ তোলা, ঘি ২ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে জিরয়ান, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ দূর হইবে। রতিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। ধাতু খুব গাঢ় হইবে। ইহা ভক্ষণের সময় স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

১৬। গব্য ঘৃত, গব্য দুগ্ধ, পেস্তার তৈল, প্রত্যেকটি /।০ পোয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে পাঁচ ছটাক থাকিতে নামাইবে। প্রত্যেহ ২ তোলা ভক্ষণ করিবে। ইহাতে রতিশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোমরের বেদনা দূর হয় এবং গুর্দা ও লিভার সতেজ হয়।

১৭। বড় ছোলা পিঁয়াজের রসে সারা রাত ভিজাইয়া রাখিবে এবং ছায়াতে শুকাইবে। ৭ দিন এরূপ করিবে। শুকাইলে চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ মিছরির সহিত মিশাইবে। প্রত্যহ সকালে ১ তোলা এবং শয়নকালে ৬ মাষা দুগ্ধসহ সেবন করিবে।

১৮। ২ তোলা বড় ছোলা ধুইয়া পরিষ্কার করিবে। পানিতে সারারাত্র ভিজাইয়া রখিবে। প্রাতে একটি করিয়া ছোলা উত্তমরূপে চিবাইয়া খাইবে অবশেষে মধু দিয়া পনিটুকু খাইয়া ফেলিবে। উন্মুক্ত মাঠে ব্যায়ামও করিবে; সুঠাম মজবুত স্বাস্থ্য হইবে। জননেন্দ্রীয় মজবুত ও কার্যক্ষম হইবে। পেটের পীড়া থাকিলে উহা না খাওয়াই উত্তম।

১৯। ছোলা ভাজিয়া উহা চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণের সহিত ৫টি ডিমের কুসুম মিলাইবে। ছোলা চূর্ণ ও কুসুম পানি দিয়া জ্বাল দিবে। হালুয়ার ন্যায় হইলে ৫ তোলা ঘি ও ৫ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ছানিয়া রাখিবে। প্রত্যহ ৪ তোলা হালুয়া প্রাতে ভক্ষণ করিবে। ইহা শুক্র বর্ধক, রতিশক্তি বর্ধক এবং উষ্ণবীর্য।

২০। শোধিত সিদ্ধ চূর্ণ আড়াই পোয়া, গব্য ঘৃত অর্ধ সের, চিনি/২ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, সিদ্ধির রস /৪ সের, গব্য দুগ্ধ /৪ সের, এই সমুদয় মৃদু অগ্নিতে ধীরে ধীরে পাক করিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, দারুচিনি, এলাচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশী বীজ, গোক্ষুর, চাকুলে, তালের আঁটীর অঙ্কুর, কেশুর, পানি ফল, ত্রিকুট, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরিতকী, কিস্‌মিস্‌, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, জিগু খেজুর, কুলে খারা বীজ, কটকী, যষ্টি মধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী বন-যমানী, জীবন্তি, গজপিপুল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ একত্র করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে এক পোয়া মধু মিশ্রিত করিয়া কিছু কর্পূর ও কস্তুরী উহার সহিত ভালরূপে মাড়িবে। মাত্রা ।০ তোলা হইতে ১ তোলা পর্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ; সকাল ও সন্ধ্যায়। এই ঔষধটির নাম “রতি বল্লভ মোদক”। ইহা একটি উৎকৃষ্ট বাজীকরণ ঔষধ।

২১। বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, ধ্বজভঙ্গের একটি মহৌষধ। প্রস্তুত প্রণালী স্বর্ণপত্র ১ তোলা শোধিত পারদ ৮ তোলা গন্ধক মিলাইয়া পুনরায় (কজ্জলি করিবে) মাড়িবে। লাল বর্ণ কার্পাসের পুষ্প রসে ও ঘৃত কুমারীর রসে ভাবনা দিবে। মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। পরে মকধ্বজের ন্যায় বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে। এই ঔষধ ১ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা, জায়ফল, মরিচ, পিপুল, লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভী ।।০ আনি এই সমুদয় মাড়িয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি, প্রতিদিন প্রাতে মাখন মিছরিসহ সেব্য।

২২। মেহ, প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ রোগে যখন অন্য কোন ঔষধ ফলদায়ক না হয় তখন বসন্ত-কুমার রসই ভরসাস্থল।

প্রস্তুত প্রণালী

শোধিত স্বর্ণ ২ ভাগ, রৌপ্য ২ ভাগ, বঙ্গ, সীদা, লৌহ, প্রত্যেকটি ৩ ভাগ, অভ্র, প্রবাল, মুক্ত প্রত্যেকটি ৪ ভাগ, এই সমুদয় একত্রে মাড়িয়া যথাক্রমে গরুর দুধ, ইক্ষুর রস, বসক ছালের রস, লাক্ষার ক্কাথ, বলার ক্কাথ, কলা গাছের মূলের রস, মোচার রস, পদ্মের রস, মালতী ফুলের রস, জাফরানের পানি, কস্তুরী, এই সমুদয় দ্বারা ভাবনা দিবে। ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত, চিনি ও মধু। প্রাতে ১ বটী সেব্য।

২৩। ৩৫ তোলা মধু জ্বাল দিয়া খুব গাঢ় করিবে। অতঃপর ২০টি ডিম সিদ্ধ করিয়া শুধু উহার কুসুম ঐ মধুতে উত্তমরূপে মাড়িবে। মিশ্রিত মধু ও কুসুমের সহিত আকরকরা, লবঙ্গ, শুঁঠ, প্রত্যেক ৩৩৮০ মাষা চূর্ণ উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া ভালরূপে মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ সকাল বা সন্ধ্যায় ১ তোলা সেব্য। সর্বপ্রকার ধ্বজভঙ্গে বিশেষতঃ ২য় প্রকার ধ্বজভঙ্গে ঔষধাদির সহিত লিঙ্গের চিকিৎসা করিবে।

লিঙ্গ ব্যাধি

হস্ত মৈথুন, পুং মৈথুন, পশু মৈথুন হেতু লিঙ্গের গোড়া সরু মাথা মোটা হইয়া থাকিলে এক সপ্তাহ নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

১। পানি ব্যাঙের চর্বি ১।০ তোলা, আকরকরা ১০।।০ মাষা, গব্য ঘৃত ৩।।০ তোলা। প্রথমতঃ ঘি গরম করিয়া উহার সহিত ব্যাঙের চর্বি মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিবে। উহার সহিত আকরকরার মিহিন চূর্ণ মিলাইবে। এক ঘণ্টাকাল খুব মাড়িবে। এই ঔষধ ঈষদুষ্ণ করিয়া লিঙ্গের তলদেশের সেলাই ও উহার অগ্রভাগ বাদ দিয়া জনেন্দ্রীয়ে মালিশ করিয়া পান দিয়া ঢাকিবে এবং উহার উপরে নেক্ড়া দ্বারা বাঁধিবে। এশার নামাযের পর হইতে সারারাত্র বাঁধিয়া রাখিবে। ফজরের পূর্বে খুলিয়া গরম পানি দ্বারা ধৌত করিবে। ঔষধ ব্যবহারে লিঙ্গের উপর কিছু দানা উত্থিত হইলে মাখন লাগাইবে।

২। দীর্ঘ দিন গোপাল তৈল লিঙ্গে মালিশ করিবে। ইহা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ।

৩। এক টুকরা কাপড় আকন্দের দুধে ৩ বার ভিজাইবে, ৩ বার শুকাইবে তৎপর গব্য ঘৃতে ভিজাইয়া তন্মধ্যে কিছু পরিমাণ তবকী হরিতালের গুড়া ছিটাইবে। লোহার শিকের সঙ্গে একদিক জড়াইয়া দিবে। অন্যদিক হাতে ধরিয়া একটি চেরাগের নীচে একটি পেয়ালা রাখিয়া ঐ বাতি জ্বালাইবে। যে পরিমাণ ঘৃত বাতি হইতে পেয়ালায় পড়িবে তাহা শিশিতে পুরিয়া রাখিবে। মাথা বাদ দিয়া রাত্রিবেলা লিঙ্গের বাকী অংশে মালিশ করিবে। পান দ্বারা জড়াইয়া নেক্ড়া দ্বারা বাঁধিবে। এরূপ ২ সপ্তাহ করিবে। লিঙ্গ লম্বা, মোটা, শক্ত ও কার্যক্ষম হইবে।

৪। সমুদ্র-ফেনা পানিতে পিষিয়া লিঙ্গে মর্দন করিলে উহা উত্থিত ও বড় হয়।

৫। ছোট লিঙ্গ বড় বানাইতে হইলে উহা প্রথমতঃ ঠাণ্ডা পানি দ্বারা ধৌত করিবে। অতঃপর মোটা কাপড় দ্বারা খুব রগড়াইবে। প্রচুর রক্ত সঞ্চিত হইলে তখন আদ্রকের মোরব্বার শিরা লাগাইবে। সঙ্গমের পূর্বে এরূপ করিলে উহা বড় ও শক্ত হইবে। সঙ্গমে শক্তি ও তৃপ্তি পাইবে। অবাধ্য স্ত্রী বাধ্য হইবে।

৬। নার্গিস ফুল গাছের মূল খুব উত্তমরূপে পিষিয়া উহা লিঙ্গে মালিশ করিলে জননেন্দ্রীয় খুব মোটা হইয়া থাকে।

৭। রাখাল শশার মূল ৭ দিন ছাগ-মূত্রে ভাবনা দিয়া তাহা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে।

গণোরিয়া

ইহা লিঙ্গ ব্যাধির অন্তর্ভুক্ত বিধায় এখানেই উল্লেখ করা হইল। গর্মি বা সিফলিস সর্বাঙ্গ ব্যাধি কিন্তু লিঙ্গ ব্যাধিও বটে। এজন্যেই পরক্ষণে গর্মি রোগের চিকিৎসা উল্লেখ করা হইবে।

গনোরিয়া একটি দুরারোগ্য ও কষ্টদায়ক ব্যাধি। বেশ্যালয় গমন, দুষ্টাযোনী গমন, অনিয়ম বেনিয়মে আহার-বিহারের দরুন রস ও রক্ত দূষিত হইয়া অথবা কোন স্থানে বংশানুক্রমে এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। শ্বেত পদ্মের কুড়ি। প্রত্যেকটি ১ তোলা লইয়া ১ ছটাক পানিতে চটকাইবে, রাত্রে শিশিতে রাখিয়া দিবে। ভোরে ঐ পানিটুকু ছাঁকিয়া চিনির সহিত পান করিবে।

২। তেঁতুলের বীচির গুড়া ১ তোলা, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া ৪০ দিন সকালে সেবন করিবে। ইহাতে মূত্রনালীর যাবতীয় দোষ দূর হইবে, বীর্য এত গাঢ় হইবে যে, শীঘ্র বীর্যপাত হইবে না।

৩। তেঁতুলের কচিপাতা পানিতে পিষিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ঐ পানি ২২ দিন ইক্ষু গুড়ের সহিত সেবন করিবে। লিঙ্গের ঘা, জ্বালা পোড়া, রক্ত ও পুঁজ পড়া বন্ধ হইবে। পিচকারী দ্বারা মূত্রনালী পরিষ্কার করিবে। সারিবাদী সালসা দীর্ঘদিন সেবন করিলে রোগের উপশম হইতে পারে।

৪। সম পরিমাণ কাঁচা হলুদ ও আখের গুড় একত্রে চিবাইয়া উহার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা দ্বারা ফলোদয় না হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে, বিলম্ব করিবে না।

গর্মি (সিফলিস)

ইহা বড়ই মারাত্মক ব্যাধি। লিঙ্গের বহির্ভাগে ফোঁড়া হইয়া থাকে। অনেক সময় উহার দরুন লিঙ্গ পচিয়া খসিয়াও পড়ে। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও যখম হইতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে চুল্‌কানী আকারে প্রকাশ পায়। আবার অনেক জায়গায় প্রকাশই পায় না। অধুনা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ত পরীক্ষা করিয়া উহার সন্ধান পাওয়া যায়। চিকিৎসা বড়ই কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ।

চিকিৎসা

১। ত্রিফলার ক্বাথ অথবা ভীম রাজের রস দ্বারা গর্মিক্ষত ধৌত করিবে। গর্মিক্ষত পাকিয়া উঠিলে জয়ন্তী, কবরী, আকন্দের পাতার ক্বাথে ধৌত করিবে।

২। বাবলার পাতা চূর্ণ, ডালিমের খোসা চূর্ণ অথবা মানুষের কপালের হাড় চূর্ণ গর্মিক্ষতে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া যায়। অবশ্য মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করা না জায়েয।

৩। খয়ের ২ ছটাক, হরিণের শিং ভস্ম ২ ছটাক, গেঁটে কড়ি ভস্ম ১ ছটাক, তুঁতে ভস্ম ১ ছটাক, মোম ২ ছটাক, মাখন ১ পোয়া, একত্র মিশ্রিত করিয়া যখমে লাগাইবে।

ময়দার একটি ঠুলির মধ্যে ৪ রতি শোধিত পারদ, উহার উপর রস কর্পূর রাখিয়া ঠুলির মুখ এমনভাবে বন্ধ করিবে যেন পারদ দেখা না যায় এবং বাহিরেও না থাকে। অতঃপর ঠুলিটির উপরে লবঙ্গের গুড়া মাখাইয়া এমনভাবে গিলিয়া খাইবে যেন দাঁতে না লাগে। উহা সেবনান্তে পান খাইবে।

তদ্‌বীর

১। সোনার এক টুকরা পাতের উপর নিম্নোক্ত তদ্‌বীর লিখিয়া সঙ্গমকালে জিহ্বার নীচে রাখিবে। উহা জিহ্বার নীচে থাকাকালীন লিঙ্গ শক্ত লৌহদণ্ডের ন্যায় থাকিবে।

عـــــــــــــــــق لا م ع ط ط ع ٩

২। লিঙ্গের উপরে সঙ্গমের পূর্বে লিখিবে— محسعليفعليل

৩। নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় লিখিয়া তাবীজরূপে কোমরে ধারণ করিলে শীঘ্র বীর্যপাত হইবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

قُلْنَا يٰنَارُكُوْنِىْ بَرْدًاوَّسَلٰمًا عَلٰۤى اِبْرٰهِيْمَ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ৩ বার

سَلٰمٌ قَوْلًامِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ৩ বার

چار قُلْ ৩ বার

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ ৩ বার

প্রত্যেকটির পূর্বে ১ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পানিতে দম করিবে। কম পক্ষে দৈনিক তিনবার সেবন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে। এরূপ ৪০ দিন ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত ও গণোরিয়া নিরাময় হইবে।

৫। افحسبتم الاية ৩ বার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পনি ১০ দিন দৈনিক ২/৩ বার সেবন করিলে যখম ও দানা বেশী হইবে। ১০ দিন পর পানি পান বন্ধ করিয়া দিবে। সরিষার তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিবে। উপরোক্ত আয়াত পড়িয়া উহাতে দম দিয়া ১২০ দিন মালিশ করিবে এবং এই ১২০ দিন আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া সেবন করিবে খোদা চাহে ত সিফলিস দূর হইবে।

ধ্বজভঙ্গে সুপথ্য—মনের আনন্দ, অগ্নি বল অনুযায়ী বলবর্ধক ও তৃপ্তিকর আহার।

কু-পথ্য—অতিচিন্তা, কুচিন্তা, কাঁচা পেঁয়াজ, রসুন, গরুর গোশ্‌ত, টক, ঝাল, মৈথুন, রাত্রি জাগরণ।

গণোরিয়া ও সিফলিসের সুপথ্য—দিনে পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, ছোলার ডাইল, আলু, পটল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, থোড়, শজিনাডাটা, কপি। রাত্রে রুটী, লুচি, সাগু,

বার্লি, রাজভোগ, রসগোল্লা, গজা, পেস্তা, বাদাম, বেতের ডোগা, গন্ধ ভাদুলে, কবুতর, মুরগী মাংস, দুধ প্রভৃতি।

কুপথ্য—নূতন চাউলের ভাত, মাষকলায়ের ডাইল, লঙ্কার ঝাল, গুড়, দধি, মাছ, বোয়াল মাছ, বমি, পচা, রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা, উপবাস, অধিক বায়ু সেবন, অগ্নি সন্তাপ, প্রখর রৌদ্র সেবন, অতিরিক্ত ব্যয়াম, স্ত্রী সঙ্গম, মটর ডাইল, বেগুন, গরুর গোশ্‌ত, পিঠা, কটুরস, উষ্ণ বীর্য, অধিক লবণ ইত্যাদি।

যোনি ব্যাধি

অসাবধানতা, অজ্ঞতা, নানাবিধ কুপথ্য আহারের কারণে রস ও রক্ত দূষিত হইয়া নানা-প্রকার ব্যাধি জন্মিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের গণোরিয়া, সিফিলিস দেখা দিলে উহার চিকিৎসার্থে পূর্বোক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে। অবস্থা জটিল হইলে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিবে না।

চিকিৎসা

১। যোনি ঢিলা হইলে এবং উহা হইতে সর্বদা পানি বাহির হইতে থাকিলে কিছু তেঁতুল বীজ চূর্ণ তুলায় পেঁচাইয়া যোনি মধ্যে কিছুদিন ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়, শক্ত ও কুমারীর সদৃশ সংকীর্ণ হইয়া থাকে। যাবতীয় যোনি পীড়া দূরীভূত হয়।

২। ভেড়া বা বকরীর পশমের ময়লা যোনি মধ্যে ধারণ করিলে পানি পড়া বন্ধ হয়।

৩। গর্ভাবস্থায় যোনিদ্বারে জখম হইলে বিশেষ কিছু করার নাই। সন্তান প্রসবের পর আপনা থেকেই উহা নিবারিত হয়। অবশ্য কিছুটা মাখন লাগাইলে উপকার হইয়া থাকে।

৪। বলদ গরুর পিত্তে মিহিন পশম ভিজাইয়া একটু দীর্ঘদিন যোনি মধ্যে ধারণ করিলে কিংবা খরগোশের চর্বি অথবা উহার পনিরের সহিত কিছু গোল মরিচ চূর্ণ মিলাইয়া যোনি মধ্যে ব্যবহার করিলে উহা শক্ত দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া কুমারী সদৃশ হইয়া থাকে।

৫। ডিমের খোলের পাতলা পরদা ভালরূপে পিষিয়া উহার সহিত বাচ্চা কবুতরের রক্ত মিলিত করিবে। ২/৩ দিন উহা যোনিদ্বারে ব্যবহার করিলে যোনি দৃঢ় ও সংকীর্ণ হইয়া থাকে।

বাজীকরণ ও সতর্কীকরণ

ধ্বজভঙ্গে যে সব বাজীকরণ ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ব্যবহার করিতে ঋতু, বয়স ও জরুরত অনুযায়ী ব্যবহার করিবে। শুধু স্ত্রী বিলাসের জন্য ইহা ব্যবহার করিবে না। স্বাস্থ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

যৌন সম্ভোগের জন্য কৃত্রিম উপায়ে কামাগ্নি প্রজ্বলিত করা চিকিৎসা শাস্ত্রমতে অবৈধ। স্বাস্থ্যের সাধারণ উন্নতির সহিত জনন শক্তিও শক্তিশালী হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য ভাল হইলে শক্তি প্রচুর থাকিলে ধৈর্যও হইয়া থাকে। অতএব, সাবধান, স্বাস্থ্য হীনাবস্থায় অধৈর্যের চাহিদায় এবং ভাল স্বাস্থ্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া সর্বশান্ত হওয়া সমীচীন নহে। অতি সহবাসের পরিণাম বড়ই খারাপ। কামাগ্নি প্রজ্বলিত কখনও করিবে না। সবকিছুই ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবে।

স্বপ্নদোষ

কুচিন্তা, নভেল-নাটক অধ্যয়ন, অশ্লীল সিনেমা ও উলঙ্গ ছবি দর্শন, অনিয়ম অখাদ্য ভক্ষণের দরুনও স্বপ্নদোষ ব্যাধি হইয়া থাকে। চিকিৎসার্থে সর্বপ্রথম আসল কারণ দূর করিবে। সৎসর্গ

অবলম্বন করিবে। মন প্রফুল্ল রাখিবে। চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া শয়ন করিবে না। প্রস্রাব ও পায়খানার বেগ লইয়া ঘুমাইবে না।

অতি উষ্ণ দ্রব্য, কটু ও ঝাল দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে না, বিশেষতঃ রাত্রের বেলা।

চিকিৎসা ঃ ১। শয়নের সময় এক টুকরা সীসা কেমরে ধারণ করিবে এবং উহা গুর্দা বরাবর রাখিবে স্বপ্নদোষ নিবারিত হইবে।

২। শয়নের পূর্বে ৵০ কাবাব চিনি চূর্ণ সেবন করিলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

তদ্‌বীর

৩। ঘুমাইবার পূর্বে সূরা-তারেক حافظ পর্যন্ত পড়িলে স্বপ্নদোষ হইবে না।

৪। শয়নকালে অঙ্গুলি দ্বারা ডান উরুতে লিখিবে آدم এবং বাম উরুতে লিখিবে حواء কোন দিন স্বপ্নদোষ হইবে না।

৫। পেটে অসুখ থাকিলে উহার চিকিৎসা করিবে। নিম্নোক্ত দো'আ লিখিয়া তাবীযরূপে ধারণ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

بسم الله الذى لا يضرمع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء و هوالسميع العليم

শুক্র তারল্যের কারণে স্বপ্নদোষ হইলে বিজ্ঞ কবিরাজ বা হাকীম দ্বারা চিকিৎসা করাইতে দেরী করিবে না। শুক্র তারল্য না হইলে এবং কামাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া স্বপ্নদোষ হইলে আর কোন চিকিৎসায় ভাল ফল না হইলে বিবাহের দ্বারা স্বপ্নদোষ নিবারিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কোষ ব্যাধি

উহাকে দলকোষও বলা হয়। বীর্য উৎপাদন এবং ঐ বীর্যকে সন্তান উৎপাদন উপযোগী করিবার নিমিত্ত আল্লাহ্ পাক কোষদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। কোষদ্বয় নষ্ট কিংবা বিকৃত হইয়া গেলে শুক্রাল্পতা, শুক্রহীনতা, শুক্রতারল্য প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। দলকোষদ্বয়কে নিঁখুত রাখিবার সর্বপ্রকার যত্ন লইতে হইবে। একবার কোষ ব্যাধি হইলে প্রায়ই উপশম হয় না।

একশিরা, কুরণ্ড ও অন্ত্রবৃদ্ধি

দীর্ঘদিন পেটের পীড়া, আহার-বিহারে ব্যতিক্রম, অতিরিক্ত বোঝা বহন, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অনুপস্থিত বেগে কুন্থনো আঘাত এবং উৎকট ব্যায়ামাদি হেতু বাতাদি দোষ ও দূষিত রস কোষ থলিতে সঞ্চিত হয়। রগ স্ফীত হয়, পানিও সঞ্চিত হইয়া থাকে। কিছুদিন পর কোষ থলিস্থিত পানি মাংসে পরিণত হইলে একমাত্র অপারেশন ছাড়া কোন কার্যকরী উপায় থাকে না। আবার অধিকাংশ সময় অপারেশন দ্বারাও আশাতীত ফল হয় না। রোগত্রয়ে যাহাতে বাহ্য খোলাসা হয় সেদিকে খুব দৃষ্টি রাখিবে।

চিকিৎসা

১। বচ ও শ্বেত সরিষা অথবা শজিনা ছাল ও শ্বেত সরিষা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোষের শোথ কমিয়া থাকে।

২। ত্রিফলার ক্বাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া প্রতিদিন পান করিলে কোষের শোথ বিনষ্ট হয়।

৩। একটি ভাল তামাকের পাতা কোষে জড়াইয়া বাঁধিবে দ্বি-প্রহর পর্যন্ত রাখিবে। রোগী দুর্বল হইলে উহা ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ ইহাতে বমি হইতে পারে।

৪। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে একশিরা ও কুরণ্ড প্রশমিত হয়।

৫। সরিষার তৈলে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া কোষে মর্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

৬। বড়েলার সহিত এরণ্ড তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে পেটের আধ্যান ও বেদনার সহিত অন্ত্রবৃদ্ধিও প্রশমিত হয়।

৭। সর্বদা লেংগোট ব্যবহার করিবে। লেংগোটই উক্ত রোগসমূহের মহৌষধ।

সুপথ্য—পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ, পটোল, বেগুন, আলু, ডুমুর, গন্ধ ভাদুলে, করলা, উচ্ছে, মূলা, রসুন, পুনর্নবা, মানকচু, শজিনার ডাটা, আদা, তিক্তদ্রব্য, গরম পানি পান, স্নান, রাত্রে রুটী, লুচি ইত্যাদি লঘু ও রক্তপ্রদ দ্রবাদি।

কু-পথ্য—গুরুপাক দ্রব্য, অম্ল, দধি, পুঁইশাক, পাকা কলা, বাত শ্লেষ্মাকর দ্রব্য, শীতল পানি, অতিরিক্ত চলা-ফেরা, দিবানিদ্রা, মলমূত্রের বেগ ধারণ, অজীর্ণ সত্ত্বে পুনর্ভোজন, ডাব, ইক্ষু, টিউবওয়েলের পানি, কূয়ার পানি, বাসী ভাত, কাঁঠাল, খেসারী ডাইল, পিঠা, গোশ্‌ত প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য এবং পানি বহুল দ্রব্যাদি অহিতকর।

গুহ্যদ্বার ব্যাধি

অর্শ—ক্রিমির ন্যায় একটি রোগ শঙ্কর ব্যাধি। ইহা হইতে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হইতে পারে ইহা বংশানুক্রমিক ব্যাধিও বটে। অনেক সময় বরং প্রায়ই আহারাদির ত্রুটির দরুন এবং ক্রিমি দ্বারা রোগ হইয়া থাকে। অর্শ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণনাশক না হইলেও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক এবং অসুবিধাজনক ব্যাধি।

অর্শের লক্ষণ—উদর ভার, দৌর্বল্য, কুক্ষিতে গুড়গুড় ধ্বনি, উদ্‌গার, পদদ্বয়ের অবসাদ, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, পীতবর্ণতা, কাশ, শ্বাস, মুখস্রাব, গুহ্যস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, অগ্নিমান্দ্য মলদ্বারে যন্ত্রণা, মলদ্বার স্ফীতি, রক্তস্রাব প্রভৃতি।

বাহ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের বাহির দিকে মাংসাঙ্কুরের ন্যায় নরম বা শক্ত হইয়া মলদ্বার সংকীর্ণ করিয়া দেয়। রোগীর মল খুব শক্ত হইলে অনেক সময় মলদ্বার ফাটিয়া যায় এবং তথা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে। বাহ্যবলি অচিরুৎপন্ন হইলে উহার চিকিৎসা সুখসাধ্য।

মধ্যবলি—উহা গুহ্যদ্বারের মধ্যভাগে উৎপন্ন হইয়া থাকে। দীর্ঘদিন উৎপন্ন বাহ্যবলি এবং মধ্যবলিজাত অর্শ বড়ই কষ্টসাধ্য।

অন্তর্বলি—মলদ্বারের ভিতর দিকে শেষ প্রান্তে মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয়। অন্তর্বলি জাত অর্শ অসাধ্য।

এই ত্রিবিধ অর্শ আবার দ্বিবিধ। শুষ্ক অর্শ ও পরিস্রাবী অর্শ। শুষ্কার্শ হইতে রস ও রক্তস্রাব হয় না। শুধু মলদ্বার স্ফীত ও বোট বা মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া দ্বার সংকীর্ণ করিয়া থাকে। পরিস্রাবী অর্শে রস ও রক্ত কিংবা উহার কোন একটির স্রাব হইয়া থাকে।

যে কোন প্রকার হউক সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া আহার করিতে হইবে। যাহাতে নিয়মিত পরিষ্কার-ভাবে পায়খানা হইয়া যায় এরূপ খাদ্য-দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিবে। যে সব আহারে পায়খানা পরিষ্কার না হওয়ার সম্ভাবনা অথবা ক্রিমি বৃদ্ধি বা ক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে; এরূপ আহার কদাচিৎ করিবে না। অর্শরোগে ক্ষুদ্র ক্রিমির উপদ্রব দীর্ঘদিন থাকিলে ভগন্দর হইবার সম্ভাবনা আছে। পরিস্রাবী অর্শের প্রথমাবস্থায় রক্ত রোধক কোন ঔষধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়ঃ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ পরিস্রাবী অর্শের রক্ত বন্ধ হইয়া হৃদরোগ শ্বাস ও কাশের আক্রমণ হইতে পারে।

নূতন কিংবা পুরাতন অর্শ যদি ঔষধ প্রয়োগে উপশম না হয়, তখন ভাল অপারেশন করাইবে। অপারেশন ভাল না হইলে অর্শের পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুব বেশী।

চিকিৎসা

১। পূর্ব হইতেই কিংবা অর্শ উৎপন্ন হইবার পর নিয়মিতভাবে সিংহ অথবা বাঘের চামড়ার উপর বসিলে অর্শ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। (الرحمة فى الطب والحكمة)

২। মনসার আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইলে উহা খসিয়া পড়ে।

৩। আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, তিত লাউয়ের কচি পাতা, ডহর করঞ্জের ছাল গোমূত্রে পিষিয়া মাংসাঙ্কুরে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা শুষ্কার্শের একটি মহৌষধ।

৪। পুরাতন ইক্ষু গুড় পানিতে গুলিয়া তাহার সহিত ঘোষাফল চূর্ণ পাক করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিলে মধ্য ও অন্তর্বলি প্রশমিত হয়।

৫। ঘোষা লতার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্তার্শ বিনষ্ট হয়।

৬। মনসা বা আকন্দের আঠার সহিত পিপুল, সৈন্ধব কুড়, শিরিষ ফল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির মুখে লাগাইবে। ইহাতে বলি খসিয়া পড়ে।

৭। রক্তার্শের প্রথমাবস্থায় যদি অধিক রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে কিছুটা রক্ত বাহির হইবার পর খোসাতোলা কৃষ্ণ তিল ও মাখন প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হইতে পারে।

৮। প্রতিদিন একমুষ্ঠি বা অর্ধমুষ্ঠি কাঁচা চাউল খাইলে রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া থাকে। ইহা প্রত্যক্ষ রক্তরোধক মুষ্ঠিযোগ।

৯। কিছুতেই রক্ত বন্ধ না হইলে কুড়চির ছাল অর্ধ তোলা বাটিয়া উহা ঘোলের সহিত পান করিলে রক্তস্রাব অবশ্যই বন্ধ হইবে।

১০। অর্শে অত্যধিক যন্ত্রণা থাকিলে লোবান ও ধুপের ধূম লাগাইবে।

১১। ওল চূর্ণ ১ ভাগ, চিতামূল ৮ ভাগ, শুঁঠ ৪ ভাগ, গোলমরিচ ২ ভাগ, ত্রিফলা, পিপুল, পিপুল মূল, শতমূলী, তালিশ পত্র ভেলার মুটী, বিড়ঙ্গ প্রত্যক ৪ ভাগ, আলমূলী ৮ ভাগ, বিদ্ধড়ক ১৬ ভাগ, দারুচিনি ২ ভাগ, এলাচ ২ ভাগ, পুরাতন গুড় ১৮০ ভাগ, ওল প্রভৃতির চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া মোদক বা মা'জুন প্রস্তুত করিবে। ইহা অর্শ, শ্বাস, কাশ ইত্যাদি উপদ্রবে প্রযোজ্য।

তদ্‌বীর

সর্ব প্রকার অর্শে নিম্নোক্ত আয়াত দুইটি তাবীজরূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ
الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ
يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

২। ২১ তার (গুণ) লাল রং এর ।।০ গজ লম্বা কাঁচা সূতা লইবে। উহাতে ২১টি গিরা দিবে। প্রত্যেক গিরায় একবার সূরা-লাহাব পূর্ণ পড়িয়া দম দিবে। অতঃপর উল্টা দিক অর্থাৎ, ডান হইতে বাম দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায়ঃ

لَآاِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ

১০ বার পড়িয়া দম দিবে। তৃতীয় বার বাম হইতে ডান দিকে যাইবে এবং প্রত্যেক গিরায় ১ বার

وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ

পড়িয়া দম দিবে। রোগীর কোমরে ধারণ করিতে দিবে।

ভগন্দর

গুহ্যদ্বারের চতুষ্পার্শ্বে ২ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে কোন এক স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হয় এবং সেই ব্রণ যদি পাকিয়া নালীরূপে পরিণত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভগন্দর বলে। ভগন্দরের নালি ক্রমশঃ এরূপ হইয়া যাইতে পারে যে, নালীর মুখ দিয়া মলমূত্র ও শুক্র পর্যন্ত নির্গত হয়। সকল প্রকার ভগন্দরই যন্ত্রণাদায়ক ও অতি কষ্টসাধ্য।

চিকিৎসাঃ—১। গুহ্যদ্বারের উক্ত স্থানে যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ উৎপন্ন হইবামাত্র বটপত্র পানিস্থিত ইষ্টকচূর্ণ, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণ প্রলিপ্ত করিবে। ইহাতে দূষিত রস ও রক্ত পরিষ্কার হইয়া ব্রণ বিনষ্ট হয়।

২। জাতি পত্র, কচি বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ, সৈন্দব, ঘোলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর প্রশমিত হয়।

৩। ত্রিফলার ক্বাথে প্রতিদিন ক্ষত ধৌত করিবে।

৪। ক্ষত হইতে পুঁজ বাহির করিয়া শ্বেত আকন্দের তূলা লাগাইলে অতি সত্বর ঘা পুরিয়া থাকে।

৫। ভাত চটকাইয়া তাহা পিণ্ডাকার করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে পোড়াইবে। অঙ্গারবৎ হইলে তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। একটু তুঁতে পোড়াইয়া তাহাও চূর্ণ করিবে। উভয় চূর্ণ একত্র করিবে। এই চূর্ণ ২/৪ দিন ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্লেদ দূর হয়, ক্ষত লালবর্ণ হইয়া শীঘ্র পুরিয়া উঠে।

৬। সরিষার তৈল অর্ধ সের; জারিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর মনছাল, রসুন, মিঠা বিষ, জারিত ও মরিত তাম্র প্রত্যেকটি ২ তোলা লইয়া সূর্যতাপে পাক করিবে। ক্ষতস্থানে লাগাইবে।

তদ্‌বীর

১। ব্রণের সূচনায় পড়িবে بِتُرْبَةِ مِّنْ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا لِيُشْفٰى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا এবং ডান হাতের শাহাদত অঙ্গুলিতে মুখের লালা সংযোগ করত মাটিতে লাগাইবে। যে মাটিটুকু অঙ্গুলিতে লাগিবে উহা ব্রণে লাগাইবে। ২/৩ দিন এরূপ করিলে ব্রণ ও বেদনা দূরীভূত হইবে।

২। اَفَحَسِبْتُمْ الاية তিনবার পড়িয়া পানিতে দম দিবে। ঐ পানি ৭ দিন পান করিবে। ৭ দিন পর তৈলের উপর مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا রَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ দশবার এবং পড়িয়া দম দিয়া ঐ তৈল ১১ দিন মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে।

৩। চিনা বরতনে ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া উহা ধৌত করিয়া সেবন করিবে।

অর্শ ও ভগন্দরের পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—দিনে পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, মুগ, আলু, পটোল, ডুমুর, মানকচু, ওল, উচ্ছে, থোড়, শজিনা, ডাটা, কপি, চুনা মাছ প্রভৃতি লঘু পথ্য, রাত্রে রুটি, লুচী ও সাগু প্রভৃতি রুচিকর লঘু বলবর্ধক পথ্যাদি হিতকর। পেঁপে, (কাঁচা ও পাকা) বেতোশাক, নটেশাক, কলমিশাক, তিষ্ণাশাক, মোচা, কৈ, মাগুর, মৌরালা, রুহিত মৎস্যের ঝোল, ছাগ-দুগ্ধ, গব্য দুগ্ধ, মাখন, মিছরি, কৃষ্ণ তিল সুখাদ্য।

কুপথ্যঃ—ভাজা পোড়া দ্রব্য, দধি, পিষ্টক, (পিঠা); শিম, রৌদ্র, অগ্নি সন্তাপ, রাত্রি জাগরণ, মলমূত্র বেগ ধারণ, সাইকেল চালনা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি যানে গমনাগমন অহিতকর।

বাগী

বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া কুচ্‌কি ও সন্ধিতে শোথ উৎপাদন করে। এ সন্ধি স্থানে বিশেষতঃ উরু সন্ধিতে যে শোথ সঞ্চিত হয়, তাহাকে বাগী বলে। এই রোগে জ্বর ও বেদনা থাকে।

চিকিৎসাঃ ১। বাগী উঠিবার সময় বটের বা কালকুচের আঠা দ্বারা লেপ দিলে উহা বসিয়া যায়। গুড় ও চুন কিংবা শজিনার আঠা ও চিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বাগী নিবারিত হয়।

২। কৃষ্ণ জীরা হবুষ (Theuetia Nerieolia) কুড়, গম, কুলশুঠ, প্রত্যেক সমভাগ। কাঁজীতে পিষিয়া উহা উষ্ণ করত প্রলেপ দিবে। বাগী প্রশমিত হইবে।

৩। একটা কাক মারিয়া তৎক্ষণাৎ পেট ছিড়িয়া নাড়ীভুরি বাহির করিয়া ফেলিবে। অতঃপর উক্ত পেট দ্বারা বাগী আবৃত করিলে ক্ষণকাল মধ্যে যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

শ্লীপদ (গোদ)

শ্লীপদ রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে কুচকিস্থানে বেদনা, শোথ ও জ্বর উপস্থিত হয়। ঐ শোথ ক্রমান্বয় কোন এক পায়ে কিংবা দুনো পায়ে নামিয়া পা হস্তী পদের ন্যায় হইয়া যায়।

বায়ুর প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—কৃষ্ণবর্ণ, জ্বর ও বেদনা হয়।

পিত্তের প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—পীতবর্ণ দাহ ও জ্বর হয়।

কফের প্রকোপ থাকিলে শ্লীপদ—কঠিন পাণ্ডুবর্ণ বা শ্বেত বর্ণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসাঃ ১। শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজীতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়।

২। কনক ধুতুরা মূল, এরণ্ড মূল, নিসিন্দা, পুনর্নবা, শজিনা মূলের ছাল ও শ্বেত সরিষা পিষিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা

৩। দেবদারু, চিতামূল গোমূত্রে বাটিয়া নরম করিবে। ইহা দ্বারা গরম গরম প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন শ্লীপদও শুকাইয়া যায়।

৪। মঞ্জিষ্ঠা যষ্ঠি মধু, রাস্না, শুড় কামাই পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য কাঁজীতে বাটিয়া শ্লীপদে প্রলেপ দিবে।

উক্ত প্রলেপাদির সহিত নিত্য গুলঞ্চের ক্কাথে সরিষার তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লীপদ প্রশমিত হয়।

৬। ত্রিকুট, (সমান সমান শুঠ, পিপুল ও গোলমরিচ) ত্রিফলা (আমলকী হরিতকী ও বহেড়া) চৈ, দারু হরিদ্রা বরুণ ছাল, গোক্ষুর, মুন্তিরী (বড় থুল কুড়ী ও গুলঞ্চ প্রত্যেক চূর্ণ ১ ভাগ

সর্বচূর্ণের সমান বিদ্ধড়ক চূর্ণ একত্র করিয়া অর্ধ তোলা মাত্রায় কাঁজীর সহিত পান করিলে শ্লীপদ বিনষ্ট হয়।

৭। ছিন্ধুলোথ, পারদ, গন্ধক, তামা, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, কড়ি ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম, ত্রিফট, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চ লবণ, চৈ, পিপুল মূল, হবুষ বচ, শটী, আকনাদী, দেবদারু, এলাচ, বিদ্ধড়ক, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তিমূল। প্রত্যেক ১ ভাগ, হরিতকের ক্বাথে মর্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অনুপান শীতল পানি।

তদ্‌বীর

১। বাগী, শ্লীপদ উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্‌না মাটিতে
قُلْ اَرَاَيْتُمْ ..... مَّعِيْنٍ ২ বার وَ قِيْلَ يَآ اَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ ..... الظّٰلِمِيْنَ ৩ বার পড়িয়া দম দিবে এবং পাঠক নিজ মুখের থুথু ঐ মাটিতে নিক্ষেপ করত বাগী ও শ্লীপদ স্থানে প্রলেপ দিবে।

২। তার্পিন, সরিষার তৈল, পঞ্চ লবণ ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে

اَفَحَسِبْتُمْ ..... خَيْرُالرّٰحِمِيْنَ ৩ বার

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ ..... عَذَابٌ اَلِيْمٌ ৩ বার

قُلْ اَرَاَيْتُمْ ..... مَّعِيْنٍ ৩ বার

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرٰى
فِيْهَا عِوَجًا وَّ لَآ اَمْتًا ৩ বার

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ ..... نَذِيْرًا ৩ বার

رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ১০ বার

مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا ১০ বার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ ২ বার

পড়িয়া প্রতিবারে ঐ তৈলে দম দিবে। দেড় মাস দৈনিক ৪/৫ বার মালিশ করিবে। খোদা চাহে ত শ্লীপদ প্রশমিত হইবে।

পথ্যাপথ্য ঃ—কোষ ব্যাধির পথ্যাপথ্যের অনুরূপ।

গোড়শূল

পায়ের গোড়ালীর তলদেশে শূলনিবৎ বেদনা হইয়া থাকে। ইহা মারাত্মক না হইলে বড়ই কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই রোগে রোগী চলাফিরা করিতে পারে না গোড়শূল রোগ প্রকূপিত পিত্তাধিক্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদ্দ্বারা নিয়মিতভাবে পায়খানা হইয়া যায় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কাঁচা হলুদ, নিমপাতা, গুঞ্চের ক্বাথ দীর্ঘদিন সেবন করিলে উহা প্রশমিত হইতে পারে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ ব্যবহার করিলে সুফল হইবে।

সর্বাঙ্গীন

কোমর বেদনা—অনিয়ম আহার-বিহার অসাবধানতা হেতু কোমর বেদনা হইতে পারে। কোষ্ঠ কাঠিন্য হেতুও কোমর বেদনা হয়। গুর্দা ব্যাধির জন্যও কোমর বেদনা হইতে পারে। রোগ ও কারণ নির্ণয় করতঃ উহার প্রতিকার করিবে।

১। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোমরে বেদনা হইলে ২ তোলা মধু আধ পোয়া মৌরি ভিজান পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। তৎসঙ্গে ৬ মাশা কালাজিরা ২ তোলা মধুর সহিত চিবাইয়া খাইবে। ডান বা বাম কোকের বেদনায় ইহা বিশেষ উপকারী।

২। শীতকালে সন্তান প্রসবের পর স্বাস্থ্যের উপযোগী খাদ্যাভাবেও প্রসূতির কোমরে বেদনা হইতে পারে। এই বেদনায় হাফ বয়েল আণ্ডার সহিত নেমক সোলাইমানী সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

৩। ঋতুকালীন কোমর বেদনাকে বাধক বেদনা বলা হয়। উহার চিকিৎসা বাধক অধ্যায় দেখিয়া লইবে।

৪। হাঁটু, কেনু, প্রভৃতি সন্ধিস্থলের বেদনায় ৩ মাশা পানিফল মিহিন করিয়া লাল চিনির বা ইক্ষু চিনির সহিত সেবন করত অর্ধ পোয়া মৌরি ভিজান পানির সহিত ২ তোলা খমিরা বনদশা মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। খমিরা বনদশা হেকীমদের দাওয়া খানায় পাওয়া যায়।

৫। ধারোষ্ণ দুগ্ধ বিশেষ ফলপ্রদ।

৬। থানকুনির পাতা লবণের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে কোমর বেদনা বিদূরিত হয়।

৭। পিপুল মূলের ছাল শুকাইয়া উহার ১ তোলা মিহিন গুড়া চিনির সহিত ২১ হইতে ৪০ দিন সেবন করিলে বেদনা নিবারণ হয়।

ফোঁড়া ও ব্রণ

রোগ প্রথমে শরীরের অভ্যন্তরে পয়দা হয়। রোগটি বাহির হইবার সময় আমরা অনুভব করি। কাজেই যথা সম্ভব ফোঁড়া ও বিষফোঁড়া না বসাইয়া বরং পাকিয়া বাহির হইতে দেওয়াই মঙ্গলজনক।

১। একান্ত উহা বসাইয়া দিতে হইলে গম, যব ও মুগ সিদ্ধ করিয়া পিষিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিলয়প্রাপ্ত হয়।

২। শজিনা মূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও বিশেষ উপকার হয়।

৩। দশমূল বাটিয়া গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে। অতঃপর অগ্নিতে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে। ফোঁড়া বসিয়া যাইবে। যদি ইহাতে না বসে, তবে পাকিবার ঔষধ ব্যবহার করিবে।

৪। প্রথম অবস্থায় ইন্দ্রবয, চালুনি পানিতে পিষিয়া প্রলেপ দিবে, কিংবা গোলমরিচ পানিতে ঘষিয়া লাগাইবে অথবা ঘুটের ছাইয়ের প্রলেপ দিবে। ইহাতে ব্রণ বসিয়া প্রশমিত হইবে। পোড়া মাটির প্রলেপও ঐরূপ কার্যকরী।

৫। চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পল্‌তা, ক্ষেত পাপড়া, বেনারমূল, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্বপ্রকার ব্রণ প্রশমিত হয়।

৬। রক্ত চন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল ক্ষুদে নটে, শিরিছাল, জাতাপুষ্প ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ব্রণের দাহ্ প্রশমিত হয়।

৭। গুলঞ্চ, পলতা, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেত পাপড়া, খদিরকাষ্ঠ, মুতা ইহাদের ক্কাথ পান করিলে ব্রণের জ্বরাদি প্রশমিত হয়।

৮। শনবীজ (ঝম ঝুনিয়া), মূলাবীজ, মসিনা, শজিনাবীজ, তিল, সরিষা, যব ও গম। এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পুলটিস করিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া উঠে।

৯। আমপাতা, নিমপাতা, কৃষ্ণ কলির মূল বা পাতা বাটিয়া তাহা ঘৃতাক্ত করিবে। পুরু করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ফোঁড়া ও ব্রণ পাকিয়া থাকে।

১০। গন্ধ বিরাজের পটি দিলে বসিবার শোথ বসিয়া যায় এবং পাকিবার শোথ পাকিয়া যায়।

১১। ছোট গোয়ালের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ-ফোঁড়া পাকে, ফাটে ও পুঁজ নিঃসারিত হয়।

১২। করঞ্জ, ভেলা, দন্তি, চিতামূল, কবরী মূল এবং কবুতর, কাক অথবা শকুনীর মল। এই সকল দ্রব্য ব্রণে সংযোগ করিলে উহা ফাটিয়া যায়।

১৩। গরু দাঁত পানিতে ঘসিয়া তাহার বিন্দুমাত্র ফোঁড়া বা ব্রণে লাগাইলে অসাধ্য ও কঠিন শোথও পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৪। সাপের খোলস (ছলম) ভস্ম করিবে। ভস্ম সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা শোথ প্রলিপ্ত করিলে উহা পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

১৫। হাগর মালীর আঠা (Vallaris Heyni) দ্বারা প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন ক্ষতও প্রশমিত হয়। উচ্ছে পাতা, তুলসী পাতা, ইহাদের একটির প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লোহার কোদালে পাতি লেবুর রসে শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয়।

ব্রণ রাক্ষসী তৈলঃ—ইহা সর্বপ্রকার বিদ্রধি ও ব্রণের মহৌষধ।

প্রস্তুত প্রণালীঃ—সরিষার তৈল অর্ধসের কঙ্কার্থ, শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মেটে সিন্দুর, মনছাল, রসুন, মিঠাবিষ, তাম্র। প্রত্যেকটি ২ তোলা, সূর্যতাপে পাক করিবে।

নালী ঘা

পক্ক শোথ উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ পুঁজ বাহির করিয়া ফেলিলে এবং উহা দীর্ঘদিন বদ্ধাবস্থায় থাকিলে; চামড়া, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি ও অস্থি পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া ক্রমশঃ অভ্যন্তরের দিকে ধাবিত হয়। পুঁজ বাহির করা এবং পরিষ্কার করত যে সব ঔষধে নালী পুরিয়া উঠে এরূপ ব্যবস্থা করাই উহার চিকিৎসা—ক্ষতের নালী যতদূর পৌঁছিয়াছে, তাহা শলাকাদি দ্বারা নির্ণয় করত অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া পুঁজ বাহির করিবে কিন্তু সাবধান যেন কোন রগ কাটিয়া না যায়। অতএব, আপারেশন ঠিক অভিজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক হওয়া দরকার। অন্যথায় রগ কাটিয়া গিয়া অতিরিক্ত রক্ত বাহির হইতে পারে। কোন ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

১। শজিনার মূলের ছাল, হরিদ্রা, কালিয়া কড়া, ইহাদের চূর্ণ মধু ও ঘৃতাক্ত করিয়া উহা একখণ্ড নেক্‌ড়ায় মাখাইয়া লইবে। শুষ্ক করিয়া ক্ষত স্থানে ধারণ করিবে। কয়েক দিন এরূপ করিলে পুঁজাদি বাহির হইবে এবং ক্ষত পুরিয়া উঠিবে।

২। বাগ ভ্যারেণ্ডার আটা ও খয়ের একত্রে ক্ষতস্থানে পুরিয়া রাখিলে উহা প্রশমিত হয়।

একখণ্ড কচি কলাপাতার এক পার্শ্বে সূঁচ দ্বারা অসংখ্য ছিদ্র করিবে। কলা পাতার ছিদ্রের উপরে কিছু হিঞ্চার শিকড় বিছাইয়া পাতার অপর দিক দ্বারা আবৃত করিবে। ছিদ্রদার পার্শ্ব ক্ষতের উপর

নেক্ড়া দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে। ৫/৭ দিন পর্যন্ত প্রতিবার নূতন করিয়া উহা ধারণ করিলে উৎকট নালী ঘাও পুরিয়া উঠিবে। ইহা নালী ঘায়ের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

ব্রণ রাক্ষসী তৈল বিশেষ উপকারী। প্রস্তুত প্রণালী ফোঁড়া ও ব্রণ রোগ চিকিৎসা অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে।

জ্বর

এক দোষজ একটি রোগ শঙ্কর ব্যাধি। সে নিজেও মারাত্মক ও প্রাণ সংহারক সর্বাঙ্গীন ব্যাধি। জ্বর বহু প্রকার এবং উহার চিকিৎসাও খুব সহজ নয়। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারাই উহার চিকিৎসা করা ন্যায় সংগত।

আমরা এখানে সহজ ও সুলভ ঔষধপত্র ও পাচনাদি এবং মুষ্টিযোগের কথা উল্লেখ করিব যদ্দ্বারা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

বাত জ্বর

এই জ্বরে পিত্ত ও শ্লেষ্মা আপন আপন গতিতে চলিতে থাকে, একটু প্রবলও হইতে পারে। কিন্তু বায়ু বিকৃত ও প্রকুপিত হইয়া আপন গতিবেগ অতিক্রম করিয়া থাকে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বাত জ্বরের লক্ষণ নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কম্প, হাই উঠা, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুষ্ক হওয়া, নিদ্রা ভাল না হওয়া, হাঁচি না হওয়া। শরীর রুক্ষ, সমস্ত গাত্র বিশেষতঃ হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে অত্যন্ত বেদনা হওয়া, অধিক কথা বলা, মল কঠিন হওয়া, উদরুধ্যান ও উদর বেদনা হওয়া প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—১। এই জ্বরে হাত-পা ও মস্তক কামড়ানী থাকিলে গুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, রেণুকা, ধনে, সোনার মূল। ইহাদের ক্বাথে ।০ আনা চিনি ও ৵০ আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

২। এই জ্বরে—জ্বর খুব প্রবল হইলে এবং হাত-পা মস্তক কামড়াইতে থাকে। জ্বর বিরাম কালে যদি কয় (বমি) হয়, তবে বেল, শোনা, গম্ভারী, পারুল গণিয়ারী বেড়েলা, রাস্না, কুলখ কলায় ও কুড়। ইহাদের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিবে। কম্প নিবারণার্থে গরম কাপড়ের পুটলী হাতের তালু, পায়ের তলা এবং বগলে ধারণ করিবে।

পিত্তজ্বর—এই জ্বরের বেগ খুব তীক্ষ্ণ হয়, অতিসারের ন্যায় তরল মলভেদ, অল্প নিদ্রা, কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মুখে ক্ষত হইতে পারে, ঘাম হইতে থাকে। রোগী প্রলাপ বকে। মুখ তিক্ত হয়, মুর্ছা, দাহ ও পিপাসা হয়। মলমূত্র ও নেত্র পীতবর্ণ হয়। এই জ্বরে কোবলমাত্র পিত্ত প্রবল ও প্রকুপিত হয়।

পিত্তজ্বর চিকিৎসার্থে—ক্ষেতপাপড়া, রক্ত চন্দন, বালা, শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ বিশেষ উপকারী।

এই জ্বরে পিপাসা ও দাহ থাকিলে—বালা, রক্তচন্দন, বেলার মূল, মুতা ও ক্ষেতপাপড়া, ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া কিঞ্চিত মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পিত্তজ্বরে তরল মলভেদ, বমি ও পিপাসা থাকিলে আম ও জামের কচিপাতা, বটের অস্কর, বেনার মূল ইহাদের সর্বমোট ৮ তোলা লইয়া পিষিবে, অতঃপর একটি মাটি বা কাঁচের পাত্রে রাখিয়া ছাকিবে। ঐ ছাকা পানিতে কিছু মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

উক্ত জ্বরে বমি, বমনভাব, অরুচি, কাশ, শ্বাস, অন্তর্দাহ, প্রলাপ, মুর্ছা, পিপাসা, গাত্র ঘূর্ণন থাকিলে কিস্‌মিস, রক্তচন্দন, পদ্মমূল, মুতা, কটকী, গুলঞ্চ, আমনবীবালা, বেনার মূল, লোধ,

ইন্দ্রযব, ক্ষেতপাপড়া, ফসলা, যষ্টিমধু, দুরালভা, প্রিয়ঙ্গু, বাসক, গাব, চিরতা, ধনে ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে।

কফজ্বরঃ—এই জ্বরে বেগ মন্দা, আলস্য মুখ মিষ্টিভাব মলমূত্র ও নেত্র শুল্কবর্ণ,রোমাঞ্চ, অতিনিন্দ্রা, শরীরের স্তব্ধতা, অবসন্নতা, গুরুতা, আহারে অনিচ্ছা, বমন, অপরিপাক, শীতানুভব, মুখ ও নাক দিয়া পানিস্রাব, কাশ, অরুচি, সাধারণত এই সমস্ত লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা

১। ছাতীম ছাল, গুলঞ্চ, নিমছাল, গাবছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কফ বিনষ্ট হয় এবং জ্বরের উপশম হয়।

২। শুঁঠ পিপুল, গোলমরিচ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, কটকী, ইন্দ্রযব। ইহাদের ক্বাথ পান করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়।

৩। কটকী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব ও মূর্বামূল, (শোচ মুখী) ইহাদের ক্বাথ মরিচচূর্ণ ও মধুসহ পান করিলে প্রবল কফ জ্বর বিনষ্ট হয়।

৪। কফজ্বরে কফের অত্যন্ত প্রকোপ, শ্বাস, কাশ, বক্ষ বেদনা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লেষ্মজ উপদ্রব থাকিলে কন্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও পিপুল ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পাচন।

কফজ্বরে দৌর্বল্য ও শ্রবণ শক্তির অল্পতা ঘটিলে নিসিন্দার পাতার ক্বাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান করিতে দিবে। ঐ জ্বরে কাশ অত্যন্ত প্রবল হইলে বাসক ছাল, কন্টকারী ও গুলঞ্চ। ইহাদের ক্বাথ মধুসহ পান করিতে দিবে।

দ্বিদোষজ জ্বর

বাত, পিত্তজ্বর—প্রকুপিত বায়ু ও পিত্তের আধিক্যে যেমন নাড়ীতে অনুভব হয়, তেমনভাবে বাত ও পিত্তের লক্ষণাদি বাহ্যিক ভাবেও আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

চিকিৎসা

১। চিরতা, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস, আমলকী, পিপুল শুঁঠ ও শঠি। ইহাদের পুরাতন ইক্ষু গুড়ের সহিত পান করিলে পিত্তের প্রশমন ও জ্বরের নাশ হইয়া থাকে।

২। মুতা, ক্ষেত পাপড়া , নীলসুদী, চিরতা, বেনার মূল, রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ ব্যবস্থা করিবে। ইহা শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ পাচন।

৩। গুলঞ্চ, মুতা, ক্ষেত পাপড়া, চিরতা, শুঁঠ। এই পাঁচটি দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে বাতপিত্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

৪। রাস্না, বাসক ছাল, ত্রিফলা, সোন্দাল ফল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাত পিত্ত জ্বরের উপশম হয়। কোষ্ঠের শুদ্ধিও হইয়া থাকে।

পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বর

১। এই জ্বরে অরুচি ও বমি প্রভৃতি পৈত্তিক ও শ্লেষ্টিক উপদ্রব থাকিলে উহার প্রতিকারার্থে—পলতা, রক্তচন্দন, মূর্বমূল, কটকী, আকনাদি ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

২। পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, কাশ, বমি ও পার্শ্ব বেদনা থাকিলে—কন্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটি, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরলতা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুতা, পলতা ও কটকী ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

বাত শ্লেষ্মা জ্বর

এক দোষজ জ্বর অপেক্ষা দ্বিদোষজ জ্বর কঠিন। দ্বিদোষজ জ্বরের মধ্যে আবার বাত শ্লেষ্মা জ্বর অতি কঠিন। সকল দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ জ্বর খুব কঠিন এবং উহার লক্ষণাদি প্রবল হইলে উহাকে জ্বর বিকার বলা হয়।

চিকিৎসা

১। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি সন্ধিস্থলে ভঙ্গবৎ বেদনা, শির বেদনা, কাশ ও অরুচি থাকে, তবে নিম্নোক্ত পাচন মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, কট ফল, কটকী ও বচ। এই সমুদয় দ্রব্য থেতো করিয়া পানি দ্বারা জ্বাল দিয়া পাচন প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

২। এই জ্বরে যদি অপাক, অনিদ্রা, পার্শ্ব বেদনা এবং কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দশমূল পাচন অর্থাৎ বেল, শ্যোনা, গম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কন্টকারী ও গোক্ষুর যথাসম্ভব মূলের ছালের ক্বাথ, পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ পান করিতে দিবে। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ পাচন।

৩। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে যদি হিক্কা, শোয, গলাবদ্ধতা, কাশ ও শ্বাস থাকে তাহা হইলে দেবদারু, ক্ষেত পাপড়া, বামুনহাটি, মুতা, বচ, ধনে, কট ফল, হরিতকী, শুঁঠ ও নাটাকরঞ্জ ইহাদের ক্বাথ শোধিত হিং ও মধুসহ পান করিতে দিবে।

৪। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে এবং সান্নিপাতিক জ্বরে গাত্রের স্তব্ধতা ও বেদনা নিবারণার্থে বালুকা স্বেদ খুবই উপকারী। কিন্তু, লিঙ্গ কোষ, চক্ষু ও হৃদয়ে স্বেদ দিবে না। একটা পাত্রে বালুকা উত্তপ্ত করিবে, পরে একখণ্ড কাপড়ের উপর বা আকন্দের পাতা বিছাইয়া উহার উপর গরম বালুকাগুলি ঢালিয়া একটা পুটলি বাঁধিয়া কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া স্বেদ দিবে। যখন শীত, বেদনা, দেহের স্তব্ধতা ও গায়ের গুরুতা নিবারণ হইবে তখন আর স্বেদ দিবে না।

৫। প্রবল বাত শ্লেষ্মা জ্বরে বুকে শ্লেষ্মা বসিলে বাক্য রোধ কিংবা রোগী তন্দ্রাভিভূত হইলে, বূকে ও পার্শ্বদ্বয়ে স্বেদ দিবে। স্বেদ দিতে কখনও ভয় পাইবে না বা দেরী করিবে না। পান বা আকন্দের পাতা খুব পুরাতন উষ্ণ ঘৃতে সিক্ত করিয়া স্বেদ দিবে।

ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক জ্বর

ত্রিদোষজনিত রোগ মাত্রই বিপজ্জনক। তন্মধ্যে ত্রিদোষজনিত প্রবল জ্বর অর্থাৎ সান্নিপাতিক জ্বর খুবই ভয়ঙ্কর। সান্নিপাতিক জ্বর হইবা মাত্রই অভিজ্ঞ ডাক্তার, কবিরাজ কিংবা হেকিম দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

১। সান্নিপাতিক জ্বরে শরীরের সর্বত্র পানির সঞ্চার হইয়া থাকে। যতক্ষণ ঐ পানিকে পরিপাক কিংবা বহিষ্কার না করা যায়, ততক্ষণ ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক হয় না। অতএব, বারংবার স্বেদ দ্বারা শরীরের রস ও ফল শুকাইতে বা বাহির করিতে হইবে।

২। তন্দ্রা সান্নিপাতিক জ্বরের একটি লক্ষণ। রোগী প্রায়ই তন্দ্রা দিয়া থাকিলে কিংবা অচেতন থাকিলে একটা মোরগ যবেহ করিয়া উহার পেটের নাড়ীভুঁড়ী প্রভৃতি ছিড়িয়া বাহির করিবে এবং মোরগের ঐ খোলসে কিছুক্ষণ রোগীর মাথা ঢুকাইয়া রাখিলে রোগী চেতনা লাভ করিবে।

৩। গরম লৌহ দ্বারা পায়ের তলা কিংবা কপালে তাপ দিলে রোগী চেতনা লাভ করিয়া থাকে।

৪। কাল মুরগীর ডিমের তরলাংশ পান করিলে অথবা উহার নস্য লইলে সান্নিপাতিক জ্বরে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

৫। পিপুলমূল, পিপুল, সৈন্দব লবণ, ও মৌলফলের আঁটি (হিন্দীতে) মহুয়া, ডাক্তারীতে (Bassia) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমুদয় চূর্ণের সমান গোলমরিচের মিহিন গুড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ পানির সহিত পিষিয়া উহার নস্য লইলে রোগীর চেতনা হয়। তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার নিবারিত হইয়া থাকে।

৬। সৈন্দব লবণ, বিট লবণ ও সচল লবণ, আদার রসে মাড়িয়া গরম করতঃ উহার নস্য ব্যবহার করিলে বুকের ও মাথার অতি গাঢ় শ্লেষ্মাও তরল হইয়া বাহির হয়। তাহাতে মস্তকের ও হৃদয়ের ভার, পার্শ্ব বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

৭। সান্নিপাতিক জ্বরে যদি বাত এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ অত্যধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বেল, শ্যোনা, গম্ভারী, পারুল, গনিয়ারী, শাল পানি, চাকুলে, বৃহতি কন্টকারী ও গোক্ষুর, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ইহাদের ক্বাথ, মধু ও পিপুল চূর্ণসহ পান করিতে দিবে।

কর্ণমূল জাত শোথ

সান্নিপাত জ্বরের শেষ অবস্থায় কাহারও কাহারও কর্ণমূলে শোথ হইয়া থাকে। সেই শোথ অনেক সময় প্রাণনাশক হইয়া দাঁড়ায়। জ্বরের প্রথমাবস্থায় শোথ উপস্থিত হইলে উহা সাধ্য, মধ্যাবস্থায় কষ্টসাধ্য এবং শেষ অবস্থায় প্রায়ই অসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা

প্রথমে শোথের স্থানে জোঁক বসাইয়া রক্ত-মৌক্ষণ করিবে। পরে গেরিমাটি, সমুদ্র লবণ, শুঁঠ, বচ ও রাই সরিষা সমভাগে লইয়া কাঁজিতে পেষণপূর্বক তাহা উষ্ণ করিয়া শোথে প্রলেপ দিবে। ইহাতে শোথ বসিয়া যাইবে। যদি শোথ শুকাইয়া না যায়, তবে মসিনা বাটিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া উষ্ণ করত বারংবার প্রলেপ দিলে শোথ পাকিয়া উঠিবে পরে অপারেশনপূর্বক পুঁজ বাহির করিয়া ক্ষত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবে।

সান্নিপাত জ্বর অতি ভয়ঙ্কর ব্যাধি। অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সান্নিপাত, বিষম জ্বর প্রভৃতি জ্বরে একটি মাত্র ঔষধের কথা উল্লেখ করা হইতেছে যাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা মোটেই নাই বরং উপকারই হয়। হিঙ্গুলোথ পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণ, মাক্ষিক, লৌহ, রৌপ্য, সৈন্দব লবণ ও মরিচ প্রত্যেক একভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, ধুতুরা ও শেফালিকা পাতার রস দশমূল ও চিরতার রসে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। অনুপান অবস্থা অনুযায়ী।

বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা

মুষ্টিযোগ—জ্বর যদি প্রত্যহ মন্দ মন্দ ভাবে হইতে থাকে এবং তাহাতে যদি হাত পা ও চক্ষু জ্বালা করে, রগ টিপ টিপ করে, মস্তক ধরে, অরুচি ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে— ক্ষেত পাপড়, শেফালিকা পত্র ও গুলঞ্চ, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া শিলে থেতো করিয়া কলা পাতায় রাখিবে এবং তাহা অগ্নিতে সেঁকিয়া লইবে। অতঃপর উহা রাত্রিতে শিশিতে রাখিয়া পরদিন তাহার রস নিংড়াইয়া মধুসহ প্রতঃকালে অর্ধ ছটাক ও শয়নকালে অর্ধ ছটাক পান করিবে।

পালা জ্বর

উচ্ছে পাতা বা আসসেওড়া পাতা হস্তে মর্দন করিয়া তাহা নেকড়ায় বাধিয়া জ্বরের পালার দিন ঘ্রাণ লইবে। ইহাতে পালা জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

তদ্‌বীর

ঠাণ্ডা লাগা জ্বর বিশেষতঃ শিশুদের ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইলে নিম্নোক্ত তাবীজ তিনটি বিশেষ ফলপ্রদ, বহু পরীক্ষিত।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُ — ১ নং

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطُط — ২ নং

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا مُحِيْطَطًا — ৩ নং

ব্যবহার বিধি—১নং তাবীজটি নেকড়া দিয়া ডান হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে জ্বর বিরাম না দিলে পরদিন ঠিক ঐ টাইমে (যে টাইমে তাবীজটি বাঁধা হইয়াছে) উহা খুলিয়া বাম হাতের বাজুতে বাধিবে। ২ নং তাবীজ ডান হাতের বাজুতে বাধিবে। ইহাতে জ্বরের উপশম না হইলে তৃতীয় দিন ঠিক ঐ সময় ২নং তাবীজ খুলিয়া বাম হাতের বাজুতে ১ নং তাবীজের কাছে বাধিবে। ৩ নং তাবীজটি ডান হাতের বাজুতে বাধিয়া দিবে। আল্লাহ্ চাহে ত শীঘ্রই জ্বর বিরাম দিবে। জ্বর বিরামের পরও ৩দিন তাবীজ ধারণ করিলে জ্বর পুনরাক্রমণের আশঙ্কাও থাকে না।

গরম লাগা জ্বর

১। একখণ্ড কাগজে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিয়া ডান হাতের বাজুতে ধারণ করিতে দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلاَمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ -

২। নিম্নলখিত নক্‌শাটি এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া উহা এক গ্লাস পানিতে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে এবং ঐ পানি গরম লাগা জ্বরের রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ জ্বর নিবারণ হইবে।

٧٨٦

ن	ا	م	ح	٧
٣٨	١١	١٩٨	٣٨	٤
١٩٦	٥١	٢	٢١٠	٩
٥	٣١	٧	٩٩	٤٩
٦	٢٩	٥٢	٣	٣٧

৩। ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া তৎপর ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িবে এবং কার্পাসের তূলার উপর ফুক দিয়া উহা ডান কানে দিবে।

৪। ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া পরে কিছু তূলার উপর ফুক দিয়া তৎপর ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িবে এবং তূলা বাম কানে ধারণ করিতে দিবে।

প্রথম দিন যে সময় তূলা ধারণ করিবে, দ্বিতীয় দিনের ঠিক সেই সময় ডান কানের তূলা বাম কানে এবং বাম কানের তূলা ডান কানে দিবে। তৃতীয় দিনও ঐরূপ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ সর্বপ্রকার জ্বর নিবারণ হইবে।

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশে একদিকে আযান এবং অন্যদিকে একামতের শব্দগুলি লিখিবে। খোদা চাহে ত শীঘ্রই জ্বর বিরাম হইবে।

৫। যাবতীয় বেদনা ও জ্বরে চিনা বরতনে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর লিখিয়া বৃষ্টি বা গোলাপের পানি দ্বারা ধৌত করিয়া ঐ পানি রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহার সামান্য পানি দ্বারা মুখ ও শরীর মুছিয়া দিলে জ্বর বিরাম দিয়া থাকে।

د	ط	ب
ج	ه	س
ح	ا	و

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى
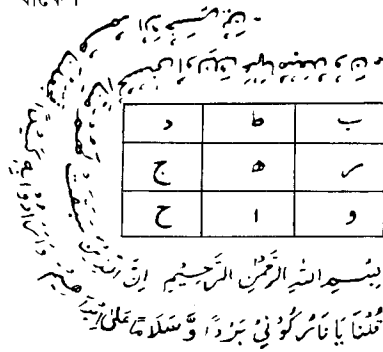
৬।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ جِلْدِى الرَّقِيْقَ وَ عَظْمِى الدَّقِيْقَ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِيْقِ يَا اُمَّ فَلَاحٍ اِنْ كُنْتِ اٰمَنْتِ بِا للهِ العَظِيْمِ الْاَعْظَمِ فَلَاتُؤْذِ الرَّأْسَ وَ لَا تُفْسِدِ الْفَمَ وَلَا تَأْكُلِ اللَّحْمَ وَ لَا تَشْرَبِ الدَّمَ وَ تَحَوَّلِىْ عَنْ حَامِلِ هٰذَا الْكِتَابِ اِلٰى مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

৭। দুই দিন বা তিন দিন অন্তর অন্তর জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে;

بسم الله ولت بسم الله فرت بسم الله مرت بسم الله انصرفت بسم الله ادبرت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِىْ وَ الَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَ يُسْقِيْنِىْ وَ اِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِىْ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّ شِفَآءٌ اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ هٰذِهِ الْاٰيَاتِ الْكَرِيْمَةِ وَ مَنْ نَّزَلَتْ عَلٰى قَلْبِهٖ اَن تَشْفِىَ حَامِلَ كِتَابِ هٰذَا ـ

৮। যে কোন প্রকার জ্বরে নিম্নোক্ত তাবীজ লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে জ্বরের উপশম খোদা চাহে ত হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ اِلٰى اُمِّ مَلُوْمٍ اَلَّتِىْ تَاْكُلُ اللَّحْمَ وَسَلَامٌ
قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ تَشْرَبِ الدَّمَ وَتَهْشَمِ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ يَآاُمَّ مَلُوْمٍ اِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ
اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتِ يَهُوْدِيَّةً فَبِحَقِّ مُوْسٰى الْكَلِيْمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ
عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَنْ لَّا اَكَلْتِ لِفُلَانِ .... এইখানে রোগীর নাম بْنِ فُلَانَةٍ ....
রোগীর বাপের নাম لَحْمًا وَّلَاتَشْرَبْ لَهٗ دَمًا وَّلَاهَشْمَةً لَّهٗ عَظْمًا وَّتَحَوَّلُوْا عَنْهُ اِلٰى مَنِ اتَّخَذَ مَعَ اللهِ
اِلٰهًا اٰخَرَ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ وَاِلَّا فَاَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِّنَ اللهِ تَعَالٰى بَرِىٌّ مِّنْكَ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ
وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّابِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

৯। আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে লিখিয়া পূর্ব্ববৎ ধুইয়া সেবন করাইবে।

সর্বদা সেবা শুশ্রূষার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে বেশী গরম বা ঠাণ্ডা লাগতে না পারে এবং যাহাতে নিয়মিত প্রস্রাব ও পায়খানা হয়, সে জন্য ঔষধ ও তদ্‌বীরের ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেই হইবে।

জ্বরের পথ্যাপথ্য

সুপথ্য—নব জ্বরে মিছরি, বাতাসা, ডালিম, কিস্‌মিস, খৈ-এর মণ্ড, পানি সাগু, এরারুট, বার্লি, প্রভৃতি লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে। গরম পানি ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে। শ্লেষ্মা জ্বরে , বাতজ্বরে ঈষদুষ্ণ পানি পান করিতে দিবে। জ্বর বিরামের দুই তিন দিন পর বা অধিক দিন পরও অন্ন পথ্য দিবে না। ঐ কয়েকদিন পল্‌তায় বড়া, বাডাল্‌না, কৈ, মাগুর বা শিঙ্গি মাছের ঝোল, খুব বেশী ক্ষুধা হইলে ২/১ খানা ফুল্‌কা রুটীর ব্যবস্থা করিবে। তৎপর যখন শীররের সমস্ত গ্লানি দূর হইবে রোগীর অন্ন লিপ্সা হইবে, তখন অতি সূক্ষ্ম পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ বা মসুরের ডাল, কৈ, মাগুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল, মানকচু, ডুমুর ইত্যাদি লঘু তরকারীর ব্যবস্থা করিবে। অন্ততঃ ৫/৭ দিন পর্যন্ত দুইবেলা অন্ন ভোজন করিতে দিবে না। রাত্রিতে ক্ষুধা অনুযায়ী সাগু বা হাল্‌কা রুটীর ব্যবস্থা করা যাইতে পরে।

বিষাণ জ্বর, জীর্ণ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু রোগে দিনের বেলা পুরাতন চাউলের ভাত, মুগ বা মসুরের ডাল, কৈ, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি ছোট মাছের ঝোল, কফি বেগুন, কাঁচ কলা, ঠেটে কলা, কচি মূলা, পটোল, উচ্ছে, করলা, ঝিঙে ও কাকরোল প্রভৃতি হালকা তরকারী দেওয়া চলে। রোগী অত্যন্ত দুর্বল বা ক্ষীণ হইলে কবুতর, মুরগী, কিংবা বকরীর গোশ্‌তের জুশ ব্যবস্থা করিবে। কাগজী লেবু, এক বল্‌কা দুধ, অমৃত ফল। রাত্রিকালে ক্ষুধা অনুসারে রুটী, পাউরুটী, সাগু, এরারুট বা বার্লি সেব্য। জ্বরের আধিক্য থাকিলে দিনের বেলা অন্ন না দিয়া কোন লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

কুপথ্য—যতদিন রোগী বলবান না হয় ততদিন সর্বপ্রকার গুরুপাক দ্রব্য, কফ বর্ধক দ্রব্য ভোজন, তৈল মর্দন, স্নান, পরিশ্রম, মৈথুন, দিবা নিদ্রা, ক্রোধ, ঠাণ্ডা পানি সেবন বা প্রবল বায়ু সেবন অহিতকর।

অগ্নি-দগ্ধ

সদা-সর্বদা সতর্ক থাকা উচিত যাহাতে গায়ের-কাপড়ে আগুন লাগিতে না পারে বিশেষতঃ ছোট ছেলে-মেয়ের প্রতি এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত অপরিহার্য। গ্রাম্য মেয়েরা এ ব্যাপারে বড়ই উদাসীন। ফলে প্রায়ই বহু লোককে অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতে হয়।

অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা

১। চুনের স্বচ্ছ পানি ও নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে জ্বালা-যন্ত্রণা আশু নিবারিত হয়।

২। ক্ষতস্থানে মধু মাখাইয়া উহার উপর যবচূর্ণের লেপ দিলেও জ্বালা নিবারণ হয়।

তিল ও যব পোড়াইয়া উহার ভস্ম দ্বারা প্রলেপ দিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে।

লুচী ভাজা ঘৃত মাখাইয়া খাইলে সকল প্রকার ক্ষত শুকাইয়া যায়। মাখন সর্বপ্রকার ক্ষত ও অগ্নিদগ্ধ জাত ঘায়ের এবং ব্রণ ও ফোঁড়ার মহৌষধ।

দাদ

১। শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিশাইয়া ২/৪ দিন দাদে লাগাইলে দাদ বিনষ্ট হয়; কিন্তু উহা দাদে লাগাইবার পূর্বে ডুমুর পাতা প্রভৃতি দ্বারা দাদ ঘর্ষণ করিয়া লইবে।

২। চাকুন্দের বীজ, জীরা ও পদ্ম গুলঞ্চের মূল পানিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

৩। চাকুন্দে বীজ, আমলকী ধুনা ও মনসার আঠা এই সমুদয় কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ প্রশমিত হয়।

৪। চাকুন্দের বীজ, কুড়, সৈন্দব, শ্বেত সরিষা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য পানির সহিত কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দাদ বিনষ্ট হয়।

কাউর চিকিৎসা

একটি সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি চাউল রাখিয়া দিবে। কিছুদিন পর যখন উহা পচিয়া যাইবে তখন ঐ পচা চাউল ও পানি উত্তমরূপে ছানিয়া ঘা প্রলিপ্ত করিলে অল্প দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া যায়। উহা খোস্ পাঁচড়ারও মহৌষধ।

খোস্ চুল্কনা

১। গন্ধক চূর্ণ সরিষার তৈলে মিশ্রিত করিয়া তাহা সূর্য তাপে উত্তপ্ত করত প্রলেপ দিলে খোস্ চুল্কনা, কাউর ঘা প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

২। আকন্দ পাতার রস ও হরিদ্রার কল্কসহ সরিষার তৈলে পাক করিয়া তাহা লাগাইলে খোস্ পাঁচড়া, ঘা শুকাইয়া যায়। কিন্তু অশুষ্ক পাঁচড়া প্রথমাবস্থায় কখনও শুষ্ক প্রলেপ দিবে না। কারণ ভিতরকার দূষিত পদার্থ বাহির হইতে না পারিলে নানাপ্রকার ব্যাধি দেখা দিতে পারে। প্রচুর পরিমাণ দূষিত পুঁজ, রস বাহির হওয়ার পর উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩। প্রতিদিন প্রত্যুষে কাঁচা হরিদ্রা ইক্ষু গুড়সহ চিবাইয়া ভক্ষণ করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া খোস্-পাঁচড়া প্রভৃতি নিরাময় হইয়া থাকে।

মুখের মোচতা

১। রক্ত চন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গুর, নূতন বটের অঙ্কুর ও মসুরী এই সমুদয় বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের মোচতা বিনষ্ট হয়।

২। কিছুটা মসুরী পানিতে ভিজাইয়া দুধের সর (মালাই) সহ ঐ মসুরী পেষণ করিয়া এক সপ্তাহ মুখে লাগাইলে মুখের যাবতীয় দাগ দূর হইয়া মুখ লাবণ্যময় ও মোলায়েম হইয়া উঠে।

৩। লোষ, ধনে, বচ অথবা শ্বেত সরিষা, বচ ও লোধ, সৈন্দব লবণ পানিতে পেষণ করিয়া মুখে লাগাইলে মুখের দাগ বিনষ্ট হয়।

পিট চাল

ইহা অত্যন্ত কষ্ট দায়ক ব্যাধি। ইহার প্রারম্ভেই সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। এতটুকুও বিলম্ব করিবে না।

তদ্‌বীর

১। ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ الاية পড়িয়া পানিতে দম করিয়া সেবন করিলে ভিতরের যে কোন দূষিত পদার্থ ভাসিয়া উঠে।

২। ১০ বার رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

১০ বার مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيْهَا

পড়িয়া তৈলে দম দিয়া লাগাইলে যে কোন প্রকার যখম, খোস্-পাঁচড়া, ঘা, নালী ঘা অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রশমিত হয়।

আঘাত

আঘাত লাগামাত্র পানি দ্বারা খুব ভালভাবে মালিশ করিবে। কোন স্থানে হাড় ভাংগিয়া থাকিলে কিংবা বড় বেশী রকম আঘাত হইলে সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শ্বিত্র রোগ (পাতরী)

হাতে, মুখে, কিংবা শরীরের অন্য কোন স্থানে, আবার কাহারও সর্বাঙ্গে শ্বেত রোগ দেখা দিয়া থাকে। মারাত্মক কিংবা খুব কষ্টদায়ক না হইলেও বড় কুৎসিত ব্যাধি।

চিকিৎসা

১। সোমরাজী বীজ এবং এক চতুর্থাংশ শোধিত হরিতাল গোমূত্রে মর্দন করিয়া প্রতিদিন প্রলেপ দিলে ধবল লয় প্রাপ্ত হয়।

২। হাতীর বা চিতা বাঘের চামড়া ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈলে আপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিলে উহা বিদূরিত হয়।

৩। কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

৪। মনছাল ও আপাঙ্গক্ষরে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও ধবল বিনষ্ট হয়।

৫। গন্ধক, হীরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য পানিতে পিষিয়া প্রলেপ দিলে ধ্বল বিনষ্ট হয়। ইহা শ্বেত রোগের মহৌষধ।

বিষ চিকিৎসা

বিষ দুই প্রকার—(১) জঙ্গম বিষ ও স্থাবর বিষ। সর্প প্রভৃতি প্রাণীর বিষকে জঙ্গম বিষ এবং উদ্ভিদ ও ধাতব দ্রব্যের বিষকে স্থাবর বিষ বলা হয়।

বমনের ন্যায় সর্বপ্রকার বিষ নিষ্কাশক ঔষধ আর নাই। শরীরের ভিতর বিষ ঢুকিবামাত্র প্রচুর বমনের ব্যবস্থা করিবে।

জঙ্গম বা স্থাবর যে কোন বিষই হউক না কেন রোগীকে ঘুমাইতে দিবে না।

স্থাবর বিষ চিকিৎসা

১। দারমেছে, আফিং প্রভৃতি যে কোন প্রকার বিষ ভক্ষণ করুক না কেন; তৎক্ষণাৎ তিন তোলা আদার রসের সহিত চারি আনা পরিমাণ হিং মিশ্রিত করিয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

২। কলমী শাকের ডাটা ও পাতার রস ২ ছটাক পরিমাণ সেবন করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎবমি হইয়া উপকার দর্শিবে। অবশ্য অভিজ্ঞ ডাক্তার বা হেকিম নিকটে থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

জঙ্গম বিষ চিকিৎসা

সর্প প্রভৃতি বিষাক্ত জানোয়ার দংশন করিলে কিংবা দংশন করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থানের ঊর্ধ্বভাগে খুব কষিয়া বাঁধিবে। এই নিয়মটি দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। উহা খুবই উপকারী।

১। সোহাগার খৈ কিংবা আকন্দের মূল পানিতে পিষিয়া পান করিলে সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

২। ঈচার (গাছ বিশেষ) মূল চিবাইয়া উহার রস ভক্ষণ করিলে সর্বপ্রকার সর্প বিষ বিনষ্ট হয়।

৩। বিষাক্ত সর্প মারিয়া উহার মাথার পিছনের হাড় সঙ্গে রাখিলে সর্প দংশন হইতে নিরাপদ থাকা যায় এবং ঐ হাড়খানা চূর্ণ করিয়া পানির সহিত পান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ নষ্ট হইয়া যায়। সর্প দংশিত রোগী পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। (اَلرَّحْمَةُ فِى الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ)

৪। ইচার মূল সঙ্গে রাখিলে সাপে দংশন করে না, চিবাইয়া খাইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা সাপের মাথার উপর ধরিলে সাপ আর মাথা উঁচু করিবে না।

৫। সাপের দংশন করিবার সঙ্গে সঙ্গে শুক্‌না কাপড় দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে পারিলে আশা করা যায়, বিষ শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিবে না; কিন্তু ঐ কাপড় খানা পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিবে।

৬। শুক্‌না চুন ৬ মাষা, মধু ২ তোলা, মিশ্রিত করিয়া দষ্ট স্থানে প্রত্যেক প্রহরে লেপ বদলাইয়া দিলে শরীরের ভিতরকার বিষ চোষণ করিয়া থাকে।

৭। ৵৹ পরিমাণ মুরগীর বিষ্ঠা, ৵৹ লোশাদার এই পদার্থ দুইটি পানিতে খুব মিশ্রিত করিয়া উহা গরম করত রোগীকে সেবন করাইলে তৎক্ষণাৎ বমির সঙ্গে সঙ্গেই বিষ বাহির করিয়া রোগী আরোগ্য লাভ করিবে। (اَلرَّحْمَةُ فِى الطِّبِّ وَالْحِكْمَةِ)

৮। স্মরণ রাখা উচিত, সর্প দংশনের সঙ্গে সঙ্গে ৪/৫ অঙ্গুলি উপরে রশি দ্বারা ডোরা বাঁধিবে।

৯। যখন কোন ঔষধে ফল না হয়, তখন হিম্মৎ করিয়া যখমের মুখে মুখ লাগাইয়া চোষণ করিয়া বিষ বাহির করিবে; কিন্তু সাবধান যেন বিষ পেটের ভিতর না যায়; কুল্লিরূপে ফেলিয়া দিবে বার বার এরূপ করিলে সম্পূর্ণ বিষ বাহির হইয়া যাইবে। চোষণকারীর পেটে কিছু বিষ গেলে অবশ্য প্রাণহানির ভয় নাই। শুধু দাস্ত বমি হইতে পারে, উহা দ্বারা তাহার স্বাস্থ্যের মহা উপকারও সাধিত হইবার খুবই সম্ভাবনা।

তদ্‌বীর

১। হাত বা পায়ের অঙ্গুলিতে ডোর বাঁধিয়া একজনে উহা ডান হাতে বাম হাত করে টানিবে এবং একজনে সূরা-ফাতেহা পড়িয়া কাপড়ের পাকা ছড়া দ্বারা বোধহীন জাগা থেকে জোরে আঘাত করিবে এবং দম দিবে। এক ঘণ্টা পর বিষ ডোর বাঁধা স্থানে থাকিলে উহা মোক্ষণ করিয়া ফেলিবে।

২। ২১ বার بسم الله الرحمن الرحيم কাগজে লিখিয়া তৎসঙ্গে—
س ل ا م ع ل ى ن و ح ى ا ل ع ا ل م ى ن و محا حا লিখিয়া পানিতে ধুইয়া সেই পানি রোগীকে পান করাইলে বমি হইয়া তখনই বিষ বাহির হইয়া যাইবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ঘরের চারি কোণে লোহার তাবীজে পুরিয়া রাখিলে ঐ ঘর হইতে সাপ বাহির হইয়া যাইবে এবং আর ঢুকিবে না।

١١ ٦ ١١ ١٧٨١ رح ٥٥ ١١٧ ١١٥ و و ٧ وو اه يرو ١١م ١١ اح ط ٥ ٥ ٨

—হায়াতুল হায়ওয়ান

—সাপে কাটা রোগীকে একটি বকুলের দানা খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

রোগী বেহুঁশ হইয়া গেলে তুঁতে পোড়া চূর্ণ একটি বড়ি পরিমাণ কাগজে ঢাকিয়া রোগীর নাকের কাছে রাখিয়া ফুঁক দিবে। যেন ঐ ঔষধ মগজে পৌঁছিয়া যায়। ইহাতে আশাতীত ফল লাভ হয়।

এক আনা পরিমাণ নিশাদল ও এক আনা পরিমাণ চুন শিশিতে রাখিয়া রোগীকে শোঁকাইলে মাথার বিষ নামিয়া আসিবে।

লজ্জাবতীর পাতা দ্বারা রোগীর মাথা হইতে নীচে পর্যন্ত মুছিয়া নামাইলে সাপের বিষ নষ্ট হইবে।

কার্বলিক এসিড বা নিশাদল ঘরে রাখিলে সাপ তথা হইতে পলায়ন করে।

রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ২ মাষা ফিটকারী পানিতে গুলিয়া সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হইয়া রোগী চৈতন্য লাভ করিবে।

কেহ দূরদেশ হইতে কোন লোকের সর্প দংশনের খবর লইয়া আসিলে সংবাদ দাতার কপালে (ললাটে) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং قَالَ اَلْقِهَا يَامُوْسٰى فَاَلْقَاهَا فَاِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى পড়িয়া ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি কিঞ্চিৎ জোরে মারিবে। সাত বার এরূপ করিলে দূরবর্তী রোগীও ভাল হইবে।

বিচ্ছু, ভীমরুল, বোল্‌তা প্রভৃতির দংশনে কর্পূর পানিতে ভিজাইয়া কিংবা ছিরকা অথবা ঠাণ্ডা পানিতে কাপড় ভিজাইয়া দষ্ট স্থানে রাখিবে।

মরিচ, শুঁঠ বালা ও নাগেশ্বর বাটিয়া প্রলেপ দিলে মধু মক্ষিকা, ভীমরুল প্রভৃতির যাবতীয় বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিচ্ছুর দংশনের সঙ্গে সঙ্গে উহাকে মারিয়া উহার নাড়ীভুঁড়ী দষ্ট স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎই বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

কুকুরের বিষ

৪০ বার اَللهُ الصَّمَدُ কাঁসার থালায় পড়িয়া সাপ কিংবা কুকুর বা শিঙ্গি মাছ দংশিত রোগীর পিঠে লাগাইলে বিষ থাকাকালীন ঐ থালা পড়িবে না। বিষ নষ্ট হইয়া গেলে ঐ থালাও পড়িয়া যাইবে।

ধুতুরার পাঁচটি ফুল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া তিন দিন খাইলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

কুকুর অথবা শৃগাল দংশন করিলে এক খণ্ড রুটির উপর—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّاَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

লিখিয়া রোগীকে খাওয়াইবে। ৪০ দিন এরূপ করিতে হইবে।

জলাতঙ্ক

ক্ষিপ্ত কুকুর বা শৃগাল কামড়াইলে পর চিকিৎসার অবহেলার দরুন জলাতঙ্ক ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে। জলাতঙ্ক এক মহা মারাত্মক ব্যাধি।

চিকিৎসা—সম পরিমাণ দুধ ও আকন্দ পাতার রস নূতন মেটে পাত্রে রাখিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। সমস্ত দিন চিড়া-ভাজা ও খাঁটি দুধ ভিন্ন অন্যকিছু খাইতে দিবে না। একদিনে আরোগ্য লাভ না হইলে দুইদিন খাইতে দিবে। খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

১ সের নোশাদার ৫ সের পানিতে গুলিয়া সাপের গর্তে ভরিয়া দিলে সাপ বাহির হইয়া যাইবে। মাঝে মাঝে ঘরে ছিটাইলে ঐ ঘরে সাপ আসিবে না।

সাপের গর্তে রাই সরিষা ভরিয়া দিলে সাপ মরিয়া যায়। বিছানায় রাই সরিষা রাখিলে সাপের ভয় থাকিবে না। মানুষের মুখের লালা সাপের মুখে লাগিলে তৎক্ষণাৎ সাপ মরিয়া যায়।
—হায়াতুল হায়ওয়ান

বাল্য রোগ

গর্ভিনীর চিকিৎসার শেষ ভাগে বলা হইয়াছিল, নবজাত শিশুর গলায় রূপার তখতি লিখিয়া ধারণ করিতে দিবে। তৎসঙ্গে حرزابی دجانه তাবীজ করিয়া ব্যবহার করিতে দিলেও খুব উপকার হয়। খোদা চাহে ত বহু বিমারী বিশেষতঃ জীনের আছর থেকে নিরাপদ থাকিবে।

হেরযে আবি দোজানা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ وَالسَّائِحِيْنَ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّا لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سَعَـةً فَاِنْ تَكُ عَاشِقًـا مُرِيْعًا اَوْفَاجِرًا مُقْتَحِمًا اَوْرَاعِيًا حَقًّا مُبْطِلًا هٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَوْثَانِ وَالْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ تُقْلَبُوْنَ حٰمٓ لَا تُنْصَرُوْنَ حٰمٓ عٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

মায়ের স্বাস্থ্য ও মনের সহিত শিশুর স্বাস্থ্য ও মনের নিবিড় যোগাযোগ রহিয়াছে। অতএব, যাহাতে মায়ের স্বাস্থ্য ও মন সর্বদা সুস্থ থাকে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

সাধারণতঃ মায়ের শরীরের রক্ত ভাল না থাকিলে গর্ভে সন্তান নষ্ট হইয়া থাকে, কিংবা জীবিত ভূমিষ্ঠ হইলেও প্রায়ই নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুতরাং এসব ব্যাপারে সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ক্রন্দন না করিলে আস্তে আস্তে পিঠে আঘাত করিয়া কিংবা পা দুখানা ধরিয়া উপুড় করিয়া উহাকে ক্রন্দন করাইতে চেষ্টা করিবে।

ঔষধের দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করিতে হইলে লক্ষ্য রাখিবে যেন খুব গরম (ধাতু-গঠিত) ঔষধ প্রয়োগ করা না হয় এবং খুব ঠাণ্ডা, কর্পূর ইত্যাদিতে প্রস্তুত ঔষধও না হয়। শিশুকে লঙঘন (উপবাস) দিবার প্রয়োজন হইলে শিশুকে লঙঘন না দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে উপবাস

করিতে দিবে এবং সর্বদা মাতা বা ধাত্রীর খাদ্য-খাদক ও চলাফিরা করিতে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

সদা-সর্বদা লক্ষ্য রাখিবে শিশুর দুগ্ধ পান করিবার পর ২ ঘণ্টার মধ্যে টক জাতীয় কোন দ্রব্য খাওয়ান না হয়। কারণ দুধ ও টক একত্রে ষ্টমাকে দুধ নষ্ট হইয়া যায় এবং হজমের ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে।

নবজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে অমলকী ও হরিদ্রা চূর্ণ ঘৃত ও মধুতে মিশ্রিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ করিবে।

যে শিশু স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া বমি করিয়া ফেলে তাহাকে বৃহতি ও কণ্টকারী ফলের রস খাওয়াইবে।

গরুর দুধ খাইয়া বমি করিলে দুধের সহিত এক ফোঁটা চুনের পানি মিশাইয়া দুধ সেবন করাইবে। স্তন্য দুধের অভাব হইলে ছাগলের দুধ পান করাইবে। স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধির জন্য—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ مِّمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَّمَا هُوَاِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ـ سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ـ

একবার পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া মাতা বা ধাত্রীকে খাইতে দিবে। ইন্শাআল্লাহ্ দুধ বৃদ্ধি পাইবে। প্রথম আয়াতের الرضاعة পর্যন্ত বাদ দিয়া অন্যান্য আয়াত পড়িয়া নেমকের উপর দম দিয়া গাভীকে খাওয়াইলে গাভীর দুগ্ধ বৃদ্ধি হয় এবং ঐ আয়াত পড়িয়া গমের আটায় দম দিয়া সাত দিন খাওয়াইলে গাভী শান্তভাবে দোহন করিতে দিবে।

শিশুর গলায় শ্লেষ্মা বসিলে শুঁঠ, পিপুল, গোল মরিচ, হরিতকী, হরিদ্রা ও বচ বাটিয়া উপযুক্ত পরিমাণে দুধের সহিত মিশাইয়া সেই দুধ পান করাইবে।

আমের আটার মজ্জ খৈ ও সৈন্দব পেষণ করিয়া মধুসহ চাটিয়া খাইতে দিলে শিশুর বমন নিবারণ হয়। চিনি মধু ও লেবুর রসের সহিত পিপুল ও গোল মরিচ চূর্ণ লেহন (একটু একটু চাটিয়া খাওয়া) করিলে শিশুর হিক্কা ও বমি নিবারণ হয়।

শিশুর জ্বর অতিসার, শ্বাস, কাশ ও বমন হইলে—মুতা, পিপুল, আতইচ, কাঁকড়া শৃঙ্গির চূর্ণ চাটিয়া খাইতে দিবে। ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শায়।

বালকের আমাতিসারে—লবঙ্গ, জায়ফল, জীরা ও সোহাগার খৈ এই চারিটি দ্রব্যের সমানভাগ চূর্ণ একত্রে খাইতে দিবে।

উপরোক্ত দুইটি রোগে পানিতে একবার সূরা-ক্বদর পড়িয়া দম দিবে ঐ পানিতে—
لَافِيْهَا غَوْلٌ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ তিনবার পড়িয়া দম দিবে এবং ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা মেশ্ক জাফরান দ্বারা তাবীজ লিখিয়া ঐ পানিতে চুবাইয়া রাখিয়া উহা পান করিতে দিবে। এই পানি কলেরা অতিসার প্রভৃতি যাবতীয় পেটের পীড়ায় ও সূতীকায় বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অতিসার রোগ প্রবল হইলে চিনা বরতনে আয়াতে-শেফা উক্ত কালি দ্বারা লিখিয়া পান করিতে দিবে। এবং সরিষার তৈলে ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ الاية ১১ বার আয়াতে-কোত্ব পড়িয়া দম

দিয়া সমস্ত শরীর অবশ করিয়া মালিশ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় বিশেষতঃ মাথা ডাবা বিদূরিত হয়।

তিল ও যষ্ঠিমধু বাটিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তিল, তৈল, চিনি ও মধু মিশাইয়া খাওয়াইলে শিশুদের রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

বটের মূল পেষণ করিয়া আতপ চাউল ধোয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে শিশুদের দুর্ণিবার অতিসার ও গ্রহণী প্রশমিত হয়।

ধাত্রী বা মাতার স্তন্যদুগ্ধ দূষিত হইলে উহা শিশুকে খাইতে দিবে না এই দুধ শিশুদের জন্য বিষতুল্য।

স্তন্য-দুগ্ধ নষ্ট হইবার তিনটি কারণ

১। জিনের আছরের দরুন দুধ নষ্ট হইলে সংশোধক ঔষধ ও তদ্‌বীরের সঙ্গে সঙ্গে জিনের তদ্‌বীরও করিবে।

২। স্বামী-সঙ্গম (অনিয়মে-কুনিয়মে)

৩। অনুপযুক্ত আহার-বিহার করাতে মাতার দুষ্ট রস ও রক্ত বৃদ্ধি পাইয়া দুধ নষ্ট হইয়া থাকে। আসল কারণ নির্ণয় করিয়া উহার চিকিৎসা করিবে।

প্রত্যেক জোগার ২/১ দিন পূর্বে মাতাকে লঙ্ঘন দিবে। নিম্নোক্ত পাঁচনটিও সেবন করাইবে।

হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্ঠিমধু। ..... অথবা

বচ, মুতা, আতইচ, হরিতকী, দেবদারু ও নাগেশ্বর। ইহাদের পাঁচন প্রস্তুত করিয়া মাতাকে সেবন করাইলে স্তন্য-দুধ শোধন হইয়া থাকে।

শুক্‌না মাটিতে ৭ বার নিম্নোক্ত দো'আটি পড়িয়া মুখের থুথুসহ ৭ বার দম করিবে এবং ঐ মাটি দৈনিক ৫/৬ বার স্তনে লেপ দিতে দিবে।

মনছাল, শঙ্খনাভী, পিপুল, ও রসাঞ্চন মধুর সহিত মর্দন করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে বালকের সকল প্রকার চক্ষু পীড়া বিনষ্ট হয়।

দাঁত উঠিবার সময় অনেক শিশুর জ্বর, দাস্ত, আক্ষেপাদবী নানা প্রকার পীড়া দেখা দিয়া থাকে। সে অবস্থায় বিশেষ চিকিৎসা অবলম্বন করিয়া শিশুকে কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। দাঁত উঠিয়া গেলে আপনা থেকেই উহা দূর হইয়া যায়।

এক বোতল গোলাপ পানির মধ্যে ।।০ ছটাক লবঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া ৪০ দিন রৌদ্রে রাখিবে এবং উহা নড়াচড়া দিবে। ৪০ দিন পর উহা হইতে ৩ মাশা পরিমাণ দৈনিক খালি পেটে সেবন করিবে। শিশুর পেটের পীড়ায় ইহা বহু পরীক্ষিত।

উম্মুছ-ছিব্‌ইয়ান

এই রোগে শিশু একদম বেহুঁশ হইয়া যায়। হাত পা বাকা হইয়া যায়। মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইতে থাকে। ইহা মৃগী সদৃশ, বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা ইহার চিকিৎসা করাইবে।

মুখ পরিষ্কার করিয়া দিবে। ঐ অবস্থা হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজু ও রান কষিয়া বন্ধন দিবে। সর্বদা পরিষ্কার তৈল মালিশ করিতে থাকিবে। হেরজে আবি দোজনার সহিত আয়াতে শেফা লিখিয়া তাবীজ ব্যবহার করিতে দিবে। আয়াত পড়িয়া দৈনিক সকাল বিকালে দম দিবে।

অনেক সময় শিশু দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে, এমতাবস্থায় রোগ ও তাহার কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিবে।

তালুর উপরিস্থিত নরম জায়গার স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেলে اَفَحَسِبْتُمْ الاية ৩ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম দিয়া উহা দ্বারা তালু ভিজাইয়া রাখিবে। শিশুর হাতে পায়ে প্রতিদিন মেন্দি লাগাইবে। মাতা বা ধাত্রীকে ঠান্ডা খাইতে দিবে।

বুকে বেদনা হইলে তাহা কোন্ ধরনের বেদনা তাহা নির্ণয় করিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

শিশুর ক্রন্দন

কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকার করিবে। ক্রিমির থেকে পেটে বেদনা হইলে কিছুটা কেরোসিন তৈল কানে, নাকে ও গলায় মালিশ করিবে এবং আর কিছু তৈল পেটে বার বার আস্তে আস্তে মালিশ করিবে। ইন্শাআল্লাহ্ পেটের ক্রিমি বেদনা নিরাময় হইয়া তৎক্ষণাৎ শান্তি লাভ করিবে। নিম্নোক্ত তাবীজটিও বিশেষ উপকারী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا لِبَيْتِ سَقْفِنَا كٓهٰيٰعٓصٓ كِفَايَتُنَا حٰمٓعٓسٓقٓ حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اِنَّ وَلِيِّ يَ اللهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ ـ

ঘুমের মধ্যে শিশু চিৎকার করিলে উক্ত তাবীজটিতে বিশেষ উপকার হইবে।

শিশুর কর্ণ রোগ

কর্ণ রোগ অধ্যায় দেখিয়া বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে। অবশ্য কান পাকা রোগ হইলে যথা সম্ভব খাবার ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করাই ভাল। সর্বদা কান পরিষ্কার করিয়া রাখিবে এবং মাছি বসিতে দিবে না।

মুখ দিয়া অতিরিক্ত লালাস্রাব হইলে তিন মাশা জওয়ারেশ মোছতগী সেবন করাইবে। এই ঔষধ হেকিমী দোকানে পাওয়া যায়।

শিশুর জন্ম হইতেই লক্ষ্য করিয়া মধুর সহিত একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া মাঝে মাঝে জিহ্বায় মালিশ করিলে মুখে ঘা ন্যাচা প্রভৃতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। ছোট ক্রিমি শিশুর মলদ্বারে খুব উপদ্রব করিলে খুব ঝুনা নারিকেলের দুধ দানাদার খেজুরের গুড়ের অথবা মিছরির সহিত খাইতে দিবে।

চাকের মোম গলাইয়া উহার সহিত শুক্না মিন্দিপাতা পিষিয়া শিশুর অঙ্গুলির ৪ অঙ্গুলি, বর্তি প্রস্তুত করিবে এবং ঐ বর্তি কিছুক্ষণ মলদ্বারে ঢুকাইয়া রাখিবে, পরে ধীরে ধীরে বাহির করিবে। পোকা ও ছোট ক্রিমি উহার সহিত বাহির হইয়া আসিবে। সর্বদা বাসি খাদ্য-খাদক হইতে বিরত থাকিবে।

দীর্ঘদিন রক্ত আমাশয় থাকিলে হালিশ বাহির হইয়া থাকে। উহার পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে।

তদ্‌বীর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَقِيْلَ يٰۤاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآءَكِ وَيَا سَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَ غِيْضَ الْمَآءُ وَ قُضِىَ

الْاَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَ قِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ـ قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ـ

লিখিয়া কোমরে ধারণ করিতে দিবে ও পান করিতে দিবে।

শয্যা-মূত্র

খালি পেটে এক তোলা পুদীনা পাতার রস ৭ দিন পর্যন্ত সেবন করিলে শয্যা-মূত্র নিবারণ হয়।

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাচী ও সৈন্দব লবণ এই সমুদয় চূর্ণ করিয়া চাটিয়া খাইলে বালকের মূত্রকৃচ্ছ্র বিদূরিত হয়।

শিশুর জ্বর

জ্বরের অধ্যায় দেখিয়া লইবে। জ্বর প্রবল ও উপসর্গ আসিলে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবে।

কলেরা

কলেরা দেখা দিলে চিন্তা ও ভয় করিবে না—বিমর্য হইবে না। অধিক রাত্রি জাগরণ ও দিবা নিদ্রা অহিতকর। খুব গরম খাবার খাইবে না এবং খালি পেটেও থাকিবে না। সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। খাদ্য-খাদক, বাড়ী-ঘর পরিষ্কার রাখিবে। লোবান জ্বালাইবে, খাবার ও পানীয় বস্তুর ভিতর "আরকে কেউরাহ্" দিয়া পান করিবে। কেহ রোগাক্রান্ত হইলে ছোঁয়াছে বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না বরং উত্তমরূপে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। মল-মূত্র ও বমি ইত্যাদি ভালভাবে দাফন করিয়া দিবে, ফিনাল ছিটাইবে। চিকিৎসার জন্য অগৌণে বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। প্রত্যেকেই পানি ফুটাইয়া পান করিবে।

নিম্নোক্ত তাবীজটি প্রত্যেকেই ধারণ করিলে আশা করা যায় কলেরা হইতে নিরাপদ থাকিবে। তবে তাবীজ প্রতি ৭ পয়সা এতীম মিসকীনকে দান করিবে।

٧٨٦

الٰهى بحرمة حضرت شيخ محمد صادق اكابر
اولياء ولد حضرت شيخ احمد سرهندى مجدد
الف ثانى ازشربلائے و با نكهدار۔
الله شافى الله كافى

এক বোতল পরিষ্কার পানিতে সূরা-ক্বদর একবার পড়িয়া দম দিবে আর لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّ لَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ পড়িয়া আবার দম দিয়া গরম পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইবে। সুস্থ লোক ইহা পান করিলে নিরাপদ থাকিবে। চিনা বরতনে সূরা-ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া ধুইয়া খাইলে শীঘ্রই খুব উপকার হয়।

কলেরার প্রথম বা যে কোন অবস্থায় ৩৩ আয়াত পড়িয়া দম করিলে রোগী আরামে ঘুমাইবে।

বসন্ত

ঘোড়ীর দুধ সেবন করিলে এক বৎসর বসন্ত হইতে নিরাপদ থাকা যায়। দেশে বসন্ত দেখা দিলে গরম খাদ্য-খাদক খাইবে না। তৈল, বেগুন, গরুর, গোশ্‌ত, খেজুর, আঞ্জীর প্রভৃতি গরম জিনিস খাইবে না। এতীম ও মিসকীনকে ৭ পয়সা দান করিয়া নিম্নোক্ত তাবীজটি ধারণ করিলেও বসন্ত হইতে মাহফুয থাকা যায়।
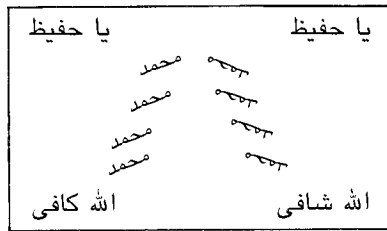
পূর্ণ চিকিৎসা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা করাইবে। গোলাপ পানি, সুরমা কিংবা পেঁয়াজের রস চক্ষে দিলে চক্ষু নিরাপদ থাকে। কখনো দানা বসাইয়া দিতে চাহিবে না; বরং যাহাতে খুব শীঘ্র দানা বাহির হইয়া যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। ৩ বার اَفَحَسِبْتُمْ الاية পড়িয়া পানিতে দম দিয়া সেবন করিতে দিলে সমস্ত দানা শীঘ্রই উঠিয়া যাইবে। কাঁঠাল, গরম দুধ সেবন করিলেও খুব তাড়াতাড়ি দানা সকল উঠিয়া থাকে।

প্লেগ

প্লেগ যদিও খোদার রহমতে বাংলাদেশে অতি বিরল; তথাপি উহা একটি মারাত্মক ব্যাধি।

গলায় দুই একটি দানা হইয়া অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্লেগ দেখা দিলে ঐ সময় প্রত্যেক বাড়ীতে উর্দু 'হায়াতুল-মুছলেমীন' তেলাওয়াত করিবে। উহার বরকতে দেশ নিরাপদ থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়। এই অবস্থায় ঘর-বাড়ী খুব পরিষ্কার রাখিবে। ঘরে গন্ধক পোড়াইবে। আগর বাতি প্রভৃতি সুগন্ধি জ্বলাইবে। গোলাপ পানির মধ্যে হিং গুলিয়া ঘরে ছিটাইবে। ছিরকা ও পেঁয়াজ ছুলিয়া ঘরের চারদিকে খোলা মুখে বসাইয়া দিবে। ফুটন্ত পানি, কেওড়ার পানি পান করিবে। ছিরকা, পোঁয়াজ, লেবু খুব খাইবে।

মাছ, দুধ, দধি, ঘি, গোণ্ডা তরকারী, আঙ্গুর, তরমুজ ইত্যাদি ফল খাইবে। অবশ্য রোগীকে শুধু দুধই খাইতে দিবে।

তিল তৈল খাইবে না, মালিশ করিবে না এবং লাগাইবেও না। পূর্ণ চিকিৎসার্থে বিজ্ঞ চিকিৎসকের আশ্রয় লইবে।

কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে কিংবা প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইলে একটি বলদ গরুর মাথায় নিম্নোক্ত দো'আ একবার, সূরা-এখলাছ সাতবার ও দুরূদ পড়িয়া দম দিবে। ঐ গরুটি যবাহ্ করিয়া যাহারা কিছুটা গোশ্ত ভক্ষণ করিবে, আশা করা যায়, তাহারা নিরাপদ থাকিবে। ইহা বহু পরীক্ষিত, কিন্তু যেনার পথ খোলা থাকিলে তাহা কার্যকরী হইবে না। দো'আটি এই—

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَاءِكَ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا قَرِيْبُ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ وَ الطَّاعُوْنِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانَ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانَ يَا اَللّٰهُ يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَا ذَا الْكَرَامَةِ الظَّاهِرَةِ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانَ (৩ বার) يَا قَائِمُ لَا يَزُوْلُ يَا عَالِمُ لَا يَنْسٰى يَا بَاقِىْ لَا يَفْنٰى خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانَ (৩ বার) يَا حَىُّ لَا يَمُوْتُ يَا صَمَدُ لَا يَطْعَمُ يَا غَنِىُّ لَا يَفْتَقِرُ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ الْاَمَانَ (৩ বার) يَا اَللّٰهُ يَا رَحِيْمُ

يَا قَدِيْمُ مِنْ كُلِّ قَدِيْمٍ يَا عَظِيْمُ مِنْ كُلِّ عَظِيْمٍ يَا كَرِيْمُ مِنْ كُلِّ كَرِيْمٍ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ هُوَ فِىْ سُلْطَانِهٖ وَحِيْدٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ مُلْكِهٖ قَدِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عِلْمِهٖ مُحِيْطٌ يَامَنْ هُوَ فِىْ عِزِّهٖ لَطِيْفُ يَا مَنْ هُوَ فِىْ لُطْفِه شَرِيْفُ يَا مَنْ هُوَ فِىْ مُلْكِهٖ غَنِىٌّ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ اِلَيْهِ يَهْرَبُ الْعَاصُوْنَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَرْغَبُ الرَّاغِبُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَلْتَجِىءُ الْمُلْتَجِئُوْنَ يَا مَنْ اِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمُذْنِبُوْنَ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِبَقَائِكَ يَا عَالِمُ يَا قَائِمُ يَا غَفُوْرُ يَا بَدِيْعَ الْبَقَاءِ يَا وَاسِعَ اللُّطْفِ يَا حَافِظُ يَا حَفِيْظُ يَا مُغِيْثُ يَا صَمَدُ يَا خَالِقُ يَا نُوْرُ قَبْلَ نُوْرٍ يَا نُوْرَ كُلِّ نُوْرٍ يَا اَللّٰهُ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَالْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) يَا مَنْ هُوَ فِىْ قَوْلِهٖ فَصْلٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ مُلْكِهٖ قَدِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ حِلْمِهٖ لَطِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عَطَايِهٖ شَرِيْفٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ اَمْرِهٖ حَكِيْمٌ يَا مَنْ هُوَ فِىْ عَذَابِهٖ عَدْلٌ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَائِكَ الْحُسْنٰى يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ وَ اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ خَلِّصْنَا مِنَ الطَّاعُوْنِ وَ الْوَبَاءِ يَا اَللّٰهُ اَلْاَمَانَ (৩ বার) اَسْئَلُكَ اَنْ تُجِيْرَنَا مِنْ عَذَابِكَ وَ اغْفِرْلَنَا وَ لِاٰبَاءِنَا وَلِاَمْوَالِنَا وَ لِاَوْلَادِنَا وَ ذُرِّيَّتِنَا وَ لِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْاَمْوَاتِ نَجِّنَا مِنْ جَمِيْعِ الْكُرُبَاتِ وَ اَعْصِمْنَا مِنْ جَمِيْعِ الْاٰفَاتِ خَلِّصْنَا مِنَ الْبَلِيَّاتِ وَ ادْفَعْ عَنَّا الْوَبَاءَ وَ الْبَلَاءَ وَ الْاَمْرَاضَ وَ الْعِلَلَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَ الطَّاعُوْنِ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ هُجُوْمِ الْوَبَاءِ وَ مِنْ مَّوْتِ الْفُجَاءَةِ وَ نَعُوْذُبِكَ مِنْ دَرْكِ الشَّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِه وَ سَلَّمَ تَسْلِيْمًا ـ

কোন গ্রাম বা মহল্লার চারদিকে নিম্নোক্ত পরওয়ানা লিখিয়া আয়নায় বাঁধাই করিয়া বাহির দিকে মুখ করিয়া বাঁশে বাঁধিয়া দিবে। খোদা চাহে ত ঐ বস্তি সংক্রামক ব্যাধি হইতে নিরাপদ থাকিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ وَّ جَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ وَّ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ـ وَ اللّٰهُ مِنْ وَّرَائِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِىْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ

فِی الْاَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ـ زمادورکن بلاها را الٰهی ـ بحق الشاه محی الدین جیلانی ـ وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍوَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ ـ

বেদনা-শূল বেদনা

সর্বপ্রকার বেদনা বিশেষতঃ দাঁত ও মাথা বেদনায় একটা পাক তক্তার উপর বালুকা রাখিয়া বড় অক্ষরে লিখিবে— ابجد هوز حطی অতঃপর রোগী বেদনার জায়গায় হাত রাখিবে আর চিকিৎসক সজোরে একটা পেরাক আলিফের উপর মারিয়া সূরা-ফাতেহা একবার পড়িয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবে বেদনার উপশম হইল কি না? বেদনার উপশম না হইলে পেরাক বে-এর উপর মারিবে এবং ফাতেহা দুইবার পড়িয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবে। এইভাবে প্রত্যেক অক্ষরে একবার করিয়া ফাতেহা বাড়াইতে থাকিবে। এই তরতীবে "ইয়া অক্ষর" পর্যন্ত যাইতে না যাইতেই আল্লাহ্ চাহে ত বেদনার উপশম হইবে।

২। সর্বপ্রকার বেদনায় নিম্নোক্ত আয়াত বিসমিল্লাহ্‌র সহিত তিনবার পড়িয়া দম করিবে কিংবা তৈল পড়িয়া মালিশ করিবে অথবা ওযূর সহিত লিখিয়া তাবীজে পুরিয়া বেদনা স্থলে বাঁধিবে। খোদা চাহে ত। নিরাময় হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ـ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ مَآ اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ـ

৩। জিনের আছরের দরুন কিংবা যে কোন স্থানে যে কোন বেদনায় একবার সূরা-এখলাছ একবার وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ـ লিখিয়া বেদনাস্থানে ব্যবহার করিলে খোদা চাহে ত নিরাময় হইবে। ইহা বহু পরীক্ষিত।

৪। পেটের বেদনা অম্ল বেদনা, শূল, পরিণাম শূল, সর্বপ্রকার বেদনায় একখণ্ড কাগজে ফাতেহাসহ আয়াতে শেফা লিখিয়া উহার সহিত নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া এক বোতল পানিতে একবার সূরা-ক্বদর তিন বার لافيها غول و لاهم عنها ينزفون ـ পড়িয়া দম দিবে অতঃপর ঐ তাবীজটি পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে একবার এবং দিনের আরও যে কোন সময় ইচ্ছা পান করিলে বেদনা, পেটের যাবতীয় পীড়ায় যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَ هُدًی وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ـ

একটি না-বালেগ ছেলের দ্বারা এক দামে একটি কাগজ খরিদ করিয়া উহাতে উক্ত আয়াত লিখিয়া তাবীজটি কিছু মিছরিসহ একটি ডাবের মধ্যে পুরিয়া পানি খাইয়া ফেলিবে এবং অবশিষ্ট সামান্য পানি দ্বারা বেদনাস্থল মালিশ করিবে। এরূপ সাত সপ্তাহ করিলে ইনশাআল্লাহ্ বেদনার উপশম হইবে।

৫। চিনা বরতনে ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা লিখিয়া খাওয়াইবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা করিবে।

স্নায়বিক দৌর্বল্যে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর মাথায় হাত রাখিয়া ১১ বার يا قوی পড়িবে।

স্মরণ শক্তি ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য

১। بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ نَفْسِىْ مُطْمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَاءِكَ وَ تَرْضٰى بِقَضَائِكَ ـ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ فَهْمَ النَّبِيِّيْنَ وَ حِفْظَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ الْمَلٰئِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ عَمِّرْ لِسَانِىْ بِذِكْرِكَ وَ قَلْبِىْ بِخَشْيَتِكَ وَ سِرِّىْ بِطَاعَتِكَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

উপরোক্ত দো'আটি প্রত্যেক নামায বাদ এবং পড়া আরম্ভ করিবার পূর্বে ৩ বার করিয়া পড়িলে গবী লোকেরও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হয়। এমনকি কোরআন শরীফ মুখস্থ করা সহজ হইয়া থাকে।

২। (১) رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

(২) وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

(৩) قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى اَنْ تُعَلِّمَنِىْ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

(৪) رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَ يَسِّرْلِىْٓ اَمْرِىْ

(৫) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى

(৬) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

(৭) اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ

উক্ত আয়াতগুলি নম্বর অনুযায়ী ৭টি খোরমায় লিখিয়া ৭দিন খালি পেটে ভক্ষণ করিলে স্মরণ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পায়।

৩। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে নূতন বরতনে বৃষ্টির পানিতে অঙ্গুলি রাখিয়া ৭০ বার সূরা-ফাতেহা, ৭০ বার আয়াতুল কুরছি, ৭০ বার সূরা-ফালাক ৭০ বার সূরা-নাছ, ৭০ বার—

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ

এবং ৭০ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। পড়িবার সময় ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি পানির মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে। পর পর ৩ দিন রোযা রাখিবে এবং পানি দ্বারা ইফতার করিবে। খোদা চাহে ত সম্পূর্ণ কোরআনের হেফয করা সহজ হইবে। যাহা শুনিবে তাহা ভুলিবে না। কোন প্রকার ব্যাধিতে ৭ দিন ঐরূপ সেবন করিলে রোগ মুক্ত হইতে পারিবে।

৪। ২ নং তদ্‌বীরের আয়াতসমূহ লিখিয়া তাবীজরূপে গলায় বা ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করিলেও বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

৫। প্রত্যহ একখানা বিস্কুটের উপর সূরা-ফাতেহা লিখিয়া খাইবে। এরূপ ৪০ দিন নিয়মিত খাইলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

পেটের পীড়ায় ৩ বার لافيها غول و لا هم عنها ينزفون পড়িয়া দম দিবে কিংবা লিখিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে।

কলেরা ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধির মওসুমে ৩ বার সূরা-ক্বদর পড়িয়া খাবার বা পানীয় দ্রব্যের উপর দম দিয়া খাইবে। এমনকি কাহারও কলেরা হইয়া থাকিলেও নিরাময় হইয়া যায়।

নাভী স্থানচ্যুত হইলে নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া নাভীস্থলে ধারণ করিতে দিলে নাভী স্বস্থানে আসিবে এবং দীর্ঘদিন রাখিলে নাভী স্থানচ্যুত হইবে না।

জ্বর

শীত ব্যতীত জ্বর আসিলে মনে করিতে হইবে যে, গরম লাগিয়া জ্বর হইয়াছে। তখন— بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قُلْنَا يَا نَارُكُوْنِىْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ পড়িয়া দম দিবে, লিখিয়া তাবীজরূপে রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

শীতের সহিত জ্বর আরম্ভ হইলে— بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌرَّحِيْمٌ লিখিয়া হাতে বা গলায় ধারণ করিতে দিবে। জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ ও চিকিৎসা জ্বরের অধ্যায়ে দেখিয়া লইবে।

শোথ ফোঁড়া

পাক মাটতে ৩ বার কিংবা ৭ বার— تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقِ بَعْضِنَا لِيَشْفِى سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا পড়িয়া দম দিবে এবং দম দিবার সময় আমেল নিজের মুখের থুথুও কিছুটা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া বেদনা স্থলে কিংবা স্তন্য দুগ্ধ বৃদ্ধি হইলে স্তনে ঘন ঘন লেপ দিবে।

সাপ, বিচ্ছু, বোল্‌তা দংশন

পানিতে নেমক গুলিয়া দষ্টস্থানে লাগাইবে। সূরা-কাফেরূণ পড়িয়া দম দিতে থাকিবে। দীর্ঘ সময় এরূপ করিলে নিরাময় হইয়া থাকে।

বদ-নজর

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَّ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌلِّلْعَالَمِيْنَ ـ

লিখিয়া তাবীজ ব্যবহার করিতে দিবে। খোদা চাহে ত নিরাপদ থাকিবে।

বদ-নজর লাগিয়া থাকিলে উক্ত আয়াতদ্বয় পড়িয়া পানিতে দম দিয়া গোসল করাইয়া কিছুটা পান করিতে দিলে খোদা চাহে ত ভাল হইয়া যাইবে।

বদ-নজর দূরীকরণার্থে নিম্নোক্ত তাবীজটি গলায় দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّكُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

বসন্ত

সাত তার নীল সূতা হাতে লইয়া সূরা-আর্‌রহ্‌মান পুরা পড়িবে এবং প্রত্যেক— فبای الاء ربکما تکذبان পড়িয়া দম দিবে এরূপে ৩১ গিরা হইবে। এই সূতা শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিলে বসন্ত হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং বসন্তে আক্রান্ত হইলেও খুব কষ্ট হইবে না।

সর্বপ্রকার ব্যাধিতে

ফাতেহাসহ আয়াতে-শেফা চিনা বরতনে জাফরান, মেশ্‌ক ও গোলাপ পানিতে প্রস্তুত কালি দ্বারা লিখিয়া ঐ বরতন ধুইয়া পানি সেবন করিলে সর্বপ্রকার ব্যাধির উপশম হইয়া থাকে।

অভাব-অনটন দূর করণার্থে

১। এশার পর প্রথম ১১ বার দুরূদ তারপর يَامُعِزُّ ১১ বার পড়িয়া আবার ১১ বার দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ শীঘ্রই অভাব-অনটন বিদূরিত হইবে।

২। এশার পর প্রথম ও শেষে ৭ বার করিয়া দুরূদ পড়িবে এবং মাঝখানে ১৪১৪ বার يَاوَهَّابُ পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট স্বচ্ছলতার জন্য দো'আ করিলে শীঘ্রই অবস্থা স্বচ্ছল হইয়া যাইবে।

মুশ্‌কিল

যে কোন প্রকার জটিল বিষয় হউক না কেন ১২ দিন পর্যন্ত দৈনিক ১২ হাজার বার নিম্নোক্ত দো'আ করিলে মকছুদ ও বিপদ যতই জটিল হউক না কেন উহা আসান হইয়া যাইবে।

يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

নারাজ স্বামীকে যখন সন্তুষ্ট করার পথ থাকে না তখন এশার নামাযান্তে প্রথম ও শেষে ১১ বার করিয়া দুরূদ পড়িবে, মাঝখানে ১১ বার يَالَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ পড়িয়া ১টি গোল মরিচের উপর দম দিবে এইরূপে ১১টি গোল মরিচ পড়া শেষ হইলে ঐ সমস্ত মরিচ চুল্লির গরমে কোন পাত্রে ভাজিবে কিন্তু পড়িবার সময় ও পোড়াইবার সময় স্বামী সন্তুষ্টির পাক্কা নিয়ত রাখিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَ اَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَ رْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لٰكِنَّ اللهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ـ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ وَ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ وَ لِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ فَرَجَعْنَاكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُوْنًا ـ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ وَ يَا مُسَخِّرَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْاَ رْضِيْنَ السَّبْعِ قَلِّبْ عَلٰى الطالب .... قلب المطلوب .... بِالْخَيْرِ لِاَدَاءِ الْحُقُوْقِ يَا وَدُوْدُ حَبِّبْ حَبِّبْ يَا وَدُوْدُ ـ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَ بَارِكْ وَسَلَّمَ ـ

তাবীজটির শেষভাগে المطلوب এর জায়গায় নারাজ মানুষের এবং الطالب স্থলে যে রাজী করিতে চায় তাহার নাম লিখিয়া যে রাজী করিতে চায় তাহার বাজুতে ধারণ করিতে দিবে এবং মিষ্টির উপর ৭ বার পড়িয়া مطلوب -কে খাইতে দিবে। কিন্তু সাবধান যেন مطلوب ইহা জানিতে না পারে।

তালেব নিজস্ব হাত এবং পায়ের নখ, চুল কাটিয়া উহা ভস্ম করত মতলুবকে খাওয়াইলে মতলব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু না জায়েয স্থানে উহা ব্যবহার করিবে না।

ইহাছাড়া মানুষ বাধ্য করার বহু তদ্‌বীর অন্যান্য কিতাবে রহিয়াছে তাহা জরুরতবশতঃ জায়েয স্থানে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

জ্বীন

কোরআন শরীফে এবং হাদীস শরীফে জ্বীন জাতির অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রহিয়াছে ইতিহাস ও কোটি কোটি মানুষের অভিজ্ঞতা উহাদের অস্তিত্বের এমন এমন সন্ধান দিয়াছে যাহা অস্বীকার করা মোটেই সম্ভব নয়।

অতএব, কেহ চোখে দেখিতে পায় না বলিয়া কোরআন, হাদীস, ইতিহাস এবং সর্বোপরি কোটি কোটি মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা এক কথায় উড়াইয়া দিয়া জ্বীন জাতির অস্বীকার করিলে উহা চরম নির্বুদ্ধিতারই নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

আবার মূর্খতাবশতঃ সর্বক্ষেত্রে জ্বীনের আছর বলিয়া নানা ভাবভঙ্গি করা নেহায়েত জ্ঞানান্ধতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত পক্ষে জ্বীনের দ্বারা বহু রোগের সৃষ্টি হয়। তেমনি করে বহু রোগের লক্ষণ এমন প্রকাশ পায়, যাহাকে অনেক লোক জ্বীনের আছর বলিয়াই ধরিয়া লয়। কিন্তু বাস্তবপক্ষে উহা জ্বীন নহে বরং রোগেরই তাছির। কাজেই রোগী বা রোগিনীকে প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া রোগ স্থির করিবে অতঃপর তাহার চিকিৎসা করিবে। ফলাফলের মালিক আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন।

মৃগী, সন্যাস ও নব প্রসূতির মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া অনেক সময় জিনে ধরা মানুষের ন্যায় বেহুঁশ হইয়া থাকে বিলাপও করিতে শোনা যায়। আবার অনেক জায়গায় ইচ্ছাপূর্বক রোগীর কৃত্রিমতাও ধরা পড়িয়া থাকে। কাজেই আমেলের খুব সুচতুর ও হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

জানিয়া রাখা উচিত, জ্বীন শরীরের ভিতর ঢুকিয়া গেলে রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। ঢুকিবার প্রথমে অনেকের বুকে ব্যথাও হইয়া থাকে। দাঁত খিল্ মারিয়া থাকে। চক্ষু এমন করিয়া বন্ধ করিয়া দেয় যাহা খোলা খুবই কষ্টকর। রোগীর দাঁত ছাড়াইবার জন্য বহু জোরাজুরি করা হয়, ইহা আদৌ উচিত নহে। রোগের উপশম হইলে আপনা থেকেই সবকিছুই ঠিক হইয়া যাইবে। অনেক সময় জ্বীন শরীরের ভিতর না ঢুকিয়া বাহির থেকেও আছর করিয়া থাকে। হুঁশিয়ার অভিজ্ঞ আমেল উহা ব্যক্তিগত দক্ষতার দ্বারা বুঝিয়া চিকিৎসা করিবেন।

পরীক্ষা ও জ্বীন হাজির

১। সুস্থাবস্থায়ঃ নিম্নলিখিত তাবীজটি কাগজে লিখিয়া রোগী বা রোগিনীর ডান হাতের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া মুঠ বন্ধ করিয়া নির্জনে চার জানু বসিয়া থাকিলে এক ঘণ্টার মধ্যে জ্বীন দুনিয়ার যেখানেই থাকুক হাজির হইবে এবং রোগী বেহুঁশ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা ঐ সমস্ত জ্বীন নাও হাজির হইতে পারে যাহারা কখন ভিতরে ঢুকে নাই বা ঢুকার পর তাহাকে কিছু জ্বালাতন করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তদ্‌বীর পরে কোন স্থানে বর্ণনা করা হইবে। এই তাবীজটি দ্বারা পরীক্ষাও হইবে, জ্বীন হাজির করাও যাইবে।

৭৮৬

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

২। ৭ বার সূরা-ফাতেহা পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা-কাফেরূণ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

৭ বার সূরা-এখলাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।
৭ বার সূরা-ফালাক পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।
৭ বার সূরা নাছ পড়িয়া রোগীকে দম দিবে।

এইভাবে দম দেওয়ার পর জ্বীনের আছর হইলে রোগী ক্ষিপ্ত হইবে। যাদু হইলে একটু কমে দাঁড়াইবে কিন্তু একেবারে নিরাময় হইবে না। শারীরিক ব্যাধি হইলে একভাবে থাকিবে।

দম দেওয়ার পর তিনদিন অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করিবে; গড়ে পূর্বাপেক্ষা রোগের অবস্থা কি দাঁড়ায়।

৩। কতকগুলি সুগন্ধি ফুলে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর ১১ বার পড়িয়া ১১ বারই দম দিবে। উহার দুই একটি ফুল রোগীকে ঘ্রাণ লইতে দিবে। বাকীগুলির একটি করিয়া রোগীর গায়ে নিক্ষেপ করিলে জ্বীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ فَتْحُوْنَكَ فَتْحُوْنَكَ حَبِيْبُكَ حَبِيْبُكَ اَلَمَّا اَلَمَّا صَفْكًا اَلِسًّا بَالِسًّا طَلَيَسًّا سُوْدًا سُوْدًا كَهْلاً كَهْلاً حَلْهُوْلاً حَلْهُوْلاً مَهْلاً مَهْلاً سَخِيًّا سَخِيًّا شَدِيًّا شَدِيًّا نَبِيْسًا نَبِيْسًا بِحَقِّ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اُحْضُرُوْا مِنْ جَانِبِ الْمَشَارِقِ وَ الْمَغَارِبِ وَمِنْ جَانِبِ الْاَ يْمَنِ وَ الْاَ يْسَرِ بِحَقِّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَ بِحَقِّ عَرْشِ اللهِ وَ كُرْسِيِّهٖ ـ

৪। নিম্নোক্ত নামগুলি সাতবার পড়িয়া রোগীর গায়ে দম দিলে জ্বীন হাজির হইবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ جَلِيْلاً جَبَّارًاشَمْسًا قَمَرًا مُلُوْكًا رَيَّادًا اِيْطَالُوْش بِاِسْمِ مَلِكٍ قَهَّارٍ بِاِسْمِ مَلِكٍ جَبَّارٍ بِاِسْمِ مَلِكٍ شَهُرَ اَسْمَائُهٗ تُرْسِيْدٌ وَّحَاضِرٌ شَهِيْدٌ ـ

بحق آں نامها که آدم صفی الله خوانده و بحق آں نامها که نوح نبی الله خوانده و بحق آں نامها که داؤد خلیفة الله خوانده وبحق آں نامها که اسماعیل ذبیح الله خوانده و بحق آں نامها که سلیمان نبی الله خوانده و بحق آں نام که موسٰی کلیم الله خوانده و بحق آں نام که عیسٰی روح الله خوانده و بحق آں نام که ابراهیم خلیل الله خوانده و بحق آں نام که حبیب الله محمد صلی الله علیه و سلم خوانده و بحق آں نامها و بعزة جاه و جلال ایں نامها حاضر شود ـ

৫। ٧٨٦

الله	موصی شر	فواقدل	الدلوعو	حدلول
الله	عولوشعر	عوهد	عرحاحدحان	فولعرن
الله	عولوعر	وارعون	عرهروشد	عون ف ١٢
الله	عدا١٤ و٢	عوف شو	عوحا٢	فواعون

উক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর মাথার চুলের সহিত বাঁধিয়া দিবে। জ্বীন হাজির হইবে।

৬। রোগীর ললাটে এবং হাতের তালুতে লিখিবে—

سَلْمَطِيْعْ ٢ مَهْطَطِيْعْ ٢ مَيْهُوْبْ ٢ دَيْهُوْبْ ٢ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَاهُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ اِصْرَعْ بِحَقِّ بَطَدْ زَهَجْ وَاحٍ -

অতঃপর উক্ত নাম ও আয়াত পড়িয়া রোগীকে ১০/১৫ মিনিট দম দিতে থাকিলে জ্বীন হাজির হইয়া রোগীকে বেহুঁশ করিয়া দিবে।

ইহার পরও হাজির হইতে দেরী করিলে উক্ত নামগুলি এবং আয়াতটি পাক পবিত্র কাঠের বরতনের উপর লিখিবে এবং ডালিমের শক্ত ডালের উপর লিখিবে কিন্তু ডালের উপর উহার সহিত নিম্নোক্ত তাবীজটিও লিখিবে।

هذف ١ صه ١١ ح ١١١ طر ٢ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ـ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ـ

ডালটি লিখা হইলে পর আমেল সজোরে ঐ ডাল খানা দ্বারা উক্ত কাঠের বরতনের লিখিত স্থানে আঘাত করিতে থাকিবে। আঘাতের সময় রাগান্বিত অবস্থায় আঘাত করিবে এবং খেয়াল করিবে যে, আমি ঐ জ্বীনের অমুক জায়গায় আঘাত করিতেছি। এইরূপ করিলে এক ঘণ্টার ভিতরে জ্বীন হাজির হইবেই।

বন্ধন

১। পাঁচ হাত কার পাকাইয়া ডবল করিবে। অতঃপর—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

২৫ বার পড়িবে প্রত্যেকবার ১টি গীরায় দম করিবে। এই কার প্রথমে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। জ্বীন হাজির হইয়া যখন রোগীর শরীরের ভিতর ঢুকিয়া যাইবে (চক্ষু খোলা যাইবে না এবং দাঁতও কপাট মারিয়া থাকিবে) তখন চুপে চুপে তাড়াতাড়ি রোগীর বাম হাতের বাজুতে বেশ একটু শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিয়া একবার—

فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

পর্যন্ত পড়িয়া ঐ বাঁধা সূতার উপর দিয়া রুমাল দ্বারা উহা ঢাকিয়া বাঁধিয়া দিবে যেন রোগী উহা স্পর্শ করিতে না পারে। এখন এই বন্দী জ্বীন কোনক্রমেই পলায়ন করিতে পারিবে না—এমন কি যাদুও আর চলিবে না।

২। জ্বীন হাজির হইয়া রোগীর শরীরের ভিতর প্রবেশ করিলে একটা ছুরি বা চাকুর উপর তিন বার নিম্নোক্ত দো'আটি পড়িয়া দম দিবে। রোগীর চতুর্দিকে মাটিতে গোল দাগ দিলে জ্বীন আর পলায়ন করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ گردبا گرد هزار هزار حصار باد مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ گرد ان حصار بستم قفل لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ـ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ـ

৩। হঠাৎ জ্বীন হাজির হইয়া গেলে যদি বন্ধ করিবার জন্য সূতা ছুরি না পাওয়া যায়, তবে ৩ বার افحسبتم الاية পড়িয়া রোগীর বাম হাতের বাজু খুব জোরের সহিত চাপিয়া ধরিবে এবং নিয়ত করিবে, আমি উহাকে ধরিয়াছি, ছুটিতে পারিবে না।

৪। অবাধ্য জ্বীনকে শাস্তি দিবার সময় ক্ষিপ্ত হইলে বা জোরাজুরি করিলে সূরা-জ্বীনের প্রথম থেকে شططا পর্যন্ত তিনবার পড়িয়া দুই হাতের কব্জি চাপিয়া আমেল নিজের ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি ঘুরাইয়া ঐ কব্জিতে দায়েরা দিবে। ঠিক দুই পায়ের টাখ্‌নুতেও ঐরূপ করিবে। ইহাতে জ্বীন আর শক্তি খাটাইয়া আমেলকে অস্থির করিতে পারিবে না। অতঃপর তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করিবে।

শাস্তি

আমেল যদি কামেল হয়, তবে সে কখনও প্রথমাবস্থায় জ্বীনকে শাস্তি দিবে না। কারণ অনেক সময় ইহার ফলাফল বড়ই খারাব হইয়া থাকে। কাজেই প্রথমাবস্থায় অতি সহজ ও মোলায়েম-ভাবে নিজস্ব প্রভাবের দ্বারা উহাকে রোগী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিবে। ইহাতে যদি সে না শুনে, তবে ঐ জ্বীনের দ্বারা তাহার আত্মীয়-স্বজন কেহ থাকিলে হাজির করিতে বাধ্য করিবে এবং ঐ জ্বীনটিকে তাহাদের হাতে অর্পণ করিয়া দিবে। উহাদের দ্বারা লিখিত ওয়াদা রাখিবে যেন পুনরায় সে আক্রমণ করিলে আমরা উহাকে শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলেও কেহ আপত্তি করিতে পারিবে না। এই চুক্তি-পত্রটি খুব মজবুত হওয়া দরকার। কারণ শেষ পর্যন্ত যদি উহাকে মারিয়াই ফেলিতে হয়, তবে যেন তাহার কেহ আক্রমণ না করে। এরূপ না করিয়া প্রথমাবস্থায় কঠোর শাস্তি দিলে বা মারিয়া ফেলিলে শেষে হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হইলে তখন বিপদের আর সীমা থাকিবে না। এ জন্য খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিবে।

১। বিনা পরীক্ষায় অথবা পরীক্ষায় জ্বীন সাব্যস্ত হইলে প্রথম তাহাকে অঙ্গিকার করিয়া যাইতে বলিবে। ইহাতে সে চলিয়া গেলে বড়ই নিরাপদ।

২। সহজে চলিয়া না গেলে এক বোতল পানিতে ১ বার সূরা-জ্বীন প্রথম থেকে পাঁচ আয়াত رهقا পর্যন্ত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি খুব জোরে ৭/৮ বার রোগীর মুখে মারিবে ইহাতে রোগী স্বেচ্ছায় চক্ষু বন্ধ করিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কোন দিকে ইশারা করিবে। যদি এইরূপ ইশারা না করিয়া চুপ থাকে, তবে আরও এইরূপে কয়েকবার ঐরূপ সজোরে মারিলে চক্ষু বন্ধ করিয়া মুখেই বলিবে, ঐ দিকে গেল, তখন সে যেদিকে ইশারা করিয়াছিল বা মুখে বলিয়াছিল ঐ স্থানে বাকী পানিটুকু ছিটাইয়া দিলে জ্বীন পলায়ন করিবে এবং একটু সৎ জ্বীন হইলে আর আক্রমণ করিবে না। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে রোগীর হুঁশ হইলে পর বন্ধের জন্য কোন একটি তাবীজ দিবে।

৩। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া জোরপূর্বক রোগীকে দোখাইবে। জ্বীন হইলে সে ঐ তাবীজ কিছুতেই দেখিবে না, কিন্তু জোরপূর্বক রোগীর চক্ষু খুলিয়া তাবীজ দেখাইবে। জ্বীন রোগীকে ছাড়িয়া গেলে ঐ তাবীজটি তামার মাদুলিতে পুরিয়া গলায় ধারণ করিতে দিবে।

اِلٰهِىْ بِحُرْمَةِ يَمْلِيْخَا مَكْسَلْمِيْنَا كَشْفُوْطَطْ كَشَافَطْيُوَانَسْ اِذَافَطْيُوَانُسْ طَبْيُوَانُسْ يُوَانُسْ بُوْسْ وَ كَلْبُهُمْ قِطْمِيْرِ وَ عَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَائِرٌ وَّ لَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

٧٨٦

٨	٦	٤	٢
٢	٤	٦	٨
٦	٨	٢	٤
٤	٢	٨	٦

৪। চেহেল কাফ ৩ বার পড়িয়া সরিষার তৈলে দম করিয়া ঐ তৈল রোগীর উভয় কানের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া অঙ্গুলি দ্বারা চাপিয়া ধরিলে জ্বীন অস্থির হইয়া চিৎকার করিবে। কিছুক্ষণ পর সে রোগী ছাড়িয়া যাইবে।

كَفَاكَ رَبُّكَ كَمْ يَكْفِيْكَ وَاكِفَةً كِفْكَافُهَا كَكَمِيْنَ كَانَ مِنْ كُلُكٍ تَكِرُّ كَرًّا كَكَرِّالْكَرِّ فِىْ كَبَدٍ تَحْكِىْ مُشَكْشَكَةٍ كَلُكُلُكَ لَكَ كَفَاكَ مَا بِىْ كَفَاكَ الْكَافُ كُرْبَتِهٖ يَاكَوْكَبًا كَانَ تَحْكِىْ كَوْكَبُ الْفَلَكِ ـ

৫। রোগীর কাছে শয়তানের দুই একটি কাল্পনিক মূর্তি ছুরি বা লৌহ দ্বারা আঁকিবে এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলি পরিমাণ মোটা ১।। হাত লম্বা একটা ডালিমের ডালে নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ঐ মূর্তির উপর প্রহার করিলে জ্বীন চিৎকার করিবে, যাহা জিজ্ঞাসা করিবে তাহার উত্তর দিবে এবং কিছুক্ষণ এরূপ করিলে রোগী ছাড়িয়া পালায়ন করিবে।

مهـر سمعنا عليهم لاه لاه يعب ططعوش سيلطيلوش بهكعهعلاح حجج حجج سيطج قطيعها سيقـطهـا عمليـج سقطيع صمهم بكهيل كمهليط لسليعا فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ تَوَكَّلْ يَا مَنْ بِسِيَاطٍ عَدُوَّ اللهِ هٰذَا ـ

৬। বিসমিল্লাহ্‌সহ আয়াতুল কুরছি ৭ বার ও يَا قَهَّارُ ১০১ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীকে খাওয়াইবে।

৭। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর বাম কর্ণে ৭ বার নিম্নোক্ত আয়াত পড়িয়া ফুঁক দিবে।

وَ لَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَ اَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ـ

৮। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর কানে ৭ বার আযান এবং সূরা-ফাতেহা, সূরা-ফালাক, সূরা-নাছ, আয়াতুল কুরছি, সূরা-তারেক পূর্ণ, একবার সূরা-হাশরের শেষ কয়েক আয়াৎ لوانزلنا الاية ও সূরা-ছাফ্‌ফাতের সম্পূর্ণ পড়িয়া ফুঁক দিবে। ইহাতে জ্বীন শয়তান জ্বলিয়া যাইবে।

৯। জ্বীনগ্রস্ত রোগীর কানে নিম্নোক্ত আয়াত জোরে জোরে পড়িয়া ফুঁক দিবে। ইহাতে জ্বীন খুব কষ্ট বোধ করিতে থাকিবে। রোগীর কাছে বসিয়া ঐ আয়াত জোরের সহিত পড়িলে জ্বীনের গাত্রে জ্বলা-যন্ত্রণা হইয়া থাকে। জ্বীনেরা এই আয়াতকে খুব ভয় করিয়া থাকে। افحسبتم الاية এই আয়াতের এমন খাছিয়াত আছে, যে, পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত উহা পড়িয়া ফুৎকার করিলে পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত স্থানান্তরিত হইয়া যায়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

১০। রোগীর দুই পার্শ্বে দুইজন হাফেয বসিয়া সূরা-ছাফ্‌ফাত দুই বার পড়িলে জ্বীন জ্বলিয়া যায়।

১১। মাটিতে কৃত্রিম কুৎসিৎ শয়তানের মূর্তি আঁকিয়া লইবে এবং সূরা-ছাফ্‌ফাতের প্রথম হইতে طين لازب পর্যন্ত একবার পড়িয়া ডালিমের ডালের দ্বারা ঐ মূর্তির উপর সজোরে একদমে ১৫/১৬টি আঘাত করিবে এবং রাগান্বিত অবস্থায় ধারণা করিবে, আমি উক্ত জ্বীনের হাড় ভাংগিয়া ফেলিতেছি। এরূপ করিলে জ্বীন নিশ্চয়ই পলায়ন করিবে। যাহা ইচ্ছা বলাইতে পারিবে। যখন হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হয়, তখনও উহার দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

১২। পূর্ণ সূরা-জ্বীন ৭ বার পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর মুখে ছিটাইয়া দিলে কথা শুনিতে বাধ্য হইবে।

১৩। ৩৩ আয়াত সম্পূর্ণ পড়িয়া রোগীকে দম করিলে জ্বীন পলায়ন করিয়া থাকে। কলেরা রোগীর প্রথম অবস্থায় একবার পড়িয়া দম করিলে খোদা চাহে ত রোগ আর বাড়িবে না। খুব গভীর নিদ্রা হইয়া রোগী সুস্থ হইয়া যাইবে। পানিতে দম দিয়া উহা যেখানে ছিটাইয়া দিবে তথায় জ্বীন ও শয়তান থাকিতে পারে না। ইহার আরও বহু গুণাগুণ রহিয়াছে। আমেল ক্রমান্বয়ে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। নিম্নোক্ত আয়াতের নাম ৩৩ আয়াতে তিরইয়াক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ ○ اٰمِيْنَ ـ الٓمّٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ اِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَ اعْفُ عَنَّا ۟ وَ اغْفِرْ لَنَا ۟ وَ ارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۟ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍۭ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝ وَ مَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝ وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ۝ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ۝ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ۝ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ۝ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ۙ۝ وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۚ۝ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۙ۝ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ۝ سورة اخلاص، سورة فلق، سورة ناس، بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

১৪। একাধিক এমন কি হাজার হাজার জ্বীনের আক্রমণ হইলে তখন রোগীর কাছে বসিয়া একজন সূরা-ইউনুছ আর একজন সূরা-ইয়াসীন জোরে জোরে পড়িবে। আর একজনে

সূরা-ছাফ্‌ফাত পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ ঘরে ছিটাইবে। রোগীর মুখেও কিছু কিছু ছিটাইবে। তখন ৪ জন হাফেয রোগীর ৪ হাত-পায়ের কাছে বসিয়া প্রত্যেকেই সূরা-জ্বীন পড়িয়া শেষ করিয়া রোগীর হাত-পায়ের অঙ্গুলি একটু জোরে টানিবে এবং ধারণা করিবে আমি জ্বীন শয়তানকে ছিড়িয়া ফেলিলাম। এরূপ করিলে জ্বীন আহত হইবে ও ভীষণ শাস্তি পাইবে। কিন্তু রোগী মেয়েলোক হইলে এরূপ করিতে যাইবে না, তখন ১১ নং তদ্‌বীর করিতে থাকিবে।

হাজার হাজার জ্বীন আসিলে তখন ১১ নং তদ্‌বীর, ১৪ নং তদ্‌বীর বিশেষ ফল দিবে। এতদসঙ্গে জোরে জোরে اَفَحَسِبْتُمْ الاٰية ও পড়িতে থাকবে।

১৫। জ্বীনেরা দলে দলে আক্রমণ করিলে তখন কয়েকজন হাফেয (না-বালেগ হইলে ভাল হয়) রোগীর নিকট রাখিবে। তাহারা জোরে জোরে اَفَحَسِبْتُمْ الاٰية ـ وَالصَّافَّاتِ এর প্রথম ৫ আয়াত, সূরা-জ্বীনের شَطَطًا পর্যন্ত পড়িতে থাকিবে।

১৬। এরূপ ভয়াবহ সময় ৮ বার সূরা-ছাফ্‌ফাত পুরা পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিবে ৮ বার সূরা-জ্বীন পড়িয়া প্রত্যেক বারই পানিতে দম দিয়া ঐ পানি রোগীর কামরায় বহিঃ পার্শ্ব দিয়া চতুর্দিকে খুব জোরের সহিত ছিটাইবে এবং ধারণা করিবে এই কামরায় একটি জ্বীনও ঢুকিতে পারিবে না। ইহাতে একত্রিত হইয়া সবাই ঢুকিতে পারিবে না। দুই একটি করিয়া ঢুকিবে আর তাহাকে ১১ নং তদ্‌বীর দ্বারা শাস্তি দিবে। এরূপভাবে করিবে যাহতে ঐ কামরার ভিতরকার মানুষেরা যেন মোটেই ভীত না হয়; বরং সকলের হিমাদ্রি সদৃশ সাহস দ্বারা তর্জন ও গর্জন দ্বারা জ্বীনদেরকে ভীত করিয়া দিবে।

১৭। ঐ সময় দুই একটি দেও ভূত বা জ্বীন রোগীকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে তখনই বাচ্চা হাফেযকে রোগীর ছিনার উপর বসাইয়া দিবে যেন ঐ হাফেয افحسبتم الاية ৩ বার পড়িয়া নিজের গায়ের ভার রোগীর উপর ছাড়িয়া দেয়। ইহাতে আর রোগীকে লইয়া যাইতে পারিবে না। সঙ্গে সঙ্গে জ্বীনকে কঠোর শাস্তি দিবে। ইহাতেও যদি ঐ দুর্দান্ত জ্বীন দমন না হয়, তবে জ্বীনকে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিবে। তবে পোড়াইয়া মারার ব্যবস্থা একেবারে চরম অবস্থায় করিবে। কারণ ইহা একে ত প্রাণহানি, দ্বিতীয়তঃ আমেলের—বিশেষতঃ রোগীর উপর জ্বীনের উৎপাত অতি মাত্রায় বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। আমেলের জানিয়া রাখা উচিত—যথাসম্ভব জ্বীনকে সহজে তাড়াইবার চেষ্টা করা সর্বোত্তম। ক্রমান্বয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা সঙ্গত। কিন্তু প্রথমেই জ্বালান পুড়ান বা মারিয়া ফেলা কিছুতেই সমীচীন নহে। পোড়াইয়া শাস্তি দেওয়া বা পোড়াইয়া মারিয়া ফেলা চরম অবস্থার তদ্‌বীর। সাধারণ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ ভীষণ অন্যায়।

১৮। জ্বীন রোগীর ভিতর ঢুকিলে চক্ষু বন্ধ হইয়া যাইবেই এবং খোলা বড়ই মুস্কিল হইয়া থাকে। কিন্তু পুরাতন রোগী হইলে চক্ষু বন্ধ নাও হইতে পারে। সুচতুর আমেল যখন বুঝিবে যে, জ্বীন ভিতরে ঢুকিয়াছে, তখন হুঁশিয়ারির সহিত বন্ধন দিয়া নিম্নোক্ত তাবীজ ৩ খণ্ড কাগজে লিখিয়া পৃথকভাবে বাটিয়া বাদাম কিংবা সরিষার তৈলে ভিজাইয়া পোড়াইবে এবং উহার ধোঁয়া রোগীর নাক দ্বারা টানাইয়া ভিতরে প্রবেশ করাইবে। যতক্ষণ পূর্ণ শাস্তি না হয় ততক্ষণ ধোঁয়া টানাইতেই থাকিবে। কিন্তু রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

فرعون بی عون هامان شرمسار عاد ثمود نمرود ابلیس کلهم فی النار
جحیم جهنم سعیر سقر لظی حطمه هاویه دوزخ اشمر ـ

٨	١	٢٥٥٩	١	٢٥٦٢	١	١
٢٥٦١	١	٢	١	٧	١	٢٥٦٠
٣	١	٢٥٦٤	١	٢٥٥٧	١	٦
٢٥٥٨	١	٥	١	٤	١	٢٥٦٣

اکر نکریزد سوخته شود

উক্ত তাবীজটির নিম্নভাগে ফারসীটুকু না লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করত নাকের নীচে আগুন ধরিলে জ্বীন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়। কিন্তু আগুন না জ্বালাইয়া শুধু ধোঁয়াই দিবে যাহাতে শাস্তি পাইয়া পলায়ন করে।

১৯। অবিকল নিম্নরূপ তিনটি তাবীজ লিখিয়া পৃথক ২ তূলা দ্বারা পেঁচাইয়া ৩টি ফলিতা বানাইবে এবং উপরের দিকে আগুন লাগাইয়া উহার ধোঁয়া রোগীর নাকে দিবে। একদিন পর একটি জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বীন দূরীভূত হইবে।

٦	١	٨
٧	٥	٣
٢	٩	٤

২০। তিন হাত লম্বা দুই হাত চওড়া পুরাতন সাদা পাক কাপড় লম্বা দিকে পাঁচ খণ্ড করিয়া পাকাইয়া পৃথক পৃথক ৫টি ফলিতা বানাইবে। একত্রে ৫টি ফলিতার উপর ৩ বার—

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَ رْضِ وَ لَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৩ বার পড়িয়া উভয় মুখে সজোরে দম দিবে। একটি চাটিতে (মেটে মুচি) সরিষার তৈল দিয়া মাখাইয়া রাখিয়া দিবে। অতঃপর একটি ফলিতার মুখে আগুন ধরাইয়া জ্বলন্ত আগুন নিবাইয়া দিবে। তখন উহা পুড়িতে থাকিবে ও ধোঁয়া রোগীর নাক দিয়া টানাইবে দরকার হইলে পর ৪টি পর্যন্ত ফলিতা জ্বালাইবে। ইহাতে জ্বীন কঠিন অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পলায়ন করিবে। খুব শাস্তি হইয়াছে মনে করিলে অঙ্গীকার পত্র লিখাইয়া রাখিবে। ঐ জ্বীনের দ্বারা তাহার ঘনিষ্ঠ কেহ থাকিলে তাহাকেও ডাকাইয়া অঙ্গীকার লইবে।

২১। তদ্‌বীর করিতে করিতে ২০ টি তদ্‌বীর শেষ হইয়া গেলে এবং দুর্দান্ত জ্বীন পলায়ন না করিলে শেষবারে উপায়ান্তর না থাকিলে তাবীজ কাগজে লিখিয়া লম্বা ভাজ দিয়া বাদাম তৈল মাখাইয়া লোহার দস্তমান দ্বারা ধরিবে (হাত দ্বারা নয়) এবং আগুন লাগাইয়া রোগীর নাক সোজা

অর্ধ হাত নীচে পোড়াইয়া দিবে। একটি তাবীজ পোড়া শেষ হইলে একটি জ্বীন জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। এই তদ্‌বীরে যাদু জ্বীন পুড়িয়া মরিবে। জ্বীনদের প্রবল আক্রমণের সময় ইহাই একমাত্র মারণাস্ত্র। জ্বীন জ্বলিয়া গেলে রোগী চৈতন্য লাভ করিবে এবং জিহ্বা বাহির হইয়া যাইবে। খুব পানি পান করিবে। কিন্তু তখন খুব পানি পান করিতে দিবে। ইহা আমার বহু পরীক্ষিত। জনৈক জ্বীন হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত। এই সময় জ্বীনকে খুব যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট দিয়া মারিতে হইলে পোড়াইবার সময় افحسبتم الاية পড়িতে থাকিবে।

অন্যান্য তাবীজ পোড়াইবার সময় বা শাস্তি দিবার সময় জ্বীনে যাদু করিয়া থাকে তখন আগুনের দ্বারাও পুড়িতে চায় না। এরূপ অবস্থায় একবার রোগীর মুখে থুথু দিলে উহাদের যাদু নষ্ট হইয়া যাইবে। জ্বীন যতই হউক না কেন কোন চিন্তা করিবে না, তবে রোগীর প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাবীজটি এই—

فرعون هامان قارون نمرود ابليس كلهم فى النار و اخوانهم و احبابهم -

দূর থেকে নজর করিয়া থাকিলেও এই তাবীজে জ্বীন ঐ দূর থেকেই পুড়িয়া মরিবে। অবশ্য এই তাবীজটির এজাযত একমাত্র অনুবাদককে দেওয়া হইয়াছে। পাঠক দরকার মনে করিলে অনুবাদক থেকে অনুমতি লইবেন। জ্বীন শরীরের ভিতর না থাকিলে শুধু বন্ধের তাবীজ দিয়াই রোগীর থেকে দূরে রাখিবে।

২২। কাঠের ঘাইনের ভাংগা খালেছ সরিষার তৈল তামার পাত্রে রাখিয়া ১৪ বার আয়াতে-কুত্‌ব পড়িয়া প্রত্যেক বারেই জোরের সহিত দম দিবে। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময় (এক মিনিটও বেশকম না হয়) শরীরে নিজেই মালিশ করিবে যেন একটি চুল পরিমাণ জাগায়ও বাদ না থাকে। খোদা চাহে ত জ্বীন ও যাদু দূর হইবে।

২৩। জ্বীন বদনজর দ্বারা ক্ষতি করিলে বদনজর দূর করিবার তদ্‌বীর করিবে।

২৪। জ্বীন অবাধ্য হইলে কিংবা কাহাকেও ডাকিতে বলায় সে তাহাকে না ডাকিলে সূরা-জ্বীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিয়া ঐ পানি জোরের সহিত রোগীর মুখে মারিলে সে বাধ্য হইবে। যাহাকে ডাকিতে বলিবে ঠিক তাহাকেই ডাকিবে।

২৫। জ্বীন রোগীর শরীরের বাহিরে থাকিলে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। আবার শরীরের ভিতর ঢুকিলেও বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কিন্তু ঘন ঘন শরীরের ভিতর ঢুকিলে ও বাহির হইলে রোগীর সাংঘাতিক ক্ষতির আশঙ্কা এবং নানাবিধ রোগের উৎপাত হইতে পারে। বিশেষ করিয়া মাথার মগজের উপরের তৈলাক্ত পদার্থ শুষ্ক হইয়া পাগল হইয়া যাওয়ার খুবই আশঙ্কা। এমতা-বস্থায় মকরধজ, বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধজ, যোগেন্দ্র রস প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করাইবে। মাথায় ঠাণ্ডা তৈল ব্যবহার করাইবে। আমেল নিজের কুওতে খেয়ালিয়া দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করিবে।

২৬। জ্বীন রোগীর চক্ষুর ক্ষতি করিলে একবার আয়াতুল কুরছি, একবার সূরায়ে-ছাফ্‌ফাতের প্রথম পাঁচ আয়াত পড়িয়া চক্ষুতে দম দিবে এবং এইভাবে পড়িয়াই পানিতে দম দিয়া রোগীর চক্ষু ধৌত করিতে ও খাইতে দিবে। শ্বেতচন্দন ঘষিয়া চক্ষের চার পার্শ্বে লেপ দিবে।

২৭।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ -

৩ বার পড়িয়া ১॥ হাত লম্বা ডালিমের ডালে ফুঁক দিয়া উহা দ্বারা রাগান্বিত অবস্থায় রোগীকে আস্তে আস্তে খুব ঘন ঘন প্রহার করিলে জ্বীন পলায়ন করিতে বাধ্য।

২৮। জ্বীন রোগী বা অন্য কাহারও হাত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কিংবা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাংগিয়া ফেলিলে সূরা-জ্বীন পূর্ণ পড়িয়া পানিতে দম দিবে এবং ঐ পানি দ্বারা ঐ অঙ্গ ধৌত করিয়া দিবে। পানি পান করিতে দিবে।

২৯। অনেক সময় জ্বীন রোগীর কথা বলার শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে উহার প্রতিকারার্থে كهيعص ২৩ বার حمعسق ২০ বার; পর্যন্ত لتشقى ..... طه ১ বার;

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَاهُوَ شِفَاءٌ وَّ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا۔

بسم الله الذى لا يضر مع اسمه الخ ২ বার; সূরা-ইয়াসীন প্রথম মুবীন পর্যন্ত ১ বার; সমস্ত পড়িয়া পানিতে একবার দম দিবে। আবার ঠিক ঐ নিয়মে পড়িবে এবং প্রত্যেক আয়াত নির্ধারিত পরিমাণ পড়া হইলে পর ঐ পানি রোগীর মুখের মধ্যে ভরিয়া ১০/১৫ মিনিট রাখিয়া গিলিয়া খাইতে দিবে। রোগী মুখের মধ্যে ঐ পানি রাখিতে না চাইলে জোরপূর্বক রাখাইয়া পান করাইবে। খোদা চাহে ত তখনই রোগী ভাল হইয়া যাইবে।

৩০। উপরোক্ত তদ্‌বীরে জবান না খুলিলে জ্বীন হাজির করিয়া বন্ধন করত ২৮ নং তদ্‌বীর করিলে রোগী অবশ্যই কথা বলিবে। জ্বীনও পলায়ন করিবে।

৩১। জ্বীন সাপ হইয়া রোগীকে দংশন করিলে সর্ব বিষ চিকিৎসার তদ্‌বীর করিয়া বিষ নষ্ট করিয়া দিবে।

৩২। জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় জ্বীন রোগীকে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে রোগীকে বন্ধের ভিতর রাখিবে। এরূপ কঠিন সময় রোগীর নিকট হাফেজ বসিয়া সূরা-ইয়াসীন, সূরা-ছাফ্‌ফাত, সূরা-ইউনুস, সূরা-জ্বিন এবং افحسبتم আয়াত পড়িতে থাকিবে। আমেল নিজে ৩ হাত লম্বা চল্লিশ তার কাঁচা সূতায় ৪০টি গিরা দিবে এবং প্রত্যেক গিরা দিবার সময় ১ বার—

اِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّ اَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِيْنَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

পড়িয়া দম দিবে। পড়া শেষ হইলে গলায় বাঁধিয়া দিবে।

৩৩। আমেল নিজে ৩বার আয়াতুল-কুরছি পড়িয়া উভয় হাতের তালুতে দম করত দস্তক দিলে দুষ্ট জ্বীন তথা হইতে পলায়ন করিবে।

৩৪। ভয়ে কম্পিত রোগীকে নিম্নোক্ত তাবীজটি ধারণ করিতে দিবে।

جبـرائـيـل ص ٧٨٦ ميـكـائـيـل ص

١٦	١٩	٢٢	٩
٢١	١٥	٥	٢٥
١١	٢٤	١٧	١٤
١٧	١٣	١٢	٢٢

عزرائيل ص اٰخر محمد صلى الله عليه وسلم اسرافيل ص

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ لَهُمُ الْبُشْرٰى

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰ خِرَةِ ○ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

١١طح ١١١ح ٢١-٧٢٥١٥١١

৩৫। রোগী যখনই জ্বীন দেখিতে পাইবে তখনই পড়িবে العنك بلعنة الله التامة দুষ্ট জ্বীন তৎক্ষণাৎ ওখান হইতে পলায়ন করিবে।

বন্ধ

৩৬। নিম্নোক্ত তাবীজটি লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

٧٨٦

ح	و	د	ب
ب	د	و	ح
و	ح	ب	د
د	ب	ح	و

☆ ١١١م ═ ١١١١هٔ

وصلى الله تعالى واله وسلم

(از علامه ظفر احمد عثمانى)

৩৭।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّ هَامَّةٍ وَّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ (از قول الجميل)

উপরোক্ত তাবীজটি লিখিয়া ছোট বাচ্চাদের কিংবা বয়স্ক রোগীর গলায় ধারণ করিতে দিলে নিরাপদ থাকে।

৩৮।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ بِسْمِ اللهِ بَابُنَا تَبَارَكَ حِيْطَانُنَا يٰسٓ سَقْفُنَا كهيعص كِفَايَتُنَا حمعسق حِمَايَتُنَا فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ـ اِنَّ وَلِىِّ ىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصّٰالِحِيْنَ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ

যে সব ছোট ছেলেমেয়ে ঘুমাইলে চিৎকার করে এবং যাহাদের জ্বীনের আছর হইয়াছে তাদের গলায় বাঁধিয়া দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। বহুবার পরীক্ষিত।

৩৯। হেরজে আবি দোজানা নেহায়েত পরীক্ষিত তাবীজ, লিখিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بسم الله الرحمٰن الرحيم ط بسم الله هذا الكتاب من محمد رسول الله رب العالمين الى من طرق الدار من العماد و الزوار و السلخين الا طارقا يطرق بخير يارحمٰن اما بعد فان لنا ولكم فى الحق سعة فان تك عاشقا موسعا او فاجرا مختصما او راعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اتركوا صاحب كتاب هذا و انطلقوا الى عبدة اوثان والاصنام والذين يزعمون ان مع الله الٰها اٰخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم و اليه ترجعون تقلبون حم لا تنصرون حمعسق تفرق اعداء الله و بلغت حجة الله و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم ـ وصلى الله على محمد واٰله واصحابه وسلم ١١ط ح١١ح٢١لا٢-١١٥١٥٢

৪০। ৩৫ নং তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিলে জ্বীন রোগীর নিকট আসিতে পারে না। জ্বীন রোগীর থেকে বিতাড়নের পর বন্ধের জন্য কোন তাবীজ দিবে এবং তৎসঙ্গে দুঃস্বপ্ন থাকিলেও ঐ তাবীজে বিশেষ উপকার হইবে।

৪১। জ্বীন তাড়াইয়া নিম্নোক্ত তাবীজ গলায় বাঁধিয়া দিবে।

بسم الله الرحمن الرحيم　　　　بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

٨	١١	١٤	١
١٣	٢	٧	١٢
٣	١٦	٩	٦
١٠	٥	٤	١٥

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ـ

١١ ١١ كا ه　　　　١١١٥كا ه

(ازبياض يعقوب)

৪২। সূরা-জ্বীন সম্পূর্ণ লিখিয়া তাবীজ প্রস্তুত করিয়া রোগীর গলায় বাঁধিয়া দিলে রোগীর নিকট জ্বীন আসিবে না।

৪৩। একটি তামার তাবীজ লইয়া প্রথমতঃ সূরা-জ্বীন একবার পড়িয়া উহাতে দম দিবে। অতঃপর ১২টি আলপিনের প্রত্যেকটির উপর পূর্ণ সূরা-জ্বীন পড়িয়া দম দিয়া ঐ তামার মাদুলিতে পুরিয়া রোগীর গলায় দিবে।

৪৪। নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখিয়া রূপার মাদুলীতে ভরিয়া গলায় কিংবা ডান হাতের বাজুতে ভরিয়া দিবে। এই তাবীজ সঙ্গে থাকিলে জ্বীন স্পর্শ করিতে পারে না, শত্রুর অস্ত্রের আঘাত শরীরে আছর করে না। বুযুর্গানে-দীন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এই তাবীজ বকরীর গলায় বাঁধিয়া দিলে এই বকরী বাঘে খায় না। আমি নিজেও ব্যবহার করিয়া বহু গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط وَ لَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ـ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّ هُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ـ لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ○ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَهٗ لَحَافِظُوْنَ ـ وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ وَّ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ـ وَ حِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَ رَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ اَللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ وَ مَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ وَّ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ـ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ـ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ـ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيْدُ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُوْدَ ـ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ وَّ اللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ اٰلِهٖ وَ سَلَّمَ ـ (از حيواة الحيوان)

৪৫। নিম্নোক্ত তাবীজও আমার বহু পরীক্ষিত। ইনশাআল্লাহ্‌ উহা সঙ্গে রাখিলে জ্বীন কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারিবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط كُلُّ ذِيْ مُلْكٍ فَمَمْلُوْكٌ لِلّٰهِ وَ كُلُّ ذِيْ قُوَّةٍ فَضَعِيْفٌ عِنْدَاللّٰهِ وَ كُلُّ جَبَّارٍ فَصَغِيْرٌ عِنْدَاللّٰهِ وَ كُلُّ ظَالِمٍ لَّا مَحِيْصَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ حَصَّنْتُ حَامِلَ كِتَابِيْ هٰذَا بِاٰيَتِهٖ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الشَّيَاطِيْنِ وَ الْعَفَارِيْتِ الْمُتَمَرِّدِيْنَ يَا مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الشَّيَاطِيْنِ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوٗدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلٰى اَفْوَاهِكُمْ وَ عَصَا مُوْسٰى عَلٰى اَكْنَافِكُمْ وَ خَيْرُكُمْ بَيْنَ اَعْيُنِكُمْ وَ شَرُّكُمْ تَحْتَ اَرْجُلِكُمْ وَ لَا غَالِبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ حَامِلُ كِتَابِيْ هٰذَا فِيْ حِرْزِ اللّٰهِ الْمَانِعِ الَّذِيْ لَا يَذِلُّ مَنِ اعْتَزَّ بِهٖ وَ لَا يَنْكَشِفُ مَنِ اسْتَتَرَ بِهٖ ـ سُبْحَانَ مَنْ اَلْجَمَ الْبَحْرَ بِكَلِمَاتِهٖ سُبْحَانَ مَنْ اَطْفَاَ نَارَ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقُدْرَتِهٖ وَ حِكْمَتِهٖ سُبْحَانَ مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ اَقْبِلْ وَ لَا تَخَفْ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَّلَا تَخْشٰى لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى لَا تَخَافَا اِنَّنِيْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَ اَرٰى ـ اَللّٰهُمَّ احْفَظْ حَامِلَ كِتَابِيْ هٰذَا وَ اسْتُرْهُ بِسِتْرِكَ الْوَافِي الْحَصِيْنِ فِيْ لَيْلِهٖ وَ نَهَارِهٖ وَ ظَعْنِهٖ وَ قَرَارِهٖ الَّذِيْ تَسْتُرُبِهٖ اَوْلِيَائَكَ الْمُتَّقِيْنَ مِنْ اَعْدَائِكَ الظَّالِمِيْنَ الْكَافِرِيْنَ ـ اَللّٰهُمَّ مَنْ عَادَاهُ فَعَادِهٖ وَ مَنْ كَادَهٗ فَكِدْهٖ وَ مَنْ نَّصَبَ لَهٗ فَخًّا فَخُذْهُ وَ اَطْفِئْ عَنْهُ نَارًامَّنْ اَرَادَ بِهٖ عَدَاوَةً وَّ شَرًّا وَّفَرِّجْ عَنْهُ كُلَّ كُرْبَةٍ وَّ هَمٍّ وَّ غَمٍّ وَّ ضِيْقٍ وَّ لَا تُحَمِّلْهُ مَالَا يَقْوٰى وَ لَا يُطِيْقُ اِنَّكَ اَنْتَ الْحَقُّ الْحَقِيْقُ ـ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ اَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ

(من حيواة الحيوان)

١١ ط ح ١١١ ح ٥٢١ لا ١٥٢ ١١٥

পূর্বোক্ত তাবীজের সহিত উক্ত তাবীজ এবং উহার সহিত ৩৫ নং তাবীজ লিখিয়া গলায় বা হাতের বাজুতে রাখিলে সমুদ্র গমন, বন ভ্রমণ, শত্রুদের মধ্যে গমনাগমন এবং জ্বীনের উৎপাত হইতে খোদার অনুগ্রহে সর্ববিধ বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

বাড়ী বন্ধ

অনেক সময় তাবীজ দিয়াও কূল-কিনারা যখন পাওয়া না যায় তখন বন্ধের তাবীজ রোগীকে ব্যবহার করিতে দিবে। সংগে সংগে রোগীর বাড়ীও বন্ধ করিবে। এরূপ অবস্থায় খুব বেশী করিয়া রোগীকে শাস্তি দিবে। যেন তাহার পুনরাক্রমণের সাহস না হয়।

বাড়ী বন্ধের নিয়ম নিম্নরূপ

৪৬। আট দশ আঙ্গুলি পরিমাণ ৪টি (তারকাটা) ডানীশ লোহা লইবে। প্রত্যেকটি লোহার উপর ২৫ বার انهم يكيدون كيدا و اكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا পড়িয়া প্রত্যেক বারই ফুঁক দিবে। এইরূপে ৪টি লোহা পড়িয়া রাখিয়া দিবে। ৪টি কাঁচা কিংবা অল্প পোড়া মেটে শরা লইবে এবং প্রথমটির ভিতর লিখিবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ جبرائيل عن يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللهُ مَايَشَاءُ ـ

২য়টির ভিতর লিখিবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ ميكائيل عن لَهٗ مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৩য়টিতে লিখিবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ اسرافيل عن قُلْ مَنْ يَّكْلَاُكُمْ بِالَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ـ

৪র্থটিতে লিখিবেঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَ سَلِّمْ عزرائيل عن فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

৪টি মেটে পাতিলে পড়া ৪টি লোহা পুরিয়া প্রত্যেকটি পাতিলের মুখ ঐ লিখিত শরা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে। অতঃপর এক লোটা পানিতে ১৩ নং তদ্‌বীরে লিখিত আয়াতসমূহ পড়িয়া দম করিবে।

বাড়ীর যতদূর পর্যন্ত রোগী চলাফেরা করিয়া থাকে, তার চার কোণে চারটি ১।। হাত পরিমাণ গর্ত করিবে। ঐ চারটি গর্তের পার্শ্বে ঐ চারটি লৌহপূর্ণ পাতিল রাখিয়া তাহার নিকটে ৪ জন হাফেয দণ্ডায়মান থাকিয়া সূরা-ছাফ্‌ফাত, সূরা-ইউনুস, সূরা-ইয়াছিন ও সূরা-জ্বীন একবার করিয়া পড়িতে থাকিবে। আমেল স্বয়ং এক কোণ হইতে একটি কাঁচি কিংবা লৌহের অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা দায়েরা টানিয়া দাগের প্রথম স্থানের সংগে মিলিত করিয়া দিবে এবং দায়েরা শেষ হওয়ার সংগে আয়াতুল কুরছিও শেষ করিবে।

তারপর সীমানার বিভিন্ন স্থানে কলসীতে পানি রাখিয়া উহাতে কিছুটা ঐ পড়া পানি মিশাইবে। আট দশজন লোক পানি ছিটাইবার জন্য রাখিবে। তাহারা শুধু পানি ছিটাইবার কাজই করিবে। একজন মোয়ায্‌যেন মাঝখানে দাঁড়াইয়া আযান দিবে।

পানি ছিটাইবার কাজ এবং আযান এক সঙ্গে আরম্ভ করিবে এবং এক সঙ্গেই শেষ করিবে। ঠিক শেষ বারে যখন মোয়ায্‌যেন لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ বলিবে, তখনই পানি ছিটাইবার কাজ শেষ হওয়া চাই এবং ঐ একই সময় পাতিল চারটি بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া গর্তে গাড়িয়া দিয়া মাটি চাপা দিবে।

প্রকাশ, যতটা জায়গা নিয়া বন্ধ হইবে উহার মধ্যে এক বিঘৎ জায়গাও যেন পানি ছিটাইতে বাদ না পড়ে। ৪ জন হাফেয পড়ার কাজটা কিছু পূর্বেই আরম্ভ করিবে। প্রত্যেকটি ঘরের সর্বত্র পানি ছিটাইয়া দিবে। কোন জায়গায় বাদ পড়িলে তথায় দুষ্ট জ্বীন থাকিয়া গেলে আর বাহির হইতে পারিবে না। ভিতরে থাকিয়া ক্ষতি করিবে, এজন্য একটু জায়গাও বাদ রাখিবে না। বন্ধ শেষ হইল।

দুষ্ট জ্বীনেরা দলবদ্ধ হইয়া অনেক সময় এই বন্ধ নষ্ট করিয়া থাকে। উহা রক্ষার জন্য ঐ চারিজন হাফেয প্রত্যেকেই দায়েরার উপর দিয়া ডান দিকের কোণে পাতিলের কাছে দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জ্বীন পড়িবে, এইরূপে প্রত্যেকেই একবার প্রদক্ষিণ করিবে এবং প্রত্যেক গর্তস্থ পাতিলের নিকট দাঁড়াইয়া একবার সূরা-জ্বীন পড়িবে। অতঃপর প্রত্যেক হাফেযের দ্বারা কিছুটা পানিতে দম করাইয়া ঐ পানি দায়েরার উপর ছিটাইবে। এখন আমেল বন্ধের ভিতর বসিয়া মনোযোগ সহকারে একবার "হেযবুল বাহার" পড়িয়া আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবে।

(از عبد القيوم الجنى جليس ابليس اولا و الجنى الصالح الزاهد ثانيا)

এই বন্ধ খোদা চাহে তো জ্বীনেরা সহজে ভাংগিতে পারিবে না, রোগীকে দীর্ঘদিন ইহার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিবে।

এই বন্ধের মধ্যে জ্বীন, চোর, ডাকাত ঢুকিতে পারিবে না। বাড়ীতে ঢিলা নিক্ষেপ করিলে ঢিলা হটিয়া যাইবে। কিন্তু সাবধান থাকিবে যেন পাতিলের উপর কেহ পায়খানা না করে।

৪৭। জ্বীনেরা যদি এমন দায়েরা করিয়া থাকে যাহাতে রোগী আগুনের তাপ অনুভব করিতে থাকে, কোন কোন সময় ভীষণ শীতও অনুভব করিতে থাকে এবং অচৈতন্য হইয়া পড়ে, তবে দুষ্টদের ঐ দায়েরা নষ্ট করিবার জন্য এবং রোগীকে হুঁশ করিবার নিম্নোক্ত তদ্‌বীর করিবে। ইহাতে দায়েরা নষ্ট হইবে এবং ঐ সমস্ত দুষ্টগুলিও মরিয়া যাইবে। মজার ব্যাপার এই যে, তাহারা সন্ধান পাইবে না কে তাহাদেরে মারিয়াছে?

(از عبد القيوم ثم الجنى نديم ابليس ثم الصالح الساكن فى تبت ثانيا)

৪৮। প্রথম রোগী যে ঘরে রহিয়াছে ঐ ঘর অনুযায়ী মাটি কিংবা কাগজের উপর একটি নক্সা অঙ্কন করিবে। অর্থাৎ, ঘরটি গোল হইলে নক্সাটিও গোল হইবে। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া ঐ নক্সার মধ্যে ফুঁক দিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ-

فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ـ قَالُوْٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

رَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَاۤ اَنْ كُنَّاۤ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ ১ বার

সম্পূর্ণ সূরা-জ্বীন ১ বার, সূরা-ইউনূস ১ বার, সূরা-ইয়াসিনের ১ম রুকূ ১ বার, আয়াতুল কুরছি ১ বার, শুধু يٰس শব্দ ৭ বার, শধু طٰه শব্দ ৭ বার, كهيعص ৭ বার ও শুধু حم ৭ বার।

৪৯। নিথর নির্জনে ভয়াবহ স্থানে কিংবা শত্রুদের ভিতর পড়িয়া গেলে নিম্নলিখিত আমল করিলে খোদা চাহে ত নিরাপদ থাকিবে। জ্বীন ও ইনসানের তথা সমস্ত সৃষ্ট জীবের চক্ষে অদৃশ্য থাকিবে।

প্রথমতঃ একটি লোহার দ্বারা তদভাবে ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি দ্বারা নিজেদের চতুর্দিকে একটি গোলাকার দায়েরা টানিবে, দায়েরা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে আয়াতুল কুরছি আরম্ভ করিয়া উহা শেষ হইবার সময় পর্যন্ত আয়তুল কুরছি ৭ বার পড়িবে। অতঃপর ভিতর হইতে ৭টি ঢিলা তুলিয়া হাতে লইবে। প্রত্যেকটি ঢিলা তুলিবার সময় একবার فُقِحَ مِخَمَّتٌ পড়িবে। তারপর ঐ ঢিলাগুলি দায়েরার চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিবে এবং প্রত্যেক বারই فُقِحَ مِخَمَّتٌ পড়িবে। ইহার পর সঙ্গীগণের মুখ বাহিরের দিকে এবং পিছন ভিতর দিকে রাখিবে। আমেল كهيعص পড়িবে। ك পড়িতে ডান হতের কনিষ্ঠা ه পড়িতে অনামিক ى পড়িতে মধ্যমা ع পড়িতে শাহাদৎ এবং ص পড়িবার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি পর পর বন্ধ করিয়া রাখিবে। حمعسق পড়িবে এবং ح পড়িতে বাম হাতের কনিষ্ঠা م পড়িতে অনামিকা ع পড়িতে মধ্যমা س পড়িতে শাহাদৎ এবং ق পড়িতে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করিয়া মুষ্ঠি বন্ধ করিয়া লইবে। কেহই কথা বলিবে না, সবাই يا حفيظ পড়িতে পড়িতে রাত্রি প্রভাত করিবে। খোদা চাহে ত সমস্ত বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে।

জ্বীন ও ইনসানের যাদু

৫০। জ্বীন রোগীর উপর আছর করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই একটা যাদু করিয়া থাকে যাহার দরুন অনেক সময় আমেলের আমল কার্যকরী হইতে পারে না। উহা দূর করণার্থে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়িয়া পানি কিংবা শুক্‌না মাটিতে দম দিয়া রোগীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিবে, কিছুটা রোগীর গায়ে দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَ اَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاۤءً حَتّٰۤى اِذَا جَاۤءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ انْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ ـ وَ قُلْ جَاۤءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ـ فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَ عِصِيَّهُمْ وَ قَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ ـ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ مُوْسٰى وَ هَارُوْنَ ـ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ

قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

৫১। উক্ত আয়াতসমূহ নূতন মেটে পাতিলে স্রোতের পানিতে পড়িয়া যাদুগ্রস্ত রোগীকে ৭ দিন পর্যন্ত গোসল দিলে, গোসল দেওয়া সম্ভব না হইলে অন্ততঃ হাত-মুখ ধৌত করিয়া কিছুটা পান করিতে দিলে সমস্ত যাদু নষ্ট হইয়া যায়। ঐ পানি বাড়ী-ঘরের সর্বত্র ছিটাইয়া দিলে দাফন করা যাদুর ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যায়। সর্বপ্রকার যাদু নষ্ট করিতে উক্ত আয়াতসমূহ বিশেষ কার্যকরী।

৫২। ৫০ নং আয়াতসমূহ লিখিয়া চান্দির তাবীজে পুরিয়া রোগীর সঙ্গে রাখিলে যাদু আছর করিবে না।

৫৩। কাহারও বাড়ীতে যাদুর জিনিসপত্র পুতিয়া রাখিলে সূরা-শুআরা সম্পূর্ণ লিখিয়া একটা সাদা মোরগের গলায় বাঁধিয়া দিলে মোরগ যাদুর স্থানে গিয়া আওয়াজ দিবে কিংবা পায়ের দ্বারা ঐ স্থান খুঁড়িতে থাকিবে। তখন নিজেরা উহা উঠাইয়া ৫০ নং আয়াত পড়িয়া দম দিবে এবং পোড়াইয়া পানিতে ফেলিয়া দিবে। কিন্তু মোরগের গলায় ঐরূপ না দেওয়াই ভাল; বরং ৫১ নং তদ্‌বীর করিবে।

৫৪। দুষ্ট জ্বীনের যাদু নানা প্রকার হইয়া থাকে, কিন্তু উহার কোন পরওয়া করিবে না, আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস রাখিবে। যাদু খুব জোরে আছর করিলে, চাই সে যাদু মানুষেরই হউক আর জ্বীনেরই হউক ৫ বার اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ কাগজে লিখিয়া বাম হাতের বাজুতে বাঁধিয়া দিবে।

৫৫। মানুষ কিংবা জ্বীনের যাদুর আছরের দরুন রোগীর নাক-মুখ কিংবা পায়খানার সহিত রক্ত বাহির হইলে ৫০ নং আয়াতসমূহ পড়িয়া গোসল করাইয়া দিবে।

৫৬। যাদু নষ্ট করিতে নিম্নোক্ত তদ্‌বীর বড়ই উপকারী। ৭ দিনে খোদা চাহে ত নিরাময় হইয়া যাইবে। নিজেই ইহা বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। যাদু নষ্ট করিতে যখন অন্য কোন তদ্‌বীর কার্যকরী না হয়, তখন ইহা ব্যবহার করিলে সুফল হইবেই ইন্‌শাআল্লাহ্‌। জাফরান, কস্তুরী ও কেওড়ার পানি দ্বারা কালি প্রস্তুত করিয়া ৭ খানা চিনা বরতনে লিখিবে—

بسم الله الرحمن الرحيم ط سبحان الله ، سبحان الله و عظمة الله و برهان الله وصنع الله و بطش الله و كبرياء الله و جلال الله و كمال الله و من الله و لااله الا الله محمد رسول الله جليوس مليوس منطوس و ملتومانس النار و ما ذرنادرنا اخنوس برحمتك يا ارحم الراحمين -

প্রত্যহ একখানা প্লেট ধুইয়া পান করিবে। (ازبياض يعقوبى)

৫৭। অনেক সময় যাদুকর লোক স্বীয় যাদুর দ্বারা বন্ধের তাবীজ নষ্ট করিয়া ফেলিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নরূপ একটি খালেছ চান্দি রূপার (মিনাদার) আংটি তৈরি করিয়া লইবে। শেষ রাত্রিতে (বৃহস্পতিবার দিবা গত রাত্রি হইলে ভাল হয়।) ওযূ করিয়া দুই রাকা'আত নামায পড়িয়া আংটির মিনার উপর بسم الله الرحمن الرحيم ও اعوذ بالله من الشيطان الرجيم অস্ত্র দ্বারা অঙ্কন

করিয়া লিখিবে। মিনা ছোট হইলে অঙ্কে লিখিবে। শুধু ৭৮৬ লিখিলেও হয়। কিন্তু মিনা বড় করিয়া নিয়া অঙ্কে দুইটিই লিখিলে ভাল। অতঃপর ৭ বার সূরা-ইয়াছীন পড়িবে, প্রত্যেকবার সূরা শেষ করিয়া মিনার উপর ফুঁক দিবে। সূরা-ছাফ্‌ফাত ২ বার পড়িয়া প্রত্যেক বারই দম দিবে। افحسبتم আয়াত ৭ বার, আয়াতুল, কুরছি ১০ বার, প্রত্যেক বারই মিনার উপর দম দিবে। ভোরেই আংটি যে কোন রং দিয়া রঙ্গিন করিয়া লইবে। এই অঙ্গুরী হাতে থাকিতে মানুষ ও জ্বীনের কোন প্রকার যাদু চলিবে না। ইহা আমি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি। এই অঙ্গুরীটির থেকে যাদুর ভাল তদ্‌বীর আর নাই। অবশ্য অনুবাদকের থেকে ইহার এজাযত লইতে হইবে।

(از عبد الرحمن الجنى الصالح المتوفى باندمين)۔

আমেলের কর্তব্য

৫৮। আমেল হওয়ার চেয়ে কামেল হওয়াই শ্রেয়ঃ। কারণ কামেল হওয়ার পর বিনা আমলেও জ্বীন নতি স্বীকার করিয়া চলিয়া যায়। খোদ ঐ কামেল বা তাহার পরিবার-পরিজনের প্রতি ক্ষতির আশঙ্কাও খুব কম থাকে। কিন্তু কামেল ছাড়াই আমেল হইলে বড়ই বিপদ। আমেলের নিজের ও পুত্র-পরিজনের প্রত্যেকের সংরক্ষণের জন্য বহু বেগ পাইতে হয়।

কামেল ছাহেবে নেছবতের কোনই অসুবিধার কারণ নাই। আমরা আমেলের জন্য এখানে কিছু উল্লেখ করিব যাহাতে আমেল পুত্র-পরিজনসহ নিরাপদ থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতের পূর্ণ পাবন্দ হইতেই হইবে। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মাহরাম-গয়রে মাহরাম প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

টাকার লোভ এবং সম্মানের লোভকে পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে। একমাত্র আল্লাহ্‌র দুঃস্থ বান্দার উপকারার্থেই কাজ করিয়া যাইবে। যেদ বা ঈর্ষা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কোন শায়খে কামেলের হাতে বায়আৎ হইয়া নিজের আত্মার উন্নতি করিতে হইবে।

নিয়মিত তাহাজ্জুদ, এশ্‌রাক্‌, আওয়াবীন পড়িতে হইবে এবং তাহাজ্জুদের পর ১২ তছবীহ যেকের জারি রাখিতে হইবে।

আওয়াবীনের পর "হেযবুল বাহ্‌র" পড়িতে হইবে। ইহার এজাযতও লইতে হইবে যে কোন হক্কানী আমেল বা কামেল বুযুর্গ হইতে।

ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুত্র বাড়ীর সবাইকে ৪৫, ৪৬ ও ৩৫ নং তাবীজ লিখিয়া প্রত্যেককে ব্যবহার করিতে দিবে।

আমেল নিজের বাড়ী বন্ধ করিয়া দিবে। উহার নিয়ম ৪৯ নং দেখিয়া লইবে।

আমেল খুব সাহসী হইলে মোয়াক্কেল হাছিল করিতেও পারে। উহার দ্বারা বহু কঠিন কাজও সমাধা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিপদসঙ্কুল হেতু না করাই ভাল। একান্ত কেহ তাছখীরের আমল করিতে ইচ্ছুক হইলে ৩ চিল্লা ১২০ দিন নির্জনে থাকিবে। মাছ, গোশ্‌ত, ঘি, মাখন, দুধ, দধি, লবণ ইত্যাদি খাইবে না, শুধু শাক-সব্‌জি (নেমক ছাড়া) যবের রুটির সহিত ভক্ষণ করিবে এবং ৩ চিল্লায় ১২৫০০০ (সোয়া লক্ষ) বার সূরা-জ্বীন পড়িবে। প্রত্যহ পড়া শুরু করিবার পূর্বে এবং পরে দুরূদ শরীফ পড়িবে। ইহার ছওয়াব হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর উপর বখ্‌শিবে। শেষ দিনের রাত্রে অতি সুন্দর ভাল পোশাকে একজন লোক আসিবেন। সালাম দিবেন এবং কোন্‌ কাজের জন্য তাঁহাকে ডাকা হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে আমেল কোন কাজের ফরমায়েশ করিবে

না। কারণ কোন নির্দিষ্ট কাজ তাহাকে দিলে সে ঐ কাজ করিয়া চলিয়া যাইবে। সে তার অনুগত থাকিবে—তাঁহাকে বলিবে, তুমি হাযির থাকিবা।

আমলের ১২০ দিনের মধ্যে আমেল ভয়াবহ বহুকিছু দেখিতে পারে, কিন্তু ভীত হইলে আমল নষ্ট হইয়া যাইবে। কোন কাজই হইবে না। শেষ দিনও ভীত হইবে না, অতি সাহসের পরিচয় দিতে হইবে।

চিল্লাকাশী আরম্ভের পূর্বে আয়াতুল কুরছির গোল দায়েরা দিয়া তার মধ্যে বসিয়া আমল করা উচিত।

আমেল প্রত্যহ কমপক্ষে ১ পারা কোরআন শীরফ তেলাওয়াত এবং ১ মঞ্জিল মোনাজাত মকবুল অবশ্যই পড়িবে।

অবৈধ প্রণয় বিচ্ছেদ

একটি নূতন মেটে পাতিল ঢাকনির সহিত সামনে রাখিয়া পূর্ণ সূরা-ইয়াছীন পড়িবে এবং প্রত্যেক مبين পর্যন্ত পড়িয়া শরা উঠাইয়া একবার দম দিবে। অবৈধ প্রণয়কারীদের নাম লইবে। এরূপে পড়া শেষ হইলে ঐ পাতিলটি উহাদের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিবে। পরস্পরের বিচ্ছেদ ঘটিবে। মিলন ও বিচ্ছেদের আমল অনেক প্রকার। আমরা বিশেষ প্রয়োজনে এখানে মাত্র একটি আমল উল্লেখ করিলাম। কিন্তু না-জায়েয স্থানে কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া নিজের আখেরাত নষ্ট করিবেন না।

٧٨٦

فصل	الكوثر	انا اعطينك
ان	وانحر	لربك
الابتر	هو	شانئك

٧٨٦

ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف
ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف	ف

اللّٰهم خالف بين فلان ـــ بن فلانة ـــ بقهرك ياقهار ياجبار

হারানো বস্তু প্রাপ্তির জন্য

اَللّٰهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمِ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ بَيْنَ فُلَانٍ وَّ بَيْنَ مَتَاعِهٖ فلان شَيْءٍ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

পড়িয়া তালাশ করিলে উহা পাওয়া যাইবে।

চুরি

১। চুরি হইয়া গেলে অনতিবিলম্বে এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া নূতন সাদা কাপড়ের উপর গোল দায়েরা দিয়া উহার ভিতর নিম্নরূপ লিখিবেঃ

অতঃপর একবার সূরা-ফাতেহা, একবার সূরা-ওয়াদ্দুহা পড়িয়া ফুঁক দিয়া এক কোণা বটিয়া আনিবে। এরূপ সাতবার করিয়া উহার মাঝখানে একটি লৌহ গাড়িয়া রাখিবে এবং ঐ কাপড় অন্ধকার স্থানে বাড়ীর বাহিরে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত চোর চুরির বস্তু নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিবে না এবং শিঘ্রই উহা মালিকের হস্তগত হইবে।

২। একটি কদুর পুরাতন খোলের উপরিভাগে গোল দায়েরা দিয়া উহার ভিতরে গোলকভাবে নিম্নোক্ত আয়াত লিখিবেঃ

قل اندعوا من دون الله ما لاينفعنا و لا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذى استهوته الشياطين فى الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هوالهدى و امرنا لنسلم لرب العالمين ـ

এবং দায়েরার বাহিরে লিখেবে······· হারানো বস্তুর নাম এবং মালিকের নাম।

খোল লিখা শেষ হইলে সাদা পুরাতন কাপড় দ্বারা পেঁচাইয়া নির্জন বাগানে মাটির নীচে গাড়িয়া দিবে। খোদা চাহে ত মাল পাওয়া যাইবে। কিংবা চোরও ধরা পড়িবে। উক্ত তদ্‌বীরে চোর হয়রান এবং পেরেশান হইবে। কিন্তু উহার প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে হইতে থাকিবে।

৩। সূরা-ওয়াদ্দোহা গোল দায়েরা আকারে কাগজে লিখিয়া উপরে ঝুলাইয়া রাখিবে যেখান হইতে মাল চুরি গিয়াছে। নৌকা চুরিতে উহা বিশেষ উপকারী; কিন্তু বড় গাছে ঝুলাইয়া বাঁধিতে হয়।

৪। ঘুমাইবার সময় একবার আয়াতুল কুরছি পড়িয়া ডান হাতের শাহাদৎ অঙ্গুলি মাথার চতুর্দিকে ঘুরাইবে এবং বাড়ীর চতুর্দিকের বন্ধের নিয়ত করিবে। খোদা চাহে ত চোর ঐ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবে না।

৫। চোর চুরি করিতেছে এমতাবস্থায় মালিক জাগিয়া ১০ বার—

يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَ رْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ـ

পড়িয়া দুই হাতে দস্তক দিলে চোর পলায়ন করিতে পারে না।

৬। এক টুকরা কাগজে নিম্নলিখিত ৭ নং তাবীজ লিখিয়া বালিশের গেলাফের মধ্যে রাখিয়া ঘুমাইলে স্বপ্নযোগে মাল ও চোরের সন্ধান লাভ করিবে।

৭। ভিস্তিদের ব্যবহৃত ভাল একটি মোশক লইয়া উহার ভিতর একবার আয়াতুল কুরছি এবং যথাক্রমে নিম্নলিখিত সাতজন নবীর নাম নিম্নরূপ লিখিবে।

نوح، لوط، صالح، ابراهيم، موسٰى و عيسٰى ومحمد صلى الله عليه و عليهم السلام ـ

অতঃপর একবার আয়তুল কুরছি পড়িয়া উল্লিখিত তরতীব অনুযায়ী একজন নবীর নাম লইবে এবং বলিবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ بِمَآ اَرْسَلْتَ هٰذَا النَّبِىَّ اَنْ تَنْفَخَ بَطْنَ هٰذَا السَّارِقِ كَمَا نَفَخْتَ هٰذِهِ الْقِرْبَةَ ـ

এবং মোশকের মুখে ফুঁক দিবে; এরূপ সাতবার শেষ হইলে পর মোশকের মুখ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ওদিকে চোরের পেটও ফুলিতে থাকিবে। চোর মালসহ হাজির হইতে বাধ্য।

পলাতক মানুষ হাজির করিবার তদ্‌বীর

প্রথমে সূরা-ফাতেহা তৎপর—

اَوْ كَظُلُمَاتٍ فِىْ بَحْرٍ لُّجِىٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ـ اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكَ فَرَدَدْنَاهُ اِلٰٓى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ـ يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَ رْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ حَتّٰٓى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَ رْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ اللهم يا هادى الضال و ياراد الضالة اردد على فلان بن فلانة ...... فلان بن فلانة ـ

কাগজে লিখিয়া পাক কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে। দুইখানা পাটা বা পাথরের মাঝে রাখিয়া অন্ধকার স্থানে নির্জনে রাখিয়া দিবে। খোদা চাহে ত খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবে।

فلان স্থানে পলাতক ব্যক্তির নাম فلانة স্থানে তাহার মাতার নাম লিখিবে।

দৌলত মন্দ হইবার জন্য প্রত্যহ এশার নামায পড়িয়া ১১ বার দুরূদ পড়িবে। তারপর চৌদ্দবার يَا وَ هَّابُ পড়ত ১১ বার দুরূদ শরীফ পড়িয়া ১০০ বার নিম্নোক্ত দো'আ পড়িবেঃ

يَا وَهَّابُ هَبْ لِىْ مِنْ نِّعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ـ

যাবতীয় বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য প্রথম ১১ বার দুরূদ শরীফ অতঃপর ১১১১ বার يَا لَطِيْفُ পড়িবে তারপর ১১ বার দুরূদ পড়িয়া দো'আ করিবে।

॥ নবম খণ্ড সমাপ্ত ॥

বেহেশ্‌তী জেওর

দশম খণ্ড

এই খণ্ডে এমন সব বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহা মনে-প্রাণে অনুসরণ করিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও সুখ-শান্তি পৌঁছান অতি সহজ হয়। উপরোক্ত কথা কয়টি শুনিয়া আপাতঃ দুনিয়াদারী কথা বলিয়াই মনে হয়, এইগুলি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর হাদীসের সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়, এইগুলি দ্বীন-ইসলামের অন্তর্নিহিত কথা বৈ আর কিছু নয়।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেনঃ "খাঁটি মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যাহার হাত বা জবানের দ্বারা অন্য কাহারো কষ্ট না হয়।" হাদীস শরীফে ইহাও বর্ণিত আছে যে, "কোন মুসলমানের পক্ষে ইচ্ছাকৃত-ভাবে কঠিন বিপদে লিপ্ত হইয়া অপদস্ত হওয়া উচিত নহে।" হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছেঃ "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) যখন ওয়াজ করিতেন তখন তিনি খুব লক্ষ্য রাখিতেন, শ্রোতাগণ যেন ত্যাক্ত-বিরক্ত হইয়া না পড়েন" উপরোক্ত হাদীস-এর মারফত ইহাই প্রমাণিত হইল যে, নিষ্প্রয়োজনে নিজে কষ্ট করা বা কাহারো সহিত বিরক্তিকর আচার-ব্যবহার করা ইসলামী শরীঅত বিরোধী। সুতরাং ইসলামী শরীঅতের অনুকূলে এই খণ্ডে এমন কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করা হইল—যাহার পুরাপুরি অনুসারী হইলে নিজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করা যায় এবং অপরকেও শান্তি বা আরাম পৌঁছান যায়। খালেছ নিয়তে এই সবের উপর বা-আমল হইতে পারিলে দুনো জাহানের কামিয়াবী হাছেল হয়।

□

প্রথম অধ্যায়

নিরাপদে থাকার কতিপয় নীতিকথা

১। রাত্রিকালে ঘরের দরওয়াজা জানালা বন্ধ করিবার পূর্বে ভালরূপে লক্ষ্য কর, ঘরের মধ্যে কোথায়ও কোন বিড়াল বা কুকুর লুকাইয়া রহিল কি না। কারণ, কুকুর বা বিড়াল না তাড়াইয়া দরওয়াজা বন্ধ করিলে জান ও মালের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আর কোন ক্ষতি না করিলেও রাত্রিভর খট্‌খট্ শব্দ করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত ঘটান কম ক্ষতি নহে।

২। কিতাব-পত্র এবং কাপড়-চোপড় মাঝে মাঝে রৌদ্র দিবে, নচেৎ পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে।

৩। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ঘরের আসবাব-পত্র যথাযথ স্থানে গুটাইয়া সাজাইয়া রাখিবে, শৃঙ্খলার সহিত রাখিবে।

৪। স্বাস্থ্য রক্ষার্থে দৈনন্দিন কিছু শারীরিক পরিশ্রম করা দরকার। বেশী আরাম প্রিয় হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার আশংকা। এই জন্য মেয়েদের পক্ষে অন্ততঃ যাঁতায় ডাল ভাংগা অথবা আটা পিষা, ঢেঁকিতে ধান ভানা বা কালেহে কোন দ্রব্য কুটা এবং চরখায় সূতা কাটা ইত্যাদি অতি উত্তম ব্যায়ামের ও লাভের কাজ ইহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

৫। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া বিনা অনুমতিতে ঘরে বা কামরায় ঢুকিও না এবং সাক্ষাৎ করিতে বেশীক্ষণ বিলম্ব করিও না বা কথা বলিও না, যদ্দ্বারা তাহার বিরক্তি বা কাজের ক্ষতি হয়।

৬। ব্যবহারিক আসবাব-পত্র যথাস্থানে রাখার ব্যাপারে ঘরের সকলেরই উচিত শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রত্যেক বস্তু এইরূপ নির্দিষ্ট স্থানে রাখিও যেন কাজের সময় তালাশ করিতে না হয়। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট বস্তু না রাখিলে অনেক সময় অযথা হয়রান হইতে হয়। অতএব, তোমার নিজস্ব বস্তুও শৃঙ্খলা মত রাখ, প্রয়োজন মত হাত বাড়াইলেই যেন পাওয়া যায়।

৭। চৌকি,পীড়ি, লাঠি, দা, খন্তা, কাচি, বদনা, বাসন, কলস, ইট-পাথর প্রভৃতি রাস্তার উপর ছড়াইয়া রাখিও না। অনেক সময় অন্ধকারে বা কোন সময় দিনের বেলায়ও চলার সময় হোঁচট খাইয়া যখম হইতে পারে এবং বে-জায়গায় চোট লাগিতে পারে।

৮। তোমাকে যদি কেহ কোন কাজের আদেশ করে, তবে তাহা শুনা মাত্রই তুমি জ্বি-হাঁ বা জ্বি-না বা আচ্ছা ইত্যাদি যে কোন একটি হাঁ-সূচক বা না-সূচক শব্দ বলিয়া প্রতি-উত্তর দিও। অন্যথায় কাজের আদেশ দাতার মনে অশান্তি থাকিয়া যাইবে যে, তুমি হয়ত শুনিয়াছ এবং কাজ করিবে। অথচ তুমি হয়ত শুন নাই বা শুনিয়াছ কিন্তু কাজ করার ইচ্ছা নাই। এমতাবস্থায় আদেশদাতা অনর্থক তোমার আশায় অপেক্ষা করিয়া কষ্ট পাইতে থাকিবে। ইহা বড়ই অভদ্রতার কথা।

৯। খাদ্যদ্রব্যে নিমক সর্বদা পরিমাণের চেয়ে সামান্য কম দিও। কেননা, কম হইলে উহার প্রতিকার অত্যন্ত সহজ, কিন্তু নিমক বেশী হইলে উহার প্রতিকার অসম্ভব।

১০। শাক, তরকারী বা ডাইলের মধ্যে মরিচ ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দিও না বরং পিষিয়া দিও। কেননা, শিশুদের মুখে মরিচের টুক্রা লাগিলে আগুন ধরার মত যন্ত্রণা বোধ করিবে।

১১। অন্ধকারে পানি পান করিতে হইলে হয় ত বাতি জ্বালাইয়া নিও, না হয় এক খন্ড কাপড় পানির পাত্রের মুখে রাখিয়া পান করিও। কেননা, কোন বিষাক্ত পোকা-মাকড় পানির মধ্যে থাকিতে পারে।

১২। শিশুদিগকে অধিক হাসাইবার জন্য আদর করার ছলে উপরের দিকে নিক্ষেপ করিয়া খেলিও না, কিংবা জানালার মধ্যে দিয়া লটকাইয়া ধরিও না, হয়ত পড়িয়া গিয়া হাসির স্থলে ফাঁসী হইয়া যাইতে পারে। তদ্রূপ শিশুদের পেছনে থাকিয়া হাসাইয়া হাসাইয়া দৌড়াইও না, হয়ত পড়িয়া গিয়া হাত-পা ভাংগিতে পারে।

১৩। বরতন খালি হইলে উহা ধুইয়া উল্টা করিয়া রাখিও। পুনরায় ব্যবহার করিবার সময় আবার ধুইয়া ব্যবহার করিও।

১৪। বরতন মাটিতে রাখিয়া খানা বাড়িলে উহার নীচের দিকটা তোয়ালে বা নেকড়া ইত্যাদি দ্বারা মুছিয়া দিও, অন্যথায় দস্তরখানায় মাটি লাগিয়া দস্তরখানায় বা বিছানায় দাগ লাগিতে পারে।

১৫। কাহারো বাড়ীতে মেহমান হইয়া তুমি বাড়ীর মালিককে (মেজবানকে) কোন খাবার ফরমায়েশ দিও না। হয়ত সাধারণ বস্তুরই ফরমায়েশ দিয়াছ, কিন্তু উহা জোটাইতে না পারিলে অথবা সময় মত তৈয়ার করিয়া দিতে না পারিলে বাড়ীওয়ালা মনে কষ্ট পাইবে এবং লজ্জিত হইবে।

১৬। যে স্থানে তুমি ছাড়াও অন্য লোক বসা আছে, তথায় বসিয়া থুথু ফেলিও না বা নাক ঝাড়িও না; বরং প্রয়োজন মত এক পার্শ্বে গিয়া হাজত পুরা করিয়া আস। কেননা, লোকের মধ্যে বসিয়া থুথু ফেলিলে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

১৭। খাইতে বসিয়া এমন কোন বস্তুর নাম উল্লেখ করিও না যাহা শুনিয়া অপরের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাজুক তবিয়তের লোকের ইহাতে বড় কষ্ট হইয়া থাকে।

১৮। রোগীর নিকট বসিয়া বা রোগীর কোন আত্মীয়ের নিকট বা রোগীর বাড়ীর লোকের নিকট এমন কোন কথা বলিও না যাহাতে রোগীর জীবনে হতাশা আসিতে পারে। হতাশা-ব্যঞ্জক কথা বলিলে অনর্থক মন ভাংগিয়া পড়িতে পারে। সতুরাং রোগীর যাহাতে মনোবল ভাংগিয়া না পড়ে সেরূপ কথাই বলিবে। যেমন, "খোদার ফজলে ভাল হইয়া যাইবে, ভয়ের কোন কারণ নাই" ইত্যাদি।

১৯। কাহারো সম্বন্ধে কোন গোপনীয় কথা বলিতে হইলে এবং যাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, সে তথায় উপস্থিত থাকিলে চোখে কিংবা হাতে তাহার দিকে ইশারা করিও না, কেননা ইহাতে অনর্থক তাহার মনে সন্দেহ হইতে পারে। ইহা তখনকার কথা, যখন সেই গোপনীয় বিষয়ের কথা বলা শরীতঅত মত দুরুস্ত হয়। কিন্তু যদি শরীঅত মত দুরুস্ত না হয়, তবে তেমন আলাপ করাই গোনাহের কাজ।

২০। কথা বলার সময় অধিক হাত নাচাইও না।

২১। কাপড়ের আঁচল বা জামার আস্তিন দ্বারা নাক মুছিও না।

২২। জুতা, কাপড় ও বিছানা ইত্যাদি ঝাড়িয়া মুছিয়া ব্যবহার করিও। কেননা উহার মধ্যে বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকিতে পারে।

২৩। কাহারো কাপড়ের নীচে গুপ্ত স্থানে ফোঁড়া, বাঘী হইলে তুমি এত তলাইয়া জিজ্ঞাসা করিও না যে, "কোথায় ফোঁড়া হইয়াছে" ইহাতে অনর্থক তাহাকে লজ্জা দেওয়া হয়।

২৪। রাস্তার উপর বা দরওয়াজার উপর বসিও না, তোমার এবং যাতায়াতকারী সকলেরই অসুবিধা হইতে পারে।

২৫। শরীরে এবং কাপড়ে দুর্গন্ধ হইতে দিও না। কাপড় যদি অতিরিক্ত ধোয়া না থাকে, তবে নিজের পরিহিত কাপড়ই ধুইয়া লও।

২৬। কোন স্থানে লোক বসাবস্থায় ঝাড়ু দিও না।

২৭। ফলের খোসা বা বীচি অন্য লোকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিও না এবং যেখানে সেখানেও ফেলিও না; বরং নির্দিষ্ট এক স্থানে ফেলিও। উহাতে সবুজ সার পয়দা হয়।

২৮। চাকু, কেঁচি, সূচ ইত্যাদি ধারাল বস্তুর দ্বারা খেলিও না। কারণ অসাবধানতাবশতঃ কোথায়ও লাগিয়া যাইতে পারে।

২৯। তোমার বাড়ীতে কোন মেহমান আসিলে প্রথমে তাহাকে পেশাব পায়খানার স্থান জ্ঞাত করাইয়া দিও। অতঃপর মেহমান নৌকায় বা গাড়ীতে আসিলে মজুরী দিয়া নৌকা বা গাড়ীকে

বিদায় কর। কেননা ইহাই ভদ্রতার উত্তম নিদর্শন। আর যদি ঘোড়ায় চড়িয়া বা নিজ গাড়ীতে আসিয়া থাকে, তবে তাঁহার ঘোড়া অথবা গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করিও। মেহমানকে খাওয়াইতে গিয়া সামর্থ্যের বাহিরে বৃথা আড়ম্বর করিও না। কেননা, বৃথা আড়ম্বরে যথাসময়ে খানা দেওয়া যায় না। খানা যদি সাধারণও হয়, তবু যথাসময়ে খাইতে দাও। মেহমান বিদায় হইতে চাহিলে তাড়াতাড়ি নাশ্‌তার ব্যবস্থা করিয়া যথাসময়ে বিদায় দাও। মোটকথা, মেহমানের আরাম ও সুবিধার ব্যাঘাত যাহাতে না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে।

৩০। পায়খানা অথবা গোসলখানা হইতে বাহির হইবার পূর্বেই পায়জামার ফিতা আটকাইয়া বাহিরে আসিও। ফিতা ধরিয়া বা আটকাইতে আটকাইতে বাহিরে আসিও না, ইহা বড়ই অভদ্রতা ও দৃষ্টিকটু।

৩১। তোমার নিকট কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে তাহার উত্তর দিয়া পরে নিজ কাজে লিপ্ত হও, নতুবা জিজ্ঞাসাকারীর অবমাননা করা ও মনে কষ্ট দেওয়া হয়।

৩২। কথা বলিবার সময় বা কাহারো কথার উত্তর দিবার সময় পূর্ণরূপে স্পষ্টস্বরে কথা বলিবে, যেন প্রশ্নকারীর বুঝিতে কষ্ট না হয়।

৩৩। কাহারো হাতে কোন বস্তু দিতে হইলে দূর হইতে নিক্ষেপ করিয়া দিও না, বরং নিকটে পৌঁছিয়া হাতে তুলিয়া দাও। নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়, পড়িয়া গিয়া ক্ষতিও হইতে পারে।

৩৪। যদি দুই ব্যক্তি কোন কথা বলা বা লেখাপড়ার কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তুমি তাহাদের মধ্যে আসিয়া কোন একজনের সহিত কথা বলিতে বা চেঁচাইতে আরম্ভ করিও না; হাঁ, অনুমতি লইয়া প্রয়োজনীয় কথা বলায় কোন দোষ নাই।

৩৫। যে ব্যক্তির সহিত তোমার কথা বলার প্রয়োজন, সে যদি কোন কাজে বা কথায় লিপ্ত থাকে, তবে তুমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া অমনি তোমার বক্তব্য আরম্ভ করিও না; বরং সুযোগের অপেক্ষা করিয়া অনুমতি লইয়া কথা বল।

৩৬। কোন বস্তু অপর ব্যক্তির হাতে দিতে হইলে সে মজবুত করিয়া না ধরিতে ছাড়িয়া দিও না, অনেক সময়ে বেখেয়ালে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

৩৭। কাহাকেও পাংখা করিতে বা মাথায় ছাতা ধরিতে হইলে খুব সাবধানে পাংখা করিবে এবং ছাতা ধরিবে, যেন তাহার শরীরে না লাগে। পাংখা করার পূর্বে উহা ঝাড়িয়া মুছিয়া নিও। এত জোরে বাতাস করিও না যাহাতে অপরের অসুবিধা হয়।

৩৮। খানা খাইবার সময় হাড্ডি, কাঁটা এদিক-সেদিক নিক্ষেপ করিও না, দস্তরখানার উপর অথবা কোন পাত্রে একত্র করিয়া রাখিয়া বিড়াল কুকুরকে দিও; কেননা, তাহাদেরও হক আছে। তদ্রূপ তরকারীর খোসা বা বীচি যেখানে সেখানে ফেলিও না। উহা নির্দিষ্ট স্থানে ফেল যেন আবর্জনা হইতে না পারে।

৩৯। দ্রুত দৌড়াইয়া অথবা ঊর্ধ্বমুখে পথ চলিও না। ইহাতে পড়িয়া গিয়া অংগহানি হইতে পারে।

৪০। বই কেতাব বন্ধ করার সময় খুব সাবধানে বন্ধ করিও যেন প্রথম বা শেষ ভাগের পাতা মুড়িয়া না যায়।

৪১। নিজ স্বামীর নিকট বেগানা পুরুষের প্রশংসা করিও না; কেননা, কোন কোন পুরুষের মেজাজে ইহা বরদাশত হয় না।

৪২। তদ্রূপ কোন বেগানা স্ত্রীলোকের রূপ-গুণের প্রশংসা তোমার স্বামীর নিকট করিও না; হয়ত তোমার স্বামীর মন ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হইতে পারে এবং তোমার উপর হইতে মন উঠিয়া যাইতে পারে।

৪৩। যে লোকের সহিত তোমার ঘনিষ্ঠতা নাই, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহার বাড়ী-ঘর, পোশাক, অলংকার ধন-দৌলত ইত্যাদির কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

৪৪। ঘর-দরজা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মাসিক তিন দিন বা চার দিন নির্ধারিত করিয়া ঘরের ঝুল ধুলা-বালু, আবর্জনা পরিষ্কার করিও এবং বিছানাপত্র ঝাড়িয়া মুছিয়া যথাস্থানে পরিপাটি করিয়া রাখিও।

৪৫। কাহারো সম্মুখস্থ ডেস্ক অথবা টেবিলের উপর হইতে কোন পুস্তক অথবা কাগজ উঠাইয়া দেখা নিষেধ। কেননা, কাগজে হয়ত কোন গোপনীয় কিছু লিখা থাকিতে পারে। তদ্রূপ পুস্তকের মধ্যে ঐ ধরনের কাগজ ইত্যাদিও থাকিতে পারে। অতএব, বিনা অনুমতিতে কোন বই বা কাগজ স্পর্শ করিলে মালিকের মনে কষ্ট হওয়ার কারণ হইতে পারে।

৪৬। সিঁড়ির উপর দিয়া উঠানামা করিতে হইলে খুব সাবধানে এক পা এক পা করিয়া উঠানামা করিবে। মেয়েদের পক্ষে ত প্রতি কদমে এক সিঁড়ির বেশী অতিক্রম করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে; তদ্রূপ ছেলেপেলেদিগকেও সিঁড়িতে উঠানামার বিষয় খুব সতর্ক করিয়া দিও।

৪৭। যে স্থানে অন্য লোক বসা আছে তথায় কোন কাপড় ঝট্‌কান বা পুস্তক ঝাড়া দেওয়া বা ধুলা বালি ফুঁক দিয়া পরিষ্কার করা অনুচিত; কেননা, ইহাতে অপরের কষ্ট হইবে; ইহা বড়ই বদ-অভ্যাস।

৪৮। কাহারো রোগ-শোক, দুঃখ-কষ্টের সংবাদ নির্ভরযোগ্য সূত্রে না জানিয়া অপরের নিকট বলিও না। বিশেষ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট মোটেই বলা উচিত নহে। কেননা, যদি ভুল সংবাদ প্রচার করিয়া থাক, তাহা হইলে উক্ত লোকের আত্মীয়-স্বজনেরা অনর্থক পেরেশান হইবে এবং তোমাকে তিরস্কার করিবে যে, "এই অশুভ সংবাদ কোন্ বদ-বখত প্রচার করিল।"

৪৯। তদ্রূপ সামান্য অসুখের বা সাধারণ কষ্টের সংবাদ প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনকে চিঠিপত্রে জানান উচিত নহে।

৫০। কফ, থুথু, পানের পিক ইত্যাদি দেয়ালে, বেড়ায় বা কপাটের উপর ফেলিও না। তৈলাক্ত হাত বেড়ায় বা কপাটে মুছিও না বরং সাবান দ্বারা না হয় মাটি মাখিয়া ধুইয়া ফেল।

৫১। খাওয়ার মজলিসে তরকারীর প্রয়োজন হইলে মেহমানের সম্মুখ হইতে পেয়ালা বা বাটী উঠাইয়া নিও না; বরং অন্য পেয়ালায় করিয়া তরকারী আনিয়া দাও।

৫২। কেহ চৌকিতে শোয়া বা পিঁড়িতে বসা থাকিলে তাহার নিকট দিয়া যাতায়াত করার সময় চৌকিতে বা পিঁড়িতে যেন ধাক্কা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিও।

৫৩। চৌকির উপর দিয়া তাকের উপর হইতে কোন দ্রব্য নামাইতে বা উঠাইতে হইলে খুব সাবধানে উঠাইবে নামাইবে যেন শায়িত ব্যক্তির আরামের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।

৫৪। খানা-পিনার কোন দ্রব্য খোলা রাখিও না। এমনকি মেহমানের সম্মুখস্থ ঐ সকল খাদ্যও খোলা রাখিও না যাহা একটু পরে খাওয়া হইবে।

৫৫। মেহমানের উচিত যে, পেট ভরিয়া গেলে সামান্য ভাত তরকারী যেন বাঁচাইয়া রাখে, নতুবা বাড়ীওয়ালা মনে করিতে পারে যে, মেহমানের খানা কম হইয়াছে। ইহাতে মেজবান (বাড়ীওয়ালা) বড় লজ্জা অনুভব করে।

৫৬। যে সকল থালা-বাসন, হাড়ি-পাতিল একেবার শূন্য হইয়াছে, উহা আলমারি বা তাকের উপর উপুড় করিয়া রাখিও।

৫৭। হাঁটা চলার সময় পা একটু উঠাইয়া উঠাইয়া কদম ফেলিও, হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়া চলিও না; ইহাতে জুতা অতি তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায় এবং দেখিতেও দৃষ্টিকটু লাগে।

৫৮। চাদর, শাড়ী, ওড়না ইত্যাদি নেতড়াইয়া নেতড়াইয়া চলিও না।

৫৯। কেহ যদি নিমক বা অন্য কোন সামান্য বস্তু চায়, তবে তাহা হাতে করিয়া আনিও না; বরং কোন বরতনে করিয়া দাও। কেননা, হাতে হাতে দেওয়া অভদ্রতা।

৬০। মেয়েদের সম্মুখে কোন প্রকার বে-হায়ায়ী বা অশ্লীল কথা বলিও না; ইহাতে মেয়েদের হায়া-শরম লোপ পাইতে থাকে।

কতিপয় শালীনতাহীন ও ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস— যাহা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সচরাচর দৃষ্ট হয়

১। মেয়েদের একটি বদ অভ্যাস এই যে, তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার যুক্তিপূর্ণ কোন উত্তর দেয় না; বরং অযথা বাগাড়ম্বর করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বাজে কথা মিলাইয়া দেয়। শেষে আসল কথা ঠিক মত বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্নকর্তা নিশ্চিত হইতে পারে না, এইরূপ করা ঠিক নহে। মনে রাখিও, তোমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহা ভাল মত বুঝিয়া প্রয়োজন মত উত্তর দাও।

২। মেয়েলোকদিগকে যদি কোন কাজের হুকুম করে, তবে একদম চুপ করিয়া থাকে। কোন উত্তর না দেওয়ার কারণে হুকুমদাতার মনে সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, আল্লাহ্ই জানেন শুনিল কি না? শেষ পর্যন্ত মনে একটা অশান্তি থাকিয়া যায়। আর মনে ভাবে যে, হয়ত শুনিয়াছে এবং কাজটি করিবে। কিন্তু আসলে সে শুনেই নাই; উহার ভরসায় থাকিয়া আর কাজ হয় না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, "আমি শুনি নাই।" কাজের আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রতি উত্তর না দেওয়ায়, শুনে নাই মনে করিয়া হুকুমদাতা পুনরায় তাগিদ করিলে আর রক্ষা নাই, অমনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করিয়া বলে যে, "শুন্ছি, শুন্ছি! এত মাথা খাইতেছ কেন?" অথচ পূর্বেই একবার হুকুম শোনার পরই যদি উত্তর করিত যেঃ "হাঁ শুনিয়াছি, কাজ করিতে যাই।" তাহা হইলে আর আপোষে এমন মনোমালিন্য হইত না।

৩। কখনও গৃহকর্তীগণ অধীনস্থ চাকর-চাকরাণীকে কাজের আদেশ করিবার সময় বা ঘরের অন্য কাহারো সহিত কথা বলিবার সময় দূর হইতে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কথা বলিতে থাকে। উহাতে বে-পর্দা ও বে-হায়ায়ীর নগ্ন প্রকাশ ঘটে। কেননা, দূর হইতে চিল্লাইয়া বলার কারণে সব কথা ভালরূপে বুঝা যায় না, যাহার ফলে কিছু কাজ বাকী থাকিয়া যায় এবং কাজ অসমাপ্ত থাকিয়া গেলে গৃহকর্তী ক্ষিপ্ত হইয়া অধীনস্থদিগকে তিরস্কার করিতে থাকে। চাকরগণ ধমক খাইয়া উত্তর

করিয়া থাকে যে, হুকুমটা পুরাপুরি বুঝে আসে নাই বা শুনিতে পাই নাই। এইরূপে ধমক বা বাক্-বিতণ্ডায় অনেক সময় ব্যয় হয় এবং কাজের ক্ষতি হয়। তদ্রূপ চাকর বা কর্মচারীগণও বাহির হইতে কোন কথার উত্তর আনিয়া দূর হইতে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া বলিতে বলিতে দরজা পর্যন্ত আসে। ইহাতেও কিছু কথা বুঝা যায় আবার কিছু বুঝা যায় না। অতএব, আদব তমীযের কথা হইল এই যে, যাহার সহিত কথা বলার প্রয়োজন হয়, তাহার নিকট উপস্থিত হও, না হয় তাহাকে ডাকিয়া নিকটে উপস্থিত কর। অতঃপর তাহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া বল এবং নিজেও বুঝিয়া শুনিয়া রাখ।

৪। একটি আয়েব এই যে, মেয়েরা হাতে পয়সা থাকুক বা না থাকুক কোন বস্তু পছন্দ হইলেই নিষ্প্রয়োজনেও খরিদ করিয়া লয়। কর্জ করিয়া হইলেও লয়, কোন পরওয়া করে না। আর যদি কর্জ নাও করিতে হয়, তবু নিজ পয়সা অপ্রয়োজনে খরচ করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নহে; বরং অযথা অর্থ ব্যয় করা গোনাহ্‌র কাজ। সুতরাং খরচ করার পূর্বেই খুব চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, এই স্থানে খরচ করায় দ্বীনের কোন ফায়দা বা দুনিয়ার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি কোন ফায়দা মনে কর, তবে খরচ করিও। যতদূর সম্ভব কখনো কর্জ করিও না। যদি কিছু কষ্ট হয় হউক।

৫। একটি আয়েব এই যে, দেশেই হউক বা বিদেশে কোথায়ও বেড়াইতে যাইতে হইলে অযথা ঘুরাঘুরি করিয়া বিলম্ব করিয়া ফেলে। শেষে গন্তব্য স্থানে অমসয়ে এবং দুর্যোগ পোহাইয়া পৌঁছিতে হয়। কখনও অসময়ে রাস্তা-ঘাটে চলিতে জান-মালের সংশয় উপস্থিত হয়। গরমের দিনে গড়িমসি করিয়া বিলম্বে রওয়ানা হওয়ার কারণে রৌদ্রের মধ্যে ছেলেপেলে নিয়া কষ্ট পাইতে হয়। তদ্রূপ বর্ষার দিনে যথাসময়ে রওয়ানা না হওয়ায় ঝড়-বৃষ্টিতে পায়, ফলে রাস্তা-ঘাট কর্দমাক্ত হইয়া গাড়ী-ঘোড়ায় চলার অসুবিধা হইয়া পড়ে। মোটকথা, বিলম্বে রওয়ানা হওয়ায় বহুমুখী বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। অতএব, যেখানেই যাইতে হয় সময় থাকিতে রওয়ানা হইলে সকল দিক দিয়াই মঙ্গলজনক হইয়া থাকে।

যদি নিজ এলাকায় বা শহরেই কোন মহল্লায় যানে আরোহণ করিয়া যাইতে হয়, তবু অযথা ঘুরাঘুরি করিয়া সময় নষ্ট করিবে না। কারণ উহাতে বেহারাদের বা গাড়ীওয়ালাদের অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইতে হয়। অবশেষে ভাড়া নিয়া বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। ওদিকে দেড়িতে রওয়ানা হওয়ায় বিলম্বে ফিরিতে হয়। নিজ কাজে ও খাওয়াদাওয়ার এন্তেজামে বিলম্ব হয়। কখনও বা তাড়াহুড়ার কারণে খানা নষ্ট হইয়া যায়। গৃহস্বামী খানার তাগিদে থাকেন, শিশুরা খানার জন্য কাঁদিতে থাকে, ইত্যাদি অসংখ্য ঝামেলার সৃষ্টি হয়। তাই যদি বিলম্ব না করিয়া যথা সময়ে রওয়ানা হয়, তবে আর উল্লিখিত অসুবিধাসমূহের সৃষ্টি হয় না।

৬। একটি আয়েব এই যে, সফরে বা প্রবাসে যাইবার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানপত্র লইয়া বিরাট বোঝার সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহা বহন করিতে সঙ্গী পুরুষদের নানারূপ কষ্ট হইয়া থাকে। বসিতে স্থান হয় না, সওয়ারীর কষ্ট হয়, রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তা করিতে হয়, কখনও সঙ্গী পুরুষদেরই পিঠে বহন করিয়া নিতে হয়, অথবা কুলীর অতিরিক্ত মজুরি দিতে হয়। শেষ কথা, সকল বিপদ পুরুষদের মাথায় পড়ে, আর মেয়েরা দিব্যি আরামে ভিতরে বসে থাকে। অতএব, সফরের সময় আসবাব-পত্র খুব সংক্ষিপ্ত লইবে। বিশেষতঃ রেলে ভ্রমণের সময় অধিক সামান হইলে বেশী কষ্ট পাওয়ার কথা।

৭। একটি আয়েব এই যে, নৌকায় অথবা গাড়ীতে সওয়ার হওয়ার সময় বে-গানা পুরুষদিগকে একদিকে সরিয়া যাইতে বলে, না হয় চোখ ঢাকিয়া থাকিতে বলে। এদিকে ইহারা নৌকায় বা গাড়ীতে সওয়ার হইয়া পর্দা করিয়া পুনঃ আর বলেন না যে, "এখন আমাদের পর্দা হইয়াছে।" অতএব, আর চোখ ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। কোন কথা না বলার কারণে বেচারা বে-গানা পুরুষরা দূরে সরিয়া বা চোখ ঢাকিয়া অপেক্ষা করিয়া কষ্ট পাইতে থাকে। আবার অনেক্ষণ দেরী দেখিয়া, কখন পর্দা হইয়াছে মনে করিয়া নিকটে আসিয়া পড়ে বা চোখ খুলিয়া বসে অথচ এখন পর্যন্ত পর্দা করা হয় নাই বা একটু দেরী আছে। অতএব, পুনরায় কথা না বলার কারণে বে-পর্দা হইয়া সকলকে গোনাহ্গার হইতে হয়। বে-গানা পুরুষদের যদি জানা থাকে যে, মহিলারা পর্দা করিয়া আওয়াজ দিবে, তবে তো আর তাহারা অনুমতি ছাড়া সম্মুখে আসিত না বা পর্দার ব্যাঘাত হইত না বরং অপেক্ষা করিত। প্রথমবারে পর্দার হুকুম করিয়া পুরুষদের হুঁশিয়ার করাইয়া নিজেরা পর্দা করিয়া ২য় বার কথা না বলার দরুন উল্লিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়।

৮। একটি আয়েব এই যে, যাহার বাড়ী বেড়াইতে যায়, সওয়ারী বা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া নিঃশব্দে সোজাসুজি তার ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। কখনও এমন হয় যে, সেই বাড়ীর পুরুষ লোক ঘরের মধ্যে অবস্থিত থাকে আর মেয়েরা তার সামনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বে-পর্দা হইয়া যায়, ইহা বড়ই অন্যায় কথা। তোমার উচিত গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া তুমি যার ঘরে যাইবে প্রথমতঃ সেখানে খবর পৌঁছাইবে। অতঃপর অনুমতি পাইয়া গাড়ী বা সওয়ারী হইতে নামিয়া ঘরে যাইবে।

৯। একটি আয়েব এই যে, গাড়ীতে বা নৌকায় সওয়ার হইবার নিমিত্ত বিলম্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক আগেই রাস্তায় পর্দা করাইয়া দেয়; যদ্দরুন অপরাপর লোকগণের যাতায়াতে কষ্ট হইতে থাকে। আর এদিকে মেয়েরা রওয়ানা হইবার জন্য ঘোরাফেরায় থাকে।

১০। একটি আয়েব এই যে, আপোষে দুইজন মেয়েলোক কথা বলার সময় একজনের কথা বলা শেষ না হইতেই অপরজন কথা বলিতে আরম্ভ করে, আবার কোন সময়ে দুইজন একত্রেই বলিতে আরম্ভ করে। শেষে কেহ কাহারও কোন কথা বুঝে না। অতএব, এইরূপ কথা বলায় কোন ফায়দা নাই। কাজেই একজনের কথা শেষ হইলে তারপর তুমি বলিও।

১১। একটি আয়েব এই যে, অসাবধানে টাকা-পয়সা বা গহনাদি বালিশের নীচে অথবা তাকের উপর খোলা অবস্থায় ফেলিয়া রাখে। তালা-চাবি থাকা সত্ত্বেও অলসতার কারণে হেফাযত করিয়া রাখে না; অবশেষে কোন বস্তু হারাইয়া গেলে ঘরের নিরপরাধ লোকদের নামেও দোষারোপ করিতে থাকে।

১২। একটি আয়েব এই যে, কোন বস্তু হারাইয়া গেলে তাহ্কীক করিয়া না দেখিয়াই কাহারও উপর দোষারোপ করিয়া বসে। যেমন কেহত কোন এক সময়ে চুরি করিয়াছিল। তাহার নামেই সোজাসুজি বলিয়া ফেলে যে, তাহারই কাজ, সেই নিয়াছে। অথচ সমস্ত অন্যায়ই যে একজনে করিয়া থাকে, ইহা কোন স্বতঃসিদ্ধ নহে। এইরূপ অন্যান্য নোকছানের বেলায়ও সাধারণ সন্দেহের কারণে কাহারো নামে সাজাইয়া গড়াইয়া এমন ঘটনা তৈরি করিয়া দেয় যে, তাহার উপর পূর্ণ বিশ্বাস হইয়া যায়।

১৩। একটি আয়েব এই যে, এদের কাহাকেও কোন কাজের হুকুম দিলে কাজ করিতে যাইয়া উহার সহিত আরও দুই একটা কাজ জড়াইয়া সব একত্র করা আরম্ভ করিয়া দেয়। অবশেষে কাজ সমাধা করিয়া অতি বিলম্বে উপস্থিত হয়। ইহাতে হুকুমদাতার মনে অশান্তি ও অস্থিরতা আসে।

কেননা, সে মাত্র একটি কাজের জন্য পাঠাইয়াছে। বিলম্বে তাহার অস্থিরতা আসা স্বাভাবিক। এইদিকে এই বুদ্ধিমতী বিলম্বে উপস্থিত হইয়া বলে যেঃ "নাও, দুইটা কাজ সমাধা করিয়া আসিয়াছি।" এইরূপ কখনও করিও না। প্রথমে যে কাজের আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা সমাধা করিয়া পরে অবসর মত নিজ কাজে লিপ্ত হইও।

১৪। একটি আয়েব এই যে, অলসতার কারণে যখনকার কাজ তখন করে না; বরং অন্য সময়ের জন্য ফেলিয়া রাখে। ইহাতে অনেক ক্ষেত্রে কাজ পড়িয়া থাকে এবং নোকছান হইয়া থাকে।

১৫। একটি আয়েব এই যে, কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শিতা নাই। প্রয়োজন ও সুযোগের দিকে লক্ষ্য করে না যে, জলদির সময়ে সংক্ষিপ্তভাবে ঝট্‌পট্ কাজ সমাধা করে নিবে; বরং সব সময়ই একটানা মন্থরগতি ও টালবাহানা করিয়া থাকে। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে সুযোগ নষ্ট হইবার কারণে আসল কাজ পণ্ড হইয়া যায়।

১৬। একটি আয়েব এই যে, পান-তামাকের খরচ এত বাড়াইয়া লয় যে, গরীব লোকদের পক্ষে উহা বহন করাই দুষ্কর। কোন কোন ধনী-বিলাসী লোকের বাড়ীর পান তামাকের খরচায় চার পাঁচটা গরীব পরিবারের সমস্ত খরচ বহন হইতে পারে। অতএব, পান-তামাকের বেহুদা খরচ কমান উচিত। পান তামাকের অপকারিতা এই যে, থাকিলে পরে নিষ্প্রয়োজনেও খাওয়া আরম্ভ করে। অবশেষে অভ্যাসে পরিণত হইয়া গেলে আর ছাড়িতে পারে না, ফলে অতিরিক্ত ব্যয়ের চাপ বহন করিতে হয়। এইজন্য উহা পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

১৭। একটি আয়েব এই যে, দুই ব্যক্তি কোন বিষয় আলাপ করিতে থাকিলে ইহারা অযাচিতভাবে অনর্থক সেই কথায় অংশ গ্রহণ করে এবং পরামর্শ দিতে থাকে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার নিকট কেহ কোন পরামর্শ না চায় ততক্ষণ একেবারে বোবা ও বধির হইয়া থাক।

১৮। একটি আয়েব এই যে, ইহারা কোন মেয়ে মহল হইতে আসিয়া তথাকার সকল মেয়েলোকদের অলংকার, গঠন, রূপ, পোশাক ইত্যাদির কথা নিজ নিজ স্বামীর নিকট বর্ণনা করিতে থাকে। আচ্ছা যদি উহা শ্রবণে তাহাদের কাহারও উপর তোমার স্বামীর মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, তবে তোমার মস্তবড় ক্ষতি হইবে না কি? অতএব, অপর মেয়েলোকের রূপের প্রশংসা নিজ স্বামীর নিকট করিও না।

১৯। একটি দোষ এই যে, কাহারও সহিত কথা বলার প্রয়োজন হইলে সে যদি কোন কথায় বা কাজে লিপ্ত থাকে, তবে তার কাজে বা কথায় বাধা দিয়া (সে কাজ যতই প্রয়োজনীয় হউক না কেন) নিজের কথা বলিবেই; তাহার কাজ বা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিবে না বা অনুমতিও চাহিবে না। এইরূপ অধৈর্য অভদ্রজনোচিত। কাজেই একটু অপেক্ষা করিয়া তোমার কথা যেন সে শুনে, সেদিকে আকৃষ্ট করাইবার চেষ্টা কর। যখন সে তোমাকে সুযোগ দিবে, তখন কথা বলিও।

২০। একটি আয়েব এই যে, ইহাদের সহিত কথা বলিলে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে সব কথা শুনে না। কথা শুনার মধ্যে মাঝে মাঝে অন্য কাজও করে এবং অপরের কথারও উত্তর দিতে থাকে। ইহাতে যে ব্যক্তি কথা বলিতে আসিয়াছে, তাহার মনে কষ্ট হয় বলিয়া বার বার তাকিদ করে, "শুন্‌ছেন ত বুঝছেন ত!" প্রতি উত্তরে বলে যে, হাঁ, বলতে থাকেন, শুন্‌ছি। অথচ

মনোযোগ না থাকায় বক্তার কথা বলায় তৃপ্তি হয় না এবং কাজ হওয়ারও আশা করতে পারে না। কেননা, যখন সে কথাগুলি মনোযোগ দিয়া শুনে নাই তখন কাজ করিয়া দেওয়ার কি আশা?

২১। একটি আয়েব এই যে, কোন কথা বা সংবাদ বলিতে গিয়া আধুরা বা অসম্পূর্ণ বলিয়া থাকে। যদ্দরুন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং আসল কাজ ব্যাহত হইয়া যায়। সুতরাং কথা বলিবার সময় সম্পূর্ণ বুঝাইয়া বলিবে, যেন, কোন সন্দেহ না থাকে।

২২। একটি দোষ এই যে, নিজ ভুলত্রুটি কখনও স্বীকার করিতে রাযী হয় না বরং যথাসম্ভব কথা সাজাইয়া গড়াইয়া দোষ চাপা দিতে চেষ্টা করে। চাই তাহার বানান কথার মধ্যে কোন যুক্তির বালাই থাকুক বা না থাকুক।

২৩। একটি আয়েব এই যে, যদি কেহ কোন বস্তু ইহাদিগকে দেয় বা ভাগে পায় আর সেই বস্তু যদি ক্ষুদ্র বা সামান্য হয়, তবে উহার প্রতি নাক ছিট্‌কাইয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া বলে যে, "এই সামান্য বস্তু না পাঠাইলেই হইত। কে দিতে বলিল, দিতে লজ্জাবোধ হইল না?" ইত্যাদি বলিয়া উহার অবমাননা করিয়া থাকে। ইহা বড়ই অন্যায় ও অভদ্রতা। কেননা, তাহার যেরূপ হিম্মত ও সামর্থ্য ছিল, সেইরূপ দিয়াছে। তোমার ত কোন ক্ষতি করে নাই, দিতে দিতেই হাত বড় হইবে। অতএব, কাহারো দেওয়া কোন বস্তুকে তুচ্ছ মনে করিও না। যাহারা অপরের দেওয়া ক্ষুদ্র বস্তুর কদর করিতে জানে না তাহারা নিজ স্বামীর দেওয়া বস্তুর প্রতিও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে এবং অসংখ্য দোষত্রুটি বাহির করিয়া ক্রোধে বা রাগে ফুঁপাইয়া নাক ছিট্‌কাইয়া থাকে। এই প্রকৃতির স্ত্রীলোকেরা বড়ই হতভাগা। ইহাদের কাপালে দুঃখের আর সীমা থাকে না।

২৪। একটি আয়েব এই যে, কোন কাজের হুকুম দিলে অনর্থক সেই কাজ লইয়া বাক-বিতণ্ডা করিয়া তারপর কাজ করিবে। আচ্ছা, কাজ যখন করিতে হইবেই তখন আর গড়িমসি করিয়া লাভ কি? ইহাতে হুকুম দাতার মনে আঘাত দেওয়া হয়।

২৫। একটি আয়েব এই যে, কাপড় পরিধানে রাখিয়াই আনেক সময় সেলাই করিয়া লয়। ইহাতে কখনও অসাবধানতাবশতঃ সূঁচ শরীরে বিঁধিয়া যায় এবং অনর্থক কষ্ট করিতে হয়।

২৬। একটি আয়েব এই যে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার সময় বা আসিবার সময় অবশ্য একটু কাঁদিবেই। যদি কাঁদা না আসে তবুও কাঁদা কাঁদা ভাব দেখাইবে। এইরূপ করার কারণ এই যে, যদি মায়া কান্না না কাঁদা হয়, তবে হয়ত লোকে বলিবে যে, "পাষাণ-দিল মেয়ে, এর মনে কোন মমতা নাই।" এই কথার খোঁটা হইতে বাঁচিবার জন্য একটু কৃত্রিম কান্না হইলেও কাঁদা চাই।

২৭। একটি আয়েব এই যে, ছোট ছেলে-পেলেদিগকে সর্দি হইতে বা গর্মি হইতে বাঁচাইয়া রাখার ব্যবস্থা করে না। শেষে রুগ্ন হইয়া পড়িলে তাবীজ-তুমার ঝাড় ফুঁক ইত্যাদি করিতে করিতে পেরেশান থাকে, তবু ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক এবং ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে না।

২৮। একটি আয়েব এই যে, ছেলে-পেলেদিগকে ক্ষুধা না থাকিলেও খাওয়ায়। তদ্রূপ মেহমানকেও অনর্থক অনুরোধ করিয়া ক্ষুধাবিহীন অবস্থায় খানা-খাওয়াইয়া থাকে। অবশেষে অ-ক্ষুধায় খানা খাইয়া তাহারা অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

শৃঙ্খলা ও অভিজ্ঞতার কতিপয় আবশ্যকীয় উপদেশ

১। দুই পুত্রের বা দুই কন্যার বিবাহ যতদূর সম্ভব একই সময়ে সম্পন্ন করা উচিত নহে। কারণ দুই বৌ বা দুই জামাতা বংশ মর্যাদায়, রূপে-গুণে, আদব-তমিযে শিক্ষা-দীক্ষায়, হায়া-শরমে

কিছুতেই সমান হয় না। কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকে। এই কারণে সাধারণতঃ লোকের সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। কাহাকেও তারিফ করিয়া আসমানে উঠায় আবার কাহাকেও মন্দ বলিতে বলিতে পাতালে নামায়। ইহা বড় মছিবত।

২। বাড়ী-ঘর খালি রাখিয়া কোথায়ও যাইতে হইলে এমন লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যাও, যে লোক তোমার নিকট বড় আমানতদার। সকলের উপর সমানভাবে নির্ভর করিও না। শহরে বা গ্রামে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বহু প্রতারক। কেহ হয়ত হাজী সাহেব বা দরবেশ সাহেব অথবা ফকীর সাজিয়া আসে—রাশিগণনা করে, তাবিয দেয়। ঝাড়-ফুঁকের কাজ করে। এইরূপ লোককেও কোন মতেই ঘরে ঢুকিতে দেওয়া উচিত নহে। আসিলে পর বাহিরে রাখিয়াই বিদায় দেওয়া উচিত। কেননা, এইরূপ ভণ্ড ও প্রতারকের হাতে পড়িয়া বহু লোকের ঘর-বাড়ী উজাড় হইয়া যায়।

৩। হাত বাক্সে অথবা পানের বাটায় টাকা-পয়সা, গহনাপত্র যদি রাখিয়া থাক, তবে উহা খোলা রাখিয়া উঠিয়া যাইও না। হয় উহা তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাও, নতুবা সঙ্গে লইয়া যাও।

৪। যতদূর সম্ভব কখনও বাকী সওদা আনাইও না, একান্ত ঠেকাবশতঃ যদি আনাইতে হয়, তবে দর ভাও জিজ্ঞাসা করিয়া তারিখ লিখিয়া রাখ এবং পয়সা হাতে আসিতেই তৎক্ষণাৎ দাম পরিশোধ করিয়া দাও।

৫। মুদীর দোকানের সওদার হিসাব, চাউলের বা আটা-ভাঙ্গানী খরচ, ধোপার মজুরী ইত্যাদির হিসাব সর্বদা লিখিয়া রাখিও, মৌখিক হিসাবের ভরসা করিও না।

৬। যতদূর সম্ভব সংসার খরচে মিতব্যয়ী হইয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করিও এবং তোমাকে যে পরিমাণ খরচের টাকা দেওয়া হয়, উহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিও।

৭। বাহির হইতে যে সকল মেয়েলোক তোমার ঘরে আসে, তাহাদের সম্মুখে এমন কথা প্রকাশ করিও না, যে কথা তোমার বাহিরে প্রচার হইতে দেওয়ার ইচ্ছা নাই। কেননা এই সব ভবঘুরে মেয়েলোকের অভ্যাসই হইতেছে এক বাড়ীর কথা দশ বাড়ীর লোকের নিকট প্রচার করা।

৮। আটা অথবা চাউল অনুমান করিয়া পাক করিতে দিও না; বরং নিজ সংসারের খরচ বুঝিয়া দুনো বেলার সব বস্তু মাপিয়া পরিমাণমত খরচ করিও। ইহাতে যদি তোমাকে কেহ খোঁটা দেয় বা ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে, তবে, তাহার কোন পরওয়া করিও না।

৯। যে সব ছোট মেয়েরা বাড়ীর বাহিরে যাতায়াত করে তাহাদিগকে কখনো অলংকার পরাইও না। কেননা, ইহাতে জান এবং মাল উভয়ের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১০। যদি তোমার কোন অপরিচিত লোক তোমার ঘরের দরজায় আসিয়া তোমার স্বামীর অথবা পিতা বা ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনা করে; কিংবা বন্ধুত্বের বা আত্মীয়তার পরিচয় দিয়া ঘরে ঢুকিতে চায়, তবে তুমি কোন জানাশুনা পুরুষ দ্বারা সনাক্ত না করা পর্যন্ত ঘরে ঢুকিতে দিও না; পর্দার ভিতরে আসিতে দিও না। তাহার নিকট কোন মূল্যবান বস্তু পাঠাইও না। বেশী মহব্বত দেখাইতে যাইও না বরং বে-গানা পুরুষানুচিত যত্ন করিও। এই প্রকারের লোকের দেওয়া কোন দ্রব্য গ্রহণ করিও না।

১১। তদ্রূপ যদি কোন অপরিচিত স্ত্রীলোক পাল্কীতে বা সওয়ারীতে আসিয়া তোমার কোন আত্মীয় বাড়ী হইতে আসিয়া তোমাকে নেওয়ার কথা বলে বা এই ধরনের পরিচয় দেয়, তবে

তাহার সহিত কখনো ঘরের বাহির হইও না। অপরিচিত লোক স্ত্রী হউক বা পুরুষ হউক তাহার কথায় কোন কাজ কখনও করিও না।

১২। বাড়ীর মধ্যে বা আঙ্গিনায় এমন গাছ লাগাইতে নাই যাহার ফলে ব্যথা পাওয়ার আশঙ্কা আছে, যেমন কত বেলের গাছ।

১৩। শীতকালে শীতের সময়ে কিছু বেশী কাপড় পরিধান করিও। মেয়েরা সাধারণতঃ অতিরিক্ত কাপড় পরিতে চায় না, ফলে সর্দি লাগিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। অতঃপর কষ্টের আর সীমা থাকে না।

১৪। ছেলেপেলেদিগকে বাপ-দাদার নাম এবং বাড়ীর ঠিকানা মুখস্থ করাইয়া দিও। খোদা না করুন যদি কোন সময় হারাইয়া যায়, তবে বাড়ীর ঠিকানা ও বাপদাদার নাম বলিতে পারিলে যে কেহ তোমার নিকট পৌঁছাইয়া দিবে। আর যদি দেশের ও বাপ-দাদার নাম না শিখাও, তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোনই উত্তর দিতে পারিবে না। বাবার নাম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে কেবল "আব্বা" বলিবে। ইহাছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিবে না। কে আব্বা, কে আম্মা কিছুই বুঝা যাইবে না।

১৫। কোলের শিশুকে একা ঘরে রাখিয়া কোথাও যাইও না। কোন এক স্ত্রীলোক তার দুধের শিশুকে একাকী ঘরে রাখিয়া কোথাও কাজে গিয়াছিল। এদিকে বিড়াল শিশুটিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। ইহতে দুইটি শিক্ষা পাওয়া গেলঃ প্রথমতঃ, দুধের শিশুকে একাকী রাখিয়া কোথায়ও যাইতে নাই। দ্বিতীয়তঃ, কুকুর-বিড়ালের বিশ্বাস করিতে নাই। কোন কোন বে-ওকুফ মেয়েলোক ছেলে-পেলের বিছানায় বিড়াল দেখিয়া তাড়ায় না বরং শুইতে দেয়। আচ্ছা যদি রাত্রে শিশুর হাত-পা বিড়ালের শরীরে পড়ে আর অমনি বিড়াল কামড় আঁচড় লাগাইয়া দেয়, তবে কি করিবে? এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

১৬। ঔষধ-পত্র সর্বদা ডাক্তার বা উপযুক্ত হেকীম দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া ব্যবহার করিও। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আনাড়ী ঔষধ বিক্রেতারা একটায় আর একটা উল্টা-পাল্টা ঔষধ দিয়া বসে। আবার কখনও ঔষধের সাথে এমন তিজস্ক্রিয় পদার্থও মিশ্রিত থাকে যাহার ক্রিয়া ক্ষতিকর হইয়া পড়ে। সে সমস্ত ব্যবহার্য ঔষধ শিশিতে, কৌটায় বা পুরিন্দায় কিছু অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকিয়া যায় উহার উপর লেবেল আঁটিয়া নাম লিখিয়া রাখ, কেননা অনেক সময় না জানার কারণে অতি মূল্যবান ঔষধও ফেলিয়া দেওয়া হয়। আবার কোন সময়ে না জানার দরুন বিপরীত ঔষধ খাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনা হয় এবং অযথা ঔষধের অপচয় হইয়া থাকে।

১৭। যাঁহারা অতি ঘনিষ্ঠ, শ্রদ্ধার পাত্র, অতি সম্ভ্রান্ত, তাঁহাদের নিকট হইতে ধার-কর্জও লইও না এবং তাহাদিগকে বেশী কর্জও দিও না, হাঁ ঠেকা হইলে এই পরিমাণ দাও যে, যদি পরিশোধ করিতে না পারে তাহা হইলে যেন তোমার উপর কোন কঠিন চাপ না পড়ে।

১৮। যে কোন নূতন কাজ বা বড় কাজ করিতে ইচ্ছা কর, সর্বপ্রথম তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, দ্বীনদার, পরহেযগার, জ্ঞানী মুরব্বীর নিকট হইতে পরামর্শ নিয়া নাও।

১৯। নিজ টাকা-পয়সা বিষয়-সম্পদের বিষয় সকলের নিকট আলাপ করিও না; বরং লুকাইয়া ছাপাইয়া রাখার ব্যবস্থা কর।

২০। যাহার নিকট পত্র লিখিবে প্রত্যেক পত্রের উপরেই তোমার ঠিকানা লিখিও। এই ভরসায় ঠিকানা লিখা বন্ধ করিও না যে, প্রথম পত্রে ত ঠিকানা দেওয়া আছেই, তবে আর দরকার কি?

এরূপ করিও না, কেননা, তোমার প্রথম বারের ঠিকানা লিখা পত্র কোথায় পড়িয়া আছে তাহার খোঁজ হয়ত নাও থাকিতে পারে। সে পত্র যে প্রাপকের নিকট থাকিবেই এমন কথা হইতে পারে না। হইতে পারে পত্রের প্রাপক নিরক্ষর বা তোমার ঠিকানা তার মুখস্থ নাই। অতএব, পত্রের উপর যাহার দ্বারা লিখাইবে তাহার নিকট উহার ঠিকানা বলিতে পারিবে না তাই পত্রের উত্তর পাওয়ার আশা করা যায় না।

২১। যদি রেলে কোথায়ও সফর করিতে হয়, তবে তোমার টিকেট খুব যত্নে নিজের কাছে রাখিও অথবা সঙ্গী পুরুষলোকের নিকট দিয়া দাও। গাড়ীতে বে-খেয়ালে বেশী ঘুমাইও না। অন্য মেয়েলোক যাত্রীদের নিকট নিজের মনের কথা বলিও না। রাস্তায় অপরিচিত লোকের দেওয়া পান-পাতা, মিঠাই, খানা বা ঔষধ কিংবা আতর ইত্যাদি কিছুই গ্রহণ করিও না। অলংকার পরিধান করিয়া রেলে ভ্রমণ করিও না; বরং উহা খুলিয়া ব্যাগের মধ্যে বা বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দাও। গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিবে তখন যাহা ইচ্ছা পরিধান কর।

২২। সফর করার সময় নিজ হাতে কিছু খরচের পয়সা অবশ্যই রাখিবে।

২৩। পাগলকে কখনও উত্তেজিত করিও না বা পাগলের সহিত কোন আলাপ করিও না। তাহার যখন হুঁশ-জ্ঞান নাই, এমতাবস্থায় সে কি কথায় কি বলিয়া ফেলে বা কি কাণ্ড করিয়া বসে তাহা বলা যায় না। শেষে তুমি লজ্জিত ও দুঃখিত হইবে।

২৪। অন্ধকারে খালি পায়ে চলিও না এবং অন্ধকারে কোথায়ও হাত ঢুকাইও না। হাঁ, প্রয়োজনবোধে বাতি জ্বালাইয়া দেখিয়া শুনিয়া তারপর হাত দিতে পার।

২৫। নিজ গুপ্ত রহস্য সকলের নিকট বলিও না। অনেকে আনাড়ী বা খেলো লোকদের নিকট নিজ রহস্য বলিয়া ফেলিয়া শেষে অনুরোধ করে যে, "দেখুন, এই কথা কাহারো নিকট বলিবেন না", কিন্তু মনে রাখিও, এই লোকই তোমার নিষেধ করার পরও বেশী করিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইবে।

২৬। প্রত্যেক কাজেরই শেষফল ভাবিয়া চিন্তিয়া তারপর কাজ করিও।

২৭। কাঁচের গ্লাস, বর্তন, বাসন ও অন্যান্য কাঁচের দ্রব্য নিষ্প্রয়োজনে বেশী খরিদ করিও না। ইহাতে অযথা অর্থের অপচয় হইয়া থাকে।

২৮। রেলে সফরের সময় যদি মেয়েলোকদের সঙ্গী পুরুষ অন্য কামরায় থাকে, তবে মেয়েলোক যাত্রীগণের গন্তব্য স্থানের ষ্টেশনের নাম শুনিয়াই বা ষ্টেশনের নাম তকতায় খোদাই দেখিয়াই নামিয়া পড়া উচিত নহে। কারণ কোন শহরে একনামে একাধিক ষ্টেশনও থাকে। অতএব, তুমি হয়ত হঠাৎ নামিয়া পড়িলে, অথচ প্রকৃত গন্তব্য স্থল এটা নহে, ওদিকে তুমি এখানে নামিয়া রহিলে, আর তোমার সঙ্গী পুরুষগণ যথাস্থানে নামিয়া তোমাকে খোঁজ করিয়া পাইল না। এইজন্য তোমার উচিত ষ্টেশনে পৌঁছিলে পর সঙ্গী পুরুষরা যখন আসিয়া নামিবার আদেশ দিবে, তখনই গাড়ী হইতে অবতরণ করা। এমনও হইতে পারে যে, পুরুষ লোক ঘুমে ঝিমাইতেছে বলিয়া নামতে সময়ই পাইল না, আর তুমি নামিয়া তাহাকে পাইলে না। শেষে সকলের বিপদের আর সীমা থাকিবে না।

২৯। শিক্ষিতা মেয়েলোকদের বিদেশ ভ্রমণের সময় একখানা মাসআলার কেতাব, কিছু কাগজ, একটা কলম অথবা পেন্সিল, কিছু পোষ্টকার্ড, ইনভেলফ এবং ওযূ করিবার বদনা অবশ্যই সঙ্গে রাখিতে হইবে।

৩০। বিদেশ সফরের যাত্রীদের নিকট কোন বস্তুর ফরমায়েশ দিও না যে, অমুক বস্তুটি অমুক স্থান হইতে আমার জন্য আনিবেন বা পাঠাইয়া দিবেন। তদ্রূপ বিদেশের যাত্রীদের মারফত কোন বস্তু কাহারো নিকট পাঠাইবে না, বা হাতে হাতে পত্রও পাঠাইবে না।

ইহাতে এই সামান্য কাজও কোন সময়ও অতি কঠিন হইয়া পড়ে এবং যার কাছে পাঠাইয়াছ তাহাকে উহা পৌঁছাইতে তক্‌লিফ হওয়ার কারণে বাহকের মনে কষ্ট পায়। কখনও চিঠি-পত্র লোক মারফত পাঠাইয়া প্রেরক নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু ভুলবশতঃ অনেক সময়ে উহা আর পৌঁছান হয় না, ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। অতএব, পাঁচ পয়সার একটা পোষ্ট কার্ডে পত্র লিখিয়া দিলে যেখানে নিশ্চিন্ত মনে থাকা যায়, সেখানে অযথা এত ঝামেলার কি প্রয়োজন আছে? কোন বস্তু বিদেশ হইতে আনাইতে হইলে পার্শেলযোগেও আনান যাইতে পারে। আবার কোন বস্তু বিদেশে পাঠাইতে হইলে পার্শেলযোগে পাঠান যায়। সেই বস্তু যদি তোমার দেশে পাওয়া যায় এবং একটু মূল্য বেশী হয়, আর যাহার নিকট ফরমায়েশ দিয়াছ সেখানে যদি কিছু কম দামে পাওয়া যায়, তবে সামান্য পয়সা বাঁচাইতে গিয়া অন্যকে কষ্ট দেওয়া বড় অন্যায় কথা। অনেক সময় সামান্য বস্তুর জন্য অযথা পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। আর যদি কোন বস্তু একান্ত ঠেকাবশতঃ বিদেশ হইতে আনাইতেই হয়, তবে উহার মূল্যটা অগ্রিম দিয়া দাও এবং যদি রেলে যাতায়াত করিতে হয়, তবে কিছু পয়সা বেশী দিয়া দাও। হয়ত তোমার বস্তু তাহার বস্তুর সহিত মিলাইলে ভাড়া চার্জ হইতে পারে।

৩১। রেল গাড়ীতে অথবা সাধারণভাবে নৌকায় বা জাহাজে ভ্রমণের সময় কোন অপরিচিত ব্যক্তির কোন খাদ্য-দ্রব্য কস্মিনকালেও খাইও না। কারণ দুর্বৃত্তরা অনেক ক্ষেত্রে নেশার বস্তু বা বিষাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়া শেষে সমস্ত মাল-মাত্তা লইয়া উধাও হয়।

৩২। গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠার সময় লক্ষ্য রাখিও, তুমি যেই শ্রেণীর টিকেট লইয়াছ, ঠিক সেই শ্রেণীর কোঠায়ই উঠিলে কিনা? তাড়াতাড়ির সময়ে উপরের শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিয়া বসিও না। গাড়ীর উপর শ্রেণীর চিহ্ন দেওয়া থাকে। আবার টিকেটের উপরও সকল শ্রেণীর বিভিন্ন চিহ্ন দেওয়া থাকে, তাহাতে বুঝা যায় যে, কোন্ দরজার টিকেট এবং কোন গাড়ীতে উঠিতে হইবে। গাড়ীর বাহিরে ও ভিতরে তৃতীয় শ্রেণীর 'III' চিহ্ন দেওয়া থাকে। ইন্টার ক্লাসে 'INT' চিহ্ন দেওয়া থাকে। সেকেণ্ড ক্লাসে 'II' দেওয়া থাকে। আর ফার্ষ্ট ক্লাসে 'I' এই চিহ্ন দেওয়া থাকে।

৩৩। কাপড় জামা বা অন্য কোন কিছু সেলাই করার সময় সূচ আটকাইয়া গেলে উহা দাঁতের সাহায্যে কামড়াইয়া ধরিয়া ছুটাইতে চেষ্টা করিও না। কেননা ভাংগিয়া গিয়া বা পিছলাইয়া জিহ্বায় বা তালুতে বিঁধিতে পারে।

৩৪। নখ কাটার জন্য একটা নড়ইন বা চাকু সঙ্গে রাখিও।

৩৫। নির্ভরযোগ্যভাবে না জানিয়া কাহারো কোন তৈরী ঔষধ ব্যবহার করিও না। বিশেষ করিয়া চোখের ঔষধ না জানিয়া মোটেই ব্যবহার করা উচিত হইবে না। হাঁ, যদি যোগ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়া থাকে বা রেজেষ্টারী করানোর মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে, তবে ব্যবহারে কোন ক্ষতির আশংকা নাই।

৩৬। যে কাজ হওয়া সম্বন্ধে তোমার পূর্ণ ভরসা নাই, সেই কাজে অপরকে ভরসা দিও না। অনর্থক কষ্ট পাইবে।

৩৭। কাহারো কাজের সুযোগ-সুবিধার উপর বাধা দিও না বা পরামর্শ দিতে যাইও না। হাঁ, সে লোকের উপর যদি তোমার অধিকার থাকে বা তার কাজে দখল দিতে পার।

৩৮। কাহাকেও বেড়াইতে বা খানা খাইতে দেরী করার জন্য অতিরিক্ত সাধাসাধী করিও না, কেননা অতিরিক্ত সাধাটা কোন সময় বিরক্তিকর হইয়া পড়ে। এইরূপ মহব্বত প্রকাশে কি লাভ? যাহার শেষফল ঘৃণা ও অভিযোগের সৃষ্টি করে।

৩৯। এত ভারী বোঝা বহন করিও না, যাহাতে কোন প্রকার দৈহিক গঠনের বিকল ঘটিতে পারে। বিশেষ করিয়া ছোট মেয়েদের এবং স্ত্রীলোকদের বোঝা বহনের বেলায় খুব সতর্ক হইতে হইবে। কেননা তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টিগতই খুব নাজুক বা দুর্বল হইয়া থাকে। আমি এইরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি যাহারা বাল্যকালে এবং অসাবধানে অতিরিক্ত যোঝা বহন করিয়াছে, তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া সারা জীবন কষ্টে কাটাইতেছে।

৪০। বড় বা ছোট সূচ বা অন্য কোন চোখা ধারাল বস্তু ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া যাইও না, হয়ত অন্য লোক আসিয়া উহার উপর বসিলে বিঁধিয়া যাইতে পারে।

৪১। অন্য লোকের শরীরের উপর দিয়া কোন ভারী বস্তু বা বিপদজনক দ্রব্য আদান-প্রদান করিও না, হয়ত হাত হইতে ছুটিয়া পড়িয়া বিপদ ঘটিতে পারে।

৪২। অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েরা বা ছাত্ররা যদি কোন অন্যায় করে, তবে তাদের শাস্তি দিতে হইলে মোটা লাঠি দ্বারা আঘাত করিও না, লাথি, ঘুষি মারিও না। খোদা না করুন যদি বে-জায়গায় চোট লাগিয়া যায়, তবে হিতে বিপরীত হইয়া যাইবে। তদ্রূপ চেহারার উপর বা মাথায় কখনও মারিও না।

৪৩। যদি কোথায়ও বেড়াইতে গিয়া থাক এবং বাড়ী হইতে খানা খাইয়া গিয়া থাক, তবে তথায় যাইয়াই মেজবানকে অর্থাৎ, যার ঘরে মেহমান হইয়াছ তাহাকে জানাইয়া দাও যে, তোমার এখন খাওয়ার প্রয়োজন নাই। কেননা তাহারা হয়ত লজ্জায় তোমাকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবে না যে, খাইয়া আসিয়াছেন কি না? তাহারা ত তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা করিবেই, সময় থাকুক বা না থাকুক, অসময় হইলেও চুপে চুপে খানা তৈয়ার করিয়া তোমার সম্মুখে হাযির করিবে। তুমি তখন বলিবে যে, আমার ক্ষুধা নাই বা খাইয়া আসিয়াছি, এখন খাইতে পারিব না ইত্যাদি। এমতাবস্থায় বলতঃ ঐ বেচারাদের প্রাণে কত আঘাত লাগিবে! তবে কেন পূর্বেই বলিলে না?

তদ্রূপ যদি তোমাকে কেহ দাওয়াত করে বা কোথায়ও কেহ খাওয়াইতে অপেক্ষা করে, তবে তুমি আপন বাড়ী হইতে জানাইয়া যাইও। আর যদি কোথায়ও উপস্থিত মত খানা খাওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করিতে হয়, তবে তোমার নিজ বাড়ীতে খানা পাক করার পূর্বেই সংবাদ পৌঁছাইবে, যেন বাড়ীর লোকেরা তোমার জন্য খানার ব্যবস্থা না করে।

৪৪। যে লোক খুব সম্ভ্রান্ত, প্রভাবশালী বা শ্রদ্ধেয় পাত্র হওয়ার কারণে কথা বলিতে তাহাকে ইজ্জত, আদাব ও সম্মান করিতে হয় এইরূপ লোকের সহিত কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা উচিত নয়, কেননা এইরূপ ক্ষেত্রে না পরিষ্কাররূপে কথা বলা যায়, না মূল্য চাওয়া যায়, না তাগাদা করা যায়। একজনে মনে মনে একটা মূল্য সাব্যস্ত করিয়া রাখে, অপর জনে অন্যরূপ মূল্য ধারণা করে ইহার শেষ ফলে মনোমালিন্য ও বিরক্তির সৃষ্টি হয়।

৪৫। চাকু, ব্লেড ইত্যাদি ধারাল বস্তু দ্বারা দাঁত কোড়াইও না।

৪৬। যে সকল ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে তাহাদিগকে বলকারক, মেধা-শক্তি বর্ধক বস্তু ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক খাদ্য খাওয়াইতে থাকিও।

৪৭। রাত্রে কখনও একা ঘরে শুইও না, ইহাতে নানা বিপদ ঘটার আশংকা আছে। এমনও হয় যে, একা ঘরে লোক মরিয়া থাকে, শেষে কয়েক দিন পর তার সংবাদ হয়।

৪৮। ছোট ছেলেপেলেদিগকে কূয়ার পাড়ে উঠিতে দিও না, অথবা কূয়ার পানি আনিতে পাঠাইও না। যদি ঘরের মধ্যেই কূয়া থাকে, তবে উহার উপর ঢাকনি দিয়া রাখিও। না হইলে ছোটরা যাইয়া ডোল খিচিয়া পানি উঠাইতে চেষ্টা করিবে এবং কূয়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাইবে।

৪৯। যে সকল শিল, ইট, পাথর বহুদিন একস্থানে পড়িয়া থাকে তাহা হঠাৎ উঠাইও না। কারণ উহার নীচে সাপ, বিচ্ছু বা অন্যান্য বিষাক্ত জীব থাকিতে পারে। উহা দেখিয়া শুনিয়া খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করিও।

৫০। বিছানায় শুইবার পূর্বে কাপড় বা তোয়ালে দ্বারা বিছানা ঝাড়িয়া মুছিয়া শুইও। অন্যথায় কোন বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ বা ধুলা-বালি থাকিতে এবং উহার দ্বারা ক্ষতি হইতে পারে।

৫১। রেশমী কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে কাফুর, নেপথালীন, অথবা নিমপাতা ইত্যাদি কোন বস্তু রাখিও, তাহা হইলে পোকায় কাটিতে পারিবে না।

৫২। যদি মাটির নীচে কোথায়ও টাকা-পয়সা বা মূল্যবান কোন অলংকার লুকাইয়া রাখিয়া থাক, তবে তোমার আপন কোন বিশ্বস্ত লোককে জানাইয়া রাখিও। কেননা, খোদা না করুন যদি তুমি কোথায়ও গিয়া মারা যাও, তবে আর উহা পাওয়া যাইবে না।

একদা জনৈকা স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর অর্জিত ৫০০ পাঁচশত টাকা মাটির নীচে কাহাকে না জানাইয়া পুতিয়া রাখিয়াছিল, ইতিমধ্যে সে প্রাণত্যাগ করে। অবশেষে সমস্ত ঘর ঢালাইয়াও উহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুরুষ লোকটি নিতান্ত গরীব ছিল। দেখ ত টাকা না পাইয়া লোকটির পেরেশানী ও কষ্ট ভোগ করিতে হইল।

৫৩। কোন কোন সময় লোকের অভ্যাস এই যে, আলমারীর বা বাক্সের তালা লাগাইয়া উহার নিকটেই চাবি অসাবধানে ফেলিয়া রাখে। এইরূপ তালা লাগানোতে কোন লাভ নাই। সাবধান! এইরূপ কখনও করিও না। ইহাতে তোমার সর্বস্বান্ত হইবার ভয় আছে।

৫৪। ঘরে বাতি জ্বালানের জন্য কেরোসিন তেল ব্যবহার না করিয়া বরং চেরাগ বাতি যাহা রেঢ়ীর তৈল বা ঐ জাতীয় বীজে যে তৈল পাওয়া যায় সেই তৈলের বাতি অনেক ভাল। কেননা, কোরোসিন তৈল খরচ বেশী এবং নোকছানও হয় খুব বেশী।

অতএব, নিজ হাতে শল্তা বানাইয়া (যাহা বেশী মোটাও নহে এবং একেবারে সরুও নহে) চেরাগ জ্বালাও এবং বাতি বাড়াইবার জন্য একটি শলাকা চেরাগের মধ্যে রাখ। হাতের সাহায্যে বাতি বাড়াইও না। ইহাতে হাত নষ্ট হইতে পারে। চাকর-চাকরাণীদের দ্বারা শল্তা বানাইও না বা তৈল দেওয়াইও না। তাহারা প্রায়ই তৈলের অপচয় করিয়া বড় ক্ষতি করে। চেরাগ নিভাইতে হইলে হাতে নিভাইও না বরং পাংখা বা কাপড় দিয়া ঝটকা দিয়া নিভাইও। ঠেকাবশতঃ ফুঁ দিয়াও নিভান যাইতে পারে; কিন্তু ইহাতে অসুবিধা আছে। হাতে বাতি নিভাইতে গেলে অনেক সময় হাতে লাগিয়া চেরাগ পড়িয়া গিয়া ক্ষতি হইয়া থাকে।

৫৫। রাত্রে টাকা-পয়সা গণনার কাজ করিও না। যদি একান্ত ঠেকাবশতঃ গণনা করিতেই হয়, তবে চুপে চুপে গণিবে যেন আওয়াজ না হয়। কেননা চোর-ডাকাত নিকটেই থাকিতে পারে।

৫৬। দোকান ঘরে বা বসত ঘরে লোক শূন্যাবস্থায় জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া যাইও না। তদ্রূপ দিয়াশলাইয়ের শলাকায় আগুন জ্বালাইয়া উহা অমনি ফেলিও না; বরং পায়ে মাড়াইয়া বা নিভাইয়া ফেল। যেন স্ফুলিঙ্গ না থাকে।

৫৭। ছেলেপেলেদিগকে দিয়াশলাই বা আতশবাজি দ্বারা খেলিতে দিও না। আমাদের মহল্লার একটি ছেলে দিয়াশলাই জ্বালাইতে গিয়া জামায় আগুন ধরিয়া চেহারা ও শরীর পুড়িয়া গিয়াছে। অপর একটি ছেলে আতশবাজি ছাড়ার সময় একখানা হাতই ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

৫৮। পায়খানার মধ্যে বাতি নিয়া অতি সাবধানে বসিও যেন কাপড়ে আগুন ধরিতে না পারে। এইভাবে অসাবধানে অনেক লোক পুড়িয়া যাওয়ার ঘটনা শুনা যায়। বিশেষ করিয়া কেরোসিন তৈলের খোলা বাতিতে খুব বেশী ভয়ের কারণ আছে।

শিশুদের লালন-পালন সম্বন্ধে সাবধানতা

১। প্রতিদিন শিশুদের হাত-পা, মুখমণ্ডল, গলা,কান কুচকী ইত্যাদি ভিজা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে মুছাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিও। অন্যথায় তৈলের সহিত ময়লা জমাট বাঁধিয়া ঐ সকল স্থানের চামড়া গলিয়া গিয়া ঘা হইতে পারে।

২। শিশুরা পায়খানা-প্রস্রাব করিলে তৎক্ষণাৎ উহাদের পায়খানা-প্রস্রাবের স্থান পানি দ্বারা ধৌত করিয়া দিও। মাটি দ্বারা মুছিয়া দেওয়াই যথেষ্ট মনে করিও না। কেননা মুছাইয়া দিলে পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু দুর্গন্ধ থাকিয়া যায় এবং পায়খানার রস শুকাইয়া যাওয়ায় উহার তেজস্ক্রিয় পদার্থের কারণে ফোস্কা পড়ে ও খুজলী পাঁচড়া হইয়া থাকে। অতএব, ধোয়াইয়া দেওয়াই উচিত। শীতের দিনে বার বার ধোয়ইলে সর্দি লাগিতে পারে এইজন্য একটু গরম পানি দিয়া ধোয়াইবে।

৩। শিশুদিগকে মায়ের কোলের মধ্যে না শোয়াইয়া বরং একটু দূরে চতুর্দিক উঁচু করিয়া ঠেস দিয়া শোয়াইও। কেননা অনেক ক্ষেত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় মায়ের পাশ ফিরার সময় শিশুরা মায়ের হাত-পা বা পীঠের নীচে পড়িয়া জীবন হারায়। অনেক সময় শিশুর হাত-পাও ভাংগিয়া যাইতে শুনা যায়।

৪। শিশুদিগকে দোলনায় ঝুলানের বেশী অভ্যাস করান উচিত নহে। কেননা দোলনা সর্বত্র পাওয়া যায় না এবং উহা সাথে নিয়াও চলা যায় না। তদ্রূপ বাচ্চাকে বেশী কোলে রাখিও না। কেননা বেশী কোলে রাখিলে শিশুদের শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে।

৫। শিশুরা যেন সকলের কোলেই যায়, এই অভ্যাস করান উচিত। কোন এক জনের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইতে দিও না। কারণ সে যদি চলিয়া যায় বা মরিয়া যায় কিংবা চাকুরী ছাড়িয়া দেয়, তবে শিশুর ভয়ানক কষ্ট হইবে।

৬। শিশুকে যদি ধাত্রী-মাতার দুধ খাওয়াইতে হয়, তবে এমন ধাত্রী নির্বাচন করিয়া রাখিবে যাহার স্বাস্থ্য ভাল, তাজা দুধওয়ালী (অর্থাৎ ৫/৬ মাসের সন্তানের মা হয়,) যে স্ত্রীলোক সৎস্বভাবের ও পরহেযগার হয় এবং লোভী না হয় এইরূপ মেয়েলোক রাখিও।

৭। শিশুরা যখন খানা খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তখন ধাত্রী এবং চাকরাণীর হাতে খানা খাওয়াইবার ভার দিও না। নিজ হাতে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমতী লোকের সম্মুখে খানা খাওয়াইও যেন অধিক খাইয়া অসুস্থ হইয়া না পড়ে। তদ্রূপ শিশুদের অসুখের সময় ঔষধ নিজের সম্মুখে তৈয়ার করাইয়া নিজের উপস্থিতিতেই খাওয়ান উচিত।

৮। শিশুদের যখন কিছু বুদ্ধি হয়, তখন উহাদিগকে নিজ হাতে এবং ডান হাতে খাইতে অভ্যস্ত করাইও এবং খানা খাওয়ার পূর্বে হাত মুখ ধোয়াইয়া দিও। অল্প খাওয়ার অভ্যাস করাও যেন রোগ মুক্ত ও লোভ মুক্ত থাকিতে পারে।

৯। শিশুদিগকে যাহাতে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে দিকে মা-বাবার ও চাকর-চাকরাণীর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিশুদের হাত পা, নাক-মুখ ময়লা করিলে তৎক্ষণাৎ ধুইয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া দিও।

১০। যতদূর সম্ভব শিশুদিগকে ভদ্র ও সৎলোকের ছেলে-মেয়েদের সহিত থাকিতে দিও এবং অসৎলোকদের ছেলেমেয়েদের সহিত মিশিতে দিও না। শিশুদের খেলা-ধুলার সময় লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না দৌড়ায় এবং উচ্চস্থান হইতে লাফ না দেয়। অনেক ছেলেমেয়েদের সহিত খেলিতে দিও না বাড়ীর আঙ্গিনায় বা রাস্তার উপর খেলিতে দিও। শিশুদের লইয়া হাটে-বাজারে ফিরিও না। উহাদের সকল প্রকার অভ্যাস দেখিয়া সুযোগ মত যথাস্থানে রাখিয়া আদব তমিয শিক্ষা দিও এবং বেহুদা কথা হইতে উহাদিগকে বিরত রাখিবে।

১১। শিশুকে খাওয়াইবার জন্য যে মেয়েলোক রাখা হয় তাহাকে বলিয়া দিও, সে যেন বাচ্চাকে অন্যত্র কোথায়ও কোন কিছু খাবার না খাওয়ায়। যদি কেহ কোন খাদ্য-দ্রব্য দেয়ও, তবে উহা শিশুর মাতার নিকট যেন আনিয়া খাওয়ান হয়। নিজ ইচ্ছা মত যেন না খাওয়ায়।

১২। শিশুদের এই অভ্যাসে অভ্যস্ত করান একান্ত কর্তব্য যে, তাহারা যেন আপন মুরব্বির নিকট ছাড়া অন্য কাহারো নিকট কিছুনা চায়। তদ্রূপ অন্য লোকের দেওয়া বস্তু যেন মুরব্বির হুকুম ছাড়া গ্রহণ না করে।

১৩। ছেলেপেলেকে অত্যধিক আহ্লাদ দেওয়া উচিত নহে। কেননা বেশী আহ্লাদে ছেলেপেলে দুষ্ট হইয়া যায়।

১৪। ছেলেমেয়েদিগকে বেশী খিচা জামা অর্থাৎ টাইটফিট পোশাক পরিধান করাইও না এবং বেশী মূল্যবান পোশাকও দিও না। হাঁ, ঈদের সময় রুচিমত পোশাক দেওয়া উচিত।

১৫। ছেলেপেলেদিগকে মাজন এবং মেছওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস করাইও।

১৬। এই কিতাবের অর্থাৎ, বেহেশ্‌তী জেওরের সপ্তম খণ্ডে যে সমস্ত আদব-কায়দা, খাওয়া-দাওয়া, চলাফেরা, উঠাবসা ইত্যাদি আচার-ব্যবহার ও অনুষ্ঠানের কথা লিখা হইয়াছে, ছেলেমেয়েদিগকে তাহা শিক্ষা দিয়া অভ্যাসে পরিণত করাইয়া দিও। এই আশায় কখনও থাকিও না যে, বড় হইলে লেখাপড়ার মাধ্যমে শিখাইয়া দিব। অথবা দেখেশুনে আপনা হইতেই শিখিয়া নিবে। স্মরণ রাখিও, আপনা হইতেই কখনও কেহ শিখিতে পারে না। পড়ার মাধ্যমে হয়ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে কিন্তু অভ্যাস গড়ে না। যতদিন পর্যন্ত ভাল স্বভাবের অভ্যাস না গড়াইবে, যত লেখাপড়াই শিক্ষা দাও না কেন তাহার দ্বারা বেতমিযী, বে-হায়ায়ী, বেদনাদায়ক দুর্ব্যবহার প্রকাশ পাইবেই। এই সম্বন্ধে অত্র কিতাবের পঞ্চম খণ্ড ও নবম খণ্ডের শেষভাগে যে সকল উপদেশ লেখা হইয়াছে উহার প্রতিও বিশেষ যত্নবান হইবে।

১৭। শিশুদের উপর বেশী পড়ার বোঝা চাপাইও না। প্রথম প্রথম একঘন্টা করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিও। তারপর ক্রমাগত সময় বাড়াইয়া নিয়া ২ ঘন্টা ৩ ঘন্টা পর্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা করিও। শিশুদের শক্তি ও সহ্য অনুযায়ী পড়ার চাপ দিও। সারা দিনই পড়াইও না, ইহাতে শিশুরা পড়ার পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া আর পড়িতে চাহিবে না। তদুপরি বেশী মেহনতের কারণে মন

মেজাজ খারাপ হইয়া মেধাশক্তি হ্রাস পাইতে পারে এবং রুগ্নের মত অলসতায় পাইয়া বসিবে। পড়ায় আর মন বসাইবে না।

১৮। ছেলেমেয়েদিগকে যে বিষয়েই শিক্ষা দাও না কেন, সে বিষয়ের পূর্ণ উপযুক্ত ও জ্ঞানী পারদর্শী শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা দেওয়াইবার যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রুটি করিও না। কেহ কেহ সস্তা ওস্তাদ রাখিয়া ছেলেমেয়েদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে, যাহার ফলে শিক্ষার্থীদের প্রথম হইতেই শিক্ষার ভিত্তি খারাপ হইয়া যায়। শেষে আর ঐ খারাপ ভিত্তি ভাল করা যায় না। উহার সংশোধন অতি কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে।

১৯। কঠিন বিষয়ের পড়া ভোরের দিকে এবং সহজ পড়া তৃতীয় প্রহরে রাখিও, কেননা শেষদিকে শ্রান্ত ক্লান্ত থাকায় কঠিন পাঠের প্রতি তবিয়ত ঘাব্‌ড়াইয়া যায়।

২০। ছেলেদিগকে, বিশেষতঃ মেয়েদিগকে রন্ধন. কার্য এবং যাবতীয় সেলাইয়ের কাজ অবশ্য শিক্ষা দিও।

২১। বিবাহ-শাদীতে পাত্র-পাত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও যেন বেশী পার্থক্য না হয়। কেননা, বয়সের বেশী তারতম্য ঘটিলে নানা প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়া দাম্পত্য-জীবন বিষময় হইয়া উঠে।

২২। খুব বেশী অল্প বয়সেও বিবাহ হওয়া অনুচিত। ইহাতে বহু ক্ষতি এবং ঝঞ্জাটের সৃষ্টি হয়।

২৩। ছেলেদিগকে খুব ভাল করিয়া বুঝাও এবং তাকিদ কর যে, তাহারা যেন ছোট মেয়েদের ও বয়স্ক স্ত্রীলোকদের সম্মুখে এস্তেঞ্জার ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করিয়া হাটা চলা না করে। ইহা বড়ই বে-হায়ায়ী। এস্তেঞ্জার জন্য পর্দার মধ্যেই সকল পবিত্রতা সমাধা করিবে।

কতিপয় জরুরী উপদেশ

১। পুরাতন ঘটনার খোঁটা দেওয়া বড়ই অন্যায় কথা। মেয়েদের অভ্যাস এই যে, সমস্ত বেদনাদায়ক এবং মনকষ্টকর ঘটনা ও ঝগড়া-কলহের আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া মাফ্ দেওয়া-নেওয়া হইয়া গিয়াছে। তদ্রূপ নূতন কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে সেই পুরাতন কাহিনী লইয়া খোঁটা দিয়া দ্বন্দ্ব কলহ বাড়াইয়া তোলে। ইহাতে গোনাহগার ত হয়ই, তদুপরি বেদনাদায়ক কথায় মন ঘায়েল এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

২। স্বামীর বাড়ীর দোষক্রুটি পিত্রালয়ে গিয়া বর্ণনা করিও না। কোন কোন আয়েবের কথা বলার দরুন গোনাহও হয়, বে-ছবুরীও প্রকাশ পায়। ইহাতে অধিক ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে অবর্গতার সৃষ্টি হইয়া মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ পিত্রালয়ের অধিক প্রশংসা স্বামীর বাড়ী বসিয়া প্রচার করিতে নাই। ইহাতেও কোন কোন সময় গৌরব করার এবং অহঙ্কার করার গোনাহ্ হইয়া যায়। তাছাড়া এই ধরনের বাপের বাড়ীর প্রশংসা শুনিয়া শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা মনে করে যে, বৌ আমাদিগকে তুচ্ছভাবে ও ছোট মনে করে। অবশেষে তাহারাও বৌকে সুনজরে দেখে না এবং তুচ্ছ করিতে থাকে।

৩। অযথা কথার বেশী অভ্যাস করিও না। কেননা, অনেক কথার মধ্যে কোন কোন ক্রুটির কথাও প্রকাশ পাইয়া বসে, শেষে উহাতে লজ্জিত হইয়া প্রাণে ব্যথা পাইতে হয়। আবার আখেরাতে গোনাহর বোঝা বহন করিতে হয়।

৪। যতদূর সম্ভব নিজের কাজ অপরের দ্বারা করাইও না; বরং নিজ কাজ নিজ হাতে করিয়া অপরেরও কিছু কাজ করিয়া দিও। ইহাতে তোমার ছওয়াব তো হইবেই, তদুপরি তুমি সকলের স্নেহাস্পদ হইতে পারিবে।

৫। যে সকল স্ত্রীলোক অপর বাড়ীর কথা নিয়া আসিয়া তোমার ঘরে আসর জমাইয়া বসে, তুমি সেই কথায় যোগ দিও না। কেননা, এইরূপ বাজে কথা শুনায় গোনাহ তো হয়ই, তদুপরি কোন সময় ফ্যাসাদও ঘটিয়া থাকে।

৬। স্বামীর বাড়ীর কোন ঘনিষ্ঠ লোকের অর্থাৎ শাশুড়ী, ননদ, জাহ্ ইত্যাদি লোকের বা দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের যদি কোন প্রকার দুর্নাম শুনিতে পাও, তবে উহা সত্য মনে করিয়া ইয়াদ করিয়া রাখিও না; বরং যদি এতটুকুন মনোবল না থাকে, তবে যে ব্যক্তি তোমার নিকট তাদের দুর্নাম করিয়াছে, তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সামনাসামনি সংশোধন করিয়া লও। ইহাতে ফ্যাসাদ বৃদ্ধি হয় না।

৭। চাকর-চাকরাণীদের উপর সব সময় রাগ করিয়া কঠিন ব্যবহার করিও না। তোমাদের ছেলেপেলেদের প্রতিও দৃষ্টি রাখিও, তাহারা যেন চাকর-চাকরাণীকে এবং তাহাদের ছেলেমেয়ে-দিগকে বিরক্ত না করে। কেননা, ইহারা হয়ত তোমাদের প্রভাবের কারণে মুখে কিছু বলিবে না। কিন্তু মনে মনে অবশ্যই যা-তা বলিবে। আর যদি তারা মনে মনে কিছু না-ই বলে বা গালি না দেয়; কিন্তু জুলুমের গোনাহ এবং প্রতিফল নিশ্চয়ই হইবে।

৮। বেহুদা কথায় বা গল্পগুজবে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিও না। বেশীর ভাগ সময় ছেলেমেয়েদের কোরআন শরীফ ও দ্বীনি কিতাব পড়াইবার জন্য রাখিও। যদি বেশী না পার, তবে অন্ততঃ কোরআন শরীফ পড়ানের পর বেহেশ্‌তী জেওর প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই পড়াইয়া দিও। তোমার নিজের মেয়ে হউক বা অপরের মেয়েই হউক অবশ্যই মেয়েদিগকে কিছু গুণের কাজ শিখাইয়া দিও। কিন্তু কোরআন শরীফ খতম না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে অন্য কাজ দিও না। যখন কোরআন শরীফ খতম হইবে এবং ভালরূপ পরিষ্কার শুদ্ধ পড়া হইয়া যাইবে, তখন প্রতিদিন ভোরে পড়াইয়া দিয়া ছুটির পর খাইয়া আসিলেও তাহাদিগকে লেখা শিখাইও। বৈকালে ১ প্রহর বেলা থাকিতে মেয়েদিগকে রান্নার প্রণালী এবং সেলাইয়ের কাজ শিক্ষা দিও।

৯। যে মেয়েরা তোমার নিকট পড়িতে আসে, তাহাদের দ্বারা নিজস্ব কোন কাজ করাইও না এবং তোমার ছেলেমেয়ে কোলে লওয়াইও না; বরং তাহাদিগকে তোমার নিজ সন্তানের মত মনে করিও।

১০। সুনাম পাওয়ার জন্য অর্থাৎ যশঃ লিপ্সায় পড়িয়া নিজের উপর কোন কঠিন বোঝা চাপাইও না। ইহাতে গোনাহের গোনাহ, মছিবতে মছিবত হয়।

১১। কোথায়ও যাতায়াতের সময় শাড়ী, পোশাক, অলংকার ইত্যাদি নিয়া বৃথা আড়ম্বরে অভ্যস্ত হইও না। কেননা, ইহাতে গর্ব, অহংকারের লিপ্সা থাকে। অতএব, এইরূপ করাতে বড়ত্বের কামনা করা হয় এবং এই প্রকার ইচ্ছায় গোনাহ হইয়া থাকে। তাছাড়া অধিক সাজ-সজ্জায় ও জাঁকজমকের কারণে যাতায়াতে অযথা বিলম্ব হইয়া যায় ও নানাবিধ বিপদের কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং নিজের নম্রতা ও সরলতার স্বভাব গঠন করিতে যত্নবান হইয়া যে কাপড় তোমার পরিধানে আছে, তাহা যদি বেশী ময়লা না হইয়া থাকে, তবে উহা নিয়াই চল।

আর যদি পরিধানের কাপড় বেশী ময়লা হইয়া থাকে, তবে সাধারণ একটা পরিষ্কার কাপড় ঝটপট বদলাইয়া রওয়ানা হও।

১২। কাহারো অন্যায়ের প্রতিশোধ লইতে গিয়া তাহার বংশের বা মৃত ব্যক্তিদের দোষ উদ্‌ঘাটন করিও না। ইহাতে গোনাহ্‌ ত হয়ই তদুপরি অনর্থক অপরের প্রাণে আঘাত হানা হয়।

১৩। কাহারো থালা-বাসন বা হাড়ি-পাতিল যদি ঠেকাবশতঃ তোমার ব্যবহারের জন্য আনিয়া থাক, তবে ব্যবহারান্তে তৎক্ষণাৎ উহা মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দাও। আর যদি একটু দেরী দেখ, তবে তোমার বর্তনাদি হইতে পৃথক করিয়া যত্নে রাখিয়া দাও, যেন কোন ক্ষতি না হয়। তদুপরি ভিন্ন করিয়া রাখার দ্বিতীয় কারণ এই যে, তুমি যদি ধার আনা থালা-বাসন তোমার থালা বাসনের সহিত একত্রে রাখ এবং উহা পুনঃ ব্যবহার করে বস, তবে বিনা অনুমতিতে ব্যবহার হইবে।

১৪। বেশী ভাল খানার অভ্যস্ত হইয়া পড়িও না। কেননা, চিরদিন এক অবস্থায় যায় না। হয়ত বা কোন সময়ে অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতে হইতে পারে।

১৫। উপকারীর উপকার যত ক্ষুদ্র এবং যত তুচ্ছই হউক না কেন, উপকারীর উপকার ভুলিও না। আর তুমি অপরের যত বড় উপকারই করিয়া থাক না কেন, তাহার প্রতিদান চাহিও না।

১৬। যে সময় তোমার কোন কাজ না থাকে, তখন সবচেয়ে উত্তম কাজ হইল কেতাব দেখা। অত্র কিতাবের শেষভাগে যে সকল কিতাবের নাম লিখিত হইয়াছে সেইগুলি পড়িও। আর যে সকল কিতাব পাঠে মন-মগজ কলুষিত এবং আমল খারাপ হয়, তাহা সর্বদা বর্জনীয়।

১৭। অতি জোরে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া কাহাকেও ডাকিও না। তোমার আওয়াজ বাহিরের লোকের কানে যাইবে উহা বড় জঘন্য কথা।

১৮। তুমি যদি রাত্রে অধিক সময় পর্যন্ত জাগিয়া পড়াশুনা করিতে থাক এবং অপর সকল লোক ঘুমে থাকে, তবে শব্দ করিয়া অপরের ঘুম নষ্ট করিও না। তুমি জাগিয়া রহিয়াছ তোমার কাজে, তবে অপরকে কেন কষ্ট দাও? যে কাজ করিতে হয় নিঃশব্দে কর। আস্তে আস্তে দুয়ার খোল, আস্তে পানি পান কর, আস্তে আস্তে কলসীর ঢাকনী দিও এবং আস্তে দরজা বন্ধ করিও।

১৯। যিনি তোমার বয়সে বড় তাহার সহিত কখনও হাসিও না, ইহা বড়ই বে-আদবীর কথা। তদ্রূপ কম আকলের লোকদের সহিত মজাক করিও না, ইহাতে সে বে-আদব হইয়া যাইতে পারে এবং তাহার বে-আদবী তোমার সহ্য হইবে না বা অন্য কোথাও গিয়া বে-আদবী করিয়া বসিলে লাঞ্ছিত হইতে হইবে।

২০। কাহারো সম্মুখে নিজ পরিজনের লোকের বা ছেলেপেলের প্রশংসা করিও না।

২১। কোন মজলিসের লোক যদি সকলেই দাঁড়াইয়া যায়, তবে তুমি একা বসিয়া থাকিও না। উহাতে অহংকার প্রকাশ পায়।

২২। দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যাপারে কলহ থাকিলে তুমি সে ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এমন কোন কথা বলিও না, যদ্দরুন তাহাদের মিলমিশ হইয়া গেলে তোমাকে লজ্জিত হইতে হয়।

২৩। যে কাজ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা বা নরম কথার দ্বারা উদ্ধার হইতে পারে সেই কাজ করিতে কড়াকড়ি করিয়া বিপদে পড়িও না।

২৪। মেহমানের সম্মুখে কাহাকেও রাগ করিও না। ইহাতে মেহমান যেরূপ খোলাসা মনে বেড়াইতে আসে, তদ্রূপ খোলাসা থাকে না।

২৫। শত্রুর সহিতও ভদ্রোচিত ব্যবহার করিও। উহাতে শত্রুর শত্রুতা বাড়ে না; বরং হ্রাস পায়।

২৬। রুটির টুকরা বা অন্যান্য খাদ্যের অংশ অযত্নে ফেলিয়া রাখিও না। যেখানেই দেখ উঠাইয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া হয় নিজেই খাইয়া ফেল, না হয় কোন জানোয়ারকে দিয়া দাও। যে দস্তরখানায় খাদ্যের কণাদি রহিয়াছে, উহা লোকজনের চলাচলের পথে ঝাড়িও না এবং পায়ে মাড়াইও না।

২৭। খানা খাওয়া হইয়া গেলেই বরতন না উঠাইতেই তুমি উঠিয়া যাইও না, ইহা বে-আদবী।

২৮। মেয়েদিগকে খুব সাবধান করিয়া দাও, তাহারা যেন ছেলেদের সহিত খেলিতে না যায়। ইহাতে সকলের অভ্যাসই খারাপ হইয়া যায়। যে সমস্ত ছেলেরা অপর বাড়ী হইতে তোমাদের বাড়ী খেলিতে আসে তাহারা বয়সে যত ছোটই হউক না কেন, তাহাদিগকে দেখিয়া যেন তোমার মেয়েরা তথা হইতে সরিয়া পড়ে।

২৯। কাহাকেও হাতে পায়ে কাতুকুতু করিয়া হাসাইও না, ইহাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইতে পারে। আবার কোন সময় বে-জায়গায় ব্যথাও পাইতে পারে। তদ্রূপ মুখেও বেশী হাসিও না। বেশী হাসার কারণে অপরের ক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ ঘটিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিও হইয়া যায়। বিশেষতঃ মেহমানদের সহিত উক্তরূপ হাসি-ঠাট্টা করা একেবারেই অনর্থক। যেমন কেহ কেহ বর-যাত্রীদের সহিত হাসি-ঠাট্টা করিয়া থাকে।

৩০। তোমার কোন বুযুর্গের শিওরে বসিও না। কিন্তু কোন কারণবশতঃ যদি তিনি হুকুম করেন, তবে তাহার হুকুম পালন করাটাই আদব।

৩১। যদি কাহারো কোন বস্তু ধার আনিয়া থাক, তবে উহা খুব যত্নে রাখিও এবং ব্যবহারান্তে যত শীঘ্র পার পৌঁছাইয়া দাও। এই আশায় থাকিও না যে, সে আসিয়া চাহিলে দিয়া দিব বা সে নিজেই নিয়া নিবে। কেননা, তাহার ত জানা নাই যে, তোমার কাজ হইয়াছে কি না, তারপর এমনও হইতে পারে, সে হয়ত লজ্জার কারণে তাকাদা করিবে না এবং নিজের কাজের সময় বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। ধার আনা বস্তু যথা সময়ে না পৌঁছাইলে পর এতগুলি খারাবীর সম্ভাবনা আছে। অতএব, এই বিষয় বিশেষ সতর্ক থাকিও। তদ্রূপ টাকা-পয়সা কর্জ আনিলেও যথাসময়ে তাহা পরিশোধ করিতে সচেষ্ট থাকিও।

৩২। বিশেষ ঠেকাবশতঃ রাত্রে কোথাও যাইতে হইলে হাতের ও পায়ের অলঙ্কার খুলিয়া হাতে নিয়া চল। বাজাইতে বাজাইতে পথ চলিও না।

৩৩। কোন ঘরে কেহ যদি জানালা-কপাট বন্ধ করিয়া একাকী থাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যদি তোমার দরকার পড়ে, তবে হঠাৎ তুমি দরজা ধাক্কা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিও না। হইতে পারে সে বে-খেয়ালে উলঙ্গ হইয়া ঘুমাইয়া থাকিতে পারে। ইহাতে অযথা তাহার আরামের ব্যাঘাত ও মনঃকষ্টের ও লজ্জার কারণ হইতে পারে। অতএব, প্রয়োজন মত তাহাকে আস্তে আস্তে ডাক এবং ভিতরে আসিবার অনুমতি চাও। যদি এজাযত দেয়, তবে ভিতরে ঢুক, অন্যথায় ফিরিয়া আস এবং পুনরায় আসিও। হাঁ, যদি ভীষণ ঠেকার কোন প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে ডাকিয়া জাগাইয়া লও। যতক্ষণ সে উত্তর না দিবে, ভিতরে যাইও না।

৩৪। তোমার কোন অপরিচিত লোকের নিকট কোন দেশের বা শহরের অথবা কোন গোত্রের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করিও না। হইতে পারে এই ব্যক্তিই সেই গোত্রের বা সেই শহরের হইয়া থাকিবে, ইহাতে শেষে তোমার লজ্জিত হইতে হইবে।

৩৫। তদ্রূপ কোন কাজের ত্রুটি দেখিয়া (সেই কাজ যে করিয়াছে তাহা তোমার জানা নাই) এমন কথা বলিও না যে, কোন্ বে-অকুফে এই কাজ করিল অথবা এই ধরনের অন্য কোন তুচ্ছ ও ব্যঙ্গমূলক কথা বলিও না। হয়ত বা ঐ কাজ এমন ব্যক্তিই করিয়াছেন যিনি তোমার অতিশয় শ্রদ্ধেয় ও ভক্তি-ভাজন। শেষে এইকথা জানাজানি হইয়া গেলে তোমার লজ্জার সীমা থাকিবে না।

৩৬। তোমার ছেলেপেলে কোন অন্যায় করিলে কখনো নিজ সন্তানের পক্ষ সমর্থন করিও না। বিশেষ করিয়া বাচ্চার সম্মুখে এইরূপ করাতে বাচ্চার অভ্যাস খারাপ হইয়া যায়।

৩৭। মেয়ের বিবাহের ব্যাপারে পাত্রের দ্বীনদারী পরহেযগারী ও খোদার ভয় আছে কিনা, নম্রস্বভাব আছে কিনা, সেইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে। যাহাদের অন্তরে খোদার ভয় আছে তাহারা নিজ স্ত্রীর হক আদায় করে এবং সর্বদা স্ত্রীকে আরামে রাখে। আর যার দ্বীনদারী নাই, সে যত বড় বিত্তশালী বা ধনী হউক না কেন, সে স্ত্রীর হকই বুঝিবে না, স্ত্রীর সহিত ভাল ব্যবহার করিবে না। টাকা-পয়সা খরচাদি ঠিকমত দিবে না। আর যদি দেয়ও, তবে অতি জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়া তারপর কিছু দিবে। ইহাদের মহব্বতও কৃত্রিম হইয়া থাকে। সে জন্য তাহারা স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না।

৩৮। কোন কোন পর্দানশীন স্ত্রী-লোকদের অভ্যাস যে, তাহারা পর্দার মধ্যে থাকিয়া কাহাকেও ডাকিতে হইলে ঢিলা বা ইট পাথর নিক্ষেপ করিয়া ইশারা দিয়া থাকে। ইহা কোন সময় অন্যের শরীরেও লাগিয়া যাইতে পারে বা কোন বস্তু ক্ষতিও হইতে পারে। সুতরাং এমন কাজ করা চাই যাহাতে কাহারো তক্‌লীফ না হয়। এইরূপ প্রয়োজনে কোন বস্তু খট্‌মটাইয়া শব্দ করিলেই ত যথেষ্ট হইতে পারে।

৩৯। তোমার নিজ কাপড় চোপড়ে সুই সূতার দ্বারা কোন চিহ্ন বা ফুল ইত্যাদি অঙ্কন করিয়া লইও যেন ধোপা বাড়ী কাপড় উলট-পালট না হইতে পারে। অন্যথায় কাপড় বদলাইয়া আসিলে তুমি অপরের কাপড় পরিলে অপরে তোমার কাপড় পরিল, ইহাতে গোনাহগার হইতে হয়। দুনিয়াবী লোকসান তো আছেই।

৪০। আরবদেশে প্রচলন আছে যে, কেহ কোন বুযুর্গের তবারুক পাইতে চাহিলে সেই ব্যক্তি নিজ ব্যয়ে কাপড় খরিদ করিয়া বুযুর্গ ব্যক্তিকে দু'চার দিন ব্যবহার করিয়া দেওয়ার আবেদন জানায়। তারপর উহা বুযুর্গ ব্যক্তি ব্যবহার করিয়া দিলে নিজে আনিয়া তবারুক হিসাবে ব্যবহারে লাগায়। ইহাতে বুযুর্গ ব্যক্তিদের কোন তকলীফ হয় না। তাহা না হইলে যদি বুযুর্গ ব্যক্তির নিজ ব্যয়ে তোহফা তবারুক দেওয়া আরম্ভ করেন, তবে তাঁহার চালে-চুলায় মানাইবে না। আমাদের দেশের ভক্তেরা বুযুর্গ ব্যক্তিদের নিকট খুব বেশী ছওয়াল করিয়া থাকে, ইহাতে কোন কোন সময় তাঁহাদের বিশেষ চিন্তায় পড়িতে হয় এবং তাঁহারা মনে মনে ভাবেন যে, যদি আরবের মত দস্তুর এই দেশে হইত তবে বড়ই ভাল হইত।

৪১। যদি কোন ব্যক্তি আপন উক্তি হইতে কোন কথা বলে, আর তুমি যদি উক্ত কথার সমুচিত উত্তর দিতে চাও, তবে এইরূপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া উত্তর দিও না যে, "তুমি ত এইরূপ বল, অথচ অমুকে দেখি ঐ রূপ।" এইরূপ আত্ম-গোপন করিয়া কথার প্রতিবাদ করিও না। ইহাতে

ঐ ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া "অমুক ব্যক্তির উপর কর্কশ উক্তি এবং অশ্লীল গালি দিতে পারে। অথচ তুমি গোপন করিয়া যাহার নাম বল্লে সে হয়ত শুনলে দুঃখিত হইবে। অতএব, সোজা বল যে, "তুমি ত এইরূপ বল, কিন্তু আমি উহার প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ বলিতে চাই।"

৪২। অনুসন্ধান না করিয়া শুধু অনুমানে কাহারো উপর দোষারোপ করিও না। ইহাতে প্রাণে ভিষণ আঘাত হানে।

অর্থ উপার্জনের এবং হস্ত শিল্পের কতিপয় গুণাবলীর কথা

কোন কোন নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোক অন্নবস্ত্রের কষ্টে ও অর্থাভাবে দারুণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকে। তাহাদের এই মর্মস্পর্শী দুঃখের সমাধান নিম্নের বর্ণিত দুইটি উপায়ে হইতে পারে। উপার্জনক্ষম পুরুষের সহিত বিবাহিত জীবন যাপনের দ্বারা। না হয় হাতের কাজ অর্থাৎ কুটীর শিল্পের মারফত দু'চার পয়সা রোজগারের দ্বারা। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, পাক-ভারত উপ-মহাদেশের বিধবা নিঃসহায় স্ত্রীলোকগণ বিবাহ বসা এবং হস্ত শিল্পের কাজে নিন্দা অনুভব করিয়া থাকে। অথচ সমাজের কাহারো পক্ষে এই শরীফদের অভাব মোচন করা সম্ভব নহে। অতএব, এই সহায়হীনদের জীবন কিভাবে অতিবাহিত হইবে?

হে সহায়হীনা বিবিগণ! মনে রাখিও পরের উপর কখনও জোর চলে না। কিন্তু নিজ হাত-পা এবং প্রাণের উপর তো খোদা এখ্‌তিয়ার দিয়াছেন। তাই মনকে বুঝাও, অন্যের মন্দ বলার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিও না। যদি বিবাহের উপযুক্ত বয়স অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তবে বিবাহ বসা উচিত। আর যদি বয়স অধিক হইয়া গিয়া থাকে অথবা বিবাহের মত উপযুক্ত বয়স তো আছে এবং বিবাহ বসা খারাপও মনে করে না; কিন্তু তবিয়তে এই ঝামেলা বরদাশ্‌ত করিতে চাহে না এবং মন ঘাবড়াইয়া যায়। এমতাবস্থায় কোন পবিত্র শিল্পের মারফত নিজ হাতে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করিও। যদি কেহ তোমাকে নিকৃষ্ট মনে করে বা ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করে ও হাসি-ঠাট্টা করে, তাহাতে তুমি মোটেই পরওয়া করিও না। ২য় বার বিবাহ বসার উপকারিতা সম্বন্ধে পূর্বেই এই কেতাবের ষষ্ঠ খণ্ডে সবকথা খুলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন হাতের কাজের বা কুটীর-শিল্পের কাজ করা বর্ণনা করা যাইতেছে।

মা-ভগ্নিগণ! নিম্ন বর্ণিত কাজসমূহ যদি বে-ইজ্জতির কাজ হইত, তবে আর পয়গম্বর (আঃ)-গণ কখনও উহা করিতেন না। তাহাদের অপেক্ষা বেশী ইজ্জত কাহারো হইতে পারে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে বকরী চরাইয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, এমন কোন পয়গম্বর দুনিয়াতে আসেন নাই যিনি বকরী না চরাইয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, নিজ হাতে অর্জিত হালাল উপার্জনই সর্বাপেক্ষা উত্তম উপার্জন।

হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে অর্জিত অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

আমাদের নূরনবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সকল তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাছাড়া পয়গম্বর আলাইহিস্‌সালামগণের কথা কোরআন পাকেও বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া পয়গম্বর আলাইহিস্‌সালামগণের জীবনী যে সকল কেতাবে লিখিত আছে, সে সকল কেতাব

হইতেও অল্প কয়েকজনের নাম এবং তাঁহারা যে কাজ করিয়া গিয়াছেন সে বিষয়ে কিছু লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

কতিপয় আম্বিয়া (আঃ) ও বুযুর্গ যাঁহারা স্বহস্তে জীবিকা উপার্জন করিতেন

হযরত আদম (আঃ) কৃষিকাজ করিয়াছেন। তিনি আটা পিষিয়াছেন ও রুটি বানাইয়াছেন। হযরত ইদ্রীস (আঃ) লেখার কাজ এবং দর্জির কাজ করিয়া গিয়াছেন।

হযরত নূহ আলাইহিস্‌সালাম গাছ ফাড়িয়া তক্‌তা বানাইয়া নৌকা গড়িয়াছেন অর্থাৎ তিনি মিস্ত্রীর কাজ করিয়াছেন।

হযরত হুদ (আঃ) ও হযরত ছালেহ (আঃ) তেজারতির কাজ করিয়াছেন।

হযরত জুলকরনাইন যিনি বহুত বড় বাদশাহ ছিলেন, অনেকের মতে তিনি নবী ছিলেন। তিনি জাম্বিল বুনন করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ডালা, টুকরী ধামা, আগৈল প্রভৃতির ন্যায় বস্তু তৈয়ার করিতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কৃষিকাজ এবং রাজ-মিস্ত্রী কাজ করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে খানায়ে কা'আবা পুনর্নির্মাণ করিয়াছেন।

হযরত লুৎ আলাইহিস্‌সালাম চাষ আবাদের কাজ করিয়াছেন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্‌-সালাম তীর-ধনুক দিয়া হাত সই করিয়াছেন। হযরত ইসহাক আলাইহিস্‌সালাম, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস্‌সালাম এবং তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বকরী পালিতেন এবং বকরীর বাচ্চা বিক্রয় করিতেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য-শস্যের ব্যবসা করিয়াছেন।

হযরত আইয়ুব (আঃ) উট ও বকরী পালিতেন ও উহাদের বাচ্চা হইয়া বড় হইত। তিনি কৃষি-কাজ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর বাড়ীতে বকরী পালা হইত। হযরত মূসা (আঃ) কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার বাড়ী থাকিয়া বকরী চরাইয়াছেন এবং বকরী চরাণের মজুরীই তাঁহার বিবাহের মহর ধার্য হইয়াছিল।

হযরত হারুণ (আঃ) ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছেন। হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম ক্ষেত-খামারের কৃষিকাজ করিয়াছেন।

হযরত দাউদ (আঃ) যুদ্ধের জন্য লৌহ বর্ম তৈয়ার করিতেন, অর্থাৎ কামারের কাজ করিয়া লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

হযরত লোকমান (আঃ) বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তিনি বকরীও চরাইতেন।

হযরত সোলায়মান জাম্বিল বুনাইতেন। হযরত জাকারিয়া কাঠ-মিস্ত্রীর কাজ করিতেন। দুনিয়ার সকল পয়গম্বর এবং আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)-এর বকরী চরাণের কথা কিতাবে বর্ণিত আছে। কিন্তু তাঁহাদের জীবনধারণ বকরী চরাণের উপরই নির্ভর করিত না, তবু এই কাজ তাঁহারা করিয়াছেন। উক্ত কাজে তাঁহারা আয়েব মনে করিতেন না। তাহা ছাড়া যে সকল বড় বড় ইমামগণের লিখিত কেতাবের মাসআলা হইতে শরীঅতের আইনের ছনদ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, সেই সকল ইমামগণের কেহ কাপড় বুনিয়াছেন, কেহ চামড়ার কাজ করিয়াছেন, কেহ মিঠাই বানাইয়াছেন, অথচ তাঁহাদের চাইতে অধিক সম্মানী কে হইতে পারে?

জীবিকা অর্জনের কতিপয় সহজ উপায়

নিম্নলিখিত কাজসমূহের দ্বারা সহজে জীবিকা উপার্জন করা যাইতে পারে। যথা—সাবান প্রস্তুত করা, গুটা বুনান, চিক্কণ কাজ, জালি বুনান, কমর বন্ধ বা দোয়াল বানান, সূতার বোতাম তৈয়ার করা, সূতি বা পশ্‌মী মোজা বুনান, জাম্পার ও মাফলার তৈয়ার করা, টুপি, ছদরিয়া, ব্লাউজ ও জামা ইত্যাদি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করা, লেখার কালি তৈয়ার করা, কাপড় রংগানের কাজ করা।

শতরঞ্জির উপর নক্সা করা, টুপীর উপর নক্সা করা। আর যদি সেলাইয়ের কল খরিদ করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরও দ্রুত কাজ হইতে পারে এবং আনেক লাভ হইবার কথা। আজ-কাল অল্প মূল্যেই সেলাইয়ের কল সংগ্রহ করা যায়। ইহাছাড়া হাঁস মুরগী ও কবুতর পালিয়া উহাদের আণ্ডা বা বাচ্চা বিক্রি করা, রেহাল, চৌকি, সিন্দুক ইত্যাদি রংগান, মেয়েদিগকে বালিকা মক্তব করিয়া পড়ান, চরকায় সূতা কাটা, সূতা ও তূলা বিক্রয় করা, সূতা কাটিয়া নেওড় (ফিতা) বুনান, কাপড় বুনাইয়া বিক্রি করা, ধান কিনিয়া চাউল তৈয়ার করা, চিড়া কোটা, মুড়ি ভাজিয়া বিক্রি করা, কেতাব জেলদ করা, চাটনী, আচার, মোরব্বা বানাইয়া বিক্রি করা, দড়ি বুনান, চৌকি তৈয়ার করা ও উহাতে নক্সা করা, দড়ি পাকান, বেতের চেয়ার, টেবিল, ব্যাগ, বাক্স ইত্যাদি তৈয়ার করা, বাঁশের ডালা, খালই, চালুনি, ঝাড়নি ইত্যাদি তৈয়ার করা, বিভিন্ন প্রকারের চূর্ণ ঔষধের বড়ি তৈয়ার করা, যথা—নিমকে সোলেমানী তৈয়ার করা, সুরমার পাথর চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা, শরবতে আনার, শরবতে ওন্নাব, শরবতে ফোলাদ, ছিরকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা। স্বর্ণ অথবা রৌপ্য নির্মিত তারের গুটা অর্থাৎ পাতলা লেছ তৈয়ার করিয়া ব্যবসা করা, হাড়ি পাতিল কলাই করা, খেজুর পাতার চাটাই বানান, তাল পাতার পাংখা তৈয়ার করা, কাপড়ে ছাপা রং করা, যেমন জায়নামায, দস্তরখানা, রুমাল, পাগড়ী ইত্যাদিতে ছাপার রং দেওয়া হইয়া থাকে। ফসলের মওসুমের সময় কিছু কিনিয়া রাখিয়া পরে মূল্য বাড়িয়া গেলে বিক্রি করা, সুরমা পিষিয়া উহার সহিত কোন উপকারী ঔষধ মিশাইয়া পুরিন্দা করিয়া বিক্রি করা, তামাক প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, বিস্কুট এবং পাউরুটি প্রস্তুত করিয়া বিক্রি করা, সূতার ডুরী পাকান, রাং অথবা মুক্তা চূর্ণ করিয়া বিক্রি করা এবং এইরূপ হালকা ও চালু বহু কাজ আছে যেটার সুবিধা-সুযোগ হয় করিবে। কতকগুলি কাজ এমন আছে যাহা না দেখিয়া বুঝে আসে না। সেইরূপ কাজ কোন জ্ঞানী বা অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে শিখিয়া লইবে। কোন কোন কাজ এমনও আছে যাহা শুধু কেতাব পড়িয়া করা যায় সেইরূপ কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অর্থকরী শিল্পের নিয়ম পদ্ধতি লিখা হইতেছে। নবম খণ্ডে চূর্ণ, নিমক সোলেমানী, রাঙ্গ এবং মুক্তা ভস্ম প্রস্তুতের নিয়ম লিখিত হইয়াছে। এই খণ্ডে অতীব প্রয়োজনীয় শিল্প কাজের কথা লিপিবদ্ধ করা হইল।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী

সাবান প্রস্তুতের প্রাচীন নিয়মঃ

উপাদান—সাজি মাটি এক মণ, চুনা এক মণ, এড়ণ্ডু তৈল নয় সের, চর্বি সতর সের। প্রথমে পরিষ্কার স্থানে সাজি মাটি রাখিয়া, ঢেলা থাকিলে গুড়া করিয়া উহার সহিত চুনা উত্তমরূপে

মিশাইবে। গোটা গোটা থাকিলে একটু পানির ছিটা দিলেই নরম হইয়া যাইবে। একটা পাকা হাউজ তৈয়ার করিয়া নিবে, না হয় একটা গভীর সমতল পাত্রের ব্যবস্থা করিবে। উহার মধ্যে চার কোণায় চারটি ইট রাখিয়া তাহার উপর একটা বড় ছিদ্র বিশিষ্ট লোহার জাল বিছাও এবং জালের উপর একটা চট বিছাও যাহা উক্ত হাউজের বা পাত্রের কিনারার বাহিরেও কিছু অংশ ঝুলিয়া থাকে। আর যদি লোহার জাল না পাও, তবে বাঁশের বুনান চালুনী হইলেও হয়। উহার উপর চট বিছাও, এখন চুনা ও সাজি-মাটি চটের উপর রাখিয়া দাও এবং কিছু পানি ছিটাইয়া দাও যেন উহা হইতে আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকে।

নীচের হাউজের একদিকে একটা ছিদ্র পথে নল দ্বারা উক্ত আরক কলসীতে ভরিবে। ক্রমাগত পানি দিতে থাকিবে, আর আরক নিংড়াইয়া পড়িতে থাকিবে। ১ম বারের আরক লাল বর্ণের হইবে। অতঃপর ২য় বারের আরক কিছুটা সাদা হইয়া আসিবে, তারপর একেবারে সাদা পানি যতক্ষণ না নিংড়াইবে চুনার উপর কতক্ষণ পর পর পানি ছিটাইতে থাকিবে এবং সকল পানি বিভিন্ন কলসীতে ভরিয়া রাখিবে। শেষে সাদা পানি বাহির হইতে থাকিলে চুনা যাহা থাকিয়া যাইবে উহা নাড়াচাড়া দিয়া টপকাইয়া সমাপ্ত করিবে এবং ১ম পানি, ২য় পানি ও ৩য় পানি ভিন্ন ভিন্ন কলসীতে রাখিবে। শেষের সাদা পানি এক কলসীর বেশী রাখিতে হইবে না। পানি ভিন্ন ভিন্ন না রাখিলেও চলে, শুধু শেষের পানি এক কলস রাখিলেই চলিবে।

পাকা হাউজের নক্সা—

পাকা হাউজ

লোহার চাল্‌নী

ও

চট

ছিদ্র

কলসী
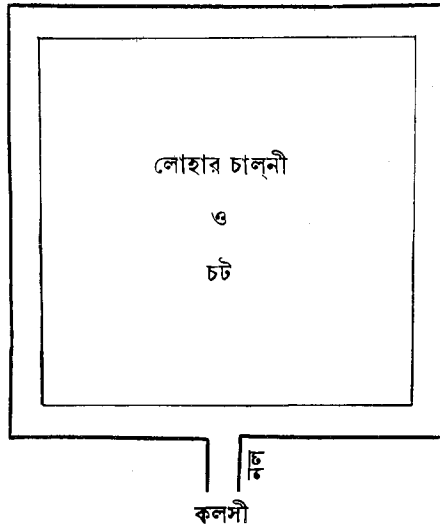
এখন চুল্লীর উপর বড় কড়াই বসাইয়া উহার মধ্যে এক লোটা পরিষ্কার পানি ঢাল এবং জ্বাল দিতে থাক। উক্ত পানির সহিত চর্বি এবং তৈলও কড়াইয়ে ঢাল। উত্তপ্ত হইলে পর ঝরানো পানি যাহা শেষবারের এক কলস রাখা হইয়াছে তাহা এক লোটা করিয়া কড়াইর মধ্যে দিয়া কষাইতে থাক, এইরূপে ধীরে ধীরে সকল পানি কষাইয়া শেষ কর। যখন জ্বাল দিতে দিতে ও নাড়িতে নাড়িতে ঘন হইয়া যাইবে, তখন হাতল দ্বারা সাবানের কেওয়াম উঠাইয়া হাতে ধরিয়া দেখ যে, হাতে লাগিয়া যায় কি না। যদি লাগিয়া যায়, তবে আরও জ্বাল দাও এবং শক্ত কর। যখন দেখিবে যে, আর হাতে লাগে না এবং বড়ি পাকাইলে শক্ত হইয়া যায়, তবে তখনই চুলার আগুন কমাইয়া

ভিতরের সকল কয়লা সরাইয়া ফেল। তারপর একটা হাউজ, হয় তক্‌তা দিয়া না হয় ইট দিয়া বানাইয়া উহার মধ্যে চট বা পুরাতন খাতা যাহা ছিঁড়া ফাঁড়া নহে বিছাইয়া উহার উপর সাবানের খামীর অল্প অল্প শুকাইয়া ফেল, তারপর কাটিয়া কাটিয়া রুচিমত সাইজ বানাইয়া লও। বস, সাবান তৈয়ার হইয়া গেল।

যে চুলায় সাবান পাকান হইবে তাহার আকৃতি এইরূপ হইবে, ইহাতে সকল দিকে সমান তাপ লাগে। অল্প সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে হাউজের দরকার নাই।

যে হাউজে সাবান ঢালিবে তাহা যদি তক্‌তা দ্বারা তৈয়ার করিতে চাও, তবে উহার চারিধারে ইট দ্বারা ঠেস্ দিও যেন ছুটিয়া না যায়। আর পাকা হইলে ত কথাই নাই।

সাবান প্রস্তুত করিতে যে সকল বর্তনাদির দরকার হয় তাহার বিবরণঃ

পোলাও পাকানের হাতার মত একটি বড় বাটযুক্ত লোহার অথবা কাঠের হাতা, একটি তিন সের পানি ধরার মত বড় পট্ যাহার সহিত লম্বা বাট থাকিবে; উহা দ্বারা আরক ঢালিতে উঠাইতে সহজ হইবে। সাবান পাক হইলে পর কড়াই হইতে নামাইবার জন্য ডাবা বা একটি বড় উকরী রাখিবে। যেমন পোলাও বাড়ার জন্য রাখা হয়।

সাবান প্রস্তুতের আধুনিক পদ্ধতিঃ

বর্তমান যমানার অনতিকাল পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের সর্বত্রই সাজি মাটি, চুনা ও তৈলের দ্বারা সাবান প্রস্তুত হইত। উহার নিয়ম প্রণালী যেমন কঠিন এবং মালও ভাল তৈরি হইত না, উহাকে কাঁচা সাবান বলা হইত।

বর্তমানে বিভিন্ন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাবান শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজকাল সাবান প্রস্তুতের প্রণালী অতীব সহজ এবং মহোপকারী আবিষ্কার প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উহার মধ্যে কাপড় কাঁচা সাবান প্রস্তুত করা অতি সহজ যাহা প্রতি ঘরেই অত্যাবশ্যকীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেই বিষয় কিছু লেখা যাইতেছে।

যদি কাহারো অন্যান্য প্রকার সাবান প্রস্তুত করার ইচ্ছা থাকে, তবে পুস্তক প্রণেতার নিকট হইতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়ম জানিতে পারা যাইবে।

বিলাতী সাবান দুই নিয়মে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক প্রকারকে কাঁচা বা কোল্ড প্রসেস, অপরটিকে পাকা বা হার্ড প্রসেস বলে। পাকা সাবান প্রস্তুত করা যদিও একটু কঠিন, কিন্তু কাঁচা সাবানের তুলনায় মূল্য কম এবং অতি অল্প ক্ষয় হয়, আর কাপড় খুব পরিষ্কার করে।

প্রথম প্রথম সাবান প্রস্তুত করিতে গিয়া হয়ত দু'চার বার খারাপ হইতে পারে কিন্তু শেষে তৈয়ারের অভ্যাস হইলে পর ইহা বড়ই লাভজনক।

উক্ত সাবান প্রস্তুত করিতে প্রধানতঃ দুইটি জিনিস দরকার। একটি তৈল, অপরটি কষ্টিক। কষ্টিক এক প্রকারের সাদা ধবধবে অতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। উহা গুঁড়াও থাকে এবং আস্তও পাওয়া যায়। আস্তগুলি টুকরা করিয়া লইতে হয়। উহা হাতে ধরা যায় না। কষ্টিক সাধারণতঃ শহরের বড় বড় বেনেতী দোকানে পাওয়া যায়। মূল্যও তত বেশী নয়। মাত্র এক টাকা বা পাঁচ সিকা সের। গুঁড়া কষ্টিকের নাম ৯৮+৯৯ এর কষ্টিক। আস্ত কষ্টিকের নাম ৬০+৬২ এর কষ্টিক। ২য় প্রকারের কষ্টিকের মূল্য কম।

সাবান প্রস্তুতের পূর্বে কষ্টিক পানিতে ভিজাইয়া গলাইয়া নিতে হয়। গলিত কষ্টিককে লাই বলা হয়। ৯৮+৯৯ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি আড়াই সের পানি দেওয়া হয় এবং

৬০+৬২ এর কষ্টিকের এক সেরের মধ্যে যদি দুই সের পানি দেওয়া হয়, তবে উহাতে ৩৫ ডিগ্রির লাই তৈয়ার হয়। কিন্তু কষ্টিকের উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতার উপর ডিগ্রির পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, ৩৫ ডিগ্রির স্থলে ৩৩ অথবা ৩৪ ডিগ্রির লাই হইয়া যায়। আবার কখনও ৩৬ বা ৩৭ ডিগ্রিও হইয়া পড়ে, যাহা পাকা সাবানে ব্যবহারে তদ্রূপ কোন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় না। কিন্তু উচ্চ ডিগ্রির লাই কাঁচা সাবানে ব্যবহৃত হইলে কিছু ক্ষতি হইয়া যায়। সাবানের কারখানায় লাইয়ের ডিগ্রি দেখিবার হাইড্রোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র থাকে, যাহা তিন চার টাকার মধ্যে খরিদ করা যায়। উহা দ্বারা ডিগ্রির সঠিক প্রমাণ নির্ধারণ করা যায়।

সাবানের উপাদানের তালিকা

তালিকা নং-১

চর্বি /৫ সের, ২৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই /২৷৷০ সের, সোডা /২৷৷০, পানি /২৷০ সের।

তালিকা নং-২

চর্বি /৫ সের; বাহরোযাহ্‌ /২৷৷০ সের; ৩৫ ডিগ্রির কষ্টিকের লাই /৩৷৷০ সের; সোডা /৩৷৷০ সের; পানি /৪ সের।

প্রস্তুতের নিয়ম

প্রথমে চর্বি গলাইয়া নেকড়ায় ছাকিয়া লইবে। যদি বাহরোযাহ্‌ মিশাইতে হয়, তবে চর্বির সহিত গলাইয়া নেকড়ায় ছাঁকিয়া নিবে। অতঃপর চুলার উপর কড়াই বসাইয়া পানি দিবে এবং সোডা মিশাইয়া আগুনের তাপ দিতে থাকিবে, যখন বলক আসিয়া সোডা গলিয়া যাইবে, তখন চর্বি ও কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিয়া হাতল দ্বারা খুব নাড়িতে থাকিবে এবং হাল্‌কা তাপে পাক করিতে থাকিবে। পাক হইতে হইতে যখন খুব ঘন ও থকথকে হইয়া ছিদ্র হইয়া পানি উপরে উঠিয়া আসে এবং বুদবুদ বাহির না হয়, তখন মনে করিবে যে পোড়া লাগার সময় হইয়াছে। তখন এক পোয়া অনুমান কষ্টিকের পানি ঢালিয়া দিবে। উত্তাপ পাইয়া যখন কচি গাইয়ের নূতন দুধের মত কাটা কাটা দাগ পড়িবে, তখন মনে করিবে যে ঠিক আছে এবং আরও একটু জ্বাল দিতে হইবে। পুনরায় একটু কষ্টিকের পানি দিয়া ভালমতে ফাটাইয়া পাকাইলেই উত্তম সাবান প্রস্তুত হইবে। এইরূপে হাল্‌কা তাপে ২/৩ ঘন্টা পর্যন্ত জ্বাল দিলে মধুর ন্যায় ঘন হইয়া যাইবে। ভালরূপ গাঢ় না হইলে আরও এক পোয়া চর্বি ঢালিবে এবং জ্বাল দিয়া জমাট বাঁধাইতে হইবে। অতঃপর রুচি মত ছাঁচে ঢালিয়া সাইজ মত সাবান তৈয়ার করিয়া নিবে।

—(মীর মাআছুম আলী সাহেব, খয়ের নগর, মীরাট; ইউ, পি)

কাপড়ে ছাপা রং করিবার নিয়ম

জরদ রং প্রস্তুতের নিয়ম ঃ একসের পানির মধ্যে এক পোয়া 'নাগুরী গুন্দ' ভিজাইয়া গলাইতে হইবে। ছয় মাশা ঘি ও ছয় মাশা গেঁহুর আটা ভালরূপে মিশাইয়া উহার মধ্যে এক পোয়া হিরার কস এবং তিন মাশা 'গুলিছোরখ টোল' উত্তমরূপে মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবে। অতঃপর খুব গাঢ় করিয়া উহা দ্বারা কাপড়ে ছাপা রং দিবে। এই রং এক খণ্ড কাপড়ে লাগাইয়া উহার উপর কাঠের ছাপ চাপা দিয়া রং জড়াইবে এবং যে কাপড়ে লাগাইবে উহা সমান চৌকির উপর রাখিয়া লইবে। কাপড়টির নীচে চট বা কম্বল বিছাইয়া লইলে ছাপ উত্তম হইয়া থাকে। কাঠের ছাপার ছাঁচ মিস্ত্রীদের দ্বারা তৈয়ার করা যায় অথবা বাজারে খরিদ করিতেও পাওয়া যায়।

কাল রং প্রস্তুতের নিয়মঃ এক ছটাক বিলাতী রং—যাহাকে পেড়ি বলে, উহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় এবং এক পোয়া 'নাগুরী গুন্দ', একসের পানিতে ভিজাইয়া লালা প্রস্তুত করিবে এবং উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। উহার সহিত এক ছটাক পটাস, ছয় মাশা তুতিয়া, ছয় মাশা গেঁহুর আটা এবং ছয় মাশা ঘি উহার সহিত খুব ভাল মত মিশাইয়া গাঢ় রং প্রস্তুত করিয়া কাপড় ছাপাইবে।

লেখার কালি প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার আঠা এক সের, কাজল এক পোয়া, ফিটকারী ছয় মাশা, বাবলার ছাল এক ছটাক, আমের ছাল এক ছটাক, মেহেদি গাছ এক ছটাক, তুতিয়া এক ছটাক।

দেড় সের পানির সহিত আঠা গলাইয়া কাজল খুব ভালমত মিশাইবে। উল্লিখিত গাছের ছালসমূহ এক সের পানির সহিত জ্বাল দিয়া ক্বাথ বানাইয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। অতঃপর কাজল মিশান আঠার পানির সহিত খুব মিশাইবে; তারপর তুতিয়া, ফিটকারী, খয়ের এক ছটাক পানিতে মিশাইয়া উহা কাজল ও আঠা মিশ্রিত পানির সহিত মিশাইয়া লোহার কড়াইয়ের মধ্যে রাখিয়া খুব ঘুটিবে। ইহা কোন পাত্রে ঢালিয়া পাতল করিয়া শুকাইয়া নিলেই কালি প্রস্তুত হইয়া গেলে।

ইংরেজী কালি তৈয়ার করিবার নিয়ম

প্রথম শ্রেণীর নীল রং এক তোলা, বেগুনী রং এক তোলা, সোডা ১০ মাশা, ১০ তোলা পানির সহিত সোডা এবং দুনো প্রকারের রং মিশাইয়া গরম করিবে, তবেই ইংরেজী কালি তৈয়ার হইবে।

কাঠের আসবাব-পত্র বার্নিস করার নিয়ম

কাঠে যে রং দিবার ইচ্ছা হয়, সেই রংয়ের গুঁড়া বাজার হইতে আনিয়া তার্পিন তৈলের সহিত খুব গাঢ় করিয়া মিশ্রিত করিবে, ইহা ব্রাস দ্বারা না হয় কাঠ বিড়ালীর লেজ অথবা কাঠের সহিত নেকড়া বাধিয়া বা পাখীর পালক দ্বারা ইচ্ছানুযায়ী সাদাসিধা না হয় ফুল-বুটা ইত্যাদির নক্শা করিয়া রং লাগাইবে। শুষ্ক হওয়ার পর বার্নিসের তৈল পালিশ করিয়া শুকাইয়া নিলেই আস্তে আস্তে চমকদার হইয়া উঠিবে।

বাসন-পত্র কালাই করার নিয়ম

এক পোয়া নিশাদল, তিন ছাটাক পানিসহ একটি পাত্রে নিয়া পানি শুকাইয়া যাওয়া পর্যন্ত জ্বাল দিবে। শুকাইয়া শক্ত হইয়া গেলে নামাইয়া গুঁড়া করিবে। যে বরতন কালাই করিতে হইবে, উহা ভালরূপে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া নিবে। তারপর উহাকে আগুনের উত্তাপে খুব উত্তপ্ত করিয়া কার্পাস তূলার সাহায্যে নিশাদল চূর্ণ উক্ত বর্তনে মুছাইয়া দিয়া কালাই করার সামান্য রং উহাতে দিয়া তূলার দ্বারা সমস্ত স্থানে এমনভাবে ছড়াইয়া মুছাইয়া দিবে যাহাতে সকল স্থানে সমানভাবে রং লাগিয়া যায়। কালাই হইয়া গেলে বর্তনটা সাঁড়াশী দ্বারা ধরিয়া রাখিবে। কিছুক্ষণ পর উহা ঠাণ্ডা হইলেই কালাই হইয়া গেল।

তামা-পিতল ঝালাই করার নিয়ম

কাঁসা চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ সোহাগা চূর্ণ লইয়া উভয় বস্তু খুব মিহিন করিয়া একটি পাত্রে রাখিবে। যে হাড়ি বা পাতিলের ফাটা জোড়ান বা তালি দেওয়ার প্রয়োজন হয়, আর তাহাতে যদি পূর্বের কোন তালি দেওয়া থাকে, তবে আগুনে উত্তাপ দেওয়ার পূর্বেই আগের জোড়া বা

ফাটা স্থানে কাদা মাটির দ্বারা পূর্ণ করিয়া এমনভাবে জুড়িয়া দিবে, যেন ছুটিয়া না যায়। অতঃপর যে স্থানে টাক লাগিল বা ফাটা জোড়ানের প্রয়োজন, সে স্থানে বর্তনের ভিতর দিক দিয়া কাঁসা চূর্ণ লাগাইয়া দিয়া খুব উত্তাপ দিবে, (টাকের স্থানটা আগুনের একটু উপরের দিকে থাকা ভাল) যখন অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া যাইবে, তখন আগুনের তাপের এক পার্শ্বে সরাইয়া ধরিবে, তবেই কাঁসার গুঁড়া গলিয়া কাটা স্থান জুড়িয়া যাইবে বা টাক জোড়া লাগিবে। ইহাকে পাকা ঝালাই বলে। ইহা ছাড়া কাঁচা ঝালাই এবং তালি লাগানেরও ব্যবস্থা আছে। যে পাতিল বা বরতনে জোড়া দিতে হইবে উহার বাহিরের দিকটা খুব পরিষ্কার করিয়া দিবে। অতঃপর একটু এসিড ঐ স্থানে লাগাইয়া উত্তপ্ত হাতল দ্বারা রাং লাগাইয়া উক্ত ফাটার উপর ধরিবে বা টাকের চার দিকে রাং লাগাইয়া দিবে। তাহা হইলেই জোড়া লাগিয়া যাইবে। টাকটি একটু চাপিয়া ধরিয়া রাং লাগাইবে অন্যথায় তাড়াতাড়ি এবং অল্প রাং-এ জোড়া লাগান দুষ্কর। ঝালাই করা স্থান উঁচু নীচু থাকিলে রেত দ্বারা ঘষিয়া সমান করিয়া দিবে।

তামাক প্রস্তুতের নিয়ম

যেই প্রকারের তামাক তবিয়তে চায় তাহা খুব কুচি কুচি করিয়া কাটিবে এবং (শীরা) বার বা চিটাগুড় শীতকালে সমপরিমাণ, গরমের দিনে সমপরিমাণের চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক এবং বর্ষাকালে সমপরিমাণের চেয়ে কিছু কম মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে কাহেলে বা ঢেঁকিতে কুটিবে। অল্প তামাক হইলে হাতেই মাখাইতে হয়। ইহাতে বড় পরিশ্রম, তাই তামাক মাখার মজুরী দিয়া কোন দোকানদারের দ্বারা না হয় মজুরের দ্বারা কোটান যাইতে পারে।

খোশবুদার তামাক প্রস্তুতের নিয়ম

লবঙ্গ, জটা মাংসী, চন্দন কাঠের গুঁড়া, বড় এলাচী, সোন্দা, দারুচিনি, বাউবীর হেনা আতর ইত্যাদি সুগন্ধি বস্তু সমপরিমাণ লইবে। প্রতি সের তামাকের সহিত অর্ধ ছটাক মিশ্রিত সুগন্ধি এবং তিন চার মাসা হেনার আতরও মিশাইবে। ইহা সাদা তামাকের সহিতও মাখান যায় আবার মাখা তামাকের সহিতও মিশান যায়।

সহজ পাচ্য সুজির রুটি প্রস্তুতের নিয়ম

সুজির সহিত পানি মিশাইয়া খুব ছানিবে, বেশী নরম যেন না হয়। অতঃপর পেড়া বানাইয়া একটি পাত্রে আন্দাজ মত পানি লইয়া উক্ত পেড়া আধা সিদ্ধ করিয়া নামাইয়া পানি ফেলিয়া দিবে। তারপর পেড়াগুলিকে ভাংগিয়া উহার সহিত এই পরিমাণ ঘি মিশাইয়া ছানিয়া নিবে যেন একটু নরম হইয়া যায়। তারপর রুটি বানাইয়া পানি ও ঘি ছাড়া তাওয়ায় করিয়া হাল্‌কা তাপে গরম করিয়া নিবে। রুটিগুলি মোটা বানাইবে না। এই রুটি অনেক দিন স্থায়ী হয়।

গোশ্‌ত পাকাইবার নিয়ম যাহা ছয় মাসেও খারাপ হয় না

১নং—যে সকল মসল্লা গোশ্‌তে দেওয়া হইবে তাহা ভাল মত পিষিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া নিবে। অতঃপর এক পোয়া গোশ্‌তের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া উহাতে পেঁয়াজ ভুনিয়া পরিমাণ মত লবণ এবং কিছু কাচ্‌রী (ফল বিশেষ) গোশ্‌তের সহিত লইয়া ঘির মধ্যে ছাড়িয়া দিবে এবং পাতিলের মুখ ঢাকনা দিয়া বন্ধ করিয়া হাল্‌কা আগুনে পাকাইতে থাকিবে। গোশ্‌তের টুকরাগুলির মধ্য হইতে যে পর্যন্ত স্বাভাবিক পানি একেবারে শুষ্ক হইয়া না যায় ততক্ষণ জ্বাল দিতে থাকিবে। পানি শুষ্ক হইয়া গোশ্‌ত সিদ্ধ হইয়া গেলে উহা ঘি হইতে পৃথক করিয়া নিয়া উক্ত ঘির মধ্যে আরও এক ছটাক ঘি ঢালিবে। অতঃপর মসল্লার গুঁড়া ঘির মধ্যে আধ ভুনা করিয়া গোশ্‌ত দিবে

এবং নিয়মিতভাবে পাক শেষ করিবে। কিন্তু কোন মতেই পানি দেওয়া চলিবে না। পাক সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে কিছু গরম মসল্লাও দিবে। এখন দেখা গেল যে, এক পোয়া গোশ্‌তে আধ পোয়া ঘি খরচ হইল। গোশ্‌তে যদি ঘি বেশী মনে হয়, তবে উহা হইতে কিছু ঘি উঠাইয়া রাখিয়া অন্য কাজে লাগাইবে। পাকান গোশ্‌ত চুলার উপর হইতে গরম গরম নামাইয়া ঢাকনাসহ তূলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে। না হয় গোশ্‌তের পাতিলের চতুর্দিক তূলা দ্বারা মোড়াইয়া রাখিবে। গরমের দিনে প্রত্যেহ এবং শীতের দিনে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন খুব গরম করিয়া তাড়াতাড়ি পূর্বের ন্যায় তূলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে।

গোশ্‌ত পাকানের ২য় নিয়ম

১নং নিয়মানুযায়ী মসল্লা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, অতঃপর ১ নং নিয়মানুযায়ী এক পোয়া গোশ্‌তের জন্য এক ছটাক ঘি লইয়া পেঁয়াজ ভুনিয়া নিমক এবং কাচরী দিবে। অতঃপর পানি ব্যতীত ১ নং নিয়ম মত ঐ ঘির মধ্যে গোশ্‌ত ছাড়িয়া ডেক্সির মুখ বন্ধ করিয়া হাল্‌কা তাপে ভুনিবে, গোশ্‌তের টুক্‌রাগুলির সৃষ্টিগত পানি যে পর্যন্ত না শুষ্ক হইয়া যাইবে ততক্ষণ জ্বাল দিবে। যখন দেখিবে যে, গোশ্‌তের টুকরা হইতে ফেনা বা বুদ্‌বুদ্‌ উঠে না, তখন মনে করিবে যে গেশ্‌তের পানি এখন আর নই। অতঃপর ইচ্ছামত গোশ্‌ত গলাইয়া দেওয়ার নিয়ম এই যে, উক্ত গোশ্‌ত ডুবিয়া যায়, এই পরিমাণ পানি উহাতে দিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে যেন গোশ্‌ত ইচ্ছামত সিদ্ধ হইয়া গলিয়া যায়। অতঃপর জ্বাল দিতে দিতে পানি একেবারে শুকাইয়া ফেলিবে।

পানি শুষ্ক হইলে পর গোশ্‌ত হইতে কোন ফেনা ও বুদবুদ হইবে বা এবং আবড় পড়া বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া গোশ্‌তের টুকরাগুলি পূর্বাপেক্ষা ছোট হইয়া যাইবে। কেননা, পূর্বে পানির গোশ্‌ত ফুলিয়া বড় হইয়াছিল। যখন পানির অংশ একেবারেই থাকিবে না, তখন ১ নং নিয়মানুসারে গোশ্‌ত ঘি হইতে ভিন্ন করিয়া, আরও এক ছটাক ঘি উহাতে ঢালিবে, সকল মসল্লা আধ-ভুনা করিয়া উহার মধ্যে গোশ্‌ত ছাড়িয়া পানি ব্যতিরেকে পাকাইতে হইবে। নিয়ম মত পাক হইলে পর গরম মসল্লা দিয়া গরম গরম কোন একটি ঢাকনাদার পাত্রে ঢালিয়া তূলার মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিবে, না হয় তূলা দ্বারা মোড়াইয়া ফেলিবে। উক্ত গোশ্‌ত শীতকালে তিন দিন অন্তর একবার এবং গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ একবার খুব গরম করিতে থাকিবে এবং তূলার মধ্যে রাখিবে। ইহা প্রায় দুই মাসকাল স্থায়ী হইবে।

বিস্কুট পাউরুটি প্রস্তুত প্রণালী

সুজি অথবা ময়দার সহিত খামীর মিশ্রিত করিয়া ভালমত মন্থন করিয়া কোন কাঠের খঞ্চির 'উপর ফেলিয়া খুব কোটিতে হইবে। তারপর ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া তন্দুর গরম করিয়া ভিতরের আগুন ও কয়লা সরাইয়া দিয়া পাউরুটির ছাঁচগুলি তন্দুরের মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া লইবে। পূর্ণ বিবরণ নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

পাউরুটির খামীর প্রস্তুত করার নিয়ম—লবঙ্গ, এলাচী, জায়ফল, যাবিত্রী, ইন্দ্রযব, সমুদ্র ফেনা, তালমাখানা, পদ্মবীজ, প্রবালের শিকড়, নাগেরশ্বর গোলাব ফুল, দারুচিনি, কাঙ্খী-মূল, গোক্ষুর ছোট-বড়, চোব চিনি ও কাবাব চিনি এই সকল দ্রব্য তিন তিন মাসা, জাফরান ছয় মাসা, লইয়া সব দ্রব্য কোটিয়া চালিয়া মজবুত কর্কের একটি শিশিতে রাখিয়া শিশির মুখটা শক্ত মত বন্ধ করিয়া রাখিবে। তাহা ছাড়া দেড় দেড় মাসা প্রত্যেক দ্রব্য লইয়া খামীর বানানো যায়। ইহার কমে মসল্লা ঠিক হইবে না।

খামীর প্রস্তুত করিবার সময় প্রয়োজন মত এই উপাদানটি দেড় মাসা পরিমাণ লইয়া উহার সহিত সোয়া তোলা দধি মিশাইবে। তারপর উহার সহিত ময়দা মিশ্রিত করিয়া এই পরিমাণ শক্ত করিবে যেন কানের লতির মত হয়। এখন একটা ঢিলার মত করিয়া এক খণ্ড কাপড়ে সামান্য ঢিলা করিয়া বাঁধিয়া কোন উঁচুস্থানে তিন দিন পর্যন্ত লটকাইয়া রাখিবে। ৪র্থ দিনে উহা নামাইয়া দেখিবে যে, খুব ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং ঢেলাটার উপর পাঁপড়ি পড়িয়াছে। পাঁপড়ি পরিষ্কার করিয়া উহার মধ্য হইতে আঠাল লেছদার খামীর বাহির করিবে। অতঃপর এক ছটাক দধির মধ্যে পূর্বের মত ময়দা মিশাইয়া কানের লতিবৎ শক্ত করিয়া ছানিবে। তারপর এই ছানা ময়দার সহিত উক্ত আঠাল খামীর মিশ্রিত করিয়া তামাক মাখার মত খুব মর্দন করিবে এবং ঢেলা পাকাইয়া কাপড়ে বাঁধিয়া ৬ ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিয়া অতঃপর উহা নামাইয়া খামীর বাহির করিয়া পুনরায় আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া পূর্বের মত কানের লতির ন্যায় শক্ত করিয়া ছানিবে এবং উহার সহিত এই খামীর মিশাইয়া আবার কাপড়ে বাঁধিয়া ছয় ঘন্টাকাল লটকাইয়া রাখিবে। তারপর আবার আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশাইয়া গোল্লা বানাইয়া উহার সহিত খামীর মিশাইয়া ছয় ঘন্টা লটকাইয়া রাখিয়া নামাইয়া খামীর বাহির করিবে এই চতুর্থবারে খামীর মাথা ময়দার গোল্লার উপর যে মামড়ি পড়িবে, উহা ছাড়ানোর দরকার নাই। অতঃপর আধ পোয়া দধিতে ময়দা মিশ্রিত করিয়া খামীরসহ খুব মথিবে। ভালমত মিশ্রিত হইয়া গেলে ৪ ঘন্টাকাল কোন পাত্রে উহা রাখিয়া দিবে। অতঃপর যদি খামীর রাখার ইচ্ছা হয়, তবে উহা হইতে অর্ধ ছটাক রাখিলেই হইবে। উপরি উক্ত নিয়ম মত অর্ধ ছটাক দধির সহিত ক্রমাগত খামীর বাড়াইতে থাকিবে। বর্ধিত খামীর হইতে অর্ধ ছটাক বাদ দিয়া যাহা থাকিবে উহার দুই গুণ পাউরুটি পাকাইবে। পুনরায় যদি দরকার হয়,তবে উক্ত রক্ষিত খামীরের সহিত খামীর বর্ধিত করিয়া খামীর বানাইবে। উক্ত হিসাবের সহিত তারতম্য করিয়া পরিমাণ বাড়ানো যায়।

আজকাল ব্যবসায়ীরা উপরোক্ত নিয়মে খামীর এবং পাউরুটি প্রস্তুত করে না, তাহারা এসিড দ্বারা ময়দা ফুলাইয়া লয়, এই কারণে তাহা স্বাস্থ্যপ্রদ হয় না।

পাউরুটি প্রস্তুত করার নিয়ম

পাউরুটি পাক করার জন্য উপরে যে খামীরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আধ সের ময়দার সহিত পানিসহ মন্থন করিবে, যখন ভালমত মথা হইবে তখন উহার উপর কাপড় দিয়া দুই ঘন্টা পর্যন্ত ঢাকিয়া রাখিবে। যদি চার পাঁচ সের পরিমাণের পাউরুটি পাকানের প্রয়োজন হয়, ততখানি ময়দাই খামীর মিশ্রিত করিয়া খুব মথিবে এবং সামান্য নিমক ও সাদাচিনি পরিমাণ মত মিশাইলে ভাল হয়। অতঃপর দেড় বা দুই ঘন্টাকাল রাখিয়া দিবে। এখন যেই ময়দা গুন্দা হইল উহা কানের লতিবৎ নরম করিবে, বেশী নরম হইলে নূতন লোকের পক্ষে রুটি বানান কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব, একটু শক্তই রাখা দরকার। বেশী শক্ত হইয়া গেলে একটু নরম করিয়া লইবে, আবার দুই ঘন্টা পর উক্ত গুন্দা ময়দাকে খুব মিথুন করিবে। যখন পূর্ণরূপে মথা হইয়া যাইবে এবং আঁশ ধরিবে তখন উহা কোন তক্‌তার উপর রাখিবে। তারপর যত বড় বড় রুটি বানাইতে হয় সেই পরিমাণের ময়দার গোল্লা বানাইবে। গুঁড়া ময়দা অথবা হাতে তৈল নিয়া গোল্লা বানাইয়া রাখিবে। যাহাতে হাতে না লাগে। এখন উহা রুটির সাঁজের মধ্যে রাখিবে। যখন এই গোল্লাগুলি আধা ফুলা হইয়া যাইবে তখন তন্দুর জ্বালাইবে। তন্দুরের উপরে একটা বাতি থাকিতে হইবে। পাউরুটির গোল্লাগুলি যখন ফুলিয়া পূর্ণ হইবে, তখন তন্দুরের আগুন বাহির করিয়া ফেলিবে এবং

একটি রুটির গোল্লা ভিতরে রাখিয়া দুই তিন মিনিট লক্ষ্য করিয়া দেখিবে; যদি ধরে, তবে মনে করিবে যে, তাপ ঠিক আছে। তারপর অন্যান্য গোল্লা বা ঢেলাগুলি তন্দুরের মধ্যে দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। আর যদি প্রথম রুটি দুই তিন মিনিট রাখিলে জ্বলিয়া যায়, তবে দশ পনর মিনিট অপেক্ষা করিয়া তন্দুর কিছু ঠাণ্ডা করিয়া তারপর অন্যান্য ঢেলাগুলি দিবে।

যদি তন্দুর বেশী ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তবে কিছু কয়লা তন্দুরের দরজার ভিতর দিকে রাখিয়া দিয়া দিবে; তবেই গরমের ভাগ পরিমাণ মত পাওয়া যাইবে। তিন চার মিনিট পর তন্দুরের ঢাকনা খুলিয়া বাতির আলোতে দেখিয়া নিবে এবং একটু লালচে রং ধরিলে তৎক্ষণাৎ রুটি বাহির করিয়া নিবে। একবার রুটি পাকাইয়া বাহির করিয়া নিলে যে তাপ তন্দুরের মধ্যে থাকে তাহাতে নান খাতায়ী এবং মিঠা বিস্কুট পাকান যায়। যদি নানখাতায়ী এবং মিঠা বিস্কুট কাঁচা তৈয়ার করা থাকে, তবে তন্দুর হইতে পাউরুটি বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা তন্দুরের ভিতর রাখিবে এবং মাঝে মাঝে ঢাকনা খুলিয়া দেখিতে থাকিবে। পাক হইয়া গেলে বাহির করিয়া নিবে। আর যদি এখনও না খাতায়ী ও মিঠাবিস্কুট প্রস্তুত না হইয়া থাকে, তবে তন্দুরের মধ্যে কয়লার আগুন রাখিয়া উহার ঢাকনা দিয়া তাপ রক্ষা করিয়া রাখিবে। এই তাপ পনর হইতে বিশ মিনিট পর্যন্ত রাখা চলে। তারপর আবার আগুন জ্বালাইতে হইবে। আগুন জ্বালানের পর যখন ভিতরের আগুন সরাইয়া ফেলিবে তখন উত্তপ্ত তন্দুরে কিছু নিমক ও দৈ মিশ্রিত পানি ছিটাইলে ভাল হয়।

যদি তন্দুর নূতন হয়, তবে প্রথমে তিন দিন পর্যন্ত আগুন জ্বালাইয়া রাখিয়া তন্দুর ঠিক করিয়া নিবে।

নানখাতায়ী প্রস্তুত করিবার নিয়ম

এক পোয়া ঘি, এক পোয়া সাদা চিনি, আধ আনা এলাচির দানা, তিন মাসা সমুদ্র ফেনা, গেঁহুর ময়দা পাঁচ ছটাক।

প্রথমে ঘি, চিনি, এলাচি বিশ মিনিট পর্যন্ত খুব মলিবে। ভালরূপে গলিয়া তরল হইয়া গেলে সমুদ্র ফেনা পিষিয়া উহার সহিত মিশাইবে এবং খুব ফেটিবে। অতঃপর এক পোয়া ময়দা মিশ্রিত করিবে। যদি একটু লেছকা থাকে, বাকী এক ছটাকও মিশাইয়া কানের লতির মত নরম করিয়া রুটি বানাইয়া তন্দুরে দিবে। যথাসময়ে পাক হইলে পর বাহির করিবে।

মিঠা বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম

দেড় পোয়া ঘৃত, আধ সের চিনি, ছয় মাসা সমুদ্র ফেনা, এক আনা পরিমাণ দুধ, চৌদ্দ ছটাক গেঁহুর ময়দা প্রথমে ঘি ও চিনি নানখাতায়ীর মত ফেটিবে এবং অল্প অল্প দুধ উহাতে ছাড়িতে থাকিবে। যখন সব দুধ মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন একবারে আধ পোয়া পানি উহাতে মিশাইবে এবং সমুদ্র ফেনাও পিষিয়া মিশাইবে। অতঃপর ময়দা মাখিয়া রুটির ঢেলা বানাইবে। যদি বেশী নরম হইয়া পড়ে, তবে আরো ময়দা মিশাইয়া বেলনা দ্বারা বেলিবার উপযুক্ত করিয়া রুটি বানাইয়া রুচি মত বিস্কুটের ছাঁচে কাটিয়া টিনের পাতে তন্দুরে দিবে। পাক হইলে পর বাহির করিয়া নিবে।

নিম্‌কী বিস্কুট প্রস্তুতের নিয়ম

এক পোয়া ঘৃত, এক-ছটাক চিনি, সোয়া আট মাসা নিমক, এক সের ময়দা ঘৃত, চিনি ও নিমক পিষিয়া একটা গামলায় রাখিয়া পাঁচ মিনিট পর্যন্ত খুব ফেটিবে তারপর ময়দা মিশ্রিত করিয়া খুব ফেটিবে। অতঃপর যতুটুক বড় বড় বিস্কুট বানাইবার ইচ্ছা তত বড় করিয়া বেলিয়া বিস্কুটগুলি টিনের পাতের উপর রাখিবে এবং তন্দুরে দিয়া রাখিবে, পাক হইলে পর বাহির করিবে।

নিম্‌কী বিস্কুট পাউরুটি পাকাইবার পূর্বে পাকাইতে হয়। কারণ, ইহাতে তাপ কিছু বেশী প্রয়োজন হয়।

আমের আচার তৈয়ার করার নিয়ম

তাজা কচি আম, যাহার উপর কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই-এই প্রকারের আম লইয়া উহার উপরের ছিলকা এমনভাবে ছিলিয়া ফেলিবে যেন ভিতরে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর আমের নীচের দিক দিয়া ছিঁড়িয়া আমের আঁটি বাহির করিয়া ফেলিবে। আম যেন দুই খণ্ড না হইয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। অতঃপর রসুন, লাল মরিচ, সোঁপ, পুদিনা, আদা, কালি জিরা ও নিমক আন্দাজ মত মিশ্রিত করিয়া আমের মধ্যে ভরিয়া দিয়া ফাঁক করা স্থান সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দিয়া আট দশ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিবে। তারপর পুদিনার রসে বা সিরকার মধ্যে চুবাইয়া এক সপ্তাহ রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

যদি তৈলে দিয়া আচার বানাইতে ইচ্ছা হয়, তবে আর আম ছুলিতে হইবে না ; বরং মসল্লাদি ও নিমক-ভরিয়া তৈলের মধ্যে ফেলিয়া রৌদ্রে দিলেই হইবে।

চাস্‌নিদার আচার তৈয়ার করার নিয়ম

আধ সের কিস্‌মিস, আধ সের খেজুর (খুরমা) এক পোয়া আম চূর্ণ, আধ পোয়া আদা ও আধ পোয়া রসুন, এই সকল মসল্লা দ্রব্য তিন সের পুদিনা রসে ছাড়িয়া দেড় সের চিনি দিয়া ১৫ দিন পর্যন্ত রৌদ্রে দিয়া ব্যবহার করিবে।

শালগমের আচার

পাঁচ সের পরিমাণ শালগমের টুক্‌রা পানিতে সামান্য গরম করিয়া শুকাইয়া উহাতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি মিশ্রিত করিবে। আধ পোয়া নিমক, এক ছটাক লাল মরিচ, আধ পোয়া রাই সরিষা—এগুলি পিষিয়া লইবে, আধ পোয়া রসুন, এক পোয়া আদা ইহা পাতলা করিয়া কাটিয়া কুচি কুচি করিয়া লইবে এই সকল দ্রব্য শালগমের সহিত মাখাইয়া দিবে। যখন ইহাতে ঝাঁজ ও টক সৃষ্টি হইয়া যাইবে, তখন সাদা চিনির শিরা অথবা গুড়ের শিরা তৈয়ার করিয়া উক্ত শালগমের টুক্‌রাগুলিতে ঢালিবে। শিরা কমিতে থাকিলে আবার প্রস্তুত করিয়া দিতে থাকিবে। এই আচার বহুকাল স্থায়ী হয়।

নবরত্ন চাট্‌নী তৈয়ার করার নিয়ম

কাঁচা ছোলা আম ১ সের, পুদিনার রস সোয়া সের বা সিরকা সোয়া সের, রসুন আধ ছটাক, লাল মরিচ আধ ছটাক, কালিজিরা ২ তোলা, সোপ ২ তোলা, শুষ্ক পুদিনা ২ তোলা, লবঙ্গ ৪ মাসা, জায়ফল ৪ মাসা, আদা ১ ছটাক, লবণ ১ ছটাক, চিনি বা গুড় ১ পোয়া। প্রথমতঃ সিরকার সহিত আম পিষিয়া নিবে অতঃপর সকল মসল্লা সিরকাসহ বাটিয়া আম বাটার সহিত মিশাইবে। এখন যে সিরকা বাকী রহিয়াছে অর্থাৎ আম বাটার ও মসল্লা পিষার পর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহার সহিত আরো আম এবং মসল্লা মিশাইয়া আগুনে জোশ দিবে, যখন ঘন হইয়া চাস্‌নী তৈয়ার হইয়া যাইবে তখন ব্যবহার করিবে। যদি খোশ রং করিতে চাও, তবে দুই তোলা হলুদ বালু দ্বারা ভাজিয়া পিষিয়া উহার সহিত মিশাও। বাস্ নব রত্ন চাট্‌নী তৈয়ার হইয়া গেল।

মোরব্বা প্রস্তুতের নিয়ম

কাঁচা আম এমনভাবে ছুলিবে যেন ভিতরের দিকে সবুজ রং না থাকে। অতঃপর ভিতরের শাঁস বাহির করিয়া সূই অথবা কাঁটা দ্বারা খুব ফুড়িবে। ভাল মত ফোঁড়া হইয়া গেলে চুনের এবং

ফিটকারীর পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ২/৩ ঘন্টা পর পরিষ্কার পানিতে ভাল মত ধুঁইয়া বিশুদ্ধ পানিতে আধা সিদ্ধ করিবে। তারপর পানি হইতে উঠাইয়া নিংড়াইয়া আমগুলিকে বাতাসে শুকাইয়া নিবে।

অতঃপর কড়াইর মধ্যে আমের দ্বিগুণ চিনি অথবা পরিষ্কার গুড়ের শিরার মধ্যে ছাড়িয়া জোশ দিতে থাকিবে। শিরা যখন খুব গাঢ় আঁশ ধরিবে তখনই মোরব্বা তৈয়ার হইয়া গেল। এই নিয়মেই চাল কুমড়া, আমলকী ও ছেব ইত্যাদির মোরব্বা প্রস্তুত করিতে হয়।

নিমক পানির আম প্রস্তুত প্রণালী

গাছ হইতে পড়া অক্ষত পোখ্তা আম কুড়াইয়া আনিয়া ভাল মত ধুইয়া মাটির পাত্রে রাখিয়া আমের উপর পর্যন্ত পানি ভরিয়া দিয়া তিন দিন পর্যন্ত আমগুলি ডুবাইয়া রাখিবে। অতঃপর আমগুলি আবার ধুইয়া পানিগুলি ফেলিয়া দিবে। এইবার নূতন পানির মধ্যে প্রতি একশত আমের জন্য এক পোয়া নিমক, আধ পোয়া রসুন এবং আস্ত লাল মরিচ পরিমাণ মত দিয়া আমগুলি এই পানির মধ্যে ছাড়িয়া পনর দিন পর ব্যবহার করিবে। পানি সর্বদাই আমের উপর পর্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। কেহ কেহ দ্বিতীয়বারের পানি ফেলিয়া দিয়া তৃতীয় বারের পানির সহিত মেথি জোশ করিয়া পানি ঠাণ্ডা হইলে আমগুলির মুখে সামান্য তৈল মাখাইয়া দিয়া উক্ত পানির মধ্যে ছাড়িয়া থাকে। মেথির কারণে ঐ পানি নষ্ট হয় না বরং উহাতে আম বেশী দিন স্থায়ী হইয়া থাকে।

লেবুর আচার তৈয়ার করার নিয়ম

পাঁচ সের কাগজী লেবু পানির মধ্যে ফেলিয়া একদিন ভিজাইয়া রাখিবে। ২য় দিনে পানি ফেলিয়া দিয়া প্রতিটি লেবুর চার চার ফাড়া দিয়া উহার মধ্যে গরম মসল্লা, সৈন্দব লবণ ভরিয়া দিবে। পাঁচ সের লেবুর জন্য আধ সের মসল্লা এবং তিন পোয়া লবণই যথেষ্ট।

নিমক ও মসল্লা ভরিয়া লেবুগুলি একটি বর্তনে রাখিয়া উহার উপর অন্য লেবুর রস নিংড়াইয়া দিবে। কেহ কেহ লেবুর পানি ৩ বারও পরিবর্তন করিয়া থাকে এবং সের প্রতি ১ ছটাক মসল্লা এবং গোড়া লেবুর রস যত বেশী নিংড়াইয়া দেওয়া যায়, ততই উহা বেশী দিন পর্যন্ত ভাল থাকে।

কেহ কেহ এই লেবুর আচারে ৵৫ সের লেবুর জন্য ৵১ সের নিমক, ৬ মাসা শুণ্ঠি আদা, ৬ মাসা পিপুল, ৬ মাসা সমুদ্র ফেনা ও ৬ মাসা সাদা জিরা এই সকল দ্রব্য গরম মসল্লার সহিত চূর্ণ করিয়া দিয়া থাকে।

কাপড় রংগাইবার নিয়ম

কাল রং—পাথর চুনার গুঁড়া আধ সের, খাঁটি নীল এক সের, গুড়ের শিরা আধ সের, সকল বস্তু মিশাইয়া একটা চাড়ী বা গামলার মধ্যে ভরিয়া সকালে, দুপুরে ও বৈকালে একটা কাঠি দিয়া খুব নাড়িয়া উহার গাদ উঠাইয়া ফেলিবে। যদি শীতকাল হয়, তবে উক্ত গামলার চতুর্দিকে আগুনের তাপ দিলে তাড়াতাড়ি গাদ উঠিয়া যাইবে। পরিষ্কার হওয়ার পর উহার মধ্যে কাপড় চোবাইয়া রং লাগাইবে। কাপড় শুকাইয়া তারপর তাজা কাঁচা দুধের মধ্যে ডুবাইবে অথবা মেন্দি পাতার পানি জোশ দিয়া তাহাতে কাপড় চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে, উহাতে রং খুব পাকা হয়।

হলুদ রং

প্রথমে হলুদ খুব গুড়া করিয়া পানির মধ্যে মিশাইবে, উহাতে কাপড় রংগাইয়া নিংড়াইবে এবং শুকাইয়া নিয়া দুই তোলা সাদা ফিটকারী চূর্ণ করতঃ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই পানিতে

কাপড় ধুইয়া শুকাইবে। অতঃপর অর্ধ সের আমের ছাল তিন প্রহর পর্যন্ত পানির সহিত জোশ দিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং উহাতে কাপড় চুবাইয়া রং করতঃ শুষ্ক করিবে।

সোনালী আভা রং

প্রথমে সিকি তোলা ওজনের হলদি দ্বারা রংগান পানিতে কাপড় রংগীন করিয়া এক পোয়া নাসপাল (ناسپل) পানিতে জোশ দিয়া উহা ছাঁকিয়া কাপড় রংগাইয়া অবশিষ্ট নাসপালের পানি রাখিয়া দিবে। তারপর সিকি তোলা ওজনের গেরু পানিতে মিশ্রিত করিয়া উহাতে পুনরায় উক্ত কাপড় রংগাইবে এবং পূর্বের যে রক্ষিত নাসপালের পানি আছে উহার মধ্যে কাপড় চুবাইয়া নিবে। অতঃপর একতোলা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ করিয়া পরিষ্কার পানির সহিত মিশ্রিত করিবে। উহার মধ্যে উক্ত কাপড় একবার চুব দিয়া উঠাইবে। অবশিষ্ট ফিটকারীর পানির মধ্যে চাউলের গুঁড়া অথবা ময়দার সামান্য কলপ দিয়া কয়েক বার উক্ত কাপড় ডুবাইয়া উঠাইবে।

সোনালী রং করার অন্য নিয়ম

নাসপাল এবং মঞ্জিষ্ঠা সমপরিমাণ লইয়া আধ-থেতো করিয়া অথবা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সন্ধ্যা বেলায় পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে উহা জোশ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। সর্বপ্রথম ফিটকারী খুব চূর্ণ করিয়া পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া উক্ত পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া নিবে। অতঃপর নাসপাল এবং মঞ্জিষ্ঠার পানিতে কাপড় ডুবাইয়া রং করিয়া ফেলিবে।

গ্রীন বা সবুজ রং করার নিয়ম

ফিটকারীর পানির মধ্যে কাপড় ডুবাইয়া শুকাইয়া নিয়া তারপর নীলের পানির মধ্যে কাপড় ভিজাইবে। অতঃপর নাসপাল ও মঞ্জিষ্ঠার রঙ্গিন পানিতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই সবুজ রং করা হইয়া যাইবে।

সবুজ বা গ্রীন রং করার ২য় প্রণালী

আধ পোয়া আমের কচি পাতা লইয়া আধ সের পানিতে জোশ দিবে, ছাঁকিয়া নিয়া উক্ত পানি রাখিয়া দিবে। অতঃপর অন্য পানিতে উহা ২য় বার জোশ দিতে হইবে এবং পানি পৃথক করিয়া রাখিয়া ৩য় বার জোশ দিবে এবং পানি ছাঁকিয়া পৃথক রাখিবে।

প্রথম বারের জোশ দেওয়া পানিতে কাপড় প্রথমে চুবাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় বারের জোশ দেওয়া পানিতে চুবাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর তৃতীয় বারের জোশ দেওয়া পানির সহিত নয় মাসা পরিমাণ ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহার মধ্যে কাপড় খুব মলিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

বেগুনী রং প্রস্তুত প্রণালী

বাবলার ছাল এক পোয়া, জায়ফল ৪ তোলা আধ কোটা করিয়া রাত্রে পানিতে ভিজাইয়া রাখিবে। ভোরে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া নিবে। তারপর দুই তোলা ফিটকারী চূর্ণ ভিন্ন পানিতে মিশ্রত করিয়া কাপড়খানা প্রথমে ফিটকারীর পানিতে ডুবাইবে। তারপর ছাল ভিজান পানির মধ্যে ভিজাইয়া উঠাইয়া এই রংগীন পানির মধ্যে হীরার কস এক তোলা পরিমাণ লইয়া মিশ্রিত করিয়া উক্ত কাপড় আবার চুবাইবে ও শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে।

লাল-আভা পাকা গাঢ় বেগুনী রং

আধ পোয়া মঞ্জিষ্ঠা এবং আধ পোয়া মেন্দি পাতা থেতো করিয়া রাত্রে ছয় সের পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিবে এবং ভোরে মাটির হাড়ীতে করিয়া কয়েকবার জোশ দিয়া ছাঁকিয়া রাখিবে।

অতঃপর বড় হরিতকী ও হলুদ চূর্ণ করিয়া বেশী পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া সমান ভাবে সমস্ত কাপড়টা রংগাইবে। লক্ষ্য রাখিবে যে ছাপ ছাপ রং না লাগে। অতঃপর কাপড় নিংড়াইয়া ছায়ার মধ্যে শুকাইয়া নিবে। অবশিষ্ট পানি রাখিয়া দিবে। তারপর আধ পোয়া গুড় ও আধ পোয়া শুকনা আমলকী একটা লোহার কড়াইতে লইয়া অল্প পানি মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে রাখিবে। যখন গরম হইয়া উহা হইতে বুদ্‌বুদ্‌ উঠিবে এবং কাল রং ধারণ করিবে তখন পূর্বের রক্ষিত মঞ্জিষ্ঠা ও মেন্দি পাতার জোশ দেওয়া পানি উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কাপড় রংগাইবে।

চকলেট রং

দুটি বড় বড় মাজু (এক প্রকার ঔষধ বিশেষ) আধ থেতো করিয়া এক প্রহর পর্যন্ত পানির মধ্যে ভিজাইয়া রাখিয়া বাটিয়া নিয়া কিছু বেশী পানির মধ্যে মিশ্রিত করিবে এবং উহার মধ্যে কাপড় রংগাইয়া শুকাইয়া নিবে। অতঃপর ঐ পানি ফেলিয়া দিয়া উক্ত পাত্রে নূতন পানি লইয়া উহার সহিত এক পেয়ালায় এক চতুর্থাংশ পরিমাণ "কাট" মিশ্রিত করিয়া উহাতে উক্ত কাপড় রংগাইবে।

"কাট" প্রস্তুতের নিয়মঃ পনর সের পানির মধ্যে দুই সের লোহা, কিছু আমলকী, কিছু বড় হরিতকী মিশাইয়া অন্ততঃ এক সপ্তাহকাল রাখিবে। কেহ কেহ সেমাই জ্বাল দিয়া উহার পানিও মিশ্রিত করিয়া থাকে। যদি রংকারকদের নিকট কাট্‌ পাওয়া যায়, তবে আর নিজে প্রস্তুত করার দরকার নাই।

বাদামী বা হাল্‌কা জরদ রং

প্রথমে হাল্‌কা রংগের গেরু দ্বারা কাপড় রং করতঃ শুকাইয়া নিবে। অতঃপর "তুল" (এক প্রকার গাছের গোটা) হামান দিস্তায় কুটিয়া উহার শাঁস বাহির করিয়া লইবে। শাঁসগুলি পানির সহিত ২/৩ বার জোশ দিয়া অপর একটি পাত্রে কিছু ঠাণ্ডা পানি লইয়া জোশ দেওয়া পানির অর্ধেক মিশ্রিত করিবে এবং কাপড় চুবাইয়া দেখিবে যদি রং একটু কম গাঢ় মনে হয়, তবে বাকী অর্ধেক জোশ দেওয়া তুলের পানিও উক্ত ঠাণ্ডা পানির সহিত মিশাইয়া কাপড়ে দিবে।

(পাকা বেগুনী রং যাহা একটু কালচে লাল বর্ণের হয় উহাকে ইংরেজীতে ব্রাউন রং বলে) চুনের পানির সহিত পতঙ্গ শিরীন জোশ করিয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত বড় হরিতকী এবং হীরার কস পিষিয়া মিশ্রিত করিয়া থাকে। (হীরা কস এক প্রকার ফিটকারী বা লৌহ ও গন্ধক মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।)

লাল পাকা রং

তিন ছটাক পতঙ্গ শিরীন কুচা কুচা করিয়া কাটিয়া এক সের পানিতে জোশ করিয়া এক রাত্র রাখিয়া পরের দিন সকালে পুনরায় জোশ দিয়া আধসের পানিতে নামাইয়া উহা ছাঁকিয়া পানি পৃথক করিয়া রাখিবে এবং উক্ত পতঙ্গ শিরীনের ছাঁকা অংশ পুনরায় ততখানি পানিতে জোশ দিয়া অর্ধেক থাকিতে ছাঁকিয়া সেই পানিও পৃথক রাখিবে। প্রথমে এক তোলা বড় হরিতকী পিষিয়া পানি মিশ্রিত করতঃ উহাতে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইয়া লইবে। তারপর দুইবার জোশ দেওয়া ১ম বারের পতঙ্গ শিরীনের পানিতে কাপড় রংগাইবে এবং কাপড় শুকাইয়া লইবে। তারপর দ্বিতীয় বারের একবার জোশ দেওয়া পানিতে এক তোলা সাদা ফিটকারী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া হাত দ্বারা খুব নাড়িবে যেন উহার ফেনা উঠিয়া যায়। অতঃপর উক্ত কাপড় এই পানির মধ্যে এক প্রহর পর্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া দিবে। রং করা হইয়া গেলে চিপিয়া শুকাইয়া লইবে।

পেস্তা রং

কাপড়ে প্রথমে হল্‌দি রং দিয়া সাবানের পানিতে ভিজাইবে। অতঃপর কাগজী লেবুর রস পানিতে মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে কাপড় ভিজাইয়া শুকাইবে।

পেস্তা রংয়ের দ্বিতীয় নিয়ম

৪ মাসা নীল চূর্ণ পানির সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহার মধ্যে কাপড়ে রং লাগাইয়া শুকাইয়া ফেলিবে। অতঃপর ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া শুকাইবে এবং ৪ তোলা নাসপাল পানির মধ্যে কাপড় চুবাইয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবে।

নীল রং

প্রথমত নীল তুঁইতা পিষিয়া পানিতে মিশাইয়া রাখিবে। তারপর চুনা পাথর দ্বারা কাপড়ের হাল্কা রং দিবে। অতঃপর উক্ত তুঁইতা মিশ্রিত রং পৃথকভাবে লইয়া উহাতে কাপড় চুবাইতে থাকিবে এবং প্রত্যেক বারেই শুকাইতে থাকিবে। যখন কাপড়টি মনোরম রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যাইবে তখন ফিটকারীর পানিতে ডুবাইয়া অতঃপর চিপিয়া শুকাইবে।

খাদ্য অধ্যায়

বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ জানা না থাকিলে শরীর রক্ষা করা দুষ্কর। সে জন্য এই অধ্যায়ে খাদ্যের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

খাদ্যের দ্বারা আমাদের দেহে শক্তি উৎপন্ন হয়। শরীর রক্ষার জন্য কোন্ জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে আহার করিলে শরীরে যথোচিত শক্তি ও তাপ উৎপন্ন হয় তাহা জানা দরকার। খাদ্য হইতে যে পরিমাণ তাপের সৃষ্টি হয় তাহার ১/৬ অংশ কর্ম শক্তিতে এবং অবশিষ্ট ৫/৬ অংশ দেহের তাপ বজায় রাখিতে ব্যয়িত হয়।

শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যই শরীরের তাপ উৎপাদন করে। এজন্য বয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে ৫/৬ ভাগ শ্বেতসার ও স্নেহ পদার্থ এবং এক ভাগ আমিষ জাতীয় পদার্থের আবশ্যক। ঘৃত, মাখন প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের মূল্য বেশী। এগুলি অধিক খাইলে শরীরে মেদ জন্মে বলিয়া দুনিয়ার সকল দেশেই দেহের তাপের সমতা রক্ষার জন্য ভাত, রুটি প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

(১) আমিষ জাতীয় খাদ্য—মাছ, গোশ্‌ত, ডিম, ছানা প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন ডাল, দুধ, আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতেও অল্পাধিক আমিষ জাতীয় উপাদান আছে।

(২) স্নেহ পদার্থ—ঘৃত, মাখন, তৈল ইত্যাদি। ইহাছাড়া দুধ, নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট, মাছ, গোশ্‌ত, প্রভৃতিতেও কিছু পরিমাণে স্নেহ পদার্থ আছে।

(৩) শ্বেতসার—ভাত, রুটি, পাউরুটি, সুজি, আলু, চিনি, গুড় ইত্যাদি।

(৪) লবণ জাতীয়—লৌহ, ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, ধাতব লবণ।

(৫) পানি; (৬) ভিটামিন। এই ছয় প্রকারের পদার্থই প্রত্যেক লোকের দেহের শক্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজন।

আমাদের খাদ্যে উপরোক্ত সকল প্রকারের উপাদানই যথোচিত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। কোন এক জাতীয় খাদ্যে সকল জাতীয় উপাদান থাকে না। বিভিন্ন উপাদানের কর্ম ভিন্ন ভিন্ন।

আমিষ জাতীয় উপাদান শরীরের ক্ষয়পূরণ করে। স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় উপাদান তাপ ও কর্ম শক্তি উৎপাদন করে। লবণ জাতীয় উপাদানে অস্থির গঠনও বৃদ্ধি করে।

পানি দেহে রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা করে এবং ভিটামিন জীবনী শক্তি বর্ধন করে। শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই সবগুলিই অপরিহার্য। এইজন্য আমাদের সুষম খাদ্য খাওয়া উচিত। যে খাদ্যে উক্ত ছয় প্রকারের উপাদান থাকে এবং দেহ পরিপূরক, দেহ পরিপোষক এবং দেহ সংরক্ষক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে এবং আহার করিলে সহজেই হজম হইয়া যায়, দেহের দৈনিক ক্ষয়পূরণ ও দেহের প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন হয়। এরূপ খাদ্যকেই সুষম খাদ্য বা মিশ্র খাদ্য বলে।

খাদ্য গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে শরীরের ক্ষয় পূরণ করা। মাছ, মাংস, ছানা, ডিম প্রভৃতি প্রাণীজ আমিষ উদ্ভিজ আমিষ অপেক্ষা শরীরের ক্ষয় পূরণের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এইজন্য পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় আমিষের এক তৃতীয়াংশ প্রাণীজ আমিষ হওয়া উচিত। আটার আমিষ অপেক্ষা চাউলের আমিষ দেহের ক্ষয় পূরণের পক্ষে বেশী উপযোগী। অথচ আটার আমিষ চাউলের আমিষের প্রায় দ্বিগুণ। এইজন্য শুধু ভাত বা শুধু রুটি না খাইয়া এক বেলা ভাত এবং এক বেলা রুটি খাওয়াই স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক হিতকর।

ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ

আমাদের খাদ্যে আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ, লবণ ও পানি এই পাঁচ প্রকার উপাদান ব্যতীত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, যাহার অভাবে আমাদের দেহের যথাযথ পরিপোষণ হয় না এবং স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। এই ভিটামিনগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম এবং পরিমাণে সামান্য হইলেও আমাদের দেহের উপর ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। জীবন ধারণের পক্ষে এই সামান্য সূক্ষ্ম অপরিহার্য পদার্থগুলির নামই হইল ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ। এই ভিটামিন মস্তিষ্ক, স্নায়ুমন্ডলী, যকৃত ও পাকস্থলী প্রভৃতি অন্তরীণ যন্ত্রগুলির ক্রিয়ার সহায়তা করে। ইহাদের অভাবে দেহ অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং রোগ প্রতিষেধক শক্তি হ্রাস পাইয়া নানা প্রকার কঠিন রোগের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন রোগ জন্মে। ভিটামিন প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার। ইহারা বিভিন্নভাবে থাকে এবং ইহাদের কার্য ও গুণ বিভিন্ন। কোন কোন খাদ্যে একাধিক ভিটামিনের সমবায়ও দেখা যায়।

স্বাস্থ্যের উপর ভিটামিনের প্রভাব ও ভিটামিনের উপকারিতার তালিকা

	কিসে কিসে পাওয়া যায়	উপকারিতা	অভাবে অপকারিতা
A	ভিটামিন A দুধ, মাখন, দুধের সর, ডিম, কডলিভার অয়েল, টাট্‌কা শাক-সবজি, লাল ও হলুদ ফল, পশুর যকৃত, পালংশাক, মিষ্টি আলু ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।	ভিটামিন দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করে, রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা বাড়ায়, দৃষ্টিশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে।	ইহার অভাবে রাতকানা ও নানা প্রকার চক্ষু রোগ জন্মে। চর্ম রোগও হইতে পারে।
B	ঢেঁকি ছাঁটা চাউল, যাঁতায় ভাঙ্গা আটা, ডাইল, বাদাম অংকুরিত শস্য, মাছ, পশুর যকৃৎ, ডিম, আলু, কলা, পুঁইশাক, ফেন না-গালা ভাত প্রভৃতি।	স্বাস্থ্য রক্ষা করে, স্নায়ুর পুষ্টি বৃদ্ধি পায়, কার্য ক্ষমতা ও সাহস বৃদ্ধি করে, শিশুদের বৃদ্ধি বজায় রাখে।	বেরী বেরী রোগ হয়, পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত হয়।
C	অংকুরিত শস্য, লেবু, আনারস, আম, টমাটো, বেগুন, টাট্‌কা শাক-সবজি গুড়, মাছের ডিম, বাঁধাকপি, গোলাপ জাম প্রভৃতি।	রক্ত ও দেহের রসগুলিকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিষেধক, শক্তি বাড়ায়।	স্কার্ভি রোগ জন্মায়। চর্ম রোগ দেখা দেয়। দাঁতের মাড়ী নষ্ট হয়। অকালে দাঁত পড়িয়া যায়।
D	ডিম, দুধ, মাখন, মাছের তৈল, পশুর যকৃত, ছোট মাছ, কাঁচা শাক-সবজি, বাঁধাকপি, ডাটা ইত্যাদি এবং সূর্য কিরণ।	অস্থি, দন্ত ও পেশী গঠনের সাহায্য করে।	অস্থি দুর্বল হয় ও রিকেট রোগ জন্মে।
E	কডলিভার তৈল, ঢেঁকি ছাঁটা কুড়াযুক্ত চাউল, গম ও যব, বাদাম, ডিমের কুসুম।	মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে।	প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়। সহবাসে অক্ষম হয়। যৌনশক্তি লোপ পায়।

কোন্ খাদ্যে কত গুণ ভিটামিন আছে তাহার তালিকা

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন A	ভিটামিন B	ভিটামিন C	ভিটামিন D	ভিটামিন E
ঢেঁকি ছাঁটা চাউল	+	++	–	+	+
কলে ছাঁটা চাউল	o	o	–	–	o
গম	+	++	–	–	+
কলে পিষা ময়দা	o	+	–	–	–
যাঁতায় ভাঙ্গা আটা	+	++	–	–	+
সাদা ধবধবে পাউরুটি	o	o	o	–	–
যাঁতায় ভাঙ্গা আটার পাউরুটি	+	++	–	–	–
যব	+	++	–	–	+
অংকুরিত ছোলা, মটর, মুগ	+	++	++	–	–
গমের ভূষি	+	++	–	–	–
চাউলের কুড়া	+	++	–	–	+
মুসুরী ডাল	+	++	–	–	–
চিনি	o	o	o	–	–
গুঁড়	o	+	–	–	–
মধু	o	+	o	–	–
কাঁচা দুধ	+++	++	+	+	+
বেশী জ্বাল দেওয়া দুধ	+	+	–	–	–
কণ্ডেন্স মিল্ক বা কৌটায় ভরা ঘন মিঠা দুধ	+	+	–	–	–
পনির	++	?	–	–	–
ননী	+++	++	+	–	–
দধি বা ঘোল	+	+++	+	–	–
মাখন	+++	–	o	–	–
ঘৃত	+++	+	–	–	+
কাঁচা গোশ্‌ত	+	+	+	–	–
সিদ্ধ গোশ্‌ত	+	+	+	–	–
মগজ বা মস্তিষ্ক	+	++	–	–	–
হৃৎপিণ্ড	+	+++	–	–	–
কলিজা বা যকৃত	++	++	–	–	+
মৎস্য	++	++	–	–	–

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন A	ভিটামিন B	ভিটামিন C	ভিটামিন D	ভিটামিন E
মাছের যকৃত	++	–	–	–	–
মাছের ডিম	+	++			
গরুর চর্বি	++	o	o	–	–
কড লিভার ওয়েল	++++	?	o	+++	–
ডিম	++	+++	o	–	–
ডিমের কুসুম	++	+	?	+	+
ডিমের সাদা অংশ	?	?	?	–	–
বাদাম তৈল	o	o	o	o	+
কাবুলী বাদাম	o	o	o	o	+
চিনা বাদামের তৈল	++	o	o	–	–
সরিষার তৈল	o	o	o	o	–
চিনা বাদাম	+	++	–	–	–
ঝুনা নারিকেল	+	++	o	–	–
নারিকেলের দুধ	–	++	–	–	–
আখরোট	+	++	–	–	–
আপেল	+	+	+	–	–
বেদানা		+	+	–	–
কলা	+?	+	+	–	–
আনারস	–	++	++	–	–
আঙ্গুর	o	++	++	–	–
সর্বপ্রকার লেবু	–	+	+	–	–
লিচু	–	+	++	–	–
আম	+	–	++	–	–
পেয়ারা	o	+	+	–	–
তেঁতুল	?	+	+	–	–
টমাটো	+	+++	+++	–	–
কিসমিস	–	+	+	o	o
খুরমা	–	+	–	–	–
বরবটি (কাঁচা)	–	+++	–	–	–
বাঁধাকপি (কাঁচা)	+	+++	+++	–	–
বাঁধাকপি (সিদ্ধ)	+	++	++	–	–
ফুলকপি	+	++	+	–	–
গাজর	++	++	++	+	–
ঢেরস	–	+	+	–	–

খাদ্য-দ্রব্যের নাম	ভিটামিন A	ভিটামিন B	ভিটামিন C	ভিটামিন D	ভিটামিন E
ওলকপি	–	+	+	–	–
লেটুস শাক	++	++	+++	–	–
পটল	–	+	+	–	–
গোল আলু (কাঁচা)	+	++	++	–	–
গোল আলু (সিদ্ধ)	?	++	++		
লাল মিঠা আলু	++	+	?	–	–
কলাই সুঁটি	++	++	+?	–	–
পালং শাক	+++	+++	+++	+	–
ইক্ষু	–	+	+	–	–
মূলা	?	+	?	–	–
শালগম	?	+	++	?	–
পেঁয়াজ	?	+	?	–	–
রসুন	?	?	++	–	–
বেগুন	?	+	+	–	+
তিল তৈল	?	o	o	–	–

যদিও তৈলে কোন প্রকার খাদ্যপ্রাণ নাই, তবু দেহের তাপ রক্ষার্থে উদ্ভিজ তৈল খাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর সি, আই, ই; আই, এস ও এম বি, এফ,সি, এস রসায়নাচার্য প্রণীত খাদ্য নামক পুস্তক হইতে উপরিউক্ত খাদ্যপ্রাণ তথ্যাদি সংগৃহীত হইল।

ভিটামিন A—ইহা দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধান করে, চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি বর্ধন করে, দন্তদিগকে সাহায্য করে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার অভাবে শিশু বালক-বালিকাদের শরীর রীতিমত বৃদ্ধি পায় না।

এই ভিটামিন সাধারণ উত্তাপে নষ্ট হয় না, কিন্তু রন্ধনকালে বেশী উত্তাপে বাষ্পের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য রন্ধনকালে খাদ্য-দ্রব্য ঢাকনা দিয়া অল্প উত্তাপে পাকান উচিত। বেশী সিদ্ধ করা দ্রব্যে খাদ্যপ্রাণ থাকে না। এই জন্য যাহাতে বাষ্পের সহিত খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হইয়া না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে। তরকারীর বাকলে, চাউলের কুড়ায় বেশী ভিটামিন থাকে, এই জন্য চাউলের কুড়া ছাড়ান ঠিক নহে। তরকারী খোসাসহ যতদূর সম্ভব খাওয়া উচিত। ভাতের মাড় কোনমতেই ফেলান উচিত নহে। মাড় না গালিয়া রন্ধন করাই উত্তম। যদি মাড় গালিতেই হয়, তবে খাওয়ার সময় ভাতের সহিত ফেনও খাইবে। তরকারীর মধ্যে কিছু চাউলের কুড়া মিশ্রিত করিয়া রাঁধিলে বিশেষ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়।

ভিটামিন B— ইহা শরীরের ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধনে সহায়তা করে, ক্ষুধা ও পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য করে। পেশী, স্নায়ুমণ্ডলী, হৃৎপিণ্ড ও পাকস্থলীকে সবল করে। দেহ যন্ত্রগুলিকে কর্মক্ষম রাখে। বেরিবেরি, স্নায়ু প্রদাহ প্রভৃতি রোগ দূর করার সহায়তা করে।

ভিটামিন B দুই প্রকারঃ B-১নং এবং B-২নং উভয়ের গুণই প্রায় সমান। এইজন্য ইহাকে ভিটামিন (B Complex) মিশ্রিত-বি ভিটামিন বলে। ভিটামিন B-১নং কে বেরিবেরি প্রতিরোধক ভিটামিন বলে। ইহাও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, স্নায়ুমণ্ডলীকে সবল ও কর্মক্ষম রাখে, হজম শক্তি বাড়ায়। ভিটামিন B-২নং শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যথা, পালং শাক, কলমী শাক, লেটুস শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি। সমস্ত তরিতকারীর খোসায়, মটর, মসুর, ছোলা ইত্যাদির ভুষিতে চাউলের কুড়ায়, বিশেষ করিয়া রোদের তাপ প্রাপ্ত গাছ-গাছড়ার ফল ও তরিতরকারীতে প্রাপ্তব্য। এইজন্য খোসাযুক্ত তরকারী, ডাল, ইত্যাদি মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত।

ভিটামিন C—ইহা রক্ত ও দেহরসগুলিকে সুস্থ রাখে, রোগ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন D—ইহা অস্থি, দন্ত ও পেশী গঠনে সাহায্য করে। এইজন্য ছোট শিশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য দেওয়া উচিত। ভোরের রৌদ্রের তাপের মধ্যে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, ইহাকে অল্টাভায়েলেটও বলে। এইজন্য শিশুর শরীরে দৈনিক কিছু সময় সকাল বেলায় রৌদ্রের তাপ দেওয়া উচিত। ইহাতে শিশুরা সর্দি, কাশি ও চর্মরোগ হইতে মুক্ত থাকে। শরীর মজবুত হয়, রোগ প্রতিষেধক শক্তি বাড়ায়।

ভিটামিন E—এই ভিটামিন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা করে, প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে, রতিশক্তি বর্ধন করে, যৌবন শক্তি স্থায়ী রাখে। এই ভিটামিনের অধিকাংশ চাউলের কুড়ায়, ভাতের ফেনে, ডিমের কুসুমে, কডলিভার অয়েলে, গম-যব, পশুর কলিজায় ও কাবুলী বাদামে পাওয়া যায়।

একজন পরিশ্রমী পূর্ণ বয়স্ক বাঙ্গালী লোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য-তালিকা (দুই বেলার)ঃ

খাদ্য	**পরিমাণ**
চাউল	৪ ছটাক
আটা	৩ ছটাক
ডাইল	২ ছটাক
ঘৃত, মাখন, তৈল	১১/২ ছটাক
মাছ, গোশ্‌ত, ডিম ও ছানা	২ ছটাক
শাক-সবজি ও ফল	৩ ছটাক
দুধ	৪ ছটাক
গুড় বা চিনি	১/২ ছটাক
নিমক	পরিমাণ মত
পানি	প্রচুর পরিমাণে

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীর হইতে মলমূত্র, ঘাম ইত্যাদির সহিত দৈনিক প্রায় সাড়ে তিন সের পানি সরিয়া যায়। ইহা পূরণের জন্য এবং পাকস্থলীর ক্রিয়া রক্ষার ও ঠাণ্ডা রাখার জন্য প্রচুর পানি পান করিবে। পানিতে পাকস্থলী ধৌত হইয়া যায়। অতএব, সর্বদা বিশুদ্ধ পানি পান করিবে, বিশেষ করিয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে এবং ভোরে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পানি পান করা কর্তব্য, ইহাতে অনেক উপকারিতা আছে।

দ্রব্য গুণ

[আমাদের দেশীয় শাক পাতা ও তরিতরকারির গুণাগুণ]

শাক—প্রায় সমস্ত শাকই গুরুপাক, অতিশয় মলজনক ও মলবাত নিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে, দৃষ্টিশক্তি, স্মৃতিশক্তি, রক্ত, শুক্র নষ্ট করে, অকালে বার্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীর বিনাশের হেতু। অম্লেও প্রায় এই সকল দোষ বর্তমান থাকে। অতএব, শাক বেশী ভক্ষণ করা উচিত নহে। যে সকল শাকে ১/৬ উপকারিতা আছে, তাহা খাওয়ায় উপকার বৈ ক্ষতি হয় না, কিন্তু অতিরিক্ত শাক ভোজনে ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক।

বেতো শাক—ইহা হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, রুচিপ্রদ, শুক্র ও বলকারক সারক এবং প্লীহা, রক্ত-পিত্ত, অর্শ, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক।

গীমা শাক—লঘু পাক, রুচিকারক এবং পিত্ত, কফ, কামলা পাণ্ড জ্বর ও প্লীহা রোগ নাশ করে।

শেচি বা শালিঞ্চ শাক—ইহা অগ্নি বর্ধক, কফবাত প্রশমক, প্লীহা ও অর্শরোগ নাশক।

পুঁই শাক—ইহা ঠাণ্ডা, শ্লেষ্মাকর, কণ্ঠের অহিতকর, নিদ্রাজনক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্র বর্ধক, রক্তপিত্ত নিবারক, বলকারক, রুচিপ্রদ, সুপথ্য পুষ্টিকারক তৃপ্তিজনক।

পুদিনা—অগ্নিদীপক, মুখের জড়তা বা তোত্‌লামী নাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর এবং বমি ও অরুচি নিবারক।

কাঁটা নটে শাক—ইহা লঘু পাক, ঠাণ্ডা, রুচিকর, মল-মূত্র সংশোধন করে, পেটের অগ্নি বাড়ায় এবং পিত্ত, কফ, রক্ত দুষ্টি ও বিষ নাশক।

পালং শাক—ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, কফ বাড়ায়, পায়খানা বাড়ায়, পেট নরম করে, গুরুপাক, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ দূর করে।

পাট শাক—ইহা রক্তপিত্ত দোষ দূর করে, মল বর্ধক, বাতের প্রকোপ বাড়ায়।

কলমী শাক—স্তন দুগ্ধ বাড়ায়, শুক্র বৃদ্ধি করে, চোখের জ্যোতির হিতকর ও ঠাণ্ডা। বিষ দোষ নষ্ট করে।

নুনে শাক বা নোনতা শাক—ইহা গুরুপাক, হজম শক্তি বাড়ায়, অর্শ রোগ, বায়ু শ্লেষ্মা, অগ্নি-মান্দ্য ও বিষ দোষ দূর করে।

হেলেঞ্চা বা হিঞ্চে শাক—ইহাকে ব্রহ্মী শাকও বলা হয়। ইহা শোষ কুষ্ঠ কফ ও পিত্ত দোষ নিবারণ করে।

মূলা শাক—মূলার কচি শাক হজমী কারক, লঘু, রুচিকর ও গরম। ইহা তৈল ঘৃতের সহিত পাকাইয়া ভক্ষণ করিলে বায়ু, পিত্ত কফ নিবারক হয়। আর সিদ্ধ না হইলে কফ ও পিত্ত বাড়াইয়া দেয়।

মটর শাক—লঘু পাক, পেট নরম করে, বায়ু, পিত্ত, কফ দোষ দূর করে।

সরিষার শাক—মল-মূত্র বাড়ায়, গুরুপাক, দাহ বাড়ায়, গরম, বায়ু পিত্ত, কফ বাড়াইয়া দেয়। ইহা সমস্ত শাকের নিকৃষ্ট শাক।

ছোলা শাক—রুচিকর, হজম হওয়া কঠিন, কফ, বাত বৃদ্ধি করে, মল বৃদ্ধি করে ও দাঁতের ফোলা দোষ দূর করে।

পটল শাক—ইহা পিত্ত দোষ নষ্ট করে, হজম শক্তি বাড়ায়, সহজ পাচ্য, ঠাণ্ডা, লঘুপাক, শুক্র বর্ধক, জ্বর, কাশ ও ক্রিমি রোগ নিবারক।

গন্ধ ভাছুলে—গুরুপাক, শুক্র বর্ধক, বল কারক, ভগ্ন সংযোজক, সারক, বাত, রক্ত ও কফ দূর করে।

কলাই শাক বা খেসারী শাক—গুরুপাক, মুখ রোচক। আর কোন গুণ নাই।

থুলকুড়ি, ঠানকুনি বা টাকা পাতা—ইহা ঠাণ্ডা, সারক, মেধাজনক, আয়ুস্কর, স্বর বর্ধক ও স্মৃতি বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্ত দোষ, কাশ, বিষদোষ, শোষ ও জ্বর নাশক।

কলার মোচা—ঠাণ্ডা, দেরিতে হজম হয়। বায়ু পিত্ত ও ক্ষয় নিবারণ করে।

শজিনার ফুল ও ডাটা—তেজস্বী, ফুলা নিবারক, ক্রিমি, কফ, বায়ু, প্লীহা ও গুল্ম নিবারক।

বেতের ডগা—ভেদক, লঘু, ঠাণ্ডা, বাত বর্ধক এবং রক্ত দোষ, কফ ও পিত্তের দোষ দূর করে।

ধনে শাক—পিত্ত নাশক, রুচিকর, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস-কাশ ও ক্রিমি নিবারক।

পান—রুচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কাম দীপক। ইহা কফ, মুখ দুর্গন্ধ, বায়ু শ্রান্তি ও রাত্রান্ধতা (রাত কানা) নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রুচি বর্ধক, অগ্নি দীপক, পাচক ও কফবাত নাশক।

তরি-তরকারি

কদু—ইহা শক্তি বর্ধক, শরীর মোটা-তাজাকারক, রুচিকর, ধাতু বর্ধক পুষ্টিকর ও পিত্ত শ্লেষ্মা নষ্ট করে। ইহা পেটে থাকা অবস্থায় কলেরা রোগ হয় না।

চাল কুমড়া—পুষ্টিকারক, রস বর্ধক, দেরীতে হজম হয় এবং রক্ত পিত্ত ও শ্লেষ্মা নাশক।

কচি কুমড়া—হজম শক্তি বাড়ায়, তাড়াতাড়ি হজম হয়, পাকস্থলী শোধক, চিত্ত বিকৃতি বা উন্মাদ দোষ এবং সর্বদোষ প্রশমক।

মধ্যম কুমড়া—বলকারক।

চিচিঙ্গে বা কহী—ইহা বাত পিত্ত নাশক, বলকারক, পথ্য ও রুচিপ্রদ। ইহা শোষ রোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। পটলেরও এই গুণ; কিন্তু চিচিঙ্গের গুণ পটল হইতে কিছু কম।

ঝিঙ্গে—কফ, পিত্ত নাশক, ক্ষুধা, রুচি, বল ও বীর্য বাড়ায়।

পটল—ইহা কাশ, রক্ত দোষ, জ্বর, ক্রিমি ও বায়ু পিত্ত কফ দূর করে।

শিম—ইহা সহজে হজম হয় না, পেট গরম করে, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মা বাড়ায় ও বাত পিত্ত দূর করে।

সজিনার ডাটা—অত্যন্ত অগ্নি বর্ধক, কফ, পিত্তশূল, কুষ্ঠ, ক্ষয় শ্বাস ও গুল্ম রোগ বিনাশ করে।

করলা ও উচ্ছে—ইহা ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, সহজে হজম হয়, জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি দূর করে। ইহা বাত বৃদ্ধি করে না। উচ্ছের গুণ করলার ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা সহজে হজম হয় এবং পেটের অগ্নি বৃদ্ধি করে।

ধুঁধুল—ঠাণ্ডা, রক্ত পিত্ত ও বায়ু নাশক।

বেগুন—পিত্তকর নহে, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, লঘু পাক। ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মা বিনাশক। কচি বেগুন কফ ও পিত্ত নাশক। পাকা বেগুন পিত্তকারক ও গুরুপাক। পোড়া বেগুন অত্যন্ত

লঘু, সামান্য পিত্তকারক, হজমশক্তি বাড়ায়, কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শান্তি কারক। পোড়া বেগুন লবণ ও তৈলে মিশ্রিত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। আর এক প্রকার ডিমের মত সাদা বেগুন আছে, তাহা পূর্বোক্ত বেগুন হইতে নিরস কিন্তু অর্শ রোগে বড় উপকারী।

ঢেঁড়শ—রুচিকর, মল বৃদ্ধি করে, পিত্ত শ্লেষ্মা দূর করে। ঠাণ্ডা, বাত বাড়ায়, প্রস্রাব বাড়ায়, পাথরী রোগ উপশম করে।

কাঁকরোল—পায়খানা পরিষ্কার করে। কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাশ ও জ্বর সারায়। ইহা অগ্নিদীপক।

ওলকচু—ইহা পাকস্থলীর অগ্নি বাড়ায়, কফ, কাশি, অর্শ, প্লীহা ও গুল্ম বিনাশক। বিশেষতঃ অর্শ রোগে সুপথ্য। কিন্তু দাদ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ রোগীর জন্য ইহা হিতকর নহে।

মান কচু—ইহা ফুলা নিবারক, ঠাণ্ডা, লঘু এবং পিত্ত রক্তের দোষ দূর করে।

গোল আলু—দুষ্পাচ্য, মল বর্ধক, গুরুপাক, মল-মূত্র নিঃসারক, রক্তপিত্ত দোষ নাশক, বলকারক, শুক্র বর্ধক, স্তন্য বর্ধক।

মিঠা সাদা আলু—ইহা প্রস্রাবের পীড়া দূর করে, দাহ, শোষ, প্রমেহ রোগ দূর করে। গুরুপাক, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগীর পক্ষে সাদা মিঠা আলু বিশেষ উপকারী।

লাল মিঠা আলু—বলকর, গুরুপাক ঠাণ্ডা, কফ দোষ দূর করে, পায়খানা বাড়ায়, তৈলে ভাজিলে খুব রুচিকর হয়।

মূলা—রুচিকর, লঘু, পরিপাক সহজ, ত্রিদোষ নাশক, গলার আওয়াজ পরিষ্কারক, ইহা জ্বর, শ্বাস, নাকের ভিতরের রোগ, গলার ভিতরের রোগ, চক্ষুর রোগ দূরীভূত করে। বড় মূলা তৈলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ নাশক হয়।

গাঁজর—হজমশক্তি বাড়ায়, সহজে হজম হয়, মল সংগ্রহ করে, রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণী, কফ ও বায়ু বিনাশ করে।

কাঁচা কলা—ইহা দেরীতে হজম হয়, ঠাণ্ডা, মল বাড়ায়, রক্ত, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় নিবারণ করে এবং বায়ু দূর করে।

পাকা কলা—শুক্র বৃদ্ধি করে, পুষ্টিজনক, রুচিকারক, মাংস বর্ধক, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারক, প্রমেহ নাশক, চক্ষুর হিতকারী।

কলার থোড় বা ভাঁড়ালী—(কলা গাছের মধ্যের দণ্ডের নাম) ইহা অগ্নি বর্ধক, যোনিদোষ দূর করে, রক্তপিত্ত দোষ বিনাশ করে।

দেশী ফল-ফলাদির গুণাগুণ

যজ্ঞ ডুমুর—পিত্ত, কফ ও রক্তের দোষ দুর করে।

পেঁপে—ঠাণ্ডা, রুচিকর, হজমীকারক, সহজপাচ্য, সারক ও রক্ত-পিত্ত নাশক, ইহা অর্শ রোগের বিশেষ উপকারী। পেঁপের আটা ২/১ ফোটা কলা বা অন্য দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

তাল—পাকা তাল পিত্ত রক্ত, ও কফ বর্ধক, দুষ্পাচ্য বহুমূত্রজনক, তন্দ্রাকারক, বাত প্রশমক, পিত্ত নাশক এবং সারক।

কাঁচা বেল—ধারক, অগ্নি বর্ধক, লঘু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও কফ নাশক। কিন্তু পাকা বেলে ত্রিদোষ জন্মে।

আম—পাকা—বলকারক, গুরুপাক, বায়ু নাশক, সারক, তৃপ্তি জনক, পুষ্টিকারক এবং কফ বর্ধক। পাকাআম দুধের সহিত খাইলে, শুক্র বর্ধক, শরীরের বর্ণ সুন্দর কারক, বায়ু পিত্ত দূর করে, রুচিকারক হয়, পুষ্টিকারক এবং বল বর্ধক। অধিক টক আম ভক্ষণে অগ্নিমান্দ্য, বিষম জ্বর; রক্ত দুষ্টি ও চক্ষুরোগ হইতে পারে। কিন্তু মিঠা আমে চক্ষুর হিত হইয়া থাকে ও কোন রোগ হয় না। পাকা আম সামান্য পিত্তকারক। কিন্তু কাঁচা আম পিত্তকারক নহে।

আমসত্ত্ব—ইহা তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত দোষ দূর করে, সারক এবং রুচিকর। সূর্য তাপের আমসত্ত্ব সহজে হজম হয়।

কাঁঠাল—পাকা কাঁঠাল ঠাণ্ডা, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মাংস বর্ধক, অত্যন্ত কফ বর্ধক, বলকারক, শুক্র বর্ধক এবং পিত্ত, বায়ু রক্ত পিত্ত, ক্ষত ও ব্রণ নাশক। কাঁঠালের বীজ শুক্র বর্ধক, মলরোধক ও মূত্র নিঃসারক, গুরুপাক। কাঁঠালের মজ্জা শুক্র বর্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফ নাশক। গুল্ম রোগাক্রান্ত এবং মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির কাঁঠাল খাওয়া অনুচিত।

পেয়ারা—বলকারক, রুচিকর, শুক্রজনক, ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, মূর্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ নিবারক।

কমলা লেবু—হজমশক্তি বর্ধক, বায়ু নাশক,।

গাব—(পাকা ও কাঁচা) কাঁচা গাব বায়ু বর্ধক, ধারক, লঘু, ঠাণ্ডা। পাকা গাব পিত্ত, প্রমেহ, রক্ত দোষ ও দাহ নাশক।

ডাব নারিকেল—পিত্ত জ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক, অগ্নি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, পিপাসা নাশক, পেট শোধক।

বড় জাম—ইহা পাচক, মল বর্ধক, রুচিকর, কণ্ঠস্বর বর্ধক। পিত্ত, দাহ, ক্রিমি, শ্বাস ও শোষ রোগ, অতিসার, কাশ, রক্ত দোষ, কফ রোগ ও ব্রণ নষ্ট করে।

ছোট জাম—কফ, পিত্ত, রক্ত দুষ্টি ও দাহ নাশক।

কুল বা বড়ই—বড় মিঠা বড়ই। ইহা গুরুপাক, শুক্র বর্ধক ও পুষ্টিকর। ইহা পিত্ত, দাহ, রক্ত দোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক। শুক্না বড়ই ভেদক, অগ্নি বর্ধক ও সহজে হজম হয়। ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্ত দোষ নাশ করে।

চাল্‌তা—কাঁচা চাল্‌তা কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা চাল্‌তা—ধারক, ত্রিদোষ নাশক, ও বিষ নাশক, শ্রান্তি ও শুল নাশক।

ক্ষীরুই—ইহা শুক্র বর্ধক, বলকারক, ঠাণ্ডা, গুরুপাক। ইহা পিপাসা, মূর্চ্ছা মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্ত দোষ দূর করে।

তরমুজ—পাকা তরমুজ পিত্ত বর্ধক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

কামরাঙ্গা—ধারক, কফ ও বায়ু নাশক।

তেঁতুল—পাকা তেঁতুল অগ্নি বর্ধক, সারক, কফ ও বায়ু নাশক। কিন্তু কাঁচা তেঁতুল ভয়ানক ক্ষতিকর।

লেবু—জামীর লেবু বায়ু, কফ, বিবাজ, শূল, কাশ, বমির বেগ, বমি, পিপাসা, আম দোষ, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমি নাশক।

কাগজী ও পাতি লেবু—বায়ু নাশক, অগ্নি বর্ধক, পাচক ও লঘু। ক্রিমি নাশক, উদর রোগ নাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূল রোগে হিতকর। যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে, তাহার

পক্ষে উক্ত লেবু হিতজনক। ইহা ত্রিদোষ নাশক, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, রক্ত দুষ্টি, গলরোগ ও বিশুচিকা রোগে প্রযোজ্য।

মনাক্কা-কিসমিস—ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাত রক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্ত পিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় রোগ নাশক। ইহা ঠাণ্ডা, চক্ষুর জন্য হিতকর, শরীর বর্ধক, আওয়াজ পরিষ্কারক, মল-মূত্র নিঃসারক, পেটে বায়ুজনক, শুক্র বর্ধক।

খেজুর—ইহা ঠাণ্ডা, রুচিকর, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, মলবর্ধক, বলকারক, ক্ষত নাশক ও ক্ষয় নিবারক, রক্তপিত্ত নাশক।

খেজুরের রস—মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাত দূর করে। কফ নাশক, রুচিজনক, অগ্নি বর্ধক বলকর এবং শুক্রবর্ধক।

তালের রস—ইহা অত্যন্ত মত্ততাজনক, টক হইলে পর পিত্ত বর্ধক হয় ও বাত নাশক হইয়া থাকে।

দাড়িম্ব বা আনার—ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর হৃদরোগ, কণ্ঠগত রোগ ও মুখ রোগ নাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্র বর্ধক, লঘু, ঠাণ্ডা মেধা ও বল বর্ধক।

নাশপাতি—অমৃত ফল, লঘু, শুক্র বর্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষ নাশক।

কাবুলী বাদাম—সুস্নিগ্ধ, বায়ু নাশক, শুক্র বর্ধক, ইহা রক্ত পিত্ত রোগীর পক্ষে অহিতকর।

মধু—লঘু, ধারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নি বর্ধক, স্বর বর্ধক, ব্রণশোধক, শরীরে কোমলতা আনয়ন করে। মেধা শক্তি বর্ধক, শুক্র বর্ধক, রুচিকারক, সামান্য বায়ু বর্ধক। ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, কাশ, রক্ত পিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ নাশক।

মসল্লাদির গুণাগুণ

গোল মরিচ—অগ্নি বর্ধক, কফ ও বায়ু নাশক, ইহা শ্বাস, শূল ও ক্রিমি বিনাশক।

আদা—ইহা ভেদক, অগ্নি-দীপক, বাত ও কফ নাশক, খাওয়ার পূর্বে আদা ও লবণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নি দীপক, আহারে অরুচি জিহ্বা ও কণ্ঠ শোধিত হয়। প্রয়োগ নিষেধঃ কুষ্ঠ, পাণ্ডু রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্ত পিত্ত, জ্বর যুক্ত ব্রণ ও দাহ রোগে এবং গ্রীষ্ম শরৎকালে আদা হিতকর নহে।

ধনে—ইহা স্নিগ্ধ, মূত্রজনক, অগ্নিদীপক, পাচক, রুচিকর, ধারক, ত্রিদোষ নাশক। ইহা তৃষ্ণা, জ্বর, দাহ, বমি, শ্বাস, কাশ ও ক্রিমি নিবারক। ধনে শাক পিত্ত নাশক এবং উপরে লিখিত ধনের গুণ বিশিষ্ট।

হরিদ্রা বা হল্‌দী—ইহা কফ দোষ, বাত দোষ, রক্ত দোষ, কুণ্ডু, প্রমেহ, ত্বক দোষ, ব্রণ, শোষ, পাণ্ডু রোগ, ক্রিমি, বিষ দোষ, অরুচি ও পিত্ত রোগের দোষ দূর করে।

লবঙ্গ—লঘু, চক্ষুর জন্য হিতকর, অগ্নিবর্ধক, পাচক ও রুচিকারক। ইহা কফ, পিত্ত, রক্ত দোষ, তৃষ্ণা, বমি, শূল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয় রোগ আশু বিনাশক।

বড় এলাচি—অগ্নি বর্ধক, লঘু। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, বিষ দোষ, বস্তিগত রোগ, মুখের রোগ, বমি ও কাশ নষ্ট করে।

ছোট এলাচী—কফ, কাশ, শ্বাস, অর্শ রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক, লঘু ও ঠাণ্ডা।

দারুচিনি—ইহা বাতের দোষ দূর করে, পিত্ত দোষ সারায়, সুগন্ধি, শুক্র বর্ধক বলকারক, মুখ শোষ ও তৃষ্ণা নিবারক।

তেজ পাতা—ইহা কফ, বায়ু, অর্শ, অরুচি বিনাশক।

মেথি—অগ্নি বর্ধক, রক্ত ও পিত্তের প্রকোপ বাড়ায়, বায়ু শ্লেষ্মা ও জ্বর নিবারক।

মৌরী বা মিঠা জিরা—ইহা যোনি শূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাশ, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক।

সাদা জিরা—নরম পেট শক্ত করে, হজম শক্তি বাড়ায়, চক্ষুর হিতকারক, বীর্য বর্ধক, গর্ভ থলির সংশোধক, সুগন্ধিকর। ইহা বমি, ক্ষয় রোগ, বাত রোগ, কুষ্ঠ, বিষ রোগ, জ্বর, অরুচি, রক্ত দোষ, অতিসার ক্রিমি রোগ, পিত্তের দোষ, গুল্ম রোগ নাশক।

কালি জিরা—ইহা চক্ষুর হিতকর, পেট শক্ত করে, অগ্নি বাড়ায়, কফ নষ্ট করে, জীর্ণ জ্বর, শোথ, শির রোগ ও কুষ্ঠ রোগ ভাল করে।

বড় কালি জিরা—অজীর্ণ, বাত গুল্ম, রক্ত পিত্ত, ক্রিমি, কফ, পিত্ত আম দোষ ও শূল, রোগ নাশক।

পেঁয়াজ—বায়ু নাশক, বেশী পিত্তজনক নহে। বলকারক, বীর্য বর্ধক ও গুরুপাক, কফ বর্ধক।

রসুন—পুষ্টিকর শুক্র বর্ধক, স্নিগ্ধ, পাচক, সারক, ভগ্নস্থান জোড়া দায়ক, কণ্ঠ শোধক, বলকারক, ব্রণ প্রসাধক, মেধাশক্তি বর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, পিত্ত রক্ত বর্ধক। ইহা হৃদরোগ, জীর্ণ জ্বর, বুক বেদনা, মল বর্ধতা, গুল্ম, অরুচি, কাশ, শোষ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফ নাশক।

পান—ইহা রুচিকারক, রক্ত পিত্তজনক, বলকারক, কামভাব বর্ধক, ঘা বর্ধক, কফ নাশক, রাতকানা নাশক, বায়ু নিবারক, মুখ দুর্গন্ধ নাশক।

ছাঁচি পান—সুপথ্য, রুচি বর্ধক, অগ্নিদীপক, পাচক ও কফ বাত নাশক।

সুপারী—কফ দূর করে, পিত্তের দোষ নষ্ট করে, মদকারক, অগ্নি বর্ধক, রুচিকারক, মুখের নিরসতা নাশক। কাঁচা সুপারী দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে, পেটের অগ্নি নষ্ট করে, ত্রিদোষ নাশ করে।

সাদা জর্দা বা (তামাক পাতা) কোন গুণ পাওয়া যায় নাই।

চুনা—(যে চুন পানের সহিত খাওয়া হয়) মনে রাখিতে হইবে যে, পাথর চুনা শরীরের ক্যালসিয়াম অর্থাৎ, শক্তিক্ষয় করে, জীবনী শক্তি নষ্ট করে, পাকস্থলীর শক্তি নাশ করে, এইজন্য কোন মতেই পাথর চুনা খাওয়া উচিত নহে।

ঝিনুক চুনা ও শামুক চুন—শরীরের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া থাকে।

ঝিনুক চুনের গুণ—এই চুন বাত, শ্লেষ্মা, মেদো রোগ, অম্ল পিত্ত শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমি রোগ নষ্ট করে। ৮ তোলা চুন দশ সের পানির মধ্যে দুই প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে, সেই পানির সহিত দুধ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মধু মেহ রোগ প্রশমিত হয়। ইহা অম্ল পিত্ত ও শূল রোগের পথ্য ও ঔষধ। ঝিনুক চুনের মধ্যে মুক্তার গুণ পাওয়া যায়।

খয়ের—দাঁতের হিতকর। ইহা কুণ্ড, কাশ, অরুচি, মেদো দোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আম দোষ, পিত্ত, রক্ত দোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফ রোগ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদর নাশক।

হিসাব-পত্র লিখার নিয়ম

আমাদের দেশের বহু লোক আছেন যাঁহারা হিসাব-নিকাশ, টাকা-পয়সার জমা-খরচ লিখা শিখেন নাই। তাঁহাদের সুবিধার্থে নমুনা-স্বরূপ কিছু হিসাব করার নিয়ম লিখিয়া দেওয়া হইল।

তাহা ছাড়া স্ত্রীলোকদের জন্যও হিসাব রাখার অভ্যাস করা একান্ত আবশ্যক। কেননা, অনেক সময় তাহারা স্বামীর দেওয়া টাকা-পয়সা রাখিতে না জানার দরুন কত টাকা কি বাবদ ব্যয় হইল তাহা নিয়া পেরেশানী ভোগ করিতে হয়। স্বামীর ধমক খাইতে হয়। চাকর-নকর দ্বারা বাজার করাইতে হয়। হিসাব রাখিতে না পারার কারণে চাকরেরা পয়সার গোঁজামিল দেয়, চুরি করে।

পূর্বের জমা কত ছিল, বর্তমানে কত পাওয়া গেল, কি বাবদ কত খরচ হইল তাহা জানা না থাকার দরুন অনুমানে হিসাব দিতে হয় এবং অবিশ্বাসী হইতে হয়। উগ্রপন্থী স্বামী অনেক সময় এইসব কারণে অমানুষিক ব্যবহারও করিয়া বসে। সে জন্য মেয়েদের অবশ্যই হিসাব শিক্ষা করা কর্তব্য।

পূর্বে ষোল আনায় বা চৌষট্টি পয়সায় এক টাকা গণনা করা হইত। এক আনা ৵০ এইরূপ এবং দুই আনা ৶০ এইরূপ লিখা হইত। বর্তমানে আর আনার প্রচলন নাই। এখন একশত পয়সায় এক টাকা গণনা করা হয়। এক পয়সা, দুই পয়সা, পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পয়সা ও পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং পূর্বের মত টাকা-পয়সার মুদ্রার অংক লিখিবার জটিলতা আর রহিল না। এখন টাকার অংকের ডান পার্শ্বে "·" দশমিক বিন্দু দিয়া পয়সার অংক লিখিবে। যথা, ১·৪৪ এক টাকা চৌয়াল্লিশ পয়সা, ১৭০·৯৪ একশত সত্তর টাকা চৌরানব্বই পয়সা, ১১·০৬ এগার টাকা ছয় পয়সা ইত্যাদি।

হিসাবের নমুনা

প্রথমে তারিখ ও বার লিখ। তারপর নীচের লাইন জমা শব্দটা লিখিয়া লম্বা একটা টান ডান দিকে খিচ। তারপর ডান পার্শ্বে খরচ শব্দটা লিখিয়া ডান দিকে লম্বা টান দাও। তাপর প্রত্যেক খরচের নীচে খরচ লিখ এবং যোগ করিয়া জমা হইতে বিয়োগ দিয়া হাতের নগদ টাকা হিসাব রাখ। খরচ বেশী হইলে অর্থাৎ কর্জ হইলে জমার ঘরে "কর্জ বাবদ জমা" শব্দটি লিখিয়া জমা করিয়া নেও এবং কর্জ পরিশোধের সময় খরচের ঘরে দেনা পরিশোধ শব্দ লিখিয়া হিসাব রাখ। প্রত্যেক প্রকারের জমা-খরচের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

বিঃ তাং ৯ই মাঘ রোজ শনিবার—১৩৬৮ সন

হাল জমা—		খরচ—	
মনি অর্ডারে প্রাপ্ত—	৩৫·৪০	কাপড় খরিদ—	২১·৪৪
		মাছ বাবদ—	১·৬৮
বকেয়া জমা ধান বিক্রি বাবদ—	৬·৯৪	ডাইল বাবদ—	২·০০
		দুধওয়ালাকে—	৫·৪৮
মোট জমা—	৪২·৩৪	মোট খরচ—	৩০·৬০
মোট খরচ—	৩০ ·৬০		
মোট খরচ বাদে হাতে রহিল—	১১·৭৪		

বিঃ তাং ১১ই মাঘ সোমবার—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা—	১১·৭৪	মাছ তরকারী—	২·১৬
ধান বিক্রি বাবদ—	৯·১৪	লাকড়ী—	৩·০৯
মোট জমা—	২০·৮৮	ধোপার মজুরী—	·৬০
মোট খরচ—	৬·১০	পান সাদা—	·২৫
খরচ বাদে জমা—	১৪·৭৮	মোট খরচ—	৬·১০

বিঃ তাং ১৪ই মাঘ বৃহস্পতিবার—১৩৬৮ সন

জমা হইতে খরচ বেশী হওয়ায় কর্জ করা লাগিল

		খরচ—	
সাবেক জমা—	১৪·৭৮	খাজনা—	২০·১৯
কর্জ বাবদ—	২০·১৫	ডাক্তারকে—	৪·১৪
	৩৪·৯৩	নৌকা ভাড়া—	২·০০
		ছেলের পুস্তক—	১৮·০৯
৯·৪৯ পয়সা দোকানে বাকী			৪৪·৪২

বিঃ তাং ১৬ই মাঘ শনিবার—১৩৬৮ সন

সাবেক জমা নাই		খরচ—	
গাছ বিক্রি বাবদ—	৪০·০০	দোকানের দেনা শোধ—	৯·৪৯
গরুর পাওনা ওয়াশীল—	৪৭·১৪	চাউল দুই মণ—	৬৫·০৭
	৮৭·১৪	কুলির মজুরী—	২·১১
	৮৩·৯২	নাছিমার মাতাকে—	৭·২৫
খরচ বাদে জমা—	৩·২২		৮৩·৯২

বিঃ তাং ৩০শে মাঘ, শুক্রবার—১৩৬৮ সন

		খরচ—	
সাবেক জমা—	৩·২২	মাছ তরকারী—	২·১৪
নাছিমার মাতা—	৭·২৫	নিমক—	১·০৬
মোট জমা—	১০·৪৭	পেঁয়াজ—	·২৫
		সাবান—	২·১৭
		দুধের মূল্য—	৩·১৩
মোট জমা—	১০·৪৭	মোট খরচ—	৮·৭৫
মোট খরচ—	৮·৭৫		
খরচ বাদ জমা—	১·৭২		

হাতে রহিল এক টাকা বাহাত্তর পয়সা

জমা খরচ সমান সমান

বিঃ তাং ১লা ফাল্গুন, শনিবার—১৩৬৮ সন

			খরচ—
সাবেক জমা—	২৮·৫৪	নৌকা ভাড়া—	৬·১২
হাল জমা নাই		চাউল—	২২·৪২
হাতে কিছুই নাই		মোট খরচ—	২৮·৫৪

৬৪ পয়সায় বা যোল আনায় টাকা ধরিয়া পুরাতন নিয়মে হিসাব করার জন্য অল্প কথায় সহজ নিয়ম দেওয়া গেল। ইহাকে আর্য্যা বলে।

১ম নিয়ম ঃ—এক মণের দাম যত টাকা হইবে /২।। আড়াই সেরের মূল্য তত আনা হইবে। যথা—একমণ চাউল ২৮৲ হইলে আড়াই সেরের দাম ২৮ আনা বা ১৸০ আনা হইবে।

২য় নিয়ম ঃ—এক টাকায় যত সের জিনিস পাওয়া যাইবে ৪০৲ টাকায় তত মণ জিনিস পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় /১।। দেড় সের চাউল পাওয়া গেল ৪০৲ টাকায় দেড় মণ পাওয়া যাইবে।

৩য় নিয়ম ঃ—এক টাকায় যত সের বস্তু পাওয়া পাইবে, এক আনায় তত ছটাক বস্তু পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় তিন সের দুগ্ধ পাওয়া গেলে এক আনায় তিন ছটাক দুগ্ধ পাওয়া যাইবে।

৪র্থ নিয়ম ঃ—এক টাকায় যে বস্তু পাঁচ সের পাওয়া যায় ৮৲ (আট) টাকায় সে বস্তু এক মণ পাওয়া যাইবে। যথা—এক টাকায় পাঁচ সের গোল আলু পাওয়া গেলে আট টাকায় এক মণ আলু পাওয়া যাইবে।

৫ম নিয়ম ঃ—১ টাকায় যত গজ কাপড় পাওয়া যাইবে, ১ আনায় তত গিরা পাওয়া যাইবে।

যে সকল গৃহ-কন্যারা স্কুলে বা মক্তবে লেখাপড়া করেন নাই এবং অঙ্ক জানেন না, তাহাদের সহজভাবে হিসাব শিক্ষার জন্য উপরোক্ত হিসাবটুকু লিখিয়া দেওয়া হইল।

পোষ্ট এবং টেলিগ্রাম অফিসের সংক্ষিপ্ত নিয়মাবলী

পত্রাদির নিয়ম—একখানা পোষ্ট কার্ডের দাম নয়া পাঁচ পয়সা। উহার যে পৃষ্ঠে ঠিকানা লেখার দাগ কাটা আছে, তাহার বাম পার্শ্বে নিজ বক্তব্য লিখা যায় ; কিন্তু ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিতে হইবে। কোন কোন লোক ঠিকানার স্থলে দুই একটা শব্দ লিখিয়া দেয়। ইহা বড়ই অন্যায়। ইহাতে পত্র বেয়ারিং হইয়া যায়। অর্থাৎ, যাহার নিকট পত্র যাইবে, তাহার নিকট হইতে ডাক বিভাগ নয়া দশ পয়সা উশুল করিবে। সুতরাং বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা এবং বক্তব্য লিখিবে আর ডান পার্শ্বে শুধু ঠিকানা লিখিবে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া পূর্ণরূপে লিখিবে। সে স্থান যদি বিখ্যাত না হয়, তবে পোষ্টের সহিত জেলার নামও লিখে দাও। আর যদি বড় শহরে পত্র পাঠাইতে হয়, তবে মহল্লা ও বস্তির নাম, বাড়ীর নম্বরও লিখিয়া দাও।

৩। যদি লেফাফায় পত্র দিতে চাও, তবে উহার উপর ঠিকানার স্থানে কিছু লিখিলে বে-আইনী হইবে।

৪। যদি পোষ্ট কার্ডের সমতুল্য লম্বা এবং চৌড়া গ্লেজ মোটা কাগজে পত্র লিখিয়া ঠিকানার স্থানে ঠিকানা লিখিয়া টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে ইহাও পোষ্ট কার্ড বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে উহা আর প্রাপকের নিকট যাইবে না। ডাক বিভাগের লোকেরা উহা নিয়া লা-ওয়ারিশ পত্রে শামিল করিয়া ফেলিবে। হাঁ, যদি পোষ্ট কার্ডের সাইজ হইতে কিছু কম চওড়া থাকে এবং অপর পৃষ্ঠের ডান অর্ধে ঠিকানা দেওয়া থাকে, তবে উক্ত পত্র বেয়ারিং হইয়া মালিকের নিকট পৌঁছিবে; ইহাকে প্রাইভেট কার্ড বলা হয়। এইরূপ কার্ডের ডান দিকে মোহরাদির জন্য স্থান রাখিতে হইবে এবং ডান পার্শ্বে কিছু লিখিবে না। আর যদি বাম অর্ধেকে ঠিকানা লিখ, তবে উহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

যদি সাদা লেফাফায় ১৫ পয়সার টিকেট লাগাইয়া দাও, তবে উহাও পনর পয়সার ইনভেলাপ হইয়া যাইবে। যদি উহার উপর টিকেট না দাও, তবে ৩০ পয়সার বেয়ারিং হইয়া যাইবে। কিন্তু লেফাফা আটকাইয়া দিতে হইবে। আঠা দিয়া আটকাইয়া না দিলে টিকেটবিহীন ইনভেলাপ লা-ওয়ারিশ চিঠি বলিয়া গণ্য হইবে। পথে যদি টিকেট লাগাইতে না পাও, তবে অন্য পোষ্ট কার্ডের ষ্টাম্পের চাপ দেওয়া স্থান হইতে কাটিয়া নিয়া অন্য পত্রে লাগাইও না। যদি লাগাও, তবে তাহা বেয়ারিং হইয়া যাইবে।

৫। কার্ড বা লেফাফা এরূপভাবে ধুইও না—যাহাতে টিকেটের রং বিগড়াইয়া যায়। এরূপ ময়লা টিকেট পত্রে লাগাইও না যাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। টিকেটের উপর নিজ নাম লিখিও না। কোন প্রকার দাগও কাটিও না; বরং টিকেট পরিষ্কার রাখ, অন্যথায় পত্র বেয়ারিং হইয়া যাইবে। ব্যবহার্য টিকেটও পত্রে কখনও ব্যবহার করিও না; ইহাতেও পত্র বেয়ারিং হয়। যদি পূর্বের ব্যবহার্য টিকেটের দাগ ধুইয়া মুছিয়া ব্যবহার করিতে চেষ্টা কর, তবে তাহা কঠিন অপরাধ হইয়া যাইবে এবং এইরূপ টিকেট ব্যবহারকারীকে মোকদ্দমায় সোপর্দ করা হয়। অনেক স্থলে কঠিন সাজাও হইয়া থাকে।

৬। কেহ কেহ জওয়াবী কার্ড না পাইলে উত্তরের জন্য দুইখানা কার্ড সেলাই করিয়া জোড়াইয়া দেয়। ইহাতেও চিঠি বেয়ারিং হইয়া যায়। সুতরাং জওয়াবী কার্ড সংগ্রহ করিয়াই পত্র দেওয়া উচিত। জরুরী পত্রাদি তাড়াতাড়ি বিলি করার জন্য প্রেরককে এক্সপ্রেস ডেলিভারীর জন্য অতিরিক্ত ·১৫ পয়সার টিকেট লাগাইতে হয়। লেফাফায় পত্র ভরিয়া নিক্তি দ্বারা এক তোলার ওজন লইয়া পত্রটি ওজন দাও। এক টাকায় এক তোলা হয়, যদি এক তোলার বেশী ওজন না হয়, তবে ·১৫ পয়সায় যাইবে। এক তোলার বেশী হইলেই প্রতি তোলায় ·৫ পয়সার টিকেট বেশী লাগে। আর যদি অতিরিক্ত চার্জের টিকেট না দিয়া পত্র ছাড়, তবে প্রাপকের নিকট হইতে ডবল চার্জ উসুল করা হইবে। অর্থাৎ, এখানে যে টিকেট লাগিত উহার দ্বিগুণ।

যদি প্রাপক বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তবে সেই পত্র তোমার অর্থাৎ, প্রেরকের নিকট ফিরিয়া আসিবে এবং তোমাকেই উহার দ্বিগুণ মাশুল দিতে হইবে। আর যদি তুমি এই মাশুল দিতে অনিচ্ছুক হও, তবে ভবিষ্যতে তোমার নামের পত্র আটক রাখা হইবে, যাবৎ তুমি উক্ত ঋণ পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তোমার চিঠি বিলি করা হইবে না।

৭। এক লেফাফায় কয়েকজনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পত্র লিখিও না। কেননা, ডাক বিভাগের নিষেধ আছে। তা ছাড়া শরীঅতেও এরূপ করা দুরুস্ত নহে। হাঁ, তুমি যাদের সম্বন্ধে জানিতে চাও তাদের বিষয় ঐ একই পত্রে দু'চার কথা লিখিতে পার, তাতে দোষ নাই। কিন্তু অনর্থক এক লেফাফায় কতকগুলি চিঠি বানাইয়া সাজাইয়া লিখিয়া দিও না।

৮। চিঠি বা পার্শেলের উপর যত মূল্যের টিকেট লাগান প্রয়োজন, তাহা হইতে কম লাগাইলে যত কম টিকেট লাগান হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ প্রাপকের নিকট হইতে উসুল করা হইবে।

বুক-পোষ্টের নিয়ম

১। যে সমস্ত কাগজ ছাপান, যেমন, কিতাব, খবরের কোগজ বা মাসিক পত্র-পত্রিকা। যদি ইহা ডাকে পাঠাইতে হয়, তবে এমনভাবে উহা প্যাকেট করিবে যেন ডাক ঘরের লোকের খুলিতে অসুবিধা না হয়। এই প্রকারের পার্শেলকে বুক পোষ্ট পার্শেল বলে। প্রথমে উহার পাঁচ তোলা পর্যন্ত ৭ (সাত) পয়সা, উহার অতিরিক্ত প্রতি ২।।০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৩ পয়সার টিকেট বাড়াইতে হইবে।

২। বুক পোষ্ট পার্শেলের মধ্যে চিঠি দেওয়া নিষেধ।

৩। বুক পোষ্ট পার্শেলের মধ্যে কোন টাকার নোট, হুণ্ডি ষ্ট্যাম্প বা ব্যাঙ্কের নোট ইত্যাদি কাগজপত্র যাহার পরিবর্তে টাকার মূল্য পাওয়া যায়, তাহা পাঠান নিষেধ। পার্শেলের প্যাকেট দুই ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া এবং এক ফুট উঁচু হইবে, ইহার অতিরিক্ত হইতে পারিবে না। আর যদি গোলাকার করিয়া বটিয়া দেওয়া হয়, তবে ৩০ ইঞ্চি লম্বা এবং ৪ ইঞ্চি মুখে, ইহার অতিরিক্ত প্যাকেট করা যাইবে না।

৪। প্যাকেট পাঠানোর সময় যদি টিকেট এখান হইতে না লাগাইয়া দাও, তবে বেয়ারিং হইয়া যাইবে ও প্রাপকের নিকট দ্বিগুণ মাশুল উসুল করা হইবে। সে যদি পার্শেল না রাখে, তবে প্রেরকের নিকট হইতেই সেই দ্বিগুণ মাশুল উসুল করা হইবে।

রেজিষ্টারীর নিয়ম—চিঠি-পত্র, প্যাকেট বা পার্শেলের যদি বেশী হেফাযত করিতে চাও, তবে উহা বেজিষ্টারী করিয়া লও। অর্থাৎ, পত্রের উপর অতিরিক্ত আরও ·৪০ পয়সার টিকেট লাগাও এবং নিজে অফিসে যাইতে না পারিলে পিয়নকে বলে দাও যে, ইহাকে রেজেষ্টারী করিয়া দিতে হইবে। অফিস হইতে রেজিষ্টারী করার একটি রসিদ পাওয়া যাইবে। উহা যত্ন করিয়া রাখিয়া দিও।

যদি তুমি ইচ্ছা কর যে, যাহার নিকট যাহা পাঠাইবে, তাহার দস্তখত করা প্রাপ্তি স্বীকার রসিদও পাওয়া দরকার, যেন সে পত্র পাওয়া অস্বীকার করিতে না পারে যে, আমার নিকট পত্র বা পার্শেল পৌঁছে নাই, তবে তুমি আরও ·১৩ পয়সার টিকেট দিয়া এক্‌নোল্যাজম্যান্ট রসিদ দিয়া দাও। অথবা পোষ্ট মাষ্টারকে বল, প্রাপ্তি স্বীকার রসিদ বা এক্‌নোল্যাজমেন্ট রসিদ দিয়া দেন। উহা একখণ্ড ছোট ছাপান কাগজ। উহার এক পার্শ্বে প্রেরকের ঠিকানা এবং অপর পার্শ্বে প্রাপকের ঠিকানা লিখার ঘর থাকে। তাহা পুরা করিয়া পত্রের সহিত বাঁধিয়া দিলেই প্রাপকের নিকট তোমার প্রেরিত পত্র বিলি করার সময় প্রাপকের দস্তখত হইয়া উক্ত রসিদ ফেরত ডাকে তোমার নিকট আসিবে। ইনসিওর বা হুণ্ডি, টিকেট, ষ্ট্যাম্প, ইত্যাদির হেফাযতের জন্য রেজিষ্টারী করা প্রয়োজন। কেননা, রেজিষ্টরী না হইলে যদি উহার কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তবে ডাক বিভাগ সে জন্য দায়ী হইবে না।

রেজিষ্টারী পত্রের নীচের দিকে বাম পার্শ্বে নিজ ঠিকানা নাম ধাম লিখে দাও। কেননা, যাহার নিকট পাঠাইতেছ তাহাকে যদি না পাওয়া যায়, তবে যেন অবিলম্বে তোমার নিকট ফেরত আসিতে পারে।

বীমা বা ইনসিওরের নিয়ম

যদি কোন মূল্যবান বস্তু যাহা সোনা রুপার অলঙ্কার বা টাকার নোট ইত্যাদি কোথায়ও নিরাপদে পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিয়া দাও।

বীমার এনভেলাপ বা প্যাকেটের সেলাই করার স্থানটা প্রত্যেক ইঞ্চির পর পর গালা দিয়া কোন নাম খোদাই করা সীল দ্বারা মোহর করিয়া দাও। বুতাম, পয়সা বা টাকা কিংবা ফুল ইত্যাদির ছাপ দিও না। বীমার উপর প্রাপকের এবং প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কার লিখিয়া দাও। বীমার মূল্যও লিখিতে হইবে। যেমন ৩০০ তিন শত টাকা বা ৫০০ পাঁচ শত টাকা ইত্যাদি। মূল্যটা কথায়ও লিখিয়া দিতে হইবে। আর যদি টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে টাকার সংখ্যাও কথায় ও অঙ্কে লিখিয়া দিতে হইবে।

যদি তিনশত বা উহার কম টাকা বীমা করিয়া থাক, তবে লেফাফার মূল্য এবং রেজিষ্টারীর খরচের অতিরিক্ত •৫০ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে। তিন হাজার টাকার অতিরিক্ত ইনসিওর করা যায় না। যদি লেফাফার মধ্যে নোট ভর্তি করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে উহা ইনসিওর করিতেই হইবে।

ইনসিওর বা বীমার জন্য পোষ্ট অফিস হইতে রেজিষ্টারী লেফাফা সবচেয়ে নিরাপদ। কেননা, উহার ভিতর দিকে কাপড় লাগান থাকে এবং খুব মজবুত হওয়ার কারণে নোটগুলি ভাল থাকে। উহার উপর রেজিষ্টারী খরচ দিতে হয় না, লেফাফার মূল্যের সহিতই রেজিষ্টারী চার্জ নিয়া নেওয়া হয়। উহার ওজন যদি এক তোলার অতিরিক্ত না হয় বা এক তোলার কম হয়, তবে উহা রেজিষ্টারীর সময় অতিরিক্ত পয়সা দিতে হইবে না। যদি এক তোলার বেশী হয়, তবে চিঠির নিয়ম মত তোলা বা তোলার অংশের জন্য পাঁচ পয়সার টিকেট লাগাইতে হইবে।

টাকা, সোনা, চাঁদি ও মূল্যবান পাথরাদি, নোট বা উহার অংশ, অথবা সোনা চাঁদির তৈরী কোন বস্তু অবশ্যই বীমা করিতেই হইবে। বীমা ছাড়া পাঠাইলে ডাক ঘরের লোকেরা জানিতে পারিলে উহা প্রেরককে ফেরত দিবে এবং এক টাকা জরিমানা আদায় করিবে অথবা যদি প্রাপক অস্বীকার করে যে, উহা তাহার রাখার ইচ্ছা নাই, তবে বীমাহীন পার্শেলটি প্রেরককে দেওয়া হইবে এবং এক টাকা জরিমানা উসুল করা হইবে।

পার্শেলের নিয়ম—১। টাকা, পয়সা, অলংকার, ঔষধ, আতর অথবা কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য কোন ডিব্বার মধ্যে বা কোন বাক্সে ভরিয়া উহার উপর কাপড় মোড়াইয়া সেলাই করিয়া গালা দিয়া আটকাইয়া ডাকে পাঠানের নামই হইতেছে পার্শেল। পার্শেলের মাশুল—প্রতি চল্লিশ তোলার জন্য ৫০ পয়সা এবং তদূর্ধ্বে আরও ৪০ তোলা বা উহার অংশের জন্য ৫০ পয়সা।

২। সাড়ে বার সের বা ১০০০ তোলা পর্যন্ত পার্শেলে পাঠান যায়।

৩। পার্শেলের মধ্যে একটা পত্র দেওয়ার অনুমতি আছে, তাহা শুধু ঐ ব্যক্তির নামেই থাকিবে যাহার নামে পার্শেল যাইবে।

৪। পার্শেলের সেলাইগুলির উপর উত্তমরূপে গালা লাগাইয়া মোহর করিয়া দিও। উহাতে হেফাযত হইবে।

৫। এত ছোট পার্শেল করিও না যাহার উপর ডাকঘরের মোহর করার স্থান হয় না।

৬। পার্শেল বেয়ারিং যায় না। উহার মধ্যে যদি মূল্যবান বস্তু থাকে, তবে উহা রেজেষ্টারী করাইয়া দাও, তাহা হইলে নিরাপদে পৌঁছিবে।

ভি, পি-এর নিয়ম

১। কাহারো নিকট কোন বস্তু ডাকে পাঠাইয়া যদি উহার মূল্য উসুল করিয়া লইতে চাও, তবে পার্শেল প্যাকেট বা পত্রের উপর প্রাপকের ঠিকানা লিখিয়া উহার মূল্য যথাঃ—ভি, পি মূল্য—এগার টাকা, এইরূপ লিখিয়া উহার সহিত একখানা ভি,পি, মনিঅর্ডার ফরম পুরা করিয়া পাঠাইয়া দাও। ইহা রেজেষ্টারী করান অবশ্য কর্তব্য। এই জন্য মাশুলের টিকেট যত মূল্যের হইবে, উহার অতিরিক্ত টিকেট লাগাইতে হইবে। পোষ্ট অফিস হইতে তুমি একটা রসিদ পাইবে উহা যত্নে রাখিও। প্রাপক হইতে তোমার প্রাপ্য টাকা উসুল হইয়া তোমার নিকট পৌঁছিবে।

২। এক হাজার টাকার অতিরিক্ত ভি, পি, হইতে পারে না।

৩। সরকারী ভি, পি, ছাড়া সাধারণ ভি, পি, আনার ভংগ্নাংশে হয় না।

৪। যদি প্রাপক ভি,পি, রাখিতে অসম্মত হয়, তবে প্রেরকের নিকট উহা ফেরত দেওয়া হইবে। মূল্য তলব করা ভি,পিরও বীমা করা যায়। ভি,পি'র টাকা যদি এক মাসের মধ্যে উসুল হইয়া না আসে, তবে সংশ্লিষ্ট পোষ্টাল কর্মচারীকে লিখিতে হইবে।

মনিঅর্ডারের নিয়ম

যদি তুমি ডাকযোগে অন্যত্র টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা কর, তবে ডাকঘর হইতে একটা মনিঅর্ডার ফরম লইয়া তাহা পূরণ করিয়া টাকা ও ফরম ডাকঘরে পাঠাইয়া দাও। সাথে সাথে টাকা পাঠাইবার মাশুলও পাঠাইয়া দাও। একখানা রসিদ পাইবে উহা সযত্নে রাখিও। প্রাপকের দস্তখত হইয়া উক্ত মনিঅর্ডারের এক অংশ তোমার নিকট আসিবে।

একসঙ্গে ৬০০ (ছয় শত) টাকা ঊর্ধ্বে মনিঅর্ডার করা যায় না।

মনিঅর্ডারের মাশুল প্রতি দশটাকা বা উহার অংশের জন্য ৩০ পয়সা। এরোপ্লেনে মনিঅর্ডার পাঠাইতে হইলে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হয়। একশত টাকার ঊর্ধ্বে মনিঅর্ডার করিলে উহার মাশুলের হিসাব প্রথম হইতে ধরিতে হইবে।

১। মনিঅর্ডার ফরমের নীচে কিছুসাদা স্থান থাকে সে স্থানে প্রেরকের বক্তব্য লিখার অধিকার আছে।

২। প্রাপকের নাম ও ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে, অন্যথায় লিখার গোলমালে অন্যত্র টাকা বিলি হইলে ডাক বিভাগ দায়ী হইবে না।

৩। প্রাপক যদি টাকা না রাখে বা ঠিকানা ভুল হওয়ার কারণে টাকা বিলি না হয়, তবে উহা প্রেরকের নিকট ফেরত আসিবে।

৪। তোমার টাকা অতিসত্বর পৌঁছাইতে হইলে, টেলিগ্রাম মনিঅর্ডার কর।

টেলিগ্রামের নিয়ম—টেলিগ্রাম দুই প্রকার, জরুরী ও সাধারণ। পাকিস্তানের যে কোন স্থানে টেলিগ্রাম পাঠান হউক না কেন উহার মাশুল ঠিকানাসহ প্রতি ৮ শব্দের জন্য ·৮৭ পয়সা

ও অতিরিক্ত প্রতি শব্দের জন্য ·৬ পয়সা। জরুরী টেলিগ্রামের ফিস, সাধারণ টেলিগ্রামের ফিসের দ্বিগুণ।

পাসপোর্ট ও ভিসা

এক রাষ্ট্রের কোন লোক অন্য রাষ্ট্রে গমন করার জন্য নিজ রাষ্ট্র সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয়, উহাকে পাসপোর্ট বলে। আর যেই ভিন্ন রাষ্ট্রে গমন বা অবস্থান করার প্রয়োজন হয়, সেই রাষ্ট্রের সরকারের নিকট হইতে যে অনুমতি পত্র লইতে হয় উহাকে ভিসা বলে। পাসপোর্ট অফিস হইতে ·১৩ পয়সা মূল্য দিয়া ছাপান ফরম লইয়া উহা পূরণ করিয়া নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী তিন টাকা ফিস জমার রসিদসহ জেলা অফিসারের নিকট পাঠাইতে হয়। উহা মঞ্জুর হইলে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। পাসপোর্টের মেয়াদ আপাততঃ পাঁচ বৎসর। পাসপোর্ট পাওয়ার পর ভিসার জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। ভিসার জন্যও ছাপান ফরম পাওয়া যায়। নির্ধারিত নিয়মে এক টাকা ফিস দিয়া যে দেশে যাইতে ইচ্ছুক সেই দেশের হাইকমিশনার বরাবরে দরখাস্ত করিতে হয়। তিনিই ভিসা প্রদানের অধিকারী।

॥ তৃতীয় জিল্‌দ সমাপ্ত ॥